হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা-দর্পণ।

প্রথম-খণ্ড।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ওলাউঠা, অন্ত্র ও পাকযন্ত্রের
যাবতীয় ব্যাধি এবং তাহার বিস্তৃত
চিকিৎসা-প্রণালী বিবৃত আছে।

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্যযন্ত্রে,
নিবারণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়,

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন গুপ্ত, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী
ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্, মহোদয়,
শ্রীকরকমলেষু।

আর্য্য! আমি একবার বাল্যকালে দরিদ্রের বেশে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আপনি দয়া করিয়া আমাকে তদানিন্তন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অনুগ্রহের ফলে আজ আমি চিকিৎসকরূপে পরিচিত হইয়া দেশান্তরে আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আপনি বিজ্ঞানের চর্চ্চায় সর্ব্বদা অনুরক্ত, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আপনার বিলক্ষণ অনুরাগ; এজন্য আমার এই সামান্য গ্রন্থখানি আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। ইহাতে নামের গুরুত্ব হ্রাস না হইলেই ধন্য হইব।

চিরদাস,—
গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার প্রতি দিনে দিনে যে পুনর্ব্বার সাধারণের মনো আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে সকল অসাধারণ গুণবলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমুদায় চিকিৎসার শীর্ষস্থানীয়, সেই সমস্ত রহস্য অবগত হইবার জন্য সম্প্রতি সকলেই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সমুদায় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, দরিদ্র ভারত-বাসীর পক্ষে অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃত অধ্যয়নের অবকাশ ঘটিয়া উঠে না; সুতরাং কেহই তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য যদিও কতিপয় মহাত্মা কতকগুলি সানুবাদ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রচার করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের আয়ুর্ব্বেদশিক্ষাসম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তথাপি কাহারও বর্ত্তমান সময়ে বহুসংখ্যক বিবিধ গ্রন্থ অনুশীলনের উপযুক্ত অবকাশ না থাকায়, সেই সকল পুস্তকদ্বারা তাঁহারা উপযুক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এখন প্রায় অধিকাংশ লোকেই বাঙ্গালাভাষায় লিখিত একখানি মাত্র গ্রন্থের সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে একান্ত অভিলাষী। কিন্তু তাদৃশ পুস্তকের অভাববশতঃই তাঁহারা নিতান্ত ইচ্ছাসত্বেও চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। বস্তুতঃ এই রোগপ্রবণ ভারতবাসীর পক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই চিকিৎসাবিষয়ে বুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, যেহেতু প্রায়শঃ চিকিৎসকশূন্য স্থানবাসিদিগকে উপযুক্ত চিকিৎসক অভাবে এবং দরিদ্রদিগকে চিকিৎসোপযোগী অর্থের অভাববশতঃ দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখা যায়।

আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহজে চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় বিধান জন্য "কবিরাজি-শিক্ষা" নামক এই পুস্তক-

খানি সঙ্কলিত করিলাম। ইহাতে যথাক্রমে স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগপরীক্ষা, যাবতীয় রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী, রোগবিশেষে ঔষধ প্রয়োগ ও পথ্যাপথ্য, পাচন, ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক ও মকরধ্বজ প্রভৃতির প্রস্তুত নিয়ম এবং ধাত্বাদির শোধন মারণ প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই সবিশেষরূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এক একটী রোগের বহুসংখ্যক ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে যে সকল ঔষধ প্রায় সকল চিকিৎসকই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যে সকল ঔষধ আমরা পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিয়া, লক্ষ লক্ষ স্থলে তাহার উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি, এই গ্রন্থে সেই সমস্ত পরীক্ষিত ঔষধ সন্নিবেশিত করা হইল। অব্যবহৃত বা কদাচিৎ ব্যবহৃত ঔষধগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যাগ করিলাম। অধিক কি যেরূপ ভাবে সঙ্কলিত হইল, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই কেবল মাত্র এই পুস্তকের সাহায্যে কাহারও কোন উপদেশ না লইয়াও চিকিৎসা করিতে পারেন, এই পুস্তকখানি সর্ব্বতোভাবে তদুপযুক্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা পাইয়াছি। বলিতে পারি না চেষ্টিত বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। এক্ষণে ইহাদ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থই যদি চিকিৎসাকার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গের এবং নিজের শরীর নীরোগ রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে নিতান্ত কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার প্রিয়সুহৃদ আয়ুর্ব্বেদাদিবিবিধশাস্ত্রবিশারদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকের সঙ্কলন ও সংশোধন বিষয়ে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বলিতে কি আমার যেরূপ অনবকাশ, তাহাতে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির এরূপ সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক প্রকাশিত করা কঠিন হইয়া উঠিত। এই নিঃস্বার্থ উপকারের জন্য আজীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত,
কবিরাজ।

ভূমিকা।

এই দৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্রই আমরা দুইটী শক্তির কার্য্য অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রথমতঃ স্থূল শক্তি বা জড় শক্তি, দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি, প্রকাণ্ডকায় হস্তী হইতে ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে সূক্ষ্মতম বালুকা কণা পর্য্যন্ত সমস্ত নির্জ্জীব বস্তু এই দুই শক্তির অধীন। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া অতি প্রবল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। জড় শক্তি যত প্রচণ্ড বেগে কার্য্য করুক না কেন, উহা ক্ষণস্থায়ী ও ভগ্নশীল। অমিতবল সেকেন্দর সা, সুলতান মামুদ ও আওরঙ্গেব প্রভৃতি বীরগণ জড় শক্তির প্রভাবে পৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সেই শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে। আর এক-দিকে বুদ্ধদেব, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি যোগীগণ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিনষ্ট হইবার নহে। একদিন দুইদিন করিয়া বহু শতাব্দী গত হইতেছে কিন্তু তাহাতে ঐ শক্তির হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে।

এই শক্তির প্রভাবেই প্রবাসী, সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিয়াও অতৃপ্ত মনে, জন্মভূমির সামান্য পর্ণকুটীর দর্শন জন্য লালায়িত, পিতা পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সতী জলন্ত চিতায় আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াও সুখিনী। অভিনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন করিলে জগতের সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম শক্তির এইরূপ অদ্ভূত কার্য্য অব-লোকন করা যায়।

আমাদের দেশে শঙ্খিনী নামধেয় একপ্রকার সর্প আছে, লোকে উহাকে সাপের রাজা বলিয়া ব্যাখ্যা করে। উহারা অতিশয় বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন। শঙ্খিনী ক্ষুধার্ত্ত হইলে সে নিজ দেহস্থ বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালন করে, ঐ শক্তির প্রভাবে নিকটস্থ কেউটা, গোক্ষুর প্রভৃতি সর্পগণ মুগ্ধ হইয়া নিকটস্থ হয় এবং শঙ্খিনীকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া ভেক, ইন্দুর প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে ধারণ করে। সে দয়া করিয়া উহা গ্রহণ করিলে আকৃষ্ট

সর্প বিদায় হইয়া যায়, নতুবা ঐ ভেক বা ইন্দুর দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার নিজ দেহকেই উৎসর্গ করিয়া দেয়। ক্রুদ্ধ স্বভাব গোক্ষুর কেউটা স্বাভাবিক উগ্রতা ও তেজ পরিত্যাগ করিয়া সরু পুচ্ছ খানি শঙ্খিনীর ব্যাদিত মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। তখন সে ধীরে ধীরে উহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কখন বা শঙ্খিনী ক্রুদ্ধ হইয়া কেউটা বা গোক্ষুরকে আহার না করিয়া খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করে, ইহাতেও তাহারা ক্রুদ্ধ হয় না। শঙ্খিনীর প্রবল বিদ্যুৎ শক্তির নিকট প্রচণ্ড স্বভাব গোক্ষুরাদির তেজ ও শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ ঘটনা আমাদের দেশে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৩০১ সনের ১৫ই কার্ত্তিকের "সহচর" নামক পত্রিকায় এতদ্বিষয়ক একটী প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রমাণ বাহির হইয়াছিল। বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল নহে। বৈদ্যুতিক শক্তির এইরূপ প্রভাব দেখিয়া কোথাও বিস্মিত, কোথাও বা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে হয়। আরসুলা বা তেলেনী মক্ষিকা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কুমুইড়ে কীটের বাতাসেই মুগ্ধ হয়। যুদ্ধ কালে সেনাপতির বৈদ্যুতিক শক্তিতে নির্জ্জীব সেনানী উত্তেজিত ও বলশালী হইতেছে। বিদ্যালয়ের নিষ্প্রভ জড়প্রকৃতির বালক বালিকার অন্তর গুরুর বৈদ্যুতিক শক্তিতে উৎসাহিত হইতেছে।

এইরূপ প্রত্যেক ঔষধ দ্রব্যও উক্ত দুইটী শক্তি ধারণ করে। এক জড় শক্তি বা স্থূল শক্তি, আর সূক্ষ্ম শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি। এই হেতু চিকিৎসা প্রণালী ও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম, এলপ্যাথি চিকিৎসা অর্থাৎ জড় চিকিৎসা বা স্থূল চিকিৎসা। দ্বিতীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অর্থাৎ সূক্ষ্ম চিকিৎসা বা বৈদ্যুতিক চিকিৎসা। আদিম কালে জড় শক্তির তত্ত্বই মানবের পরিজ্ঞাত ছিল, সুতরাং তদনুসারে স্থূল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হইত, ঔষধের আর একটী শক্তি, যাহা সূক্ষ্ম শক্তি বা বৈজ্ঞানিক শক্তি নামে অভি-হিত, যাহার প্রভাবে পর্ব্বত পরিমাণ রোগ বিন্দু পরিমাণ ঔষধে বিদূরিত হইতে সক্ষম, তাহা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। অদ্যাপিও অনেক চিকিৎসকের মনে এই সূক্ষ্ম শক্তির তত্ত্ব অপরিস্ফুট অবস্থায়ই রহিয়াছে। মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া বিশেষতঃ চিকিৎসক হইয়া ঔষধের সূক্ষ্ম শক্তির তত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা স্থূল মতাবলম্বী চিকিৎসকদিগকে অনুরোধ করি,

তাঁহারা সূক্ষ্ম মতে চিকিৎসা না করুন, অন্ততঃ ইহার তত্ত্বটী একবার অবগত হউন।

জড় চিকিৎসা বা স্থূল চিকিৎসায় রোগ দূরীভূত হয় না এমত বল যায় না। কেন না জড়ের যখন একটী শক্তি আছে, তখন তাহার ক্রিয়া মানবদেহে অবশ্যই বিকসিত হইবে। এই হেতু ইহাতে সময় বিশেষে কোন কোন রোগ দূরীকৃত হইতেও দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য স্থূল চিকিৎসা বা এলপ্যাথি চিকিৎসা অদ্যাপি জগতে প্রচলিত আছে এবং ইহার পরেও থাকিবে অনুমান করা যায়। এলপ্যাথি চিকিৎসায় স্থূল ঔষধ সমস্ত রোগের কঠিনতম অবস্থায় সূক্ষ্ম কৈশিক নাড়ী সমস্তে ক্রিয়া করিতেই সমর্থ নহে। এজন্য উলাউঠা, সূতিকাজ্বর, টাই-ফস ও টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি গুরুতর পীড়ার কঠিন অবস্থায় কোন কার্য্যকারী হয় না। পক্ষান্তরে রাশি রাশি ঔষধ সেবন হেতু একটী রোগ দমন করিতে যাইয়া আর দশটী রোগ উৎপাদন করিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক এলপ্যাথি চিকিৎসার দোষ কীর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বা সূক্ষ্ম চিকিৎসার অদ্ভুত রোগ নিবারণী শক্তির বর্ণনই আমাদের উদ্দেশ্য। স্থূল ঔষধ দ্রব্যের অণু সকল সূক্ষ্মভাগে বিভক্ত হইলে তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হয়। ইহারই প্রভাবে পর্ব্বত পরিমাণ রোগ বিন্দু পরিমাণ ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে। আমরা এই শক্তির কার্য্যকারিতা দিন রাত্রি উপলব্ধি করিতেছি। বহুপ্রকার জড়ীত পীড়ায় যেখানে রাশি রাশি স্থূল ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল উপলব্ধি করা যায় নাই বরং বিপরীত ফল দৃষ্ট হইয়াছে, তথায় একমাত্রা সূক্ষ্ম ঔষধ সেবন করাইয়া আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশে জ্বর প্লীহা একটী সাধারণ রোগ, প্রায় প্রত্যেক অধিবাসীর গৃহে ইহার অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ায় রোগী যখন নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, স্থূল মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ যখন স্তূপাকার কুইনাইন্, আর্সেনিক ও লৌহ ইত্যাদি ঔষধ সেবন করাইয়া রোগের বৃদ্ধি বই হ্রাস করিতে সমর্থ হননা, তখন সেই রোগীকে ন্যাট্রম্মিউরিয়েটিকম ২০০ শক্তির দুইটী গ্লবিউল ছয় আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া তাহা এক আউন্স মাত্রায় দিনে দুই তিনবার সেবন করিতে দিয়া ঐ সমস্ত মৃতপ্রায় রোগীকে নবজীবন লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

ন্যাট্রম্ মিউরিয়েটিকম আর কিছুই নহে, আমরা প্রত্যহ যে লবণ আহার করি তাহাই। সকল মনুষ্যই দিনের মধ্যে অল্প বা অধিক পরিমাণ লবণ খাইয়া থাকে, ঐ রোগীও পথ্যের সময় অনেকবার লবণ আহার করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে রোগ দূরীভূত হয় নাই, কেন না ঐ স্থূল লবণের বৈদ্যুতিক শক্তি তখন পরিস্ফুট হয় নাই। যেই তাহাকে হোমিওপ্যাথি মতে সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়া সেবন করান গিয়াছে অমনি ঠিক ভিন্ন গুণ ধারণ করতঃ তাড়িতের ন্যায় শরীরে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রোগ লক্ষণ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ এইরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই হেতু যিনি একবার সূক্ষ্মমতে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহা ত্যাগ করিতে পারেন না। ইহার মত ও যুক্তিগুলি অতি পরিষ্কার, কোন কালে ইহা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ইহার ভিত্তি এমন সত্যের উপর স্থাপিত যে, এই চিকিৎসা প্রণালীতে কখনও সন্দেহ বা তর্ক আসিতে পারে না। বালক, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় সকলেই একপ্রকার বিশ্বাসে চিকিৎসা করিতে সক্ষম। বর্ত্তমানকালে যে সমস্ত ব্যাধি প্রচলিত আছে, তাহার চিকিৎসা ইহাতে অতি বিশদ ও নিশ্চিতরূপে বিবৃত আছে। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে যে সমস্ত ব্যাধি প্রকাশিত হইবে, তাহারও ঔষধ এখনই নির্ণীত হইয়া রহিয়াছে।

আজ কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষীয় এলপ্যাথি মেডিকেল পত্রিকা সমূহে লথি্রস্ প্যারালেসিস্ নামক একটী নূতন রোগের বিবরণ বাহির হইয়াছে, এ রোগটীর লক্ষণ এই যে, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে পক্ষাঘাত আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতিত হইয়া প্রাণ নষ্ট হওয়া। এইটী নূতন ব্যাধি, পূর্ব্বে এরূপ ব্যাধির বিবরণ পাওয়া যায় নাই। এলপ্যাথি মতে ইহার কোন চিকিৎসা নাই বলিয়া একটী চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। বোধ হয় কোন এলপ্যাথি চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা প্রণালী বাহির করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রকৃত ঔষধ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন কি না জানি না; কিন্তু সামান্য জ্ঞানযুক্ত একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সহজেই ইহার নিশ্চিত চিকিৎসা বাহির করিতে সক্ষম হইবেন। এই পীড়া অধুনা প্রকাশ পাইলেও বহু বৎসর

পূর্ব্বে ইহার চিকিৎসা প্রণালী হোমিওপ্যাথি মতে নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে, হোমিওপ্যাথির মূল-মন্ত্র "বিষস্য বিষমৌষধং।" প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহামতি সক্রেটিস্‌কে কোনায়ম নামক বিষ সেবন করাইয়া প্রাণ দণ্ড করা হয়, ঐ বিষ সেবনের পর, তাঁহার পদাঙ্গুলি হইতে পক্ষাঘাত আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হয় এবং অবশেষে সমস্ত অঙ্গ পক্ষাঘাতিত হইয়া প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। লণ্ড্রিস্ প্যারালেসিসেও সেই লক্ষণ, অতএব কোনায়ম ইহার নিশ্চিত ঔষধ। এইরূপে দেখা যায় যে, যে কোন অভিনব পীড়া প্রকাশিত হউক না কেন তাহার নিশ্চিত চিকিৎসা পূর্ব্বেই ইহাতে বিধিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এমন সুন্দর ও সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব যিনি একবার অবগত হইয়াছেন, তিনি আর ইহা কখনই ত্যাগ করিতে পারিবেন না। বহুপ্রকারে লাঞ্ছিত হইলেও ইহা অবলম্বন করিয়াই থাকিবেন।

সকলেই অবগত আছেন প্রভূত ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা হেনিমেন প্রথমে এই চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিলেন স্থূল ঔষধ সমস্ত রোগের কঠিন অবস্থায় সূক্ষ্ম কৈশিক নাড়ীতে আদৌ ক্রিয়া করিতেই সমর্থ নহে। এজন্য এই চিকিৎসায় রোগ নিবারিত হইতে পারে না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে প্রকৃত চিকিৎসাতত্ত্ব মানবের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। চিন্তায় মানুষকে পরিষ্কার পথ দেখাইয়া দেয়, এই হেতু বহু গবেষণার পর তিনি সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইলেন। তখন স্থূল চিকিৎসার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্ত্তনা করিলেন। ক্রমে এই সত্য পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল এবং দলে দলে লোক তাঁহার পথানুসরণ করিতে লাগিল। হেনিমেন প্রথমে কেবল অমিশ্র দ্রব্যের সূক্ষ্ম শক্তি বিয়োজন করিয়া জলের সহিত সেবন করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা,—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, পল্‌সেটিলা, নক্সভমিকা ইত্যাদি। পরে তিনিই আবার মূল যৌগিক বস্তু যথা, কুপ্রম, এসিটিকম, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকম ইত্যাদি পদার্থ সকল সূক্ষ্মাকারে প্রয়োগ করিতে বিধান দিয়াছেন। তদপর তাঁহার পথাবলম্বী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জার হোমিওপ্যাথি ঔষধকে গ্লবিউলস্ ও সুগার অব্ মিল্কের সহিত প্রয়োগ করিয়া আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছেন। হেনিমেন বৃদ্ধ বয়সে এই মিশ্রণের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া

গিয়াছেন। তৎপর এ পর্য্যন্ত কেহই কম্পাউণ্ড মিক্সার ব্যবহার করিতে বিধান দেন নাই। আজ কাল তাহারও স্ত্রপাত দেখা যাইতেছে। এই মতের পক্ষপাতীরা বলেন, হোমিওপ্যাথি অমিশ্র ঔষধের অণু সকল যেমন বিদ্যুৎ বেগে লক্ষিত যন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করে তেমনই কম্পাউণ্ড মিক্সারের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অণু সকল এক সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রে গিয়া আপন আপন শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম। আমরা ইতিপূর্ব্বে জ্বররোগে ন্যাট্রমমিউরিয়েটিকম, আর্সেনিকম্, চায়না ইত্যাদি ঔষধ সমস্ত পৃথক পৃথক প্রয়োগ করিতাম, কিন্তু যে স্থানে দুইটী ঔষধের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিত, তথায় কোন্‌টী প্রয়োগে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে গোলযোগ ঘটিত। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ন্যাট্রম আর্স, চিনিণম আর্স ইত্যাদি নূতন কম্পাউণ্ড ঔষধ সমস্ত বাহির হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটিতে দুই তিনটি করিয়া মূল ঔষধ দ্রব্যের অণুযুক্ত আছে। এই যুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া পুরাতন ও জড়িত রোগে বিশেষ ফল উপলব্ধি করা যাইতেছে। তবে এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, যে স্থানে ন্যাট্রম আর্স ৩০শ শক্তি প্রয়োজ্য, তথায় ন্যাট্রমমিউ ৩০ শক্তি এক বিন্দু ও আর্সেনিকম ৩০ শক্তি এক বিন্দু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে কেন ফল লাভ করা না যাইবে?

বাস্তবিক বহুবিধ জড়িত পীড়ায় কম্পাউণ্ড মিক্সার প্রয়োগ করিয়া রোগ লক্ষণ দূরীভূত করিতে সমর্থ হওয়া গিয়াছে। এই তত্বটী অনেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের সহিত আলোচনা করায় অনেকেই ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য আমি এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিলাম না, কিন্তু সত্য যাহা, তাহা অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজি হউক, দুই দিন পরে হউক, অবশ্য হোমিওপ্যাথি মধ্যে কম্পাউণ্ড মিক্সারের প্রচলন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইবে।

ইটালী নিবাসী কাউণ্ট সিজার ম্যাটি নামক একজন হোমিওপ্যাথি পণ্ডিত ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথি নামধেয় এক প্রকার চিকিৎসা প্রণালী প্রচার করিয়াছেন। তিনি ঐ ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, ঔষধ তাঁহার নিজের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে হয় এবং যে রোগে যেটি প্রয়োগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন, সেই রোগে সেইটি প্রয়োগ করিতে

হয়। এই ঔষধ দ্বারা অনেক কঠিন ও দুরারোগ্য রোগী আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। ম্যাটি যদিও এই মতের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী কাহারও নিকট প্রকাশ না করুন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ইহা হোমিওপ্যাথির কম্পাউণ্ড ঔষধ বিশেষ। প্রথমে এই কম্পাউণ্ড ঔষধের বিবরণ চিকিৎসক সমাজে প্রচার করিলে কেহ তাঁহার মতগ্রহণ করিবেন না, বোধ হয় এই জন্যই তিনি ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী প্রথমতঃ গোপন রাখিয়া ইহার উপকারীতাই জগতে প্রচার করিতেছেন। কালে ইহাতে লোকের বিশ্বাস স্থাপিত হইলে তখন হয়ত প্রস্তুত প্রণালীও প্রকাশ করিবেন। ইটালীর অন্যতর ডাক্তার রুবিনি ক্যাম্ফর প্রস্তুত প্রণালী জগৎকে শিক্ষা দিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ম্যাটীর মত প্রকাশ পাইলেও চিকিৎসা জগতে নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে।

হোমিওপ্যাথি অতি নির্দ্দিষ্ট ও পরিষ্কার সায়েন্স। ইংরাজীতে এই বিষয়ক বহু বিস্তৃত গ্রন্থ সমস্ত আছে। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না বা অল্পই জানেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সমস্ত গ্রন্থ মন্থন করিয়া চিকিৎসা করা অসাধ্য ব্যাপার। যে বঙ্গদেশে ছয় কোটি লোক এক ভাষায় কথা বলে, সেই দেশের ভাষায় হোমিওপ্যাথির বিস্তৃত গ্রন্থ নাই, ইহা অতি পরিতাপের বিষয়। আমাদের দেশীয় ভাষায় হোমিওপ্যাথি গ্রন্থ বিশেষরূপে রচিত না হওয়ার এক প্রধান কারণ এই যে, এই মতাবলম্বী যে কয়েকটী দেশীয় কৃতবিদ্য চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা চিকিৎসা কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকেন যে, গ্রন্থ লিখিবার সময় নাই বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে খ্যাতনামা চিকিৎসক দ্বারা গ্রন্থ লিখিত না হইলে তাহা কেহ মনোযোগের সহিত পাঠ করেন না। বহু অর্থব্যয় করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে যদি কেহ তাহা গ্রহণ না করেন, তবে সমূহ ক্ষতির কারণ, এজন্য ভয় ক্রমেই অনেকে গ্রন্থ লিখিতে সাহসী হন না। এই হেতু বাঙ্গলা ভাষায় এপর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি গ্রন্থের বহু বিস্তার হয় নাই। এই স্থানে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। "তুমি কোন সাহসে এহেন গুরুতর যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে?" তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হোমিওপ্যাথি গ্রন্থ প্রচার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইল না, আমার ও আমার মত চিকিৎসকের চিকিৎসা কার্য্য সুচারুরূপে চলিবার জন্যই ইহা মুদ্রিত হইল, অনেক সময়ে চিকিৎসাকালে কোন একটী রোগের ঠিক ঔষধ নির্ণয় করিতে বহু আয়াস ভোগ করিতে হয়, এমত স্থলে রোগের মূল ঔষধ বাহির করাই ঘটে না। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ বহু গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া ইহা রচিত হইল। আমাদের দেশীয় প্রচলিত রোগগুলির একটী করিয়া রিপার্টরী থাকা আবশ্যক কিন্তু কোন ইংরাজী গ্রন্থে সেরূপ রিপার্টরী দেখা যায় না, এজন্য আমি নিজেই বহু সন্ধান করিয়া অধিকাংশ রোগের

রিপার্টরী প্রস্তুত করিয়া দিলাম। ইহাতে চিকিৎসা কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে।

চিকিৎসা-দর্পণ কোন গ্রন্থ বিশেষের অবিকল অনুবাদ নহে। ইংরেজী ও বাঙ্গালা বহু গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হেম্পলস মেটিরিয়া মেডিকা, হেরিঙ্গস্ কণ্ডেন্‌স্‌ড অব মেটেরিয়া মেডিকা, লিলিয়াস্থাল থিরাপিউটিকস, বেলস্ ডায়েরিয়া এবং ডিসেণ্ট্রী, জে, কম্পশন বার্ণেট প্রণীত ফিশ্চুলা, উইলিয়ম ভেলেন্‌সি ড্রুরি প্রণীত কলেরা ও ডায়েরিয়া, হিউইজের ফারমাকোডিনামিকস্, ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী প্রণীত চিকিৎসা বিধান, হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা ও কতকগুলি মেডিকেল পত্রিকাই প্রধান বলিতে হইবে। এজন্য উক্ত গ্রন্থকার মহাশয়দের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। গ্রন্থ যেরূপ বৃহৎ আকারের হইয়া চলিল তাহাতে বোধ হয় সমস্ত গ্রন্থ সমাপন করিতে আড়াই হাজার পৃষ্ঠার ন্যূন হইবে না। ধৈর্য্যশীল পাঠকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে অচিরেই মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিতে পারিব আশা আছে। গ্রন্থের ভাষাগত দোষ ও বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন জন্য পাণ্ডুলিপি গুলি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন বসু এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাদাস বসু মহাশয়দ্বয়কে দেখাইয়াছি, তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পুর্ব্বক ভাষাগত দোষ ও বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা অনেক ফর্ম্মার প্রুফও দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়ের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাসে বদ্ধ রহিলাম। গ্রন্থ খানি ভ্রমশূন্য করার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি স্থানে স্থানে ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ ঐ সমস্ত ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া দিলে, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইব এবং দ্বিতীয়বারে তাহা সংশোধন করিয়া দিব। চিকিৎসা-দর্পণ প্রথম খণ্ড বাহির হইল, শীঘ্র দ্বিতীয় খণ্ডে জ্বর, প্লীহা, অগ্রমাংশ ইত্যাদি ব্যাধির চিকিৎসা তত্ত্ব বাহির হইবে।

তারিখ ১লা আগষ্ট।	}	নিবেদক।
১৮৯৬ খৃঃ অব্দ।	}	গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

ওলাউঠায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিশেষ চিকিৎসা।

চিকিৎসা-দর্পণ।

ওলাউঠা।

ইংরেজী চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার নাম কলেরা, এসিয়েটিক কলেরা, কলেরা মরবাস্ ও ম্যালিগ্‌নেণ্ট কলেরা, হাকিমি শাস্ত্রে ইহাকে হায়জা নাম দেওয়া হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার কোন নাম উল্লেখ নাই। এইটী *পৃথিবীর আধুনিক ব্যাধি। অতি প্রাচীন কালে যখন সমস্ত পৃথিবী* **অজ্ঞান**-তার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন ভারত সভ্য দেশ, ভারত তখন জ্ঞান-চর্চ্চায় অতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছে। সেই সময়ের ভারতবাসী হিন্দুদের চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ওলাউঠার নাম উল্লেখ নাই বা এই লক্ষণাক্রান্ত কোন প্রকার ব্যাধিরও বর্ণনা নাই। অনেকে বিসূচিকাকে ওলাউঠার প্রতিসংজ্ঞা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সেটী ভুল বলা হয়। ওলাউঠার শেষ অবস্থায় অর্থাৎ অবসাদন কালে অন্ত্র ও পাকাশয়ের ক্রিয়া লোপ হইলে বিরেচন ও বমন বন্ধ হইয়া উদর স্ফীত, পিপাসা ও গাত্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত যে এক প্রকার ভাব সংঘটিত হয়, বিসূচিকা তাহারই অনুরূপ। এই গ্রন্থের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া অধ্যায়ে বিসূচিকার বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

ওলাউঠা নির্ব্বাচন।

ভেদ, বমন, শুষ্ক বমন, পিপাসা, অত্যন্ত জলপান, গাত্রদাহ বা শীত বোধ অল্প বা অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম, হস্ত পদের ও অন্যান্য অঙ্গের পেশীতে টাস

ধরিয়া নেওয়া, শরীর শীতল, নাড়ী লোপ ও অবশেষে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ, প্রায় প্রত্যেক ওলাউঠা রোগীতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া কেবল ভেদ ও বমন হইলে তাহাকে ওলাউঠা বলা যায় না।

ইতিবৃত্ত।

"ওলাউঠা" এই নামটী শুনিয়া অনুমিত হয়, ইহা আধুনিক ও ইতর ভাষার শব্দ। ওলা শব্দের অর্থ নামা অর্থাৎ ভেদ হওয়া, আর উঠা শব্দের অর্থ বমন হওয়া। এই ব্যাধির প্রথমে ভেদ ও বমন হয় দেখিয়া ইতর লোকেরা ইহার নাম ওলাউঠা রাখিয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাও অনুমিত হইতেছে যে অস্মদ্দেশে এই ব্যাধি প্রথমে ইতর লোকদের মধ্যেই দেখা দিয়াছিল, সভ্য ও শিক্ষিত লোক প্রথমে এই ব্যাধির নাম করণ করিলে সংস্কৃত মূলক বা সাধু ভাষায় একটা নাম হওয়া সম্ভব ছিল। বাস্তবিক আমরা এখনও সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি, যে ওলাউঠা কোন স্থানে নূতন প্রকাশ পাইলে প্রথমে ইতর ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে। ওলাউঠার এই প্রকৃতিটা আদি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ঠিক সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, বোধ হয় পরেও এই নিয়মের অন্যথা হইবে না। এই সত্যটী ঠিক রাখিবার জন্য আমরা ইহার নামের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া "ওলাউঠা" নামই রাখিলাম।

ইংরেজেরা এই ব্যাধিকে এসিয়েটীক কলেরা কহেন। ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রথমে এই ব্যাধি আমাদের দেশ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক ঘটনাও তাই। ওলাউঠার জন্মস্থান ভারতবর্ষে। এখান হইতে এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যাপৃত হইয়াছে ও অবশেষে ইয়ুরোপে পদার্পণ করিয়াছে।

অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে এই অনুমান হয় যে ন্যূনাধিক একশত বৎসর হয় পৃথিবীতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব ভয়ানক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ২।৪টী

ওলাউঠা রোগী দেখা গিয়াছিল কিন্তু তাহাদের রোগ বিশেষ মারাত্মক হয় নাই এবং তাহার ধারাবাহিক বিবরণও লিপিবদ্ধ নাই।

১৮১৭ খৃঃঅব্দের শীতকালে যশোহরে একটী প্রসিদ্ধ বারোয়ারি পূজা হয়, ও তাহা ১৫ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল, ঐ উপলক্ষে বহু প্রকার নাচ, গান ও বহু লোকের সমারোহ হয়, দিবারাত্রি সমানে আমোদ-প্রমোদ, রাত্রিজাগরণ, মদ্য মাংস প্রভৃতি আহার ও বহুপ্রকারের ব্যভিচার ইত্যাদিতে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল। সমাগত লোকের মূত্র ও পুরীষে ঐ স্থান অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছিল, এই সময় প্রকৃত ওলাউঠা যশোহরের বারোয়ারিক্ষেত্রে দর্শন দিল— যেখানে বহুসংখ্যক ছাগশিশু ও মহিষপুত্র উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তথায় এক্ষণে দলে দলে মানবসন্তান পতিত হইতে আরম্ভ করিল। ইতর লোকেরাই প্রথমে এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়। যশোহরের ইতর লোকেরা ভেদের নাম "ওলা" ও বমনের নাম "উঠা" বলে। সেই মূল হইতে ইহার প্রথম সংজ্ঞা "ওলাউঠা" হইল। ক্রমশঃ পীড়া, ইতর লোকের গৃহ ছাড়িয়া ভদ্র পরিবারে ও রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিল। বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নরনারীর মৃতদেহে যশোহর নগর শ্মশানক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ঐ স্থান হইতে ক্রমে কৃষ্ণনগর, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কাছাড় ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত নগর ও উপনগরে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া পরে ক্রমশঃ পশ্চিম বাঙ্গলা বিদলিত করে। ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমনপূর্ব্বক আপ্‌কণ্ট্রীর অনেক জনপদ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া সিন্ধু নদীর পার্শ্বস্থ নগরে উপস্থিত হয়।

এই সময় লর্ড হেষ্টিংস সিন্ধনদের তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া মহারাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি যুদ্ধ করিবেন কি, তাঁহার শিবিরে এই ভয়ানক পীড়া প্রবেশ করিয়া পাঁচ দিবসে প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করে। হেষ্টিংস অগত্যা ছাউনি ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। ইহার পর সমস্ত পঞ্জাবরাজ্যে ওলাউঠার বিস্তার হয়।

এই স্থানেই পীড়ার শেষ হয় না, ক্রমে আফগানরাজ্য, আরব, তুর্কিস্থান ও রুষ সাম্রাজ্য দলন করিয়া ইয়ুরোপে প্রবেশ করে, ঐ সময় ইয়ুরোপের নানা স্থান এই ব্যাধির প্রচণ্ড প্রকোপে জনশূন্য হইয়া যায়। ফ্রান্সে যখন

ওলাউঠা মহামারিরূপে প্রকাশ পাইয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতেছিল তখন কেহই ইহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ধারক ও উত্তেজক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু তাহাতে রোগ নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক পীড়া আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া শীঘ্রই ব্লু কলেরায় পরিণত হইত। এই সময় মহাত্মা হানিমান সাক্‌সনির অন্তঃপাতি লিপ্‌জিক্‌ নগরে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার কতিপয় শিষ্য আসিয়া এই নূতন পীড়ার বিবরণ প্রকাশ করিল। মহামতি হানিমান রোগের লক্ষণ শুনিয়াই আর্সেনিক, ভিরাট্রম্‌, কুপ্রম প্রভৃতি কয়েকটী ঔষধ ও তাহার প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে তৎস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। শিষ্যেরা অতি সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত চিকিৎসা করিয়া বহু লোক আরোগ্য করিলেন। তাঁহাদের কার্য্যতায় সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির নামও সমস্ত দেশে ব্যাপৃত হইল, ক্রমে এই চিকিৎসায় লোকের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, এইরূপে একটী ঘটনায় বিশেষ একটী সত্য সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হইল।

১৮৩২ খৃঃঅব্দে ওলাউঠা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া নূতন পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। এদিকে অপর শাখা বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত সমুদ্রস্থ দ্বীপ বোর্ণিও, সুমাত্রা, যাবা সিংহল ও মরিসস্‌ প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়া নিবৃত্ত হয়। ঐ সময় পূর্ব্ব উপদ্বীপ, বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্য ও তাতার প্রদেশ ইহা দ্বারা দলিত হয়, বলিতে কি ৫০ বৎসরের মধ্যে এই ভয়ানক পীড়া পৃথিবীর নানা জনপদ, পর্ব্বতশৃঙ্গ, সাগরবক্ষস্থ দ্বীপপুঞ্জ ও অর্ণব যানে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভীতি বিধান করে। তখন কাহারও সাধ্য ছিলনা যে এই ব্যাধির হস্ত হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করে। মহাযোদ্ধা লর্ড্‌ হেষ্টিংস্‌ আর খ্যাত নামা এলোপ্যাথি ডাক্তার কেহই ইহার গতি নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তখন পৃথিবীর কি ভয়ানক সময়ই গিয়াছে, তাহা মনে ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে কোনও ব্যাধিই চিরকাল অবাধে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া জগতের জীবকুল নির্ম্মূল করিতে পারে না, তাই এই সময়ে সাক্‌সনির পুণ্যক্ষেত্রে মহাত্মা হানিমান প্রাদুর্ভূত হইয়া এই ভয়ানক ব্যাধির

প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন এবং তাহারই ফলস্বরূপ এই অভিনব চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবিত হইল। ইহাঁর প্রসাদে এক্ষণকার কুল-বধূরাও অনায়াসে ওলাউঠাক্রান্ত রোগীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন। এক্ষণে ওলাউঠা রোগ যেমন বারমাস লোকের ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে, তেমনই তাহার সংহারাস্ত্র হোমিওপ্যাথি ঔষধও প্রতি ঘরে ঘরে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

ওলাউঠার উৎপত্তি ও বিস্তার।

ওলাউঠা একটী সংক্রামক ব্যাধি। কিরূপে এই ব্যাধি সংক্রামিত হয় তদ্বিষয় অনেক বড় বড় পণ্ডিত গভীর গবেষণা দ্বারা যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

ব্যাক্‌টিরিয়া নামক এক প্রকার জীবাণু অপরিষ্কৃত ও পঙ্কিল জলাশয়ে জন্মে, তাহা পানীয়ের সহিত মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিয়া এই পীড়া উৎ-পাদন করিয়া থাকে। একবার কোন লোকের এই পীড়া হইলে তাহার শরী-রস্থ বমিত পদার্থ ও মলজাত জীবাণু অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া ব্যাধি বিস্তার করিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের স্থিরীকরণার্থ ফ্রান্সের দুইটী শিক্ষার্থী যুবক, ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমন পান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা উভয়েই উক্ত রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কেহ কেহ বলেন সদ্যত্যক্ত মল ও বমন অপেক্ষা দূষিত মল ও বমনে ব্যাক্‌টিরিয়া অধিক পরিমাণে জন্মে ও তাহা আহারনালী বা বায়ুপথে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃত ওলাউঠা জন্মায়। এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য অধ্যাপক স্যাণ্ডার্সন যে পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। তিনি এক পাত্রে ওলাউঠার রেচন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা পচন জন্য খোলাভাবে একটী কামরায় রাখিয়া দেন, পরদিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার দূরিত মলে ১খানি ব্লটিং কাগজ সিক্ত করিয়া কতকগুলি ইন্দুরকে খাইতে দেন, তাহাতে শতকরা ১২টী ইন্দুরের ওলাউঠা হয়। পরদিন অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার

ছুরিত মলে ব্লটীং কাগজ সিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার কতকগুলি ইন্দুরকে খাইতে দেন, তাহাতে শতকরা ৩৬টী ইন্দুরের ওলাউঠা হয়। তৎপর দিন অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টার ছুরিত মল সেবন করাতে শতকরা ১০০টী ইন্দুরেরই ওলাউঠা হইয়াছিল। ইহার পরদিন হইতে বিষের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। ৪র্থ দিনের মলে সিক্ত ব্লটীং কাগজ যে সমস্ত ইন্দুরকে খাওয়ান হইয়াছিল, তাহাতে শতকরা ৭১টীর, ৫ম দিনের মল সেবনে শতকরা ৪০ টীর ওলাউঠা হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ দিনের মল সেবনে একটীরও ওলাউঠা হয় নাই। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় যে ৬ষ্ঠ দিনে আর ওলাউঠার মলে ব্যাক্‌টীরিয়া থাকে না, তাহা ভূ-বায়ুতে মিলিয়া ভিন্ন স্থানে চলিয়া যায়, কিন্তু পাত্রের মুখ আঁটিয়া রাখিলে অর্থাৎ মলের সহিত ভূ-বায়ুর সংস্পর্শ না হইতে পারিলে ব্যাক্‌টীরিয়া বিষ মলের সহিত পাত্রেই থাকিয়া যায়। তাহা বহুদিন পরেও জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া ওলাউঠা জন্মাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় মুসলমান যাত্রীগণ তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে সময় সময় মক্কা নগরে যাইয়া থাকেন, তথায় জম্ জম্ কূপের জল পবিত্র বোধে টীনের পাত্রে মুখ আঁটিয়া ঐ জল স্বদেশে আনিয়া থাকেন, ঐ সময় মক্কা নগরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব থাকিলে কোন উপায়ে সেই বিষ কূপের জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া টীন পাত্রে ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে ও সেই জল সেবনে যে অনেকের ওলাউঠা হইয়াছে তাহার বিবরণ শুনা গিয়াছে। আমাদের দেশ হইতে মক্কা রেলওয়ে এবং ষ্টীমারে গেলেও দেড় মাসের কম হয় না; এই দেড় মাস কাল ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু জীবিত ছিল তাহা সিদ্ধান্ত হইতেছে। অপর কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাদোদক, গঙ্গা এবং গোদাবরীর আনীত জল সেবনে যে অনেকেরই ওলাউঠা হইয়াছে তাহার ও বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ জলের সহিত যে ওলাউঠার বিষ আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব ওলাউঠার বিষ ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু যে বহুদিন জীবিত থাকিতে পারে, এতদ্দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

ইহার পর ডাক্তার লিওসে একটী ঘরে ওলাউঠার ভেদ ও বমন কোন পাত্রে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া ঐ ঘরে কতকটী কুকুরকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কুকুরগুলি ঐ পদার্থ খাইতে না পারে এমন উপায়ও করিয়াছিলেন

কিন্তু তাহাতেও ঐ বিষ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া কুকুর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ওলাউঠা উৎপাদন করিয়াছিল।

ওলাউঠার মল ও বমনজাত বিষ, পানীয় জল ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া মনুষ্য দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক যে ওলাউঠা উৎপাদন করে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ১৮৭৭ খ্রীঃঅব্দে রুশ তুরস্কের যুদ্ধে তুরস্কপক্ষীয় বীর গাজী ওশমানপাশা চল্লিশ সহস্র সেনার সহিত প্লেবনার দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, হঠাৎ দুর্গ মধ্যে এই ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিল, দেখিতে দেখিতে বিষ বহু-বিস্তৃত হইয়া গেল; দুর্গস্থ কূপ ও পুষ্করিণীর জল সমস্ত বিষাক্ত হইল; যাহারা ঐজল পান করে, তাহাদেরই ওলাউঠা হয়, এইরূপে ১০ দিনের মধ্যে প্রায় পঁচিশ সহস্র সেনা নষ্ট হইয়া যায়। অগত্যা তিনি উইডিনের দিকে দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিয়া রুশ সেনা মধ্যে পতিত হন।

দূষিত জল পানে যে ওলাউঠা হয়, তাহার আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা সর্ব্বদা পাইতেছি। গত ১৮৯৩ খ্রীঃঅব্দেব অক্টোবর মাসে টাঙ্গাইল সবডিভি-সনের স্থানে স্থানে যে ভয়ানক ওলাউঠার এপিডেমিক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে, জালালিয়া গ্রামে কোকারাম চঙ্গ নামক জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০টী লোকের ওলাউঠা হয়। অথচ ঐ সময় ঐ গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ওলাউঠা ছিল না কি তাহার পরিবারস্থ কোন লোকও দূরদেশ হইতে আইসে নাই এবং কোন দূর দেশের লোকও তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল না। আমি তাহাদের চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া এই ভয়াবহ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, তাহারা যে কূপের জল পান করে তাহা অতিশয় আবর্জ্জনাপূর্ণ ও তাহাতে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ কূপের জল পান করিয়াই যে তাহাদের এই ব্যাধি হইয়াছে, তাহা আমার নিশ্চয় বোধ হইল। তদনুসারে ঐ কূপের জল ব্যবহার করা নিষেধ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা গেল, তাহাতে ১০টীব মধ্যে ২টী লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল, আর ৮টী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠে। ঐ সময় ঢেলিকরটীয়াতে পাঁচকড়ি সেখ নামক একটী গৃহস্থের বাড়ীতে ৫ দিন মধ্যে ১৩টী লোকের ওলাউঠা হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেল, তাহার বাড়ীর পশ্চিমদিকে যে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, তাহা অত্যন্ত

দুর্গন্ধ আবর্জ্জনায় পূর্ণ এবং তাহার পার্শ্বস্থ কর্দ্দম হইতে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠিতেছে। ইহা দেখিয়া ঐ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে বহুপরিমাণে তৃণ, কাষ্ঠ ও বারুদ সঞ্চিত করিয়া আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে জলাশয়ের দূষিত গ্যাস অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়া জল ও বায়ু পরিস্কৃত হয়, এই ঘটনার পর ঐ বাড়ীতে আর নূতন লোকের ওলাউঠা হয় নাই। অগ্নির তাপে জলাশয়স্থ ব্যাকৃটিরীয়া নামক ওলাউঠার বিষ নষ্ট হইয়া পীড়া নিবারণ হইয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। ঐ সময় বাহাতৈল রাজকান্ত চঙ্গের বাড়ীতে অল্প দিন মধ্যে ১৩টী লোকের ওলাউঠা হয়। দেলদুয়ার হোসেন খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের বাড়ীতে ৭টী লোক ছিল, ৬ দিন মধ্যে তাহার ৬টী ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে। কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহাদের বাড়ীতেও ঐরূপ কোন না কোন কারণ দেখা যাইতে পারিত। দরিদ্র লোকদের মধ্যে ওলাউঠা বহু বিস্তৃত হওয়ার আর একটী কারণ এই, এক পরিবারে বহু লোক বাস করিয়াও দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহারা অধিক ঘর রাখিতে পারে না, বাটীর একজনের ওলাউঠা হইলে সে যে বিছানায় ভেদ ও বমন ত্যাগ করে তাহা পরিষ্কার না করিয়াই তাহাতে শিশু সন্তানাদি লইয়া বহু লোক একত্রে শয়ন করে এবং ঐ পরিত্যক্ত বিষ শায়িত মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া নূতন আকারে পীড়া প্রকাশ করে। তদ্‌ভিন্ন মল-বমনাদি যথেচ্ছ পরিত্যাগ করাতে তাহা পানীয় ও আহার্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্য দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক পীড়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

কারণ।

ওলাউঠার কারণকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বা গৌণ কারণ, দ্বিতীয়—সাক্ষাৎ কারণ বা উদ্দীপক কারণ।

প্রথম, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—অনিয়মিত পান ভোজন, অপর্য্যাপ্ত বা অপ্রচুর আহার, দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের কদর্য্য আহার বা দীর্ঘকাল অনাহারের পর এককালে অধিক পরিমাণে আহার, অপক্ক বা গলিত ফলমূল ভোজন, ভাজা তণ্ডুল ও বুট, লোণা ও দুরিত মৎস্য-মাংস আহার, দীর্ঘপথ

পর্য্যটন, পরিশ্রমে উত্তেজিত হওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান, অধিক পরিমাণে মেদ, তৈলাক্ত বস্তু ও মদ্যপান, মলিন, আর্দ্র, অন্ধকার ও আবদ্ধ বায়ু যুক্ত স্থানে বাস, প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ, হঠাৎ শোক, বিরহ ও ভয়ের পর মনের অবসন্নতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, শক্তিহীনতা, অধিক রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবন, উদরাময় ও অতিসার রোগে অন্ত্রনালী ক্লিষ্ট হওয়া ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, উদ্দীপক কারণ—এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট বিষ পথে বা অন্নবহা নালী দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া এই ব্যাধি জন্মায়। ওলাউঠার সময় অতিবিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া অনেকে এই পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

বিগত ১৮৭০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা জোড়াবাগানে একটী পাচক ব্রাহ্মণ অতিবিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া ওলাউঠার লক্ষণাক্রান্ত হয় ও তাহাতেই তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। ওলাউঠা যখন বহুব্যাপিরূপে উপস্থিত হয় তখন পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ব্যতীত কেবল উদ্দীপক কারণ হইতেই এই ব্যাধি প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

কাল ও সময়।

আমাদের দেশে সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বঋতুতেই ওলাউঠা হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে প্রায়ই ব্যাপক আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শরৎকালে হইবার কারণ এই যে, যখন বর্ষার শেষে মাঠের ধান্য ও দুরিত কোষ্টার সংস্রবীয় এবং গলিত বৃক্ষ লতাদির সংসৃষ্ট পঙ্কিল জল, নালা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না, অধিবাসীগণ ঐ দূষিত জল পান ও তাহার দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস্ নিশ্বাসপথে গ্রহণ করিয়া এই পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে নদী, পুষ্করিণী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল হ্রাস হইয়া নীচে যাইয়া পতিত হয়। ঐ জলে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও সবুজবর্ণ ফাঙ্গাস্ (ভাঙ্গরা) দ্বারা জড়িত থাকে, ঐ জলের চতুর্দ্দিকস্থ দূষিত কর্দ্দম হইতে প্রচুর পরিমাণে বিষ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্দেশের পল্লিগ্রামে পায়খানার

বন্দোবস্ত নাই, অধিবাসিগণ জলাশয়ের ধারে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ঐ জলেই শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, বৃষ্টির জলে ঐ সমস্ত মল মূত্র গলিত হইয়া জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। অধিবাসিগণ ঐ দূষিত জল পান করিয়া শীঘ্রই পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

সময়।

যদিও দিবসের প্রায় সমস্ত সময়েই ওলাউঠা হইতে দেখা যায় তথাপি শেষরাত্রি ও ভোরের সময়ই অধিকাংশ লোকের এই ব্যাধি হইয়া থাকে, এই সময় পীড়া হইলে তাহা অতি ভয়ানক আকারে হয়। রাত্রিকালে শিশির সংস্পর্শে ভূ-বায়ু অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যগণ শয়নাবস্থায় যে কার্ব্বনিকএসিড্ গ্যাস্ পরিত্যাগ করে, তাহা ও ওলাউঠার বিষ উভয়েই গুরুতর ভূ-বায়ুকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারেনা, মৃত্তিকার অব্যবহিত উপর দিয়া বিচরণ করে, শায়িত মনুষ্যগণ সমস্ত রাত্রি উহা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়া দেহস্থ রক্ত রসাদিকে দূষিত ও জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। এইরূপে শরীরে বিষের ক্রিয়া উত্তমরূপে প্রকাশ পাইলে, শেষরাত্রি বা ভোরের সময় ভয়ানক ওলাউঠার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ওলাউঠার প্রকার ভেদ।

এই পীড়ার এপিডেমিকের সময় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেহে রোগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দেখিতে পাই, এস্থানে তাহার প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল:

১ম। বিরেচনাধিক্য পীড়া। ইহাতে বমন অপেক্ষা ভেদই প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।

২য়। বমনাধিক্য পীড়া। ইহাতে ভেদ অপেক্ষা বমনের পরিমাণ অধিক হয়, সচরাচর ক্রিমির উত্তেজনা হেতু এইরূপ পীড়া হইয়া থাকে।

৩য়। বিরেচন ও ভেদ উভয়ই প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।

৪র্থ। আক্ষেপিক পীড়া। ইহাতে হস্ত ও পদের পেশী সমস্ত প্রথমতঃ প্রচণ্ড বেগে আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, পরে গ্রীবা ও মুখপেশী সমস্ত আক্ষেপযুক্ত

হয়, শেষ আভ্যন্তরিক যন্ত্র—ফুস্ ফুস্ আক্ষিপ্ত হইয়া শ্বাস কষ্ট ও হৃৎপিণ্ড আক্ষিপ্ত হইয়া রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে, পাকাশয়ের আক্ষেপ বশতঃ উদরে বেদনা ও নিষ্ফল বমন হইয়া থাকে।

৫ম। পক্ষাঘাতিক পীড়া। ইহাতে হস্ত, পদ, ও শরীরের সমস্ত পেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু, হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত হেতু মণিবন্ধে নাড়ীর অভাব ও হৃৎস্পন্দন অননুভবনীয় হইয়া যায়, অন্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ বিরেচন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ। রক্তভেদযুক্ত ওলাউঠা। ইহাতে জলীয় ভেদ না হইয়া রক্তভেদ হইয়া থাকে।

৭ম। কলেরা সিক্কা। ভেদ বমন ব্যতীত অকস্মাৎ পতনাবস্থা।

লক্ষণ।

বর্ণনার সুবিধার জন্য ওলাউঠার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অবস্থা গুলি ৫টী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যদিও কোন কোন স্থানে ইহার বিপর্য্যায় দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই নিয়ম ঘটিয়া থাকে।

১ম। মজ্জাগত কাল বা ষ্টেজ্ অব্ ইন্‌কুবেশন।

২য়। বর্দ্ধিতাবস্থা বা ভেদ বমনের অবস্থা, ষ্টেজ্ অব্ ডিভেলপ্‌মেণ্ট্।

৩য়। পতনাবস্থা বা ষ্টেজ্ অব্ য়্যালগাইড্ বা কোলাপ্স্ ষ্টেজ্।

৪র্থ। পুনরুত্তেজনা বা ষ্টেজ্ অব্ রিয়াক্‌সন।

৫ম। আনুষঙ্গিক বা পরিণামবস্থা বা ষ্টেজ্ অব্ সিকুইলি।

১ম। মজ্জাগত কাল বা গুপ্তাবস্থা। সচরাচর এই অবস্থার স্থায়িত্ব কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিন গণনা করা যায়। ডাক্তার স্কোয়ার বলেন এই রোগের বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ২ হইতে ৪ দিন মধ্যে পীড়ার প্রকাশ হইয়া থাকে। ওলাউঠার এপিডেমিকের সময় এই অবস্থার স্থায়িত্ব আদৌ অনুভব করা যায় না। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। উদরাময়, উদরাধ্মান, অক্ষুধা, শ্বেতবর্ণের মল নির্গমন।

সর্ব্বাঙ্গীন অসুস্থতা, উদ্যম রাহিত্য, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, চিত্তচাঞ্চল্য ও হতাশ ঘটিয়া থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই সমস্ত পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া ভাবিপীড়ার নির্ব্বাচন করিতে পারেন। আমি অনেকবার ওলাউঠার এপিডেমিকের সময় শ্বেতবর্ণের ছাকরা ছাকরা মল দেখিয়া ভাবি-ওলাউঠার কথা অনেককে বলিয়া দিয়াছি।

২য়। **বৰ্দ্ধিতাবস্থা বা ভেদ বমনের অবস্থা।** প্রচুর পরিমাণ ভেদ ও বমন হইয়া এই অবস্থা প্রকাশ পায়। সচরাচর শেষ রাত্রিতেই এই অবস্থা উপস্থিত হয় এবং তাহা হইলে পীড়া অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমতঃ তরল ভেদ হয়। ২।১ বারের ভেদে অজীর্ণ বস্তু ও মল বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শেষে এই ব্যাধির নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত চেলেনি জলের মত প্রচুর ভেদ হয়, ঐ জলীয় ভেদে কুম্‌ড়োপচার মত পদার্থ নির্গত হয়। অবশেষে পান্তা ভাতের জলের মত কেবল জলীয় ভেদই হইতে থাকে। ইংরেজীতে ইহাকে "রাইচ্ ওয়াটার ষ্টুল্" বলে—এই মল কখন কখন পরিষ্কার জলের মত কখনও বা ঘোলের মত সাদাও হইয়া থাকে। ইহাতে গন্ধ কখন থাকে, কখন থাকে না। এই মল কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে নীচে অন্নমণ্ডের মত পদার্থ জমিয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৫ হইতে ১০১০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই মল ক্ষারধর্ম্মযুক্ত। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে জল, ক্লোরাইড্ অব সোডিয়ম্, পটাসীয়ম্, এল্‌বুমেন ও অর্গানিক ম্যাটার পাওয়া যায়। আর নীচের জমাট বস্তুতে ফাইব্রিন ও মিউকস দেখা যায়। অনুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে মলে বহুপরিমাণে ভ্রমণ শীল জীবাণু-ব্যাক্‌টীরিয়া দেখা যায়। ঐ জীবাণুই ওলাউঠার বিষ এবং উহাই ভিন্ন দেহে প্রবেশ করিয়া ওলাউঠা জন্মায়।

অনেক সময়ই উদরে বেদনা হয়, কিন্তু কাহারও কাহারও বেদনা হয় না, কেবল গড়গড় করিয়া প্রচুর ভেদই হইয়া থাকে, ভেদের সঙ্গে সঙ্গে বমনও হইতে থাকে। প্রথমতঃ পাকাশয়স্থ অজীর্ণ পদার্থ ও পিত্ত বমন হয়, পরিশেষে শ্লেষ্মা ও জলীয় বস্তু বমন হয়, যখন পাকাশয়ে কিছু থাকেনা তখন কেবল শুষ্ক বমনই হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা উপস্থিত হয়, রোগী প্রচুর পরিমাণে জল পান করে, কিন্তু তাহা পাকাশয়ে থাকেনা, পান মাত্রই বমন হইয়া যায়। কখনও বা ৩।৪ বারের পানীয় জল একবারে বমন হইয়া থাকে।

বমন হইলেও রোগী জলপানে বিরত হয় না, সমুদ্র পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিতে চায়।

এই সময় পেশীতে টান ধরিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ হস্ত পদের অঙ্গুলী সমস্ত খিল ধরিয়া বাঁকিতে থাকে, ক্রমে পদ ডিম্বে খিল ধরিয়া ঐ স্থানের গোল পেশী তক্তার ন্যায় চৌড়া হইয়া যায়। দীর্ঘ পেশী সমস্ত আক্ষিপ্ত হইয়া রজ্জুর ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, ইহাতে রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। চোঁয়ালের পেশীর আক্ষেপ হেতু মুখের চেহারা বিকৃত ও দন্তপাটী বাহির হইয়া পড়ে। কর্ণের পেশীর আক্ষেপ হেতু কর্ণে তালা লাগে ও বধিরতা জন্মে। গ্রীবার পেশীর আক্ষেপ হেতু মস্তক পশ্চাৎ-দিকে বক্র হইয়া যায়। শ্বাস যন্ত্রের আক্ষেপ হেতু দীর্ঘশ্বাস ও বুকে বেদনা বোধ হয়। পাকাশয়ের উর্দ্ধ প্রান্তের আক্ষেপ হেতু ঐ স্থানের অবরুদ্ধতা জন্মিয়া শুষ্ক বমন মাত্র হয়, কিছু নিঃসরণ হইতে পারে না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আক্ষেপ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। রোগী এই সময় যন্ত্রণায় অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া শান্তির আশায় আত্মীয় স্বগণ ও চিকিৎসকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই অবস্থায় আর একটী প্রধান লক্ষণ ঘর্ম্ম হওয়া। সকল রোগীতে ঘর্ম্ম দেখা যায় না, কাহারও শীত বোধ, কাহারও বা চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হইয়া থাকে। কাহারও কপালে বা সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা যায়। স্থলবিশেষে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, এমন কি রোগীকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে অবগাহন করিয়া আসিয়াছে। ঘর্ম্মে শয্যাস্তরণ ও পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যায়।

দ্বিতীয় অবস্থায়ই পীড়ার লক্ষণাদি সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়, সুতরাং রোগী ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া জীবনে হতাশ হইয়া পড়ে। শরীরের জ্বালা, অস্থিরতা, অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক লক্ষণ সকলও এই সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন মাংস ধৌত জলের মত আরক্ত, কখনও বা কেবল রক্ত ভেদ হইতে দেখা যায়। ভেদের পরিমাণ সচরাচর ১০।১২ সের হইয়া থাকে।

৩য়। পতনাবস্থা বা এলগাইড ষ্টেজ্‌, এলগাইড্‌ অর্থাৎ শীতল হওয়া, এই অবস্থায় শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কমিয়া যায়, এজন্য এই

অবস্থার নাম এলগাইড্ ষ্টেজ্ হইয়াছে। ওলাউঠা রোগে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, সচরাচর অধিকাংশ রোগী এই সময় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এই অবস্থার প্রধান প্রধান লক্ষণ যথা—শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ীর অভাব, চক্ষু কোটর গত, স্বর ভঙ্গ, বাক্যের জড়তা বা অস্ফুট স্বরে বাক্য নিঃসরণ, অনেক স্থলেই রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। রোগী নিতান্ত শক্তি শূন্য না হইয়া পড়িলে এই অবস্থায়ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার কোন কোন লক্ষণ—টান, পিপাসা, গাত্রজ্বালা ও অস্থিরতা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় ভেদ, বমন প্রায়ই থাকে না, কাহারও অল্প পরিমাণ ভেদ হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা পূর্ব্ব সঞ্চিত মল বই আর কিছু নহে। ওলাউঠার অন্যান্য অবস্থায় শারীরিক যন্ত্র সমস্তের কোন এক প্রকার স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় যান্ত্রিক ক্রিয়া সমস্ত এককালে স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয়। পাকাশয়, অন্ত্র, যকৃত ও মূত্রস্থলী সমস্তই নিশ্চল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণতর হয়, এজন্য শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া মন্দীভূত হয়। শোষণ ও পাচক শক্তি থাকে না। যকৃতে পিত্ত ও মূত্র পিণ্ডে মূত্র উৎপন্ন হয় না। চর্ম্মের উত্তাপ কমিয়া যায়, কক্ষতলে তাপমান যন্ত্র সংযোগ করিলে ৯০-৯৭ ডিগ্রি হইয়া পড়ে। সমস্ত শরীর বরফবৎ শীতল, অঙ্গুলীর চর্ম্ম সমস্ত রজকের অঙ্গুলিবৎ কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল ও গাত্রচর্ম্ম সীসবৎ মলিন। চর্ম্ম টানিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা সহজে স্বস্থান প্রাপ্ত হয় না। শরীর বরফবৎ শীতল হইলেও গাত্রদাহ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী পাখার বাতাস কামনা করে। পিপাসাও থাকে। রোগী অস্ফুট স্বরে জল যাচ্ঞা করে ও তাহা পান করিলে ক্ষণকাল পরেই বমন হইয়া পড়িয়া যায়। রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া রোগীকে যৎপরোনাস্তি যাতনা দেয়। অত্যন্ত স্নায়বীয় ও পৈশিক অবসাদন হইলেও সময় সময় অস্থিরতা, হস্ত পদ ছুটান, অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, গাত্রদাহ, চিন্তা, হতাশ, শিরোঘূর্ণন, কর্ণে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ বা তালা লাগা, চক্ষে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। স্থলবিশেষে অজ্ঞানতা ও কোমার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ভয়ানক ওলাউঠার সময় কখন কখন পূর্ব্বোক্ত দুই অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া প্রথমেই

পতনাবস্থায় উপস্থিত হয়। ইহাকে কলেরা সিকা বা শুষ্ক ওলাউঠা কহে। এপিডেমিকের সময় ৩।৪ ঘণ্টা মধ্যে এই অবস্থায় প্রাণত্যাগ হইতে দেখা যায়। সচরাচর ৪৮ ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকিয়া রোগী চতুর্থাবস্থা বা প্রতিক্রিয়াবস্থায় উপনীত হয়, তাহা না হইলে এই সময়ই জীবনের ক্রিয়ার শেষ হয়।

পতনাবস্থার একটী প্রধান লক্ষণ পক্ষাঘাত। ওলাউঠার বর্দ্ধিতাবস্থায় স্নায়ু ও পেশীর আক্ষেপবশতঃ রোগী অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে। পতনাবস্থায় আক্ষেপ প্রায় থাকে না, তখন সমস্ত স্নায়ু ও পেশী অসার হইয়া পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। সমস্ত শারীরিক যন্ত্র, ধমনী ও কেপেলারি সমস্ত পক্ষাঘাত যুক্ত হইয়া থাকে। আক্ষেপের অবস্থায় শরীরের বর্ণগত কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু পক্ষাঘাতের সঞ্চার হইলেই বর্ণ মলিন ও সীসকবর্ণবৎ হইয়া থাকে। রোগীর মুখ, ওষ্ঠ, নাসিকা ও অঙ্গুলী সমস্ত কালি মাখা দেখায়। ইহার কারণ এই যে, পক্ষাঘাতের অবস্থায় হৃৎপিণ্ড আর পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করে না, তাহার রক্ত ধমনীতে অল্পই যায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার মৃদুতাহেতু কেপেলারি সমূহে উপযুক্তমত রক্ত যাইতে পারে না, বরং উহা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতযুক্ত, নিশ্চল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এজন্য বর্ণ ব্যতিক্রম, নাড়ী লোপ, হস্ত পদের শীতলতা ও চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সময় ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত হেতু শ্বাস প্রশ্বাস টানিবার শক্তি থাকে না, এজন্য শ্বাস ক্রিয়া মৃদুতর হইয়া যায়। এইটী ওলাউঠা রোগীর অতি ভয়ানক লক্ষণ এবং অনেক রোগীই এই সময় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

৪র্থ। প্রতিক্রিয়াবস্থা বা ষ্টেজ্ অব্ রিয়াক্‌সন্। প্রতিক্রিয়া শব্দের অর্থ বিপরীত ক্রিয়া, অর্থাৎ শরীরের ক্রিয়া ব্যাধির দিকে না হইয়া সুস্থতার দিকে যায়। এই সময় শরীর যন্ত্রের যে সমস্ত ক্রিয়া লোপ হইয়াছিল, পুনরায় তাহা আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়। এই অবস্থা আরম্ভ হইলে শরীরের উত্তাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইতে থাকে; শরীর আর বরফবৎ শীতল থাকে না। মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অনুভব করা যায়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রকৃতিস্থ হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস রীতিমত হইতে থাকে। পীড়াক্রমণের ২৪-৭২ ঘণ্টা মধ্যে এই অবস্থা আনীত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই মনে করিতে

হইবে, পুনরায় শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তখন যকৃতের রস নিঃসরণ হয়, তজ্জন্য মলের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। শরীর উষ্ণ হয়, যন্ত্রণা সমস্ত অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। লালাগ্রন্থির ক্রিয়া হইতে থাকে, এজন্য মুখে নিষ্ঠীবন উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বের ন্যায় পিপাসা থাকে না। রোগী ক্ষুধা বোধ করে; এই সময় কিছু জল বার্লি বা এরারুট পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত দুই অবস্থায় কিছুই পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রতিক্রিয়া হইলে আপনা হইতেই প্রস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু তখনও মুত্রাশয় "কিড্‌নি" প্রকৃতিস্থ না হইলে কাহারও প্রস্রাব হয় না, তখন মূত্রকারক ঔষধ সেবন করাইতে হয়। এই সময় রোগীর প্রকৃত নিদ্রা হয়। এই অবস্থা দেখিয়া আত্মীয়স্বজন ও চিকিৎসক সকলেই আশ্বস্ত হন। ইহার পর কোন প্রকার আনুষঙ্গিক উপদ্রব না ঘটিলে এবং চিকিৎসক আদ্যোপান্ত সমানভাবে মনোযোগ রাখিলে রোগী প্রায়ই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

ওলাউঠার সময় আর দুইটী ভয়াবহ লক্ষণ দেখা যায়, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানে তাহা পুনরায় স্মরণ করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

ক। কলেরা সিক্কা। বহুব্যাপী ওলাউঠার সময়, কোন কোন রোগী ভেদ বমন হওয়ার পূর্ব্বেই পতনাবস্থায় উপনীত হয়, শরীরের বর্ণ সীসবৎ মলিন, সমস্ত দেহ ঘর্ম্মাবৃত, নাড়ী লোপ, বাক্ রোধ ও রোগী সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। মৃত্যুর পর ইহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে অন্ত্র মধ্যে বহু পরিমাণে সঞ্চিত তরল মল পাওয়া যায়। ইহাতে এই অনুমান হয় যে ইহাদের শরীরে ওলাউঠার বিষ এত দ্রুত ক্রিয়া করিয়াছিল যে, মল নিঃসরণ হইবার সময় পায় নাই, তৎ পূর্ব্বেই স্নায়ু ও শারীরিক যন্ত্র সমস্ত নিস্তেজ হইয়া পক্ষাঘাত ও অবসাদন উৎপন্ন হইয়াছিল।

খ। রক্তভেদ বা হেমরেজিক্ কলেরা। ইহাতে ওলাউঠার ন্যায় জলীয় ভেদ না হইয়া রক্তভেদ হয় ও শীঘ্রই পতনাবস্থায় উপস্থিত হইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের জুন মাসে জালালীয়া গ্রামে দীনবন্ধু বল নামক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক একটী বালক এইরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়। সমস্ত রাত্রি প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, পরদিন কোলাপ্স্ অবস্থায় প্রাণ নষ্ট

হইয়াছিল। বহু প্রকার এলপ্যাথি ঔষধ সেবন করান হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

৫ম। আনুষঙ্গিক উপদ্রব। বিকৃত প্রতিক্রিয়া, হিক্কা, জ্বর ইয়ুরেমিয়া, রক্তাতিসার, টাইফয়েড অবস্থা, কর্ণিয়াক্ষত, কর্ণ মূলগ্রন্থি প্রদাহ, শয্যাক্ষত ইত্যাকার বহু প্রকার উপদ্রব এই অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। ইহার বিস্তৃত লক্ষণ ও চিকিৎসা যথাস্থানে বর্ণন করা যাইবে।

নিদান। এক প্রকার বিশেষ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া এই পীড়া উপস্থিত হয়; সর্ব্বপ্রথমে পাকস্থলী ও অন্ত্র মধ্যে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া বমন ও ভেদ উপস্থিত হয়, তৎপর রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র ও স্নায়ু সমস্তকে বিষাক্ত করিয়া নাড়ী লোপ, শরীর হিমাঙ্গ, ঘর্ম্ম ও পতনাবস্থা আনয়ন করে, অবশেষে ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডকে অবসাদন করিয়া মৃত্যু উপস্থিত করে। বিষের ক্রিয়া কম উগ্রভাবে প্রকাশ পাইলে বা রোগীর দেহ বিষের উগ্রতা সহ্য করিতে পারিলে পুনরায় উত্তেজনা হইয়া শরীর রক্ষা হয়। এই রোগে দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়, এজন্য রক্ত ঘন ও কাল হয়, কার্পস কিউলস্ ও এল্‌বিউমেন পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। লাবণিক পদার্থ হ্রাস পায়।

এই রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে অন্ত্রের এপিথিলিয়ম সমস্ত দুগ্ধের সরের ন্যায় আলগা দেখায়। অন্ত্রের পিয়ার্স নামক গ্রন্থিতে ক্ষত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অন্ত্রের পেরিটোনিয়ম কোট রক্তবর্ণ ও আঠাযুক্ত হয়, চিমটা দিয়া ধরিয়া টানিলে উক্ত আঠা, তন্তুর ন্যায় লম্বা হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ী সমস্ত প্রায় রক্তহীন অবস্থায়ই পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ উদরে কাল জমাট রক্ত পাওয়া যায়। যকৃত প্লীহা ও ফুস্ফুস্ রক্ত শূন্য ও কোমল হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের বাম উদরে রক্ত থাকে না এবং উহা কঠিন ও সঙ্কুচিত হয়। ধমনী সমস্ত রক্তহীন হয়।

রোগ নির্ণয়। এই রোগের লক্ষণাদি এত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায় যে, ইহার সহিত অন্য কোন রোগের ভ্রম হয় না। ভেদ, বমন, পিপাসা, ঘর্ম্ম; আক্ষেপ ও পতনাবস্থা দেখিয়া সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়।

ভাবিফল। এই রোগ অত্যন্ত ভয়ানক; ইহাকে সাক্ষাত যম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত রোগী সম্পূর্ণ আরাম হইয়া না যায়, ততদিন ইহার মৃত্যু আশঙ্কা দূর হয় না। পীড়া আক্রমণের প্রথমাবস্থায় মৃত্যু সংখ্যা সচরাচর অধিক দেখা যায়, শেষ অবস্থায় মৃত্যু সংখ্যা অল্প হইয়া থাকে, শীঘ্র পতনাবস্থায় উপনীত হইলে রোগ ভয়ানক হয়। নাড়ীর অভাব, বিশেষতঃ বাহুমূল প্রভৃতির স্থূল ধমনীতে স্পন্দনাভাব, শ্বাসক্রিয়া মৃদু বা কষ্টকর, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, শরীরের চর্ম্ম স্থিতি স্থাপকতা হীন, অঙ্গুলীর চর্ম্ম সঙ্কুচিত, বর্ণ মলিন সীসকবৎ, জ্ঞানের হ্রাসতা ইত্যাদি অতি দুরূহ লক্ষণ; এইরূপ রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না এই রোগের স্থায়ীত্বকাল ৬ ঘণ্টা হইতে ৩ সপ্তাহ কাল।

মৃত্যু সংখ্যা। এই রোগ যেরূপ ভয়ানক তাহাতে ইহার হস্ত হইতে রোগীর রক্ষা না পাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। বাস্তবিক যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, এই রোগের প্রথম বিকাশ কালে অধিকাংশ রোগীই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত, এক্ষণে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হওয়াতে মৃত্যু সংখ্যা আর পূর্ব্বরূপ নাই। বিগত কয়েক বৎসর ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন সভ্য দেশে ওলাউঠার যে মৃত্যুর হার গণনা করা হইয়াছে, এই স্থানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হইল।

১৮৩৬ খৃষ্ট অব্দে, অস্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত হার নির্দ্দেশ করেন।

হোমীওপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা ৩৩ জনের মৃত্যু। এলপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা ৬৬ জনের মৃত্যু।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের এডেনবর্গনগরে যে হিসাব নেওয়া হয়, তাহাতে, হোমীওপ্যাথি চিকিৎসায় শতকরা ২৪॥ জন লোকের মৃত্যু হয়। এলপ্যাথি চিকিৎসায় শতকরা ৬৮ জন লোকের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরে ওলাউঠা এপিডেমিকের সময় যে হিসাব লওয়া হয়, তাহাতে—হোমীওপ্যাথি চিকিৎসায় শতকরা ১৬ জনের মৃত্যু দেখা গিয়াছে। এলপ্যাথি চিকিৎসায় শতকরা ৫১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এই হিসাব দৃষ্টে ওলাউঠার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিরই উৎকর্ষতা দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক আমরাও দিন রাত হোমিওপ্যাথি মতে ওলাউঠার

চিকিৎসা করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতেছি। আজ কাল অনেক গোঁড়া এলপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি বিদ্বেষি ডাক্তারকেও ওলাউঠার চিকিৎসার সময় হোমীওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহার করিতে দেখি। ইহা অতি সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

"সত্যের জয় হউক, অসত্যের পরাজয় হউক।"

চিকিৎসা।

এই পীড়া অতি সাংঘাতিক ও মারাত্মক, ইহার নাম শুনিয়াই বুক কাঁপিয়া উঠে, প্রাচীন মতে ইহার চিকিৎসাও অতি কঠিন; কিন্তু মহাত্মা হানিম্যানের প্রসাদে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্ত্তনা হওয়াতে ইহার চিকিৎসা এক্ষণে আর তত কঠিন নাই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মনোযোগের সহিত চিকিৎসা করিলে অনেক রোগীই আরোগ্য করিতে পারেন।

এই রোগের চিকিৎসা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজ্য ঔষধের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া শেষে প্রধান প্রধান ঔষধের বিস্তারিত লক্ষণ ও তদপর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রযোজ্য ঔষধের বিবরণ লিখিত হইবে।

১ম। অঙ্কুরাবস্থায়। নক্সভমিকা, পলসেটিলা, চায়না, আর্সেনিক, একোনাইট, ফস্‌ফরাস, এসিড্ ফস্‌ফরাস্, ক্যাম্ফর, কেমোমিলা, মার্কুরিয়াস, সল্‌ফার, এণ্টিমনিক্রুড, পডোফাইলম।

২য়। বর্দ্ধিতাবস্থা বা ভেদ বমনের অবস্থায়। একোনাইট, ক্যাম্ফর, আর্সেনিক, ভিরাটএ, ক্রোটন, আইরিস, পডো, কুপ্রম, সিকেলি, এণ্টিটার্ট, রিসিনাস, মার্ক, ইপিকা, ফসফরাস, এফস, য্যাট্রিফা, কলচিকম, কলোসিন্থ, ইলাটিরিয়ম, ইয়ুফরবিয়া, গ্রাটিওলা, ডায়াস্কো, ইথিউজা, এপিস, এণ্টীক্রুড, ক্যালকেরিয়া, অকজ্যালিকএ, সিনা, সলফর, ইলাপ্স্।

৩য়। পতনাবস্থায়। একো, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, আর্সে, ভিরাট্র, এসিড হাই, কোব্রা, ল্যাকেসিস, কুপ্রম, কুপ্রমআর্সে, সিকেলি, এমোনিয়ম,

ক্লোরফরম, ওপিয়ম, বেলাডনা, ক্লোরাল, ব্রাইওনিয়া, চায়না, সিকুটা, এঙ্গাসটুরা, অকজ্যালিকএ, ভিরাট্রভি, সিনা, আর্জ্জেন্টনাই, এগারিকাস, নাই-কোটিন, সলফর।

৪র্থ। প্রতিক্রিয়াবস্থায়। চায়না, নক্সভ, পলসে, বেলা, রস, হাইও, ষ্ট্র্যামো, ইপিকা, ওপিয়ম, ট্যাবাকম, কার্ব্বভেজ, ব্রাইওনি, লাইকোপো, ইগ্নে, মার্ক্কর, মার্কসল, ফস্‌ফরাস্‌, এফস্‌, কফিয়া, ব্যাপটি, আর্টীকাইয়ু, আর্ণিকা, ক্যাপসিকম, ম্যাগনিসিসফ, সিনা, ক্যালকেরিয়া, আর্সে, টেরিবিস্থি, ক্যান্থারিজ, সলফর।

ঔষধ তত্ত্ব।

আইরিস ভার্সিকিউলার।

প্রকৃত এসিয়েটীক কলেরায় ইহার শক্তি অল্পই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইংলিস কলেরায় ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে, অম্লাক্ত ভেদ ও বমন, উদরে, নাভির চতুর্দ্দিকে ও নিম্ন উদরে উগ্র বেদনা, পিত্তভেদ, শেষ রাত্রিতে পীড়া প্রকাশ, জলবৎ, হরিদ্রাভ, অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত ভেদ বারম্বার প্রচুর পরিমাণে হইতে থাকে, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে উচ্চ গবগব শব্দ ও নিম্ন উদরে ছিন্নকর বেদনা হয়, মল ত্যাগান্তে গুহ্য দ্বারে জ্বালা ও খোঁচান বেদনা, মলদ্বার পুবিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ, মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত এলিমেণ্টরি ক্যানাল অগ্নিশিখারমত জ্বলিয়া যাওয়ায়, মনে হতাশ, গুরুতর শিরঃপীড়া, চক্ষু মগ্ন, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, আঁঠাল লালা নিসঃরণ উদ্গারে গলাজ্বলনশীল অম্লজল উদ্গীরণ, লালা নিঃসরণ, জিহ্বা সাদা, পেট-কাঁপা, শূন্য উদ্গার, বমন, প্রচণ্ড বেগে আহার্য্য বস্তু, পিত্ত ও অম্ল বমন, বমনকালে উদরে বেদনা, মূত্রপথে অত্যন্ত জ্বালা, হস্তপদে আক্ষেপ, উষ্ণঘর্ম্ম নিঃসরণ, হস্ত পদ শীতল, প্রথম হইতেই রোগী অতিশয় ক্ষীণবল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। গ্রীষ্ম কালীয় পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। এই ঔষধ আর্সেনিক ও ভিরাট্রম হইতে এই বিভিন্ন যে, ইহাতে উক্ত দুই ঔষধের ন্যায় হিমাঙ্গ, আক্ষেপ ও পতনাবস্থা নাই। আইরিস অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির

পীড়ায় ব্যবহৃত হয়, উগ্রতর পীড়ায় ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। ইহার ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হয়।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম।

ইহা শিশুদের ওলাউঠায় বিশেষ উপযোগী। কলেরা ইন্ফ্যাণ্টম্ অধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্তারিত লিখিত হইবে। স্নায়ুমণ্ডলে ইহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। তজ্জন্য ওলাউঠায় আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতের অবস্থায় ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসীয় পেশীতে আক্ষেপ হেতু শ্বাসকষ্ট ও হ্রস্বশ্বাস, বক্ষস্থলে চাপ বোধ, শ্বাসরোধের উপক্রম, রোগী বোধ করে যেন তাহার নাক ও মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, রোধক শ্বাস প্রশ্বাস ও তজ্জন্য জলপান বা কথা বলিতে অসমর্থ, অস্থির নিদ্রা, মূর্চ্ছা, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত স্নায়বীয় কম্পন, শ্বাস কষ্ট নিবারনার্থ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ ইহাপেক্ষা দ্রুত কার্য্যকারী ও শক্তিশালী ঔষধ, অধিক পরিমাণে জলীয় ভেদ বমনের পর রক্তকণা কাল ও জমাট হইয়া ক্লট্ বান্ধিলে যে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপযোগী। কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শিরোঘূর্ণন ও হস্ত কম্পন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অবশ্য দেয়। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হয়।

আর্টিকা ইয়ুরেন্স।

চর্ম্মোপরিই ইহার বিশেষ অধিকার, অতএব এইটী ওলাউঠার প্রকৃত ঔষধ নহে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াবস্থার শেষে কোন কোন রোগীতে ইহার প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। গুহ্য দ্বারে জ্বালা ও কণ্ডুয়ণ সহ রক্তামাসয়ীক মল নিঃসরণ, মুখমণ্ডল, বাহু, স্কন্ধে ও বক্ষস্থলের চর্ম্মে জ্বালাকর কণ্ডুয়ণ যুক্ত উদ্ভেদ, সর্ব্বাঙ্গে রক্তপিত্ত বা আমবাত সদৃশ দাগরা দাগরা হইয়া উঠা, চক্ষু গোলকে বেদনা, গলাভ্যন্তরে জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। এই অধিকারে এপিস, সলফর, রস্টক্স, ক্রোটন

ও ক্লোরাল হাইড্রেট ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। করটীয়ায় গত ১২৯৮ সালের ৭ই কার্ত্তিক জগদ্বন্ধু বাকালী নামক জনৈক ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের ভয়ানক আকারের এসিয়েটীক কলেরা হইয়াছিল, বহু চেষ্টায় রোগী তৃতীয়াবস্থা হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হওয়ার ৩ দিন পরে তাহার সমস্ত শরীর দাগরা দাগরা চিহ্ন লক্ষণ হইয়া গেল, তাহাতে চুলকনা ও সুং সুংকরা যুক্ত বর্ত্তমান ছিল; এইটী আর্টিকা ব্যবহারের উপযুক্ত রোগী, এইরূপ স্থলেই আর্টিকা প্রয়োগ করিবে। ৩য় ও ৬ষ্ট শক্তি দিবে।

আর্ণিকা।

ওলাউঠার প্রথম তিন অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয় না, কিন্তু পরিণামে পতন অবস্থা উপস্থিত হইলে আর্ণিকা কার্য্যকারী হইয়া থাকে, এই রোগের টাইফয়েড অবস্থায় শয্যাক্ষত ঘটিলে টীং আর্ণিকা পরিশ্রুতজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধৌত রূপে ব্যবহার করিলে শীঘ্র ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া আরোগ্য হয়। অপর এই অবস্থায় যে রক্তাতিসার সংঘটিত হয় তাহা নিবারণে আর্ণিকা বিলক্ষণ সমর্থ, উদরে শূল বেদনায়, আধ্মানিক স্ফীততা ও হিক্কা এতদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে, ৩০শ শক্তি সেবন করাইবে।

আর্সেনিকম্ এলবম্।

ইহা ওলাউঠার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি কেহ কেহ ইহাকে এই রোগের একমাত্র ঔষধ বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। এইটী রোগের সকল অবস্থায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে। অঙ্কুরাবস্থায় উদরাময়, বৰ্দ্ধিতাবস্থায় ভেদ বমন ইত্যাদি, পতনাবস্থায় অবসাদন ও পরিণামে টাইফয়েড অবস্থা সকলই এতদ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। আর্সেনিক এতাদৃশ ব্যাপক শক্তি শালী ঔষধ হইলেও প্রত্যেক স্থানেই যে ইহার প্রয়োগ হইবে এমন নহে, ইহার প্রকৃতি গত লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করিবে, নতুবা মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়।

মল। ইহার মলগত লক্ষণ বহু আকারের হইয়া থাকে। পাতলা জলীয় ভেদ, জলীয় ভেদে অপাচ্য দ্রব্য মিশ্রিত, রক্ত ভেদ, আম মিশ্রিত থল থলে ভেদ, মলিন, কাল জলীয় ভেদ, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, বারম্বার অল্প পরিমাণে মল নিঃসরণ (অধিক পরিমাণে ভিরাট্রম) চেলেনি জলের মত ভেদে কুমড়া পচার মত পদার্থ অবস্থান, কখন কখন মল ত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, প্রথম প্রথম মলে দুর্গন্ধ থাকিতে পারে কিন্তু শেষে যখন প্রকৃত ওলা-উঠার জলীয় ভেদ হইতে থাকে তখন আর গন্ধ থাকে না, ভেদ হওয়ার পূর্ব্বে উদরে বিদীর্ণ কর বেদনা হয়, এজন্য রোগী হাত দিয়া পেট চাপিয়া রাখে, ভেদের পর রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, হস্ত পদ শীতল ও শক্তিশূন্য হইয়া যায়, ঘর্ম্ম, গাত্র জ্বালা আস্থিরতা ও বমন হইতে থাকে। অকস্মাৎ ভেদ হইয়া পীড়ার আরম্ভ।

বমন। ইটালীতে ৬ষ্ঠ পোপের রাজত্বকালে প্রাণদণ্ডের অপরাধীকে আর্সেনিক সেবন করাইয়া বধ করা হইত; তাহাতে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হইত, তাহা পাঠে ও তদপর ডাক্তার কৃষ্টীশন ও অরফিলা প্রভৃতি বিষ পরীক্ষক পণ্ডিতগণ আর্সেনিকের যে বিষ-লক্ষণ প্রদর্শণ করেন, তাহাতে এই উপলব্ধি হয় যে বমনই ইহার প্রধান উপদ্রব। প্রথমে কিঞ্চিৎ শৈত্য অনুভব হইয়া পরে বিবমিষা জন্মে, তদনন্তর ভয়ানক বমন ও কাঠ বমন আরম্ভ হয়। প্রথমে পাকাশয়স্থ আহার্য্য বস্তু উদ্‌গীরিত হয়, তদপর শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন হয়, প্রচণ্ড বেগে বমন ও ওয়াক হইয়া থাকে। অতি উচ্চ শব্দে রোগী ওয়াক পারিয়া থাকে। শূন্য বমন বা কাঠ বমন ইহার বিশেষ একটী লক্ষণ, রোগী কেবল ওয়াক পারে কিন্তু কিছুই পড়ে না। কখন কখন পাকাশয়ের ঊর্দ্ধ অন্ত্রের আক্ষেপিক অবরোধ হেতু বমনে কিছুই নির্গত হয় না, মাত্র কাঠ বমন হইয়া থাকে, অথচ রোগী বমনের যন্ত্রনায় যার পর নাই ক্লিষ্ট হইয়া থাকে, অপর্য্যাপ্ত বমন ও ওয়াক, ইহার সহিত প্রবল পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, রোগী বারম্বার শীতল জল পান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু জল পান করিলে তাহা উদরে থাকে না, তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়, রোগী উদরে অতিশয় জ্বালা বোধ করে, তজ্জন্য বারম্বার জল পান করিয়া উহা নিবারণ করিতে চায়, মুখের তার খারাপ হয়, তজ্জন্য রোগী অধিক জল পান করিতে পারে না, জলের আস্বাদ

কদর্য্য বোধ হয়। অস্থিরতা, আভ্যন্তরিক জ্বালা, প্রবল পিপাসা, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও আক্ষেপিক, বক্ষ ও পাকাশয়ের উপর চাপ বোধ, শীতল ঘর্ম্ম, বমন ও বমনান্তে শক্তি হীনতা ইত্যাদি লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

জিহ্বা ও ওষ্ঠ।—জিহ্বা মসৃণ, শুষ্ক, লাল ও বিদারণযুক্ত, ওষ্ঠ নীলবর্ণ ও ফেনায় জড়িত, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, চক্ষু তারার মত বিস্ফারিত ও চতুর্দ্দিক সীসক বর্ণের দাগযুক্ত হইয়া থাকে।

আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত।—ভেদ বমন হইলেই আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এই আক্ষেপ নিবারণে আর্সেনিক বিলক্ষণ সমর্থ, হস্ত পদের অঙ্গুলীর ও শাখা সমস্তের প্রবল আক্ষেপ, তৎসঙ্গে অভ্যন্তরিক জ্বালা ও অস্থিরতা, বক্ষপেশীর আক্ষেপ হেতু বুকে চাপ ও বেদনা, শ্বাস যন্ত্রের আক্ষেপ হেতু শ্বাস কষ্ট ও উচ্চ শ্বাস ক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ হেতু রক্তহৃদির দ্রুত স্পন্দন ও ব্যাকুলতা, পাকাশয় ও অন্ত্রের আক্ষেপ হেতু অবর্ণনীয় বেদনা ইত্যাদিতে আর্সেনিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আক্ষেপ নিবারণার্থ এই সময় কুপ্রম ও সিকেলির বিষয় স্মরণ করিবে। রোগীর আক্ষেপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই উহা পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, তখন ঘোর পতনাবস্থা আনীত হয়, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রিয়া মন্দীভূত, শ্বাস ক্রিয়া ক্ষীণ, হৃৎপিণ্ড ধীর গতি, নাড়ী সূক্ষ্ম ও অননুভবনীয়, মুখশ্রী মলিন, এমন কি সীসবৎ কাল বর্ণ হইয়া থাকে। পীড়ার প্রথম অবস্থায় যে অবিরত ছট্‌ফট্ করা লক্ষণ ছিল, তাহা আর এক্ষণে থাকে না, রোগী মৃতের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া থাকে, সময় সময় গাত্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে। কনিণিকা প্রসারিত, গলায় ঘড়ঘড় শব্দ, পেশী সমস্ত অনমনীয়, মুখমণ্ডল শীতল, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, নয়ন বিস্ফারিত ও ভীতি ব্যঞ্জক আকার ধারণ করিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করে। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ নিবারণ করিতে আর্সেনিক বিলক্ষণ সমর্থ।

ঘর্ম্ম। প্রথম হইতেই বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। (চপচপে ঘর্ম্ম ভিরাট্রম) লোমকূপ দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হওয়া কালে রোগী বোধ করে যেন অগ্নিকণা বাহির হইতেছে। ভিতরে ও বাহিরে জ্বালা, রোগী অবিরত পাখার বাতাস কামনা করে (শীত বোধ করে, ভিরাট্রম) গায়ে শীতল বস্ত্র লাগাইতে চায় ও স্নান করিতে ইচ্ছা করে। ঘর্ম্ম মুছিয়া ফেলিলে পুনরায় ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

উপযোগীতা—রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, উদরাময়-পূর্ব্ব ওলাউঠাতে ভিরাট্রম শ্রেষ্ঠ ঔষধ, অকস্মাৎ পীড়ার উদ্ভব হইলে আর্সেনিক উৎকৃষ্ট, অনাহারে ক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের পীড়ায় আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী। আর্সেনিকের ম্যালেরিয়া নিবারণ শক্তি আছে, অতএব ম্যালেরিয়াগ্রস্থ স্থানের পীড়ায় বিশেষতঃ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের পীড়ায়, ভিজা ও কর্দ্দমময় স্থান বাসীদের ওলাউঠা হইলে আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী।

গলিত মৃতদেহ উদ্ভূত বাষ্প গ্রহণ হেতু পীড়ায় ইহা উপযোগী। পীড়ার আক্রমণেই চিন্তা, মৃত্যু ভয় ও হতাশা আসিয়া উপস্থিত হয়। একাকী থাকিতে ভয়, চক্ষু কোটর গত, চিবুক ভাঙ্গা, মুখের বর্ণ নীলাভ, স্বরভঙ্গ, চর্ম্ম কুঞ্চিত, অল্প অল্প ঘর্ম্মাবৃত দেহ, অস্থিরতা ও সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন; গাত্র জ্বালা, গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়া, হাত পা ছুড়িয়া ফেলা, ছটফট করা, আহাঃ, হাঃ, হায় ইত্যাদি আক্ষেপ উক্তিতে খেদ করা, মূত্র ত্যাগে জ্বালা ও বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ, মূত্রাভাব, মস্তক কম্পন ও উচ্চ বালিসে ঠেস দিয়া রাখা, কখন বা বালিসের নীচে মস্তক গুজিয়া দেওয়া, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল দাগ পড়া, নাড়ী দ্রুত গতি বা লুপ্ত ইত্যাদি আর্সেনিক জ্ঞাপক লক্ষণ। অপর আর্সেনিকের মূত্রকরণ ক্রিয়া আছে অতএব রোগী প্রথম হইতে আর্সেনিক সেবন করিলে প্রতিক্রিয়াবস্থায় আপনা হইতে মূত্র নিঃসরণ হয়, মূত্র নিঃসারক ঔষধ প্রায় সেবন করাইতে হয় না, শেষাবস্থায় টায়ফয়েড অতিসার ঘটিলেও আর্সেনিক কার্য্যকরী হয়। প্রথম অবস্থায় ৩য়, শেষ অবস্থায় ৩০শ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা।

কলেরিন ও বালকদের ওলাউঠায় এইটী প্রসিদ্ধ ঔষধ। এসিয়েটিক কলেরায় বমন, বিবমিষা ও উদরে শূল বেদনা নিবারণার্থ ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঘাসের বর্ণবিশিষ্ট, সবুজবর্ণ তরল, ফেনিল মল নিঃসরণ, অবিরত বিবমিষা,

মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, শূন্য ওয়াক, অল্প মাত্র পথ্য উদরস্থ হইলেই বমন ও বিবমিষা, খাদ্যবস্তু, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও পিণ্ডাকার দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা বমন, নড়াচড়ায় বর্দ্ধন শীল বমন, পাকাশয় প্রদেশে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। আধ্মানিক শূল, নাভির চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর ও বিদ্ধকর বেদনা, চর্ম্ম শীতল, শ্বাস কৃচ্ছ, শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, আক্ষেপ, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা, কনীনিকা প্রসারিত, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত, কপালে ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইপিকাকুয়ানা প্রয়োগের লক্ষণ। এই হেতুতে ওলাউঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় বমন ও বিবমিষা ও পরিণামে আমাশয় ও অমাশয়িক উদরাময় নিবারণার্থ ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডাক্তার লিলিয়ান্থাল বলেন, মিষ্ট পিষ্টকাদি সেবনে পীড়া হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী ; পেটে চিমটী কাটা বেদনা থাকিলে ইপিকা অবশ্য দেয়। ইহার ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হয়।

ইয়ুফরবিয়া করোলেটা।

ইহা রিসিনাস জাতীয় বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয়, রিসিনাসের সহিত এই ঔষধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রচণ্ড বমন, বমনে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থ উদ্গীরণ হইয়া থাকে। পীতাভ জলীয় ভেদ বেগে নির্গমন, মুখমণ্ডল ও কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম নিঃসরণ, পদডিম্বে টাস ধরা, হিমাঙ্গ, মূর্চ্ছা, অবসন্নতা ও মৃতবৎ অবস্থা, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হয়।

ইলাটিরিয়ম।

এই ঔষধ ওলাউঠায় অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ইহার ক্রিয়া দৃষ্টে অনুমান হয়, ইহা ওলাউঠার ঔষধ হইবে। এতদ্দ্বারা বিষাক্ত হইলে পাকাশয় ও অন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ বমন ও ভেদের সহিত নির্গত হয় এবং মূত্র অবরোধ ঘটিয়া থাকে। ইহার বিষ ক্রিয়া দৃষ্টে প্রতিপন্ন হয় যে, অত্যন্ত জলবৎ ভেদ, ফেনিল জলীয়, তৈলাক্ত সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, রক্ত

ছিট যুক্ত জলীয় ভেদ, প্রচণ্ড বমন, উদরে কর্ত্তনকর ও মোচড়ান বেদনা এবং চাপ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, অবসাদন, অনবরত হাইম ও শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত ওলাউঠায় ইহার প্রয়োগ হইতে পারে ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি দিবে।

ইলাপ্স কোরালিয়ন।

ইহা ব্রেজিল দেশীয় এক প্রকার সর্পের বিষ; ওলাউঠার পতন কালে ও টাইফয়েড্ অবস্থায় প্রয়োগ হয়। ফেণিল কৃষ্ণ বর্ণ তরল ভেদ, উদরে অতিশয় বেদনা, গিলিতে কষ্ট, মস্তিষ্কক্রিয়া অবসন্ন হইয়া রোগী অজ্ঞান, শ্বাস যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া শ্বাস কৃচ্ছ, হৃৎ ক্রিয়া মন্দীভূত, রোগীর গায়ে হাত দিলেই যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে, পেশীর কম্পন, অতিশয় পিপাসা, মূর্চ্ছা অবস্থায়ও আক্ষেপ, অতিশয় মূত্র বেগ অথচ মূত্র নিঃসরণ হয় না, তাহাতে রোগী চীৎকার করিয়া থাকে। ইত্যাকার লক্ষণ যুক্ত অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। এই ঔষধ ল্যাকসিস ও কোব্রা উভয় বিষের ধর্ম্ম যুক্ত। ইহা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৬ষ্ঠ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

একোনাইট নেপলস্।

অধ্যাপক হেম্পল স্বীয় মেটেরিয়া মেডিকার প্রথম খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে "একোনাইট বিযাক্ত একটী ব্যক্তির ঠিক ওলাউঠার মত লক্ষণ হইয়াছিল। তাহার জিহ্বা শীতল, নাড়ী লোপ, জঙ্ঘায় আক্ষেপ, বমন ও ভেদ ইত্যাদি লক্ষণ ঘটিয়াছিল এবং ইহা দৃষ্টে ডাক্তার পেরারা এইটীকে ওলাউঠার নির্দ্দিষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্ব্বাচন করেন, তিনি ইহা ওলাউঠায় ব্যবহার করিয়া এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—ওলাউঠার পক্ষাঘাতের অবস্থায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের প্রথম আক্রমণেও ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকরী হয়, ইহাতে নাড়ী উত্থিত ও শরীরের উত্তাপ পুনঃ আনীত হয়, একোনাইট্ ব্যবহারের পর ভিরাট্রম, ক্যাম্ফর, আর্সেনিক ও অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিবে।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার সালজার এই রোগে

একোনাইট ব্যবহার করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেও হেম্পেলের কথাই সমর্থন করা হইতেছে। তিনি বলেন "একোনাইট দ্বারা বিষাক্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের পৈশিক নির্ম্মাণ ও স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মে এবং স্নায়ু কেন্দ্রের অবসাদন উৎপন্ন হয়, অতএব ওলাউঠার পক্ষঘাতের অবস্থায় প্রথমেই শীঘ্র শীঘ্র কয়েক মাত্রা একোনাইট প্রয়োগ করিবে। একোনাইটে ফল না হইলে ও জলবৎ ভেদ হইতে থাকিলে ভিরাট্রম দিবে। পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, ব্যাকুলতা, মৃত্যু ভয় ও বিলাপ করা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, ও বলিষ্ঠ যুবকদের পীড়ায় ইহা অবশ্য দেয়। এক মিনিম টীং একোনাইট তিন আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ৫—৩০ মিনিট অন্তর এক ড্রাম মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ফল না হইলে ভিরাট্রম, আর্সেনিক আদি ঔষধের কথা স্মরণ করিবে।"

একোনাইট ওলাউঠার চারি অবস্থাতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইদানিং সকল চিকিৎসকই ইহার উপযোগিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

১ম। ভেদের অবস্থা। জলীয় বা পিত্ত মিশ্রিত ক্ষয়কারী ভেদ, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নির্গমন, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, মলের সহিত অপাচ্য ফল মূল বা আহার্য্য বস্তুর খণ্ড নির্গমন। মলত্যাগ কালে উহা উষ্ণ বোধ, বমন ও ভেদ একত্র বর্ত্তমান, ভেদ ও বমনে চক্ষু মুখ বসিয়া যাওয়া, জ্বর বোধ, শীতানুভব, গাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখার ইচ্ছা (গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া আর্সেনিক) পিপাসা, জিহ্বা ও কণ্ঠ শুষ্ক বোধ, প্রচুর জল পান ও বমন, ত্রাস ও মৃত্যুভয়, অত্যন্ত অস্থিরতা, বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ, পাকাশয় ও অন্ত্র মধ্যে জ্বালা, স্বরভঙ্গ, কপালে ঘর্ম্ম, পায়ের নলীতে চর্ব্বণবৎ বেদনা, উদর চাপিলে বেদনা বোধ, জলবৎ ভেদে কুমড়া পচার মত বস্তু অবস্থান, রক্ত ভেদ, জলে ভিজা হেতু রোগ, রৌদ্রোত্তাপে ক্লিষ্ট ব্যক্তির ওলাউঠা, দিবসে গরম ও রাত্রিতে শীত এমন সময়ের ব্যাধি, পেট ফাঁপা ও পেটে বেদনা, হস্ত পদ ঝিন্ ঝিন্ করা, ভেদের সময় আক্ষেপ, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হৃৎপিণ্ড উল্লম্ফনশীল, নাড়ী দ্রুত, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করা, উৎকণ্ঠা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের আক্ষেপ বশতঃ প্রচণ্ড বেদনা, হাত পায়ে টাস, মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত।

২য়। পতনাবস্থা। হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, ধমনী ও স্নায়ু মণ্ডলের পক্ষাঘাত ও তদ্ধেতু বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, নাড়ী লোপ, (এ, হাইড্রোসিয়ানিক) শরীরের বর্ণ সীসবৎ মলিন, অঙ্গুলীর চর্ম্ম কুঞ্চিত, চর্ম্ম শীতল ইত্যাদি ভয়ানক অবসাদনের অবস্থায় একোনাইট ১ম শক্তি ৫। ১০ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই পক্ষাঘাতযুক্ত যন্ত্র সমস্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া রোগীকে প্রতিক্রিয়ার দিকে আনয়ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একোনাইট দ্বারা বিষাক্ত হইলে, হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত ঘটাইয়া মৃত্যু হয়, ওলাউঠার পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিলে একোনাইট ফলপ্রদ হইবে। শীঘ্র শীঘ্র সেবন করাইবে, ইহাতে ফল লাভের সম্ভাবনা না দেখিলে, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ও কোব্রা প্রভৃতি ঔষধের কথা স্মরণ করিবে।

৩য়। প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। যখন অত্যধিক প্রতিক্রিয়া হইয়া নাড়ী দ্রুত ও স্থূল, মস্তক ভার ও বেদনা যুক্ত, শরীরে জ্বরভাব, গাত্রজ্বালা বা শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখনও একোনাইট আমাদের একমাত্র সহায়। ৩য় শক্তি বারম্বার সেবন করাইবে, ইহাতে ফল না পাইলে বা আশানুরূপ ফল না হইলে বেলাডনা ৩য় শক্তির সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতে দিবে। ইহার টীংচার হইতে ৩য় শক্তি পর্য্যন্ত ওলাউঠায় ব্যবহৃত হয়। ইহার উপরে দিবে না।

এঙ্গাসটুরা।

আমাদের দেশে এই ঔষধের ব্যবহার দেখা যায় না। লিলিয়াস্থাল থিরা পিউটিক্‌সে ইহার নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "উরু এবং পদডিম্বে খিলধরা, চক্ষুর পাতা আক্ষেপ সহ উন্মিলিত, সময় সময় আক্ষেপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, সহজে ভয় পাওয়া ও চমকে উঠা, বিশেষতঃ স্পর্শ করিলে তখনি রোগী চমকে উঠে। পাতলা ও সাদা ভেদ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ভেদের পর মুখমণ্ডলে শীত বোধ," ১ম ও ৩য় শক্তি প্রয়োগ হয়।

এণ্টীমনিটার্টারেটম।

এইটী এসিয়েটীক কলেরার প্রসিদ্ধ ঔষধ নহে; কলেরিনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এসিয়েটিক কলেরার কোন কোন অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে। বসন্তের এপিডেমিকের সময় ওলাউঠা হইলে এণ্টীটার্ট বিশেষ উপযোগী।

প্রচুর পরিমাণে পাতলা ভেদ বারম্বার হইয়া থাকে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, শীতল জল পানের জন্য অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী পান করে অল্প পরিমাণে। কোন কোন সময় একবারেই পিপাসা থাকে না। দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে, কষ্টকর বিবমিষা ও ওয়াক, পরক্ষণেই বমন, বহু কষ্টে বমন-পদার্থ উদ্গীরণ করিতে হয়। পেট মোচড়াইয়া বমন; খাদ্য সবুজাভ জলীয় পদার্থ, ফেনিল বস্তু ও শ্লেষ্মা বমন, বমন কালে কপালে ঘর্ম্ম, হস্তপদ কম্পিত ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। বমনান্তে অবসাদন, নিদ্রাতুরতা ও হ্যাকার হয়। বদন পাণ্ডুর ও মগ্ন, চক্ষু ঘোলাটে ও ভাসমান, মূত্রত্যাগের জন্য বেদনা পূর্ণ প্রবল উত্তেজনা, কিন্তু অল্প পরিমাণে কিম্বা রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে,—কতকক্ষণ পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইয়া শেষে মৃদু হইয়া পড়ে। অধিক পরিমাণে হাইম্, নিদ্রাকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ঝাঁকিয়া উঠে, অতিশয় অবসাদন ও শীতল ঘর্ম্ম, ভিরাট্রমেও শূল বেদনা, পিপাসা এবং বমন লক্ষণ আছে, কিন্তু তাহাতে টার্টার এমেটিকের ন্যায় বমনান্তে নিদ্রাতুরতা নাই। আর্সেনিকেব ন্যায় অল্প জল পান করে বটে, কিন্তু সেইরূপ গাত্রজ্বালা ইহাতে নাই। পতনাবস্থার আরম্ভে যখন ভেদ ও বমনের সহিত অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে, অথচ পিপাসা নাই, তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাক্তার সরকার বলেন, ক্রমান্বয়ে ভেদের পর বমন ও বমনান্তে ভেদ হইলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি প্রয়োগ হয়।

এপিস।

ওলাউঠার প্রতিক্রিয়াবস্থায় মূত্র করণার্থ সময় সময় ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ মূত্রাভাব, মূত্রকৃচ্ছ, ফোঁটা ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে

এপিস প্রয়োগ হয়। এই অধিকারে ক্যান্থারিজই উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠার শেষে টাইফয়েড অবস্থায়, রক্ত অতিসার, বমন, উদরে স্পর্শদ্বেষ, উদগার, পাকাশয়ে বিদ্ধকর বেদনা, মল বেগ দিলে নিম্ন উদর ছিন্ন হইবে বলিয়া বোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এপিস প্রয়োগ হয়। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

এসিড্ অক্জ্যালিক।

আমরা এই ঔষধের ব্যবহার ওলাউঠায় বহু স্থানে করিতে পারি নাই। ডাক্তার পরেশ বাবু ঢাকা অবস্থান কালে ওলাউঠা সম্বন্ধে যে পুস্তিকা লিখেন, তাহাতে ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি হেম্পলস্ মেটেরিয়ামেডিকা হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পাকাশয়ে জ্বালা, শ্বাস কষ্ট, শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী ক্ষীণ, শরীরাগ্রভাগ শীতল, শরীর কম্পন, বলক্ষয়, মোহ, বমন, স্বরভঙ্গ, মুখ ও কণ্ঠের শোষ, উদরে বেদনা, ধনুষ্টঙ্কারবৎ হাত পায়ে খাল ধরা, কশেরুকামজ্জার শক্তিক্ষয়, পৃষ্ঠ ও কটীতে বেদনা, ক্ষুদ্র অন্ত্র স্ফীত।" ভেদ ও পতন কালে ইহার ব্যবহার হয়, জলীয় বা মাটীর বর্ণবিশিষ্ট পাতলা ভেদ, নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ান বেদনা হইয়া ভেদ; রোগী রোগ লক্ষণ সকল অতি গুরুতর বলিয়া বোধ করে। পাকাশয়ে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ, নাভির চতুর্দ্দিকে পুনঃ পুনঃ বেদনা, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, নাড়ী সূক্ষ্ম, গাত্র শীতল, পিপাসা, স্বরভঙ্গ, বক্ষ ও পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া নেওয়া, আক্ষেপ, মুখ হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত স্থানে অতিশয় জ্বালা, ফলতঃ আক্ষেপের অবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করিবে, পক্ষাঘাতের অবস্থায় কখনও দিবে না, দিলে অতি ভয়ানক লক্ষণ সকল আনীত হইতে পারে। পক্ষাঘাতের অবস্থায় একোনাইট, কোব্রা, এঃ হাইড্রোসিয়ানিক ইত্যাদি ঔষধ দিবে। ২য় ও ৩য় শক্তি।

এসিড ফস্ফরিক।

ওলাউঠার পরিণামে টাইফয়েড অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। শুভ্র ও পীত বর্ণের জলীয় ভেদ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল, রোগী কখনও ইচ্ছা করিয়া মল

ত্যাগ করে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হইয়া থাকে। মলত্যাগ কালে বহু পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হইয়া যায়। প্রলাপ, অচৈতন্য ইত্যাদি মস্তিষ্ক লক্ষণ, দন্ত-মাঢ়ী স্ফীত ও রক্ত ক্ষরণশীল, জিহ্বা চট্‌চটে শ্লেষ্মায় আবৃত, মুখ শুষ্ক ও ফেনাযুক্ত আঠাল শ্লেষ্মায় আবৃত। উদর স্ফীত অন্ত্রে উচ্ছলন ক্রিয়া হইতে থাকে, উদরে বায়ু হুড়হুড় করে, বারম্বার পাণ্ডুবর্ণের পাতলা মূত্র নির্গমন, মূত্র ক্ষণকাল পাত্রে রাখিলে নীচে দুগ্ধের ন্যায় সাদা পদার্থ জমিয়া যায়। কখন কখন শুভ্রবর্ণ মূত্রই নির্গত হয়। উর্দ্ধ, অধশাখা ও মনিবন্ধে আক্ষেপ। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক।

এতদ্দারা বিষাক্ত হইলে মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জায় প্রথমতঃ উত্তেজনা জন্মাইয়া আক্ষেপ জন্মায়, কিন্তু এই আক্ষেপ শীঘ্রই পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, কেননা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ ভয়ানক অবসাদক দ্রব্য। ইহার অবসাদন ক্রিয়া নিউমো গ্যাষ্ট্রীক ও ফ্রেনিক নর্ব্ব দিয়া ফুস্‌ফুস্ এবং হৃৎপিণ্ডে গমন করতঃ উক্ত দুই যন্ত্রকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে, মেরুমজ্জায় অবসাদন জন্মায়, এই হেতু সমস্ত শরীর পতনাবস্থায় উপনীত হয়; অতএব ওলাউঠার আক্ষেপও পক্ষাঘাতের অবস্থায় ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

আক্ষেপ—ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় মস্তক পশ্চাৎদিকে বক্র করিয়া নেয়, মুখের পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মুখ কদাকার, ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ বশতঃ টানিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ বশতঃ হৃৎক্রিয়া উল্লম্ফন যুক্ত, এই অবস্থায় হাইড্রোসিয়ানিকএসিড্ প্রয়োগ হয়।

পক্ষাঘাতের অবস্থা বা পতনাবস্থায়ও ইহার ক্রিয়া অসাধারণ। যখন রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন এতদ্বারা প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। চক্ষু জ্যোতি হীন, পলকহীন, দৃষ্টী স্থির, কনীনিকা প্রসারিত ফুস্‌ফুস ও হৃৎপিণ্ড পক্ষাঘাত যুক্ত, উহাদের ক্রিয়া অতি মৃদু, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, নাসিকা দিয়া নিশ্বাস গ্রহণে অসমর্থ হেতু মুখ দিয়া নিশ্বাস নেওয়া, নাড়ী লোপ, রোগীর আত্মীয় ও চিকিৎসকগণ মৃত্যু নিকট বলিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, তখনও ইহা দ্বারা রোগী

পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে। রোগী ঔষধ সেবনে সমর্থ হইলে জলের সহিত দিবে; নতুবা তাহার নাসিকায় বা জিহ্বায় এক ফোঁটা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। তুলায় লাগাইয়া নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করাইলেও ফললাভ হয় ও ক্রমশঃ ঔষধ সেবনের শক্তি জন্মে।

১৮৯১ খৃঃ অব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ, টাঙ্গাইল সবডিবিশনের অন্তর্গত কৈজুড়ী গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র সাহার স্ত্রী সন্তান প্রসব করিবার ৩ দিন পরে ওলাউঠাগ্রস্তা হয়, দেখিতে দেখিতে পতনাবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইল, আমি যাইয়া দেখি, রোগীর শ্বাস কৃচ্ছ ও মুখ দিয়া শ্বাস নেওয়া প্রভৃতি মৃত্যু লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, ঔষধ সেবনের শক্তি নাই, অগত্যা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড পরিষ্কার তুলায় লাগাইয়া আঘ্রাণ করিতে দিলাম, কিছুকাল আঘ্রাণের পর রোগীর অবস্থা অনেক ভাল হইল এবং ঔষধ সেবনের শক্তি জন্মিল. তৎপর রীতিমত ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা করাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এই ঔষধ চরম অবস্থার মহামন্ত্র হইলেও সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নহে। ইহার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই প্রয়োগ করিবে। অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ বা মল নিঃসরণ অবরুদ্ধ, গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষু স্থির, কনীনিকা প্রসারিত, শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু ও কষ্টকর, ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকাশয় প্রভৃতি যন্ত্রে আক্ষেপ বা পক্ষাঘাত, হিক্কা, হৃৎপ্রদেশে আকুঞ্চক বেদনা, তরল বস্তু গলাধঃকরণ কালে ঢকঢক শব্দে গমন, (ভিরাট্রম, কুপ্রম) চোয়াল ধরিয়া যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ, ইত্যাকার লক্ষণ দেখিলেই ইহা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ঔষধের ক্রিয়া অল্পক্ষণ স্থায়ী অতএব মুহুর্মুহু সেবন করাইবে। ডাক্তার সাল্‌জার ইহার ক্রিয়ার অস্থায়িত্ব দৃষ্টে বলেন, "ইহাতে স্থায়ী ফল না হইলে বা ফল না পাইলে সায়েনাইট অব্ পটাস দিবে," ইহার ৩য় ও ৬ষ্ঠ ক্রমের বিচূর্ণ ব্যবহার করিবে। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি দিবে।

ওপীয়ম।

পতনাবস্থায় সমস্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির পক্ষাঘাত বা স্তব্ধভাব, টাইফয়েড অবস্থায় ও জ্ঞানের বিলোপ হইলে ইহার প্রয়োগ হয়। মস্তক, বাহু ও হস্তের

স্পন্দন, রোগী নিদ্রাতুর বা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, ডাকিলে হাঁ, হুঁ'বই উত্তর দেয় না। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ, শয্যান্বেষণ, ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ও মলিন, অথবা পাণ্ডুবর্ণ, মুখ বসিয়া যায়, মুখ মধ্য শুষ্ক, কনীনিকা কুঞ্চিত, মূত্র অল্প, ফোঁটা ফোঁটা বা একবারে অবরোধ, আক্ষেপের পূর্ব্বে রোগী চিৎকার করে, ও আক্ষেপ অন্তে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, ঘোরতর অজ্ঞানাবস্থা, নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে, ইত্যাকার ঘোরতর অজ্ঞানাবস্থায় ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ঔষধ সেবনে অসমর্থ হইলে তুলা দিয়া আঘ্রাণ করাইলেও উপকার হইবে।

ওলাউঠার বিসূচিকাবস্থায় যখন অন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হইয়া উদর ঢাকের মত স্ফীত হয়, উদরোপরি নখাঘাত করিলে ঢ্যেপ্ ঢ্যেপ্ শব্দ করে। ঊর্দ্ধ ও অধঃ কোন পথেই বায়ু নিঃসরণ হয় না, তখন ওপীয়ম আমাদের একমাত্র মহাস্ত্র। ১টী রোগীর বিসূচিকা হেতু অন্ত্রের বিপরীত ক্রিয়া হইয়া হিক্কা ঘটিয়াছিল, ক্ষণকাল পরেই মল বমন হইত; এই রোগীতে নক্সভমিকা, কার্ব্ব ভেজ প্রভৃতি ঔষধ বিফল হওয়াতে ওপীয়ম সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

কফিয়া।

ওলাউঠার প্রতিক্রিয়াবস্থায় নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও শরীর উষ্ণ হইলে, সুনিদ্রা আনয়ন জন্য ইহার ব্যবহার হয়। দুর্গন্ধযুক্ত, তরল, চটচটে মল-নিঃসরণ, স্পর্শাতিশয্য, উত্তেজনা ও জাগরণ শীলতা, পথ্য করিলে উদরে বেদনা, খোলা বাতাসে বিরক্তি, ভয় ও অভাবনীয় সংবাদ হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

কলচিকম।

এইটী এসিয়েটীক কলেরার প্রকৃত ঔষধ নহে, কিন্তু ইংলিস কলেরায় বিলক্ষণ ফলপ্রদ। জলীয় বা পীতাভ জলীয় ভেদ, ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে

ভেদ হইতে থাকে, শেষাবস্থায় অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ হয়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে মোচড়ান শূল বেদনা, মলত্যাগের সময় গুহ্যসংকোচকপেশীর আক্ষেপ হইয়া থাকে, বালকেরা মলত্যাগান্তে ঘুমাইয়া পড়ে। রোগী উগ্র গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, স্পর্শ করিলে বিরক্তি বোধ করে, প্রকৃতি অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও ব্যাকুলতা জ্ঞাপক, অতিশয় পিপাসা, অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ, লালা গলাধঃকরণে বমন উৎপত্তি, অন্ন নালীর সংকোচন, আহার্য্য বস্তুতে ঘৃণা, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয়ে জ্বালা বা শীতলতা বোধ, উদরে বেদনা ও আধ্মানিক স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে, হস্ত, পদ ও চোয়ালে আক্ষেপ, অবসাদন, অল্প পরিমাণে মলিন মূত্র নিঃসরণ। পডোফাইলমের সহিত এই ঔষধের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু পডোফাইলমের ভেদ পরিমাণে অধিক হয়। ইহাতে মল পরিমাণে অল্প, অল্প বেগে নির্গত এবং ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে মলস্রাব হইতে থাকে। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ।

ইহা ডিসেণ্ট্রীর উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু ওলাউঠার কয়েকটী লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া কখন কখন ইহাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, জাফ্রানের ন্যায় পীত বর্ণের তরল ভেদ, আহার ও পানে ভেদের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অতিশয় ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগকালেও উহা স্থায়ী থাকে, কিন্তু শেষে থাকে না, জিহ্বা সাদা ও জ্বালাযুক্ত, মুখে তিক্ত আস্বাদ, অতিশয় তৃষ্ণা, বিবমিষা ও কাঠ বমন; বমন হইলে প্রথমে পাকাশয়স্থ অজীর্ণ পদার্থ উদ্গীর্ণ হইয়া শেষে সবুজ বর্ণের পিত্ত নির্গত হয়। অন্ত্র হইতে বেদনা হইয়া পাকাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও তাহাতে বমন উদ্ভূত হয়, উদরাধ্মান, উদরে গব গব শব্দ, ক্রমশঃ ভেদের পর ভেদ পাতলা হইয়া আইসে। মধ্য অঙ্গের আক্ষেপ, পদদ্বয় অথচ হস্তদ্বয় শীতল হইয়া থাকে, অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠা বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন ওলাউঠার শেষাবস্থায় টাইফয়েড অতিসারে আম নিঃসরণ লাঘব ও শূল এবং বেদনা নিবারণার্থ ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব ভেজিটেবলিস্।

রক্ত ভেদযুক্ত ওলাউঠা—হেমরেজিক কলেরায়, পতনাবস্থায়, যে কোন অবস্থায় উদরাধ্মান হইলে, কলেরা সিক্কায় ও ওলাউঠার পরিণামে টাইফয়েড্ অবস্থায় অতিসার হইলে, ইহা মহৌষধরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে। অপর স্বর্ণকার, লৌহ মিস্ত্রি, কাংসকার, কয়লার খনির মজুর, ডাক রাণার ও পাচক প্রভৃতি যাহাদের শরীরে সর্ব্বদা উত্তাপ লাগিয়া থাকে, তাহাদের শরীরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ইহাদের ওলাউঠা হইলে প্রথমে কয়েক মাত্রা কার্ব্বোভেজ সেবন করাইয়া অন্য ঔষধ সেবন করাইবে।

রক্তভেদ—মলিন রক্তস্রাব, মল দুর্গন্ধ যুক্ত, চর্ম্ম শীতল ও নীলাভ, গাত্র জ্বালা, পাখার বাতাস পাইতে কামনা, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল, শরীরের উত্তাপ হ্রাস হইয়া যায়।

পতনাবস্থা—শরীর হিমাঙ্গ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও হস্ত, পদ শীতল, অস্থিরতা, মুখশ্রী কালী মাখান অথবা শবের বর্ণবৎ পিংসে, এতাদৃশ পতনাবস্থায় ও গাত্র জ্বালা, এই গাত্র জ্বালাই কার্ব্বভেজ প্রয়োগের বিশেষ পরিচায়ক। ঘোরতর পতনাবস্থায় ক্যাম্ফর ও উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু তাহাতে গাত্রজ্বালা নাই, ভিরাট্রমে বরং শীত বোধই থাকে। নাড়ী সূক্ষ্ম বা লোপ, নড়া চড়াতে হিক্কার উদ্ভব, অঙ্গুলির অগ্র ভাগ ও নাসাগ্র বরফবৎ শীতল, জিহ্বা শীতল, শ্বাস প্রশ্বাস মন্দ গতি ও কষ্টকর, টিপিলে বা চাপিলে শরীরের পেশী সমস্ত মৃত দেহের ন্যায় কঠিন ও অনমনীয়, চক্ষুস্থির, তাহাতে পলক পড়েনা, চক্ষু জ্যোতি হীন, হস্তপদ শয্যায় মেলান থাকে, রোগী তাহা টানিয়া লইতে সমর্থ হয় না। ডাকিলে উত্তর দেয়না বা কোন ইঙ্গিত করেনা, ওলাউঠার এইটী বড় ভয়ানক অবস্থা, এই সময়ে কার্ব্ব ভেজ ৫—১০ মিনিট অন্তর এক মাত্রা সেবন করাইবে। মধ্যে মধ্যে চায়না এক এক মাত্রা সেবন করাইবে। এই অবস্থায় আর্সেনিক, ভিরাট্রম প্রভৃতি ঔষধও উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে। ভেদ, বমন কালে উক্ত ঔষধ সমস্ত প্রচুর পরিমাণে সেবন করা সত্বেও যদি রোগীর এতাদৃশ ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে কার্ব্বভেজ মহোপকারী, আর তাহা না হইয়া থাকিলে উহাদের সহিত পর্য্যায় ক্রমে দেওয়া কর্ত্তব্য।

কলেরা সিক্কা—ভেদ বমন ব্যতিরেকে পতনবস্থা আনীত হয়, ইহাতেও উপরোক্ত লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে কার্ব্বভেজ সেবন করাইবে।

উদরাধ্মান—পতনাবস্থার শেষে অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়া হস্তপদ শীতল, গাত্র জ্বালা ও অস্থিরতা বর্ত্তমান, রোগী সর্ব্বদা বাতাস দিতে বলে, পাকাশয়ের আধ্মান বা পাকাশয় ও অন্ত্র উভয় যন্ত্রেরই আধ্মান, দুর্গন্ধ উদ্গার, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, দুর্গন্ধযুক্ত জলীয়মল অল্প অল্প স্রাব, এবম্বিধ উদরাধ্মানে কার্ব্বভেজ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত উদর যন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হেতু আধ্মানে ওপীয়ম শ্রেষ্ঠ, সঞ্চালনে হিক্কার উৎপত্তি কার্ব্বভেজএর লক্ষণ, ভয়ানক অবরুদ্ধ আধ্মান ও অবিরত হিক্কা ওপীয়মের লক্ষণ।

টাইফয়েড্ অতিসার—দুর্গন্ধ যুক্ত দূরিত মল স্রাব, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ, উদ্গার ও দূরিত বায়ু উদ্গীরণ, উদর ভার ও স্ফীত, ক্ষুধা হীনতা, উদরের গোলযোগ, অধিক পরিমাণে আঁটাল লালা পতন, এতদ্সঙ্গে অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা, মুখের বর্ণ পাণ্ডু, জঙ্ঘা হইতে পদ ও হস্ত হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থান শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম বা অননুভবনীয়, ইত্যাদি লক্ষণে কার্ব্বভেজ ৩০শ এবং ১০০শ শক্তি মহোপকারী। ইহার পর চায়না, সলফর, সরিনম, আর্সেনিক বিলক্ষণ ফলপ্রদ।

কুপ্রম।

ওলাউঠায় কুপ্রম মেটালিকম ও কুপ্রম এসিটিকম উভয় প্রকার কুপ্রম কার্য্যকারী হইয়া থাকে। দুইয়ের একটী প্রয়োগ করিলেই উপযুক্ত ফল লাভ করা যায়। ভেদ নিবারণার্থ ইহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আক্ষেপ নিবারণে ইহার শক্তি অসীম; সংকোচক পেশীর আক্ষেপ নিবারণে ইহা অমোঘ, প্রসারক পেশীর আক্ষেপ নিবারণে সিকেলি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুপ্রম জ্ঞাপক আক্ষেপের প্রকার—প্রথমতঃ হস্ত পদে আক্ষেপ হইয়া পরে উদর ও বক্ষে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। পদডিম্বের প্রচণ্ড আক্ষেপ হেতু সুগোল পেশা জাল বান্ধিয়া উঠে। তক্তার ন্যায় চওড়া হইলে য্যাট্রফা দিবে। দীর্ঘ পেশী সমস্ত রজ্জুর ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, পদের অঙ্গুলি সমস্ত পদতলের দিকে বক্র হইয়া যায়। উরু, নিতম্ব ও গ্রীবার পেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ, বাহু ও হস্ত পেশীর

আক্ষেপ, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ করতলের দিকে বক্র করিয়া নেয়, অঙ্গুলি সমস্ত মুষ্টি-বদ্ধ হইয়া যায়। আক্ষেপের প্রকোপে রোগী চিৎকার করিতে থাকে, আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমস্ত প্রবল বেগে আক্ষিপ্ত হয়। বক্ষ পেশীতে আক্ষেপ হেতু বুকে অত্যন্ত টান বোধ ও বুক যেন দৃঢ়বন্ধনীতে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া রোগী অনুমান করে। ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ হেতু রোগীর যৎপরোনাস্তি শ্বাস কষ্ট হইয়া থাকে। রোগী সর্ব্বদা উফর ফাঁফর করে, এমন কি তাহার সম্মুখে বস্ত্র খণ্ড ধরিলেও সে শ্বাসবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগের আশঙ্কা করে। হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ বশতঃ বুক ধড়াস ধড়াস করিতে থাকে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের আক্ষেপ হেতু শূল বেদনা ও বমন উপস্থিত হয়। পাকস্থলীর ঊর্দ্ধ অন্ত্রের আক্ষেপিক অবরোধ হেতু বমনে কিছুই নিঃসরণ হইতে পারে না, মাত্র কাঁঠ বমন হয়। অবিরত বিবমিষা ও বমন। বমন কালে অশ্রুপাত হয়। স্বর যন্ত্রের আক্ষেপ বশতঃ বাক্যাবরোধ ঘটে। চোঁয়ালের পেশীর আক্ষেপ হেতু চাপা লাগিয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের পেশীর আক্ষেপ হেতু কাণে তালা লাগে। আক্ষেপের প্রথমে ভেদ, বমন ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকে। শেষ অবস্থায় অন্ত্রের আক্ষেপিক অবরোধ হেতু মলনিঃসরণ হইতে পারেনা, তখন ভেদ বন্ধ থাকে। এই সময় উদর চাপিলে উদরে সঞ্চিত মল ঘল ঘল করে।

কুপ্রমের পিপাসা লক্ষণও বিলক্ষণ আছে, প্রচুর পরিমাণে জল পান করে, পানীয় জল ঘট ঘট শব্দ করিয়া উদরস্থ হয়। শীতল জল পান করিলে বমন উপশমিত হয়। বমনান্তে নিদ্রা বেশ হইয়া থাকে, রোগীর উষ্ণজল পানেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, এইটী আর্সেনিকের বিপরীত ভাব, আর্সেনিকে শীতল জল পানের বিলক্ষণ স্পৃহা থাকে। আক্ষেপের পর পক্ষাঘাতের অবস্থায় যখন কোলাপ্স ঘটিয়া থাকে, তখনও কুপ্রম উপযোগী। শরীর বরফবৎ শীতল, নীলবর্ণ চর্ম্ম, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিদারণযুক্ত এবং মলিন হইয়া যায়। জিহ্বা শীতল, চর্ম্ম টানিয়া উঠাইলে তাহা সহজে স্বস্থান প্রাপ্ত হয় না। নাড়ী লোপ, শ্বাস ক্রিয়া মৃদু ও শীতল নিশ্বাস ত্যাগ করে। কৃচ্ছকর শ্বাস প্রশ্বাস হয়। রোগীকে দেখিলে সহসা মৃত বলিয়া ভ্রম জন্মে। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায়, একোনাইট, ক্যাম্ফর, এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ইত্যাদি ঔষধের কথা স্মরণ করিবে, কেবল কুপ্রমের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে না।

কুপ্রম যদিও আক্ষেপ নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহার ভেদ নিবারণ শক্তিও আছে, আক্ষেপের অবস্থায় ভেদ হইতে থাকিলে কুপ্রম সেবনে ভেদ ও আক্ষেপ উভয়ই নিবারিত হয়; কুপ্রম জ্ঞাপক ভেদের স্বভাব যথা—পাতলা জলীয় ভেদ, অল্প বা অধিক পরিমাণে নিঃসরণ, তাহাতে কুমড়া পচার ন্যায় পদার্থ অবস্থান, মল কোন পাত্রে রাখিলে তদুপরি সাদা খণ্ড খণ্ড পদার্থ ভাসমান থাকে, গুহ্য দ্বারে ক্রিমির গতির ন্যায় শুড় শুড়ী অনুভূত হয়। ভেদ ও বমনে উদরের আক্ষেপিক শূল বেদনার বৃদ্ধি হয়। নীচ পেটে টেঁসে ধরার ন্যায় বেদনা, হস্তার্পণ করিলে বেদনার বৃদ্ধি, স্বল্প মূত্র বা সম্পূর্ণ মূত্রাভাব, শীতল ঘর্ম্ম, সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও আন্ছান করিয়া থাকে। কিন্তু এইটী আর্সেনিকের ন্যায় বাধ্যকর নহে, রোগী ইচ্ছা করিলে সুস্থির থাকিতেও পারে। আর্সেনিকজ্ঞাপক রোগী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও আন্ছান্ না করিয়াই পারে না।

মহানুভব হানিম্যান বলেন কুপ্রম ও ভিরাট্রম ওলাউঠার প্রতিষেধক। আমাদের দেশীয় খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকারও এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার বেয়ার তাম্র খনির শ্রমজীবী ও তাম্রকার দিগের মধ্যে ওলাউঠার ন্যূনতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ওলাউঠার এপিডেমিকের সময় তাম্রখণ্ড বা তাম্রঅঙ্গুরী সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। প্রাতে কুপ্রম ১ মিনিম মাত্রায় সেবন করিলেও প্রতিষেধক হয়। ওলাউঠায় কুপ্রম ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তির সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, কখন কখন ৩০শ শক্তিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুপ্রম আর্সেনিক।

এই ঔষধে কুপ্রম ও আর্সেনিক উভয়ের লক্ষণ আছে। আবার কোন কোন রোগীতে এমন জড়িত ভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায় যে, কুপ্রম দেওয়া কি আর্সেনিক দেওয়া, সহজে ঠিক করিয়া উঠা যায় না, এমত স্থলে অনেকে উভয় ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে সেবন করাইয়া থাকেন। ঐরূপ জড়িত অবস্থায় কুপ্রম আর্সেনিকম সেবন করাইলে অতি উৎকৃষ্ট ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বালকদের ওলাউঠায় যখন ভেদ বমনের সহিত কনভালশন হইতে থাকে তখন ইহা বিশেষ উপযোগী। সচরাচর ইহার ৩য় ক্রমের বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হয়।

কেলি বাইক্রোমিকম।

ওলাউঠায় মূত্র-করণার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, সকল প্রকার ঔষধ ব্যর্থ হইলেও এতদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে দেখা গিয়াছে; অনুৎপাদিত মত্র বা স্বল্প স্রাবি মূত্র উভয় অবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূত্র দ্বারে জ্বালা, মূত্র নালী হইতে পেরিনিয়মের দিকে বেদনা সঞ্চালন, বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা, এমোনিয়ার গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ, মূত্র লাল, পৃষ্ঠের দিকে বেদনা, অল্প পরিমাণ শুভ্রবর্ণ মূত্র, মূত্রের নীচে দুগ্ধবৎ শুভ্র পদার্থের অধঃপতন, আবিল মূত্রস্রাব, একবারেই মূত্র রোধ, মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা আদৌ থাকে না, ইত্যাকার বহু প্রকার মূত্রবিকারে কেলিবাইক্রোমিকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। সচরাচর ২য় বা ৩য় ক্রমের বিচূর্ণ ২।১ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় বা দুই ঘণ্টান্তর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার ৬ষ্ঠ ক্রম ও কার্য্যকারী হয়।

কোব্রা।

ইহা গোক্ষুর জাতীয় সর্পের বিষ। বহুকাল হইল সর্প বিষ আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভয়ানক অবসন্না-বস্থায় উত্তেজনার্থ তাঁহারা জ্বরাদিতে ইহার ব্যবহার করিতেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিকমতে ইহার প্রয়োগ অন্যরূপ; কোব্রা দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে লক্ষণ হয় তাহাতেই ইহার প্রয়োগ হয়।

১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে করটীয়াতে ১টী প্রৌঢ় বয়স্ক লোককে গোক্ষুর সর্পে দংশন করিয়াছিল; তাহাতে প্রথমতঃ দংশন স্থান জ্বালা করিতে থাকে, তৎপর তাহার অতিশয় মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়, ১ ঘণ্টা পরে তাহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাবৃত ও শীতল হইয়া যায়, ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়, বুক ভাঙ্গিয়া নেয়, কাণে তালা লাগে, ক্ষণকাল পরে মুখ দিয়া নিশ্বাস ছাড়ে ও চক্ষে অন্ধকার দেখে, পরে তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

বিজ্ঞ পণ্ডিতদের গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সর্পাঘাতে ক্লিষ্ট ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড, ধমনী ও শিরার রক্ত ঘনীভূত হইয়া চাপ বান্ধিয়া যায়। এজন্য পাল্‌মেনারি শিরা দিয়া ফুসফুসে রক্ত যাইতে পারেনা, এতদ্‌সঙ্গে শ্বাস যন্ত্রের স্নায়ু অসাড় হয়, তদ্ধেতু ফুসফুসের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ওলাউঠাতেও রক্তের জলীয়াংশ প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া যায়, এজন্য ধমনী, শিরা ও হৃৎপিণ্ডে জমাট রক্তের চাপ বান্ধিয়া যায় ও পরিণামে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া প্রাণত্যাগ হয়; দুই স্থলেই একই নিদান, অতএব ওলাউঠার পতনাবস্থায় কোব্রা যে জীবন রক্ষকরূপে কার্য্য করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

রোগী মদ্যপায়ীর ন্যায় বেতাল, কর্ণে তালা লাগা, নাড়ী লুপ্ত, শরীর শীতল, শ্বাস কৃচ্ছ, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, অনেক বিলম্বে মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস, রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যু-ভয়ে ভীত, দৃষ্টি স্থির, কনীনিকা প্রসারিত, মুখমণ্ডল মৃতের ন্যায় পিংসে বর্ণ, চাপা লাগা, জিহ্বা শীতল, সমস্ত শরীর চট্‌চটে ঘর্ম্মে আবৃত, ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস, শ্বাস ক্রিয়া এতদূর মৃদু হইয়া পড়ে যে শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে কিনা তাহা অনেক সময় তুলা নাসা-মূলে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। এই সমস্ত চরম অবস্থার লক্ষণে কোব্রা হাইড্রো সিয়ানিক এসিডের ন্যায় তড়িৎ বেগে মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন আনয়ন করে, ইহার ৬ষ্ঠ শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

ডিস্‌পেনসরী হইতে যে কোব্রা-ক্রম কিনিয়া আনা হয়, তাহা বহুদিনের পুরাতন; আমাদের দেশ হইতে সর্প বিষ ইংলণ্ড ও এমেরিকায় যায়, তথা হইতে ঘুরিয়া আসিতে বহু বিলম্ব হয়, আবার আমাদের দেশে আসিয়াও ডিস্‌পেনসরীতে বহুদিন পড়িয়া থাকে, জান্তব দ্রব্য বহুদিন থাকিলে গুণের ব্যতিক্রম হয়, এই জন্য কোব্রা ব্যবহারে অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে সাপুড়েরা যে সাপ খেলিতে আইসে, তাহাদের নিকট হইতে সদ্যধৃত গোক্ষুর সাপের বিষ লইয়া তাহা ফারমাকোপিয়ার অনুযায়ী শক্তি বিশিষ্ট করিয়া লইলে অতি উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত ঔষধ হয়। একটু মনোযোগ করিলে সহজেই ইহা করা যাইতে পারে।

ক্যানেবিস্ ইণ্ডিকা।

মূত্র নাশ হেতু বিকার (ইয়ুরেমিয়া) হইলে ইহার প্রয়োগ হয়। রোগী জ্ঞান হীন হইয়া প্রলাপ বলে, গাত্র চুলকায়, শিশ্ন ধরিয়া আকর্ষণ করে বা রগড়ায়, রোগী ক্যাটালেপ্‌সি গ্রস্ত হইয়া চিত্র পুত্তলের ন্যায় অবস্থান করে, একদিকে তাকাইয়া আছে, আর চক্ষু ফিরায় না, ডাকিলে কথা বলে না, চক্ষের মটক ফেলে না, হস্ত-পদ যে ভাবে রাখা যায়, ঠিক সেইমতই থাকে, নিজে ইচ্ছা করিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করে না; এতাদৃশ অবস্থায় ক্যানেবিস্ ইণ্ডিকা দ্বারা সুফল লাভ করা যায়। অপর মনের অতিশয় উল্লাস বশতঃ বহুভাষী হওয়া, ভীতি প্রকাশ, ক্রন্দন, হাস্য, গালি দেওয়া, ক্রোধ করা ইত্যাদি মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ, বিবমিষা, বমন, অত্যন্ত তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ অল্পপরিমাণে জলপান, মৃত্যু ভয়, বিস্মৃতি, বাক্য বলিতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না, আত্ম বিস্মৃতি, শিরঃকম্পন, চক্ষু রক্তবর্ণ, কনীনিকা প্রসারিত, মূত্র বেগ থাকে কিন্তু মূত্র নিঃসরণ হয় না, সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস ও অচৈতন্য (ওপিয়ম) নাড়ী পর্য্যায়-ক্রমিক, ইত্যাকার বহু প্রকার লক্ষণে কেনেবিস্ কার্য্যকারী। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিজ।

ওলাউঠার প্রতিক্রিয়াবস্থায় মূত্র উৎপাদনার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রাধারে (ব্লাডারে) আদৌ মূত্র সঞ্চিত না হইলে এতদ্দারা কিডনির ক্রিয়া জাগরিত হইয়া মূত্র উৎপাদন ও সহজে মূত্র-নিঃসরণ হয়। কোন কোন সময় ব্লাডারে মূত্র সঞ্চিত থাকিলেও তাহা নিঃসরণ হয় না, এতদ্দারা সঞ্চিত মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে, এজন্য মূত্রগ্রন্থির বিবিধ প্রকার বিকার লক্ষণে ক্যান্থারিজ কার্য্যকারী হয়। বারম্বার প্রস্রাবের বেগ, কিন্তু প্রস্রাব হয় না, বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব, মূত্র ত্যাগকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও জ্বালা হইয়া দুই এক ফোঁটা মাত্র মূত্রত্যাগ; লালবর্ণ, আরক্ত এবং আণ্ডলালিক মূত্র এতদ্দারা প্রশমিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মূত্র উৎপাদনার্থ ক্যান্থারিজ ৩য় বা ষষ্ঠ শক্তি, ২।৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

শীঘ্র মূত্র উৎপন্ন না হইলে ইয়ুরেমিয়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, তখন

নিদ্রাতুরতা, অচৈতন্য, চক্ষুর শিরা সমস্ত রক্তপূর্ণ, প্রলাপ, আক্ষেপ, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, বারম্বার পিপাসা, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত প্রভৃতি দুরূহ লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়, তখন ক্যান্থারিজ ১৫, ২০, ৩০ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে কেলিবাইক্রোমিকম ২য়, ৩য় শক্তির বিচূর্ণ সেবন করাইবে। মূত্র-অনুৎপাদিতাবস্থায় নিম্নলিখিত কতকগুলি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাও ক্যান্থারিজ সেবনে দূরীভূত হইয়া থাকে।

উদরে জ্বালা, বেদনা ও গবগব ধ্বনি, পেট কামড়ান ও বেগনি দিয়া রক্ত মিশ্রিত মল নিঃসরণ, গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান করিতে গলপেশী সমস্ত গলনালা চাপিয়া ধরে, এজন্য জলপান করিতে অসমর্থ। পতনাবস্থায় নাড়ী মৃদু, হস্তপদ শীতল, গাত্র জ্বালা, কাহারও বা জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, এই সমস্ত আনুসঙ্গিক লক্ষণও ক্যান্থারিজ দ্বারা নিবারিত হইতে থাকে।

ক্যাপ্ সিকম্।

ওলাউঠার পরিণামে রক্ত আমাশয় ঘটিলে ইহার প্রয়োগ হয়; আম, রক্ত মিশ্রিত আম, পাতলা, কর্দ্দমবৎ মল নিঃসরণ, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা, গণ্ডস্থল আরক্তিম, নিদ্রার অভাব, মুখের আস্বাদ পচা, পিপাসার অভাব, মূত্রাশয়ে বেগ, মূত্র কৃচ্ছ্র, বারম্বার অস্বাভাবিক রূপে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রস্থলীতে জ্বালা, ইত্যাকার বহু প্রকার মূত্রগত লক্ষণে ইহা প্রয়োজ্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাম্ফর।

ওলাউঠার ক্যাম্ফর অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। অঙ্কুরাবস্থায় অর্থাৎ বিষ শরীরস্থ হইয়াছে জানিতে পারিলে ক্যাম্ফর রুমালে পুটলী বান্ধিয়া বারম্বার আঘ্রাণ করিলে বিষের শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে, তৎপর পীড়া প্রকাশ পাইলেও অতি সহজ আকারের হইয়া থাকে।

হোমীওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা হেনিমেন ইহা প্রথমে ওলাউঠাতে সেবন ঔষধ রূপে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি ১ আউন্স ক্যাম্ফর বার

আউন্স এলকোহলে মিশ্রিত করিয়া তাহার ১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা দেন, তৎপর ইটালীর ডাক্তার রুবিণী সম পরিমাণ ক্যাম্ফার ও রেকটীফাইড্ স্পিরিট্ মিশ্রিত করিয়া যে স্পিরিট্ ক্যাম্ফর প্রস্তুত করেন, তদ্দ্বারা তিনি বহু লোক আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহাই প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ইহা চিকিৎসক সমাজে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই ক্যাম্ফর ২—৩ বিন্দু, সুগার অব্ মিল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক অবস্থায় সেবন করাইতে হয়।

ওলাউঠার ভেদের অবস্থায় প্রথমতঃ ক্যাম্ফর প্রয়োগ করিতে পারিলে ভেদের পরিমাণ লাঘব হইয়া আইসে; সম্ভবতঃ রোগ সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই এই তত্ত্বটী অবগত আছেন। অধিক পরিমাণে পাতলা ভেদ, অকস্মাৎ জলীয় ভেদ হইয়া রোগী শয্যাগত হইয়া পড়ে। সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হওয়ার পর বা অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়ার উদ্ভব। অতিশয় বিরক্তি, ভয়, মানসিক জড়তা ও উদ্যম রাহিত্য, শিরোঘূর্ণন, শিরো বেদনা, সমস্ত শরীর বরফ বৎ শীতল, শীত ও কম্প, অথবা চট্চটে ঘর্ম্ম কিংবা ঘর্ম্মাভাব যুক্ত শীতলাবস্থা, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর বা নীলবর্ণ, বিবমিষা, বমন, পিপাসার অভাব বা অদম্য পিপাসা, দুর্ব্বলতা, পাকাশয়ে জ্বালা, সাধারণতঃ বিনা কষ্টে মল নিঃসরণ ক্যাম্ফর প্রয়োগের লক্ষণ। বেদনা হইয়া মলত্যাগ হওয়া ভিরাট্রম, আর্সেনিক ও একোনাইটের ধর্ম্ম।

আমেরিকায় পেনসিলভেনিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হেম্পল বলেন, "ক্যাম্ফরের বিষাক্ত লক্ষণ ওলাউঠার পতনাবস্থার লক্ষণ সদৃশ, এই হেতু পতন কালে ক্যাম্ফর অবশ্যই কার্য্যকারী হইবে।"

সমস্ত শরীর বরফবৎ শীতল, চর্ম্মের বর্ণ মলিন, দৃষ্টি স্থির, নাড়ী লোপ, অতিশয় অবসাদন, শক্তি নাই, মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া থাকা, শরীর ভেকের শরীরবৎ শীতল হইলে ও রোগী গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়, অথচ কার্ব্বভেজ সদৃশ পাখার বাতাস পাইতেও কামনা করে না। অক্ষেপিক ওলাউঠার প্রথম ভাগে এবং পক্ষাঘাতিক ওলাউঠায় ইহা মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কলেরা সিকায় ক্যাম্ফর উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভেদ বমন ব্যতীত রোগী অকস্মাৎ বলহীন ও অসাড় হইয়া পড়ে, মুখের চেহারা কদাকার, চক্ষু কোটর গত,

মুখের বর্ণ ও হস্ত পদ নীলাভ, সমস্ত শরীর শীতল, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, জ্ঞান রহিত, বুদ্ধিভ্রংস, স্বরভঙ্গ, গোঙ্গানী, শরীর ঘর্ম্মাবৃত, উপরের ওষ্ঠ উপরের দিকে আকর্ষিত হওয়াতে দন্তপাটি বাহির হইয়া পড়ে ও দেখিতে অতি শোচনীয় দৃশ্য হয়, মুখে ফেণার উদ্গম, চক্ষু কোটরগত ও স্থির, চক্ষু উন্মীলিত অথচ আলোক অসহ্য, ইত্যাদি পতনাবস্থার বহুতর শঙ্কটাপন্ন লক্ষণে ক্যাম্ফর রোগীর মন্দ লক্ষণ দূরীভূত করিয়া দেয়। ১।২ মিনিম মাত্রায় স্যুগার অব্ মিল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৫—১০ মিনিট অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ডাক্তার যার বলেন, রোগী পতনাবস্থার শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে সমস্ত শরীরে স্পিরিট্ ক্যাম্ফর মর্দ্দন করিলে শীঘ্রই প্রতি ক্রিয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন রোগীর বাসগৃহ ক্যাম্ফরের ধুমে পূর্ণ করিলেও প্রতিক্রিয়ার সহায়তা হয়, ক্যাম্ফর পাইতে সুলভ হইলে তাহা করা যাইতে পারে। ইদানিং অনেকেই ওলাউঠাকে জার্ম্ম (কীটাণু) জাত পীড়া বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতেও ক্যাম্ফর এণ্টীজার্ম্মিক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্যাম্ফর ওলাউঠাতে প্রয়োগ সর্ব্ববাদি-সম্মত; ভ্রমণকারী ও পল্লিবাসীদের প্রত্যেকেরই এক এক সিসী স্পিরিট্ ক্যাম্ফর রাখা আবশ্যক। ওলাউঠার চিকিৎসায় ৪টী ঔষধের কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—যথা ভেদ ও বমনে আর্সেনিক ও ভিরাট্রম। আক্ষেপে কুপ্রম ও পতনাবস্থায় ক্যাম্ফর।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিক।

এই ঔষধের ক্রিয়া বিশদরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার সালজার বলেন যে, "প্রতিক্রিয়ার অবস্থার রোগী সুস্থ ও নাড়ী প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর, হৃৎপিণ্ডে রক্তের চাপ (clot) বান্ধিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, হৃৎ-ক্রিয়া মৃদু, শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হইলে ইহা দ্বারা শীঘ্র উপকার হইয়া থাকে, ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি দিবে, এই সময় কোব্রাও কার্য্যকারী হয়।"

ক্রোটন টিগ্লিয়ম।

ওলাউঠার ভেদ বমন নিবারণার্থ ইহার ব্যবহার হয়। পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, হঠাৎ পিচকারীর বেগে নির্গমন, পিপাসা থাকে কিন্তু জলপান করিলে ভেদ বৃদ্ধি হয়। অত্যন্ত বিবমিষা ও ওয়াক, দৃষ্টি হীনতা, প্রচণ্ড বমন, বমনে পাকাশয়স্থ দ্রব্য বেগে উদ্গীরণ হয়, পীতাভ শুভ্রবর্ণ তরল পদার্থ বমন, জলপানে বমন বৃদ্ধি, কষ্টকর বমন, পাকাশয়ে জ্বালা ও ভার বোধ, নাভি প্রদেশে ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, নাভিদেশে হস্ত দ্বারা টিপিলে সমস্ত পেটে বেদনা ছড়াইয়া যায়, উদরাময় ওলাউঠায় পরিণত হইবার উপক্রম হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশে হাতুড়ে কবিরাজেরা বিরেচন জন্য প্রায়ই জয়পাল সেবন করাইয়া থাকে, তাহাতে পেটে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া হলুদগোলা জলের মত মল, পিচকারী বেগে নির্গত হইয়া থাকে, রোগী ঘর্ম্মাক্ত ও বলশূন্য হইয়া পড়ে, কিন্তু নাড়ী থাকে, এই অবস্থাপন্ন ওলাউঠায় ক্রোটন ব্যবহার হয়। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্লোরফরম।

ক্লোরফরম দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমে উদরে জ্বালা, ভেদ ও বমন হয়, পরে শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া ও মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন বিষাক্ত ব্যক্তি হাস্য করে, রোদন করে গালি দেয় ও চিৎকার করে, তদনন্তর স্নায়ু মণ্ডলের অবসাদন জন্মাইয়া শ্বাস যন্ত্র ও রক্ত স্থলীর ক্রিয়া মন্দীভূত, শ্বাস কৃচ্ছ ও বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, চক্ষু স্থির, কনীনিকা প্রসারিত ইত্যাদি পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া মৃত্যু উপস্থিত করে, এই হেতু ক্লোরফরম ওলাউঠার নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

রোগী মত্ততা প্রকাশ করে, বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় ভেদ বমন হইতে থাকে, বমন ও মুখ দিয়া লালা পতন, পাকস্থলী ও উদরে জ্বালা, ডাক, ভার ও স্ফীতি বোধ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু মূত্র নিঃসরণ হয় না। কখন কখন রোগী মত্ত ব্যক্তির ন্যায় হাস্য, বিলাপ, ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, শয্যা ত্যাগ করিয়া জলপান করিতে

চায়, মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষু লাল, অসম্বন্ধ বাক্য উচ্চারণ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়।

অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, সাড়াশব্দ নাই বা বিড় বিড় করিয়া বকিতে থাকে। চক্ষু স্থির বা উর্দ্ধে উত্তোলিত, অশ্রু পতন, চক্ষু লাল, সম্পূর্ণ নীরবে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকা, কনীনিকা প্রসারিত, ডাক দিলে প্রথমতঃ হুঁ, হাঁ করে, কিন্তু ক্রমশঃ মোহভাব গাঢ় হইতে থাকে, ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদুতর, শ্বাস কৃচ্ছ, দোমআট্‌কা বোধ, গলমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, শরীর হিমাঙ্গ, অঙ্গুলীর চাড়া নীল বর্ণ ও অবশেষে ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্‌ও কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

ক্লোরফরমের ১ম ও ২য় শক্তি প্রয়োগ হয়। রোগী ঔষধ সেবন করিতে পারিলে জলের সহিত ৫—১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে কিন্তু সম্পূর্ণ কোমার অবস্থায় তুলায় করিয়া আঘ্রাণ করিতে দিবে, শীঘ্র ফল না দেখিলে ওপিয়ম ৩য় শক্তির সহিত পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিবে। কঠিন স্থলে ৫-১০ বিন্দু মাত্রায় প্রথম শক্তির ক্লোরফরম দশ পনর মিনিট অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ক্লোরাল হাইড্রেট।

ওলাউঠার পতনাবস্থায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্দ্বারা বিষাক্ত হইলে, প্রথমে বৃহৎ মস্তিষ্ক অবসন্ন করিয়া নিদ্রাবস্থা আনয়ন করে, পরে মেডুলা অব্ লঙ্গেটা হইতে উৎপন্ন শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের স্নায়ু সমস্ত অবসন্ন হইয়া শ্বাসগতি ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু হয়, মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা সমভাবে পক্ষাঘাত যুক্ত হইয়া রোগী ঘোর অচেতন হয়, ডাকিলে সংজ্ঞা লাভ করেনা, অবশেষে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘড় ঘড় যুক্ত হইয়া মৃত্যু হয়। এই হেতু ওলাউঠার পতনাবস্থায়, অচৈতন্য, শ্বাস কৃচ্ছ, নাড়ী লোপ বা মৃদু, বা সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি ভয়ানক অবস্থা আনীত হইলে, এতদ্দ্বারা রোগী পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে, এই ঔষধের সহিত ওপিয়মের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি ৫—১০ মিনিট অন্তর সেবন করিতে দিবে।

গ্রাটীওলা।

এইটী ওলাউঠার প্রসিদ্ধ ঔষধ মধ্যে গণ্য নহে। ডাক্তর বেল বলেন অতিরিক্ত জল পানের পর রোগ হইলে ইহা উপযোগী।

পীতবর্ণের জলীয়, ফেনিল মল বেগে নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক ও নাভীর চতুর্দ্দিকে বেদনা হয়, মুখে জল উঠা, বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ, প্রচণ্ড পিপাসা, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয়ে শীতলতা বোধ, শীতল জলে উদর পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া অনুভব; অধিক পরিমাণে উদরাধ্মান। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় উদরাময় কালে, তৃতীয়াবস্থায় অবসাদন কালে, বিসূচিকায়, টাইফয়েড অবস্থায় এবং জ্বরকালে ইহার প্রয়োগ হয়।

প্রথমাবস্থায় উদরাময়ের কালে। ফল, মূল, ভাত, ডাইল প্রভৃতি অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত তরল ভেদ, ফেনিল, দুর্গন্ধময় থলথলে মল, আলগা ছেক্‌রা ছেক্‌রা মল নিঃসরণ হইলে চায়না ২য় ও ৩য় শক্তি সেবন করিতে দিবে।

তৃতীয়াবস্থা। ওলাউঠায় অতিরিক্ত ভেদের সহিত শরীরের জলীয়াংশ বহু পরিমাণে নিঃসরণ হইয়া যাওয়ায় যে অবসাদন ঘটে, তাহা সংশোধন জন্য চায়না উৎকৃষ্ট ঔষধ, এমন কি কখন কখন ইহা না দিলে প্রতিক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, বা আংশিকও অসম্পূর্ণ ক্রিয়া হইয়া রোগীর বিবিধ প্রকার উপদ্রব উৎপাদন করে। পতনাবস্থায় শরীর শীতল, অথচ রোগী পাখার বাতাস পাইতে কামনা করে, গাত্রজ্বালা, কর্ণে তালালাগা, নাড়ী ক্ষীণ ইত্যাদি লক্ষণে কার্ব্বভেজ, ভিরাট্রম প্রভৃতি উপযুক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট ঔষধ সেবন করাইয়াও যখন বিশেষ ফললাভ হয় না, তখন মধ্যে মধ্যে চায়না ১ম বা ৩য় শক্তি ২।১ মাত্রা সেবন করাইলে শীঘ্র প্রতিক্রিয়া হইয়া স্থায়ী ফল হয়।

বিসূচিকাবস্থায়—পুনরুত্তেজনা হইলেও কখন কখন পেট ফাঁপিয়া উঠে, তখনও ইহা উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে, রোগীর মুখ মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও

মলিন, ওষ্ঠ শুষ্ক, কাল ও বিদারণযুক্ত ; লাল নিঃসরণ, জিহ্বা সাদা অথবা পীত আবরণে আবৃত, ক্ষুধারাহিত্য, মুখে তিক্ত অথবা অম্ল আস্বাদ, পুনঃ পুনঃ জলপানের ইচ্ছা কিন্তু পান অল্প করে, কিছু আহার করিলে বমন হইয়া যায়। উদরে শূলবৎ বেদনা, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত, ঢেকুর উঠিলে আধ্মানের উপশম, উদরে ভূট, ভাট শব্দ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, কাণে তালা লাগা ইত্যাদি লক্ষণে চায়না উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি দিবে।

টাইফয়েড অবস্থায়—রোগী অতিশয় শীর্ণ, বলশূন্য, ও অক্ষুধিত ইত্যাদি লক্ষণে, বিশেষতঃ এই সময় উদরাময়, রক্তাতিসার, দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ হইলে চায়না ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি অতি উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে।

পরিণামে জ্বর—ওলাউঠার পরিণামে অনেক সময়ই জ্বর হইতে দেখা যায়। শীত হইয়া জ্বর, তৎপর গাত্র জ্বালা, শেষে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের বিরাম, কাণে তালা লাগা ও কাণে শম্ শম্ শব্দ, পিপাসা, উদরে গোলযোগ ইত্যাদি লক্ষণে চায়না অবশ্য দেয়, ইহাতে জ্বর নিবারিত হয় ও রোগী ক্রমশঃ সবল হইয়া উঠে। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি প্রয়োগ করিবে।

টেরিবিন্থিনা।

ওলাউঠার পরিণামে মূত্র উৎপন্ন না হইলে ইহা দেওয়া যায়। মূত্র করণার্থ সর্ব্বদা ক্যান্থারিজ প্রয়োগ হয়, কিন্তু অনেক সময় তাহাতে প্রস্রাব হয় না, তখন টেরিবিন্থিনা সেবনে প্রস্রাব হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় টার্পেন্টাইন সেবন করিলে মূত্র গ্রন্থিতে (কিড্‌নিতে) প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া মূত্র স্তম্ভ, স্বল্প ও মলিন মূত্র, রক্তময় মূত্র, আওলালিক মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব ওলাউঠার পরিণামে অনুৎপাদিত মূত্র ও মূত্র যন্ত্রের বহুপ্রকার বিকারে টেরিবিন্থিনা দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়। টেরিবিন্থিনা উদরাধ্মান নিবারণ করিতেও সমর্থ। বিসূচিকায় ও আধ্মানিক মূত্র বিকারে ইহা উৎকৃষ্টতর ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহার ৩য় শক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমে ১ ঘণ্টান্তর দিবে, ইয়ুরেমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

ট্যাবাকম।

যদিও ওলাউঠায় ভেদ নিবারণার্থ ইহা প্রায় ব্যবহৃত হয় না কিন্তু ডাক্তার, বেল ইহা ভেদ অধিকারেও প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। পীতাভ পাতলা মলযুক্ত ভেদ, মলত্যাগের সময় উদরে শূল বেদনা, ভেদ ব্যতীত ওলাউঠা বা কলেরা সিক্কা; পদডিম্বের খোঁচামারা, আক্ষেপ—নিবারণার্থ ইহা অব্যর্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত বিবমিষা ও বমন ইহার আর একটী লক্ষণ, অবিরত বিবমিষা ভেদ, ভেদ বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরও বমন এবং বিবমিষা বর্ত্তমান, সামান্য সঞ্চালনেই বমন উদ্রেক, স্রোতের ন্যায় বেগে বমন, শীতল ঘর্ম্ম, হিমাঙ্গ, পতনাবস্থা, মৃতের ন্যায় আকৃতি, উদরে শৈত্য বোধ, হিক্কা, শিরোঘূর্ণন, বাধাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ধীর, হাটুর নীচ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থান বরফবৎ শীতল, তদ্ভিন্ন সমস্ত শরীর উষ্ণ, এতাদৃশ বিষম উত্তেজনায় ট্যাবাকম উৎকৃষ্ট ঔষধ; পাকাশয়ের আক্ষেপ, যকৃত ও মূত্রস্থলীতে চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ, অত্যন্ত পিপাসা বা পিপাসা-শূন্যতা, পাকাশয়ে জ্বালা, ইত্যাদি লক্ষণে ট্যাবাকম সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষণ স্থায়ী কিন্তু ট্যাবাকমের বীর্য্য নাইকোটীন ত্বরিতক্রিয়াশীল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা।

ওলাউঠার অঙ্কুরাবস্থায় উদরাময় কালে, প্রতিক্রিয়ার পর উদরাধ্মানে ও ও পরিণামে অতিসার হইলে এতদ্দারা প্রতিকার হইয়া থাকে। মদ্য পানের পর কোষ্ঠ বদ্ধ, তীব্র ঔষধ সেবনান্তে, অতিরিক্ত রতি ক্রিয়ারপর ও রুগ্নদেহে ওলাউঠা হইলে প্রথমেই নক্সভমিকা কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করিয়া শেষে লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ সেবন করাইবে।

ঈষৎ ধূসর বর্ণ জলীয় মল বা আম মিশ্রিত থানা থানা মল, আমাশয়িক বেগের সহিত অল্প পরিমাণ দুর্গন্ধ মল বারম্বার নির্গমন। মল ত্যাগের বৃথা চেষ্টা, ২,১ ফোঁটা মল নিঃসরণ হইয়া মলবেগ নিবারণ; ইত্যাকার উদরাময়ে

নক্সভমিকা প্রয়োগ করিবে। অপর পাকাশয় বায়ুতে পূর্ণ হইয়া বিসূচিকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এতদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।. কার্ব্ব ভেজিটেবলিস ও পাকাশয়ের আধ্মানে প্রয়োগ হয়, কার্ব্বভেজে: পাকাশয় ও অন্ত্রের পক্ষাঘাতের অবস্থা বর্ত্তমান থাকে; নক্সভমিকায় তাহা থাকে না, বরং উত্তেজনার লক্ষণই দেখা যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০ শ শক্তি।

নাইকোটীন।

এইটী তামাকের বীর্য্য। অতএব ইহার ক্রিয়াও অবিকল ট্যাবাকমের সদৃশ কিন্তু তদপেক্ষা দ্রুত ক্রিয়াশীল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ফল প্রদর্শন করে। ইহা পতনাবস্থায় ও পতনাবস্থার উপক্রমে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার লিলিয়াস্থাল ইহার নিম্নলিখিত রূপ প্রয়োগ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন।

তৃষ্ণার অভাব, ভেদ ও বমন বন্ধ, ললাট বরফবৎ শীতল, নাড়ী মৃদু ও অনিয়মিত বা পর্য্যায়ক্রমিক, বাধাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, বক্ষস্থলে যন্ত্রণা বোধ জানু হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত স্থান বরফবৎ শীতল। নিম্ন শাখা বলশূন্য, পায়ের তলাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা, শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও ব্যাকুলতা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শীতল ঘর্ম্ম, কিন্তু চর্ম্ম উষ্ণ, নাড়ী সূক্ষ্ম, উদরে শৈত্য বোধ, হিক্কা, পাকাশয় জ্বালাযুক্ত, জলীয় পদার্থ বমন, সামান্য সঞ্চালনেই বমন, যকৃত ও মূত্র স্থলী স্পর্শে বেদনা অনুভব ইত্যাদি লক্ষণে নাইকোটিন দিবে। ৩য় ও ষষ্ঠ শক্তি।

পডো ফাইলম।

কম উগ্র ওলাউঠাতেই ইহার অধিকার, এসিয়েটীক কলেরায় ইহার শক্তি অল্পই আছে, ডাক্তার বেল ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

"বেদনা শূন্য সরল মলযুক্ত মর্ব্বাস্ কলেরাতে পডো ফাইলমের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক ঔষধ আর একটী নাই। মল প্রচুর পরিমাণে ও বেগে নির্গমন, মল ত্যাগান্তে বোধ হয় যেন উদরের সমস্ত তরল বস্তু নির্গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উদর পূর্ণ হইয়া উঠে, এতদ্ভিন্ন প্রচণ্ড টাস, বিশেষতঃ পায়ের

তলাতে, এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় চিকিৎসক সমাজে ইহা ওলাউঠার বিশেষ একটী ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

জিহ্বা পীত ও শুভ্রবর্ণ, শুষ্ক, অত্যন্ত পিপাসা বা পিপাসার অভাব, অম্ল উদ্গার ও বমন, সবুজ শ্লেষ্মা বমন, ওয়াক্ বা নিষ্ফল বমন, পাকাশয় শূন্য বোধ, চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া নিদ্রা যাওয়া, গোঙ্গানি, শয্যায় অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, চর্ম্ম শীতল ও আর্দ্র, তরল মল প্রচুর পরিমাণে সহজে নির্গমন, হলদি গোলার মত মল, পেট গব্‌গব্ করিয়া ও বেদনা জন্মাইয়া মল নির্গমন, মল গড়াইয়া পতন, ইহার ৩০শ শক্তিতে বিশেষ ফল দেখা গিয়াছে, ৬ষ্ঠ শক্তিও দেওয়া যায়।

পলসেটিলা।

ইহা অঙ্কুরাবস্থার উদরাময়ে, প্রতিক্রিয়াবস্থার অতিসারে এবং ইংলিস কলেরায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অঙ্কুরাবস্থায় উদরাময়ে ও ইংলিস কলেরায় মল সবুজাভ, পীতাভ বা জলীয় ভেদ, বারম্বার অল্প পরিমাণ দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ, হামের পরবর্ত্তী রোগ, রাত্রিতে বৃদ্ধি, বালক, স্ত্রীলোক ও নম্র প্রকৃতির পুরুষদের ব্যাধি, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক, ছিন্নকর বেদনা, কটির নিম্নদেশে বেদনা, পিপাসার অভাব, মুখ দিয়া ফেণার মত লাল পতন; চর্ব্বি, তৈলাক্ত পদার্থ, ঘৃতপক্ক লুচি ও পোলাও ইত্যাদি আহার হেতু পীড়া। মুখ শুষ্ক অথচ পিপাসার অভাব, জিহ্বার আস্বাদ হীনতা, উদর পূর্ণ ও ভার বোধ, খাদ্য বস্তুর উদ্গার, বমন, বমনে খাদ্য বস্তু উদ্গীরণ, পিত্ত শ্লেষ্মা বমন। বায়ুতে উদর পূর্ণ ও গব্‌গব্ শব্দ, দাস্ত হইয়া গেলে উদর পাতল হয় কিন্তু পরক্ষণেই আবার উদর ভার হইয়া উঠে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, শীত বোধ অথচ খোলা বাতাস লাগাইতে ইচ্ছা, ঘরে থাকিতে ভাল লাগেনা। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওলাউঠার পরিণামে অতিসার হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমানে ইহার প্রয়োগ হয়। রক্ত মিশ্রিত ও সবুজ আম, দুর্গন্ধযুক্ত চট্‌চটে মল, অজ্ঞাতসারে

ও নিদ্রাকালে মল নিঃসরণ, নাভিমূলে ও নিম্ন উদরে কামড়ানি, মুখ দিয়া জল উঠা, উদরাধ্মান, ক্ষুধার অভাব, সামান্য আহারেই উদরে ফাঁফর বোধ, হিক্কা, নিদ্রাকালে হিক্কা হইয়া শ্বাসরুদ্ধের উপক্রম, জলপান ও ধূম্রপানের পরই হিক্কা, কর্ণমূলে বেদনা ও প্রদাহ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরগত ইত্যাদি লক্ষণে ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্।

প্রচণ্ড ওলাউঠার উগ্রাবস্থায় ইহার অধিকার অল্পই আছে, কেবল একটী মাত্র লক্ষণে বিশেষ উপযোগী। জল পান করিলে তাহা ক্ষণকাল উদর মধ্যে থাকিয়া উষ্ণ হইলেই বমন হইয়া নির্গত হয়, এইটী ফস্‌ফরাসের বিশেষ ধর্ম্ম। অতএব ওলাউঠার দ্বিতীয়াবস্থায় প্রচণ্ড বমন কালে এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ফস্‌ফরাস্ ৬ষ্ঠ শক্তি সেবন করাইলে শীঘ্র বমন নিবারিত হয়। অপর অতিরিক্ত রতি ক্রিয়ার পর ওলাউঠা হইলে প্রথমেই কয়েক মাত্রা ফস্‌ফরাস্ সেবন করাইয়া শেষে লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

ওলাউঠার টাইফয়েড অবস্থায় অতিসার হইলে এই ঔষধে বিশেষ ফল দর্শাইয়া থাকে। পীতবর্ণ জলীয় বা রক্তমিশ্রিত মাংস ধৌত জলের মত বা আম সংযুক্ত মল নিঃসরণ, মল কোন পাত্রে রাখিলে তাহার উপর ভেকের অণ্ডের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চর্ব্বিখণ্ড ভাসমান থাকে। মল দুর্গন্ধময়, কখন কখন শিথিল মলদ্বার দিয়া অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ হইয়া থাকে, রোগী তাহা অনুভব করিতে পারে না। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক ও শূল বেদনা উপস্থিত হয়, তৎপর পিপা হইতে জল ধারা পতনের শব্দে মলত্যাগ হইয়া থাকে। মুখের বর্ণ পাণ্ডুর, চক্ষু কোটরগত, জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ ও বিদারণ যুক্ত, পিপাসা, শীতল জল পানের ইচ্ছা, পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইয়া উষ্ণ হইলেই বমন হইয়া যায়। পাকস্থলীতে জ্বালা, উদর স্ফীত, উদরে দুর্ব্বলতা বোধ, গুহ্যদ্বার সম্পূর্ণ ফাঁক, শরীর শীর্ণ, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

বেলাডনা।

ওলাউঠায় মস্তিষ্ক-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মস্তক উষ্ণ অথচ হাত-পা ঠাণ্ডা, মস্তকের দিকে রক্তের গতি অধিক, ক্যারোটিড ধমনীর দ্রুত স্পন্দন, সহজে চম্‌কে উঠা, বিশেষতঃ বালকদের প্রায় এই লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। মস্তক বালিসে ঘর্ষণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও উত্তাপে যেন পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ, চিকের ধমনী দপ্‌দপ করা চক্ষের পাতা টানিয়া ধরিয়া দেখিলে চক্ষুস্থ ধমনী সকল রক্তপূর্ণ দেখায়। কখন কখন চক্ষুর শুভ্র অংশ জবাফুলের ন্যায় লাল হইয়া উঠে। কনীনিকা প্রসারিত, প্রলাপ, মোহ, শয্যা পরিত্যাগের চেষ্টা, অথবা পাণ্ডুবর্ণ ও মলিন, শীতল, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত ও শিব নেত্র, দন্ত ঘর্ষণ, মুখের বিকৃত আকার, গেঙ্গানী, অস্থিরতা, বালকেরা রোদন করে ও খিটখিটে হয়, জিহ্বা শুষ্ক, অগ্রভাগ লাল, কখন বা লালের উপর শুভ্র দাগ, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, সর্ব্বদা মুখ নাড়িয়া মুখের কার্য্য করা, পিপাসা, শীতল জল পানের অত্যন্ত ইচ্ছা, রোগী মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে, উদর বৃহৎ ও সটান, উদরাভ্যন্তরে ক্ষত বোধ, বাম পার্শ্বে খোঁচা মারা বেদনা, বিবমিষা, বমন, ঢেকুর, হিক্কা, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ, শুষ্ক বা ঘর্ম্মাক্ত উত্তাপ, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, অস্থিরতার সহিত অনিদ্রা, নিদ্রাকালে পেশী মণ্ডলীর মোচড়ান ক্রিয়া, হঠাৎ বেদনার সঞ্চার ও হঠাৎ লোপ, মলিন দুর্গন্ধযুক্ত অল্প অল্প মল জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি সর্ব্বদা প্রয়োগ হয়, কিন্তু টাইফয়েড অবস্থায় ৩০শ বা তদূর্দ্ধ শক্তি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ব্যাপটিসিয়া।

ওলাউঠায় প্রতিক্রিয়ার পর যথায় টাইফয়েড অবস্থা আনীত হয়, তথায় ব্যাপটিসিয়ার উৎকৃষ্ট অধিকার, মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডল, রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র ও অন্ত্র পথে বল বিধান করিয়া রোগীকে প্রকৃতিস্থ করে। ব্যাপটিসিয়া সর্ব্বপ্রকার টাইফয়েড্ অবস্থারই উৎকৃষ্ট ঔষধ এই কথা স্মরণ রাখিলে ইহা প্রয়োগ করিতে সহজ হয়।

মল দ্বার দিয়া বিশুদ্ধ রক্ত বা রক্তাক্ত মল নিঃসরণ, কৃষ্ণবর্ণ চটচটে উগ্র

গন্ধযুক্ত, জলীয়, অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল বিনা কষ্টে নির্গত হয়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা হইয়া থাকে। প্রলাপযুক্ত নিদ্রা, নিদ্রা যাইতে যাইতে উত্তর দেওয়া, জ্ঞানের লোপ, নিজকে দুইটী বলিয়া বোধ, রোগী মনে করে যে তাহার নিজের দেহ বিছানায় খণ্ড খণ্ড আকারে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, রোগী তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। মুখশ্রী মলিন, রক্তবর্ণ ও দেখিতে হতবুদ্ধির ন্যায় দেখায়। মুখে য্যাপ্‌থা, ঐ ক্ষত মুখ হইতে গুহ্ দ্বার পর্য্যন্ত কখন কখন বিস্তৃত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুদের মাড়িতে ক্ষত, মাড়ি নীলবর্ণ এবং সহজে রক্ত-ক্ষরণশীল হইয়া থাকে। জিহ্বার মধ্যভাগ পীতাভ পিঙ্গলবর্ণ ক্লেশে আবৃত ও দুই পার্শ্বে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। পিপাসার অভাব বা অল্প পিপাসা, পাকাশয় দুর্ব্বল ও রোগী ক্ষীণ তেজযুক্ত, এজন্য রোগী কিছু আহার করিতে পারে না। বিবমিষা ও বমন, বালকেরা তরল বস্তু ভিন্ন কিছুই আহার করিতে পারে না, সামান্য কঠিন বস্তু দিলেও তাহা গলায় বাধে, মূত্র ও ঘর্ম্ম অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, অল্প অল্প জ্বর, নাড়ী পূর্ণ ও কোমল, নিদ্রার অভাব বা মোহ, সমস্ত শরীরে থেথলান যন্ত্রণা, তাহাতে রোগীর অস্থিরতা জন্মায়।

কঙ্কাল মাত্র দেহে অনবরত শুইয়া থাকা হেতু শয্যাক্ষত জন্মে, তাহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, টাইফয়েড্ অবস্থার প্রারম্ভে ব্যাপ্‌টিসিয়া সেবন করাইলে শয্যাক্ষত আদৌ হইতেই পারে না। মস্তিষ্ক ক্রিয়ার অবসন্নতা হেতু জ্ঞানের জড়তা হইলে ভিরাট্রম্ ভিরিডির সহিত পর্য্যায়ক্রমে দিলে শীঘ্রই উপশম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন টাইফয়েড্ অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ, কর্ণ-মূল প্রদাহ, চক্ষু প্রদাহ, চক্ষু কেতর পূর্ণ, কর্ণিয়াতে ক্ষত, উদরাধ্মান, শয্যাতে আন্‌ছান্ ও উহ্‌বইস্ করা, শয্যা ত্যাগ করিয়া পালাইতে ইচ্ছা, সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি লক্ষণ ঘটিলেও ব্যাপ্‌টিসিয়া দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার মূল টীংচার হইতে ৩০শ শক্তি পর্য্যন্ত ক্রমসমূহ রোগীর অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ হইয়া থাকে। সচরাচর ৩য় শক্তিই কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া।

পতনাবস্থায় ভেদ বমন থাকিলে ও টাইফয়েড় অবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। ডাক্তার লিলিয়েন্থাল ইহার নিম্নলিখিত রূপ প্রয়োগ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন।

"শরীর বরফের ন্যায় শীতল, চর্ম্ম কুঞ্চিত, অজ্ঞানতা এবং বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থতা, জিহ্বা ওষ্ঠ এবং মুখাভ্যন্তর অত্যন্ত শুষ্ক, ভেদ ও বমন, নাড়ী লুপ্ত, ওলাউঠার পরিণামে টাইফয়েড অবস্থা, প্রাতে ভেদ ও বমন, মল ত্যাগের পূর্ব্বে অন্ত্রে কর্ত্তনকর বেদনা, সঞ্চালনে এমন কি শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেও উহার বৃদ্ধি।

ডাক্তার বেল ইহার নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করেন। "পিঙ্গল বর্ণের বা কাল চটচটে মল নিঃসরণ, অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, মল দুর্গন্ধ যুক্ত, প্রাতে ও অপরাহ্নে ৫টার সময় বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে শূল বেদনা, মল ও বায়ু একত্রে নিঃসরণ, মেজাজ খিটখিটে, প্রলাপ, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন, দিবসের কাজ কর্ম্মের কথা প্রলাপে উচ্চাচণ, মস্তক উষ্ণ, ও হস্ত দ্বারা বারম্বার মস্তক সঞ্চালন, বালিসের নীচে মস্তক গুজিয়া দেওয়া বা মস্তক এদিকে ওদিকে ফেলিয়া রাখে, চক্ষু স্বচ্ছ ও তারার মত, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা ওষ্ঠ শুষ্ক, পুরু ও বিদারণযুক্ত, শিশুদের মুখ এতদূর শুষ্ক হয় যে তাহা জল দিয়া না ভিজাইলে স্তন্যপান করিতে সমর্থ হয় না; জিহ্বা শুষ্ক ও লাল বা শুভ্রবর্ণ, পিপাসা এবং অনেকক্ষণ পরে প্রচুর পরিমাণে জল পান, মুখের আস্বাদ তিক্ত, বিবমিষা ও উঠিয়া বসিতে মূর্চ্ছা, মূত্র লোহিত বর্ণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ভিরাট্রম এল্‌বম।

অঙ্কুরাবস্থা, ভেদের অবস্থা ও পতনকাল তিন সময়ই প্রয়োগ হয়। ভিরাট্রম্ এই রোগের একটী প্রধান ঔষধ অতএব চিকিৎসক মাত্রেরই ইহার তত্ত্ব সকল বিশেষরূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

ভিরাট্রমের বিবিধ ক্রিয়া অবিকল্প ওলাউঠার লক্ষণ সদৃশ। ডাক্তার হিউইল বুক ও ডনহাম প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ভিরাট্রমের যে বিষ লক্ষণ প্রদর্শন করেন তাহা বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠকরা কর্ত্তব্য, এই লক্ষণ গুলি স্মরণ রাখিলে ওলাউঠায় ভিরাট্রম প্রয়োগ করিতে আর চিন্তায় পড়িতে হয় না। ইহার বিষলক্ষণ যথা—উদরে প্রচণ্ড বেদনা হইয়া জলীয় ভেদ, বমন, স্নায়বীয়

অবসাদন, প্রথমে কপালে আঠাল ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া পরে সমস্ত শরীর চট্‌চটে ঘর্ম্মে আবৃত, পিপাসা ও জলপান, হস্ত পদে আক্ষেপ, উদরে আক্ষেপ জনিত বেদনা, চর্ম্মের নীলিমা, মূর্চ্ছা, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ, জিহ্বা শীতল, নিশ্বাস শীতল, মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্র রোধ ইত্যাদি লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টে ভিরাট্রম ওলাউঠার নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে প্রয়োগ হয়।

মল—জলীয় সবুজাভ মল, কেবল চেলেনি জলের মত সাদা ভেদ, জলীয় ভেদে কুমড়াপচার মত বস্তুর অবস্থান, রক্তভেদ, প্রচুর পরিমাণ, পিচকারীর মত বেগে নির্গমন, মল কোন পাত্রে রাখিলে তাহাতে আঁইসবৎ বস্তু ভাসমান, কিন্তু উহা ফস্‌ফরাসের ভেদে চর্ব্বিখণ্ড ভাসার মত বস্তু নহে। এই পার্থক্যটী বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা হয় ও পেট গব্‌গব্ করিয়া ডাকে। মলত্যাগ কালে হুড়হুড় করিয়া মল নিঃসরণ হয় ও রোগী তাহাতে বল শূন্য হইয়া পড়ে, কপালে ঘর্ম্ম, কপালের এই ঘর্ম্ম লক্ষণ দেখিয়া ভিরাট্রম দিতে নিঃসন্দেহ হইবে। পরিব্রাজকদের পীড়া ও অতিশয় শারীরিক পরিশ্রমের পর রোগ হইলে কিম্বা উদরাময় ওলাউঠায় পরিণত হইবার উপক্রম হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

পিপাসা—অত্যন্ত পিপাসা, রোগী বোধ করে যেন সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিলেও তাহার পিপাসার শান্তি হইবে না; যেমন অপর্য্যাপ্ত পিপাসা তেমনি প্রচুর পরিমাণে জলপান, জল ঘট্ ঘট্ করিয়া উদরস্থ হয়। কুপ্রমেও এই লক্ষণ আছে, কিন্তু কুপ্রমের ন্যায় প্রচণ্ড আক্ষেপ ইহাতে নাই। জলপান মাত্রই বমন হইয়া যায়, আর্সনিকেও প্রচণ্ড পিপাসা আছে কিন্তু রোগী জল পান করে অল্প, জল পানের এই পার্থক্যটী বেশ করিয়া স্মরণ রাখিবে। কোন কোন রোগীতে পিপাসা একবারেই থাকে না।

শীতল জল ও অম্লাক্ত পানীয় সেবনে অত্যন্ত ইচ্ছা, প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পাইলে রোগী অতিশয় সন্তুষ্ট হয়। ওলাউঠায় প্রচুর পিপাসা ও অপর্য্যাপ্ত জলপান ভিরাট্রমের ন্যায় আর কোন ঔষধে নাই।

বমন—প্রচুর পরিমাণে বমন, যেমন ভেদ তেমনি বমন, দুই এক বার

দাস্ত হওয়ার পরই বমন আরম্ভ হয়, বিবমিষা ও বমন, বেগে উদ্গীরণ, সবুজ শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন, জলপানে ও সামান্য সঞ্চালনেই বমন বৃদ্ধি, বমনের পূর্ব্বে হস্ত পদ শীতল থাকে পরে উষ্ণ হয়। বমনান্তে ক্ষীণতা, পাকস্থলীতে চাপ বোধ, ভেদ বমনের পর পাকাশয় শূন্য বোধ, বমন কালে বারম্বার উদরে বেদনার আবেগ, নাভির চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড শূল বেদনা, বোধ হয় যেন উদর বিদীর্ণ হইয়া গেল, উদরে হাত দিলে যন্ত্রণা বোধ, রোগী একবার শয্যায় উপবেশন করে, আবার ঝাপ দিয়া বিছানায় পড়ে। বমনান্তে ঘর্ম্ম ও অবসাদন; ইপীকাকে বমনান্তে বিবমিষা বর্ত্তমান থাকে, ভিরাট্রমে তাহা নাই। বমনের পূর্ব্বে গল নলী ও পাকস্থলীতে জ্বালা, বমনান্তে জ্বালা নিবারণ হয়; আইরিসেও উদর জ্বালা করা লক্ষণ আছে, কিন্তু তাহার জ্বালা বমনান্তে উপশম হয় না, স্থায়ী ভাবে থাকে।

ঘর্ম্ম—প্রথমে কপালে অল্প অল্প ঘর্ম্ম হয় কিন্তু পরিশেষে সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া থাকে, তাহাতে রোগীর গাত্রাবরণ ও শয্যাস্তরণ ভিজিয়া যায়, কপালে এত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয় যে সহসা দেখিয়া বোধ হয় যেন রোগী জলে অবগাহন করিয়া আসিয়াছে। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হওয়াতে শরীর শীতল, হস্ত পদের অঙ্গুলীর চর্ম্ম কুঞ্চিত ও নাড়ী বসিয়া যায়, কাণে তালা লাগে। রোগীর মস্তক হইতে সমস্ত শরীর শীতল হইয়া যায়, সে বোধ করে যেন তাহার মস্তকের উপর বরফের চাপ বসাইয়া রাখা হইয়াছে, এজন্য মাথায় অগ্নির সেক দিতে বলে, রোগী শীত বোধ করে ও গাত্রে লেপ ঢাকা দিয়া থাকিতে ভালবাসে। আর্সেনিকে গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়।

আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত—ভিরাট্রম দ্বারা বিষাক্ত হইলে হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, ধমনীপোষক স্নায়ু ও পেশিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, অল্পক্ষণ এই আক্ষেপ থাকিয়া শীঘ্রই উহা পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, এজন্য ওলাউঠার আক্ষেপ অবস্থায় যখন কাণে তালা লাগে, চোয়াল ধরিয়া যায় ও হাত পায় টাস্ হয় তখন ইহা অবশ্য দেয়। তৎপর পক্ষাঘাতের অবস্থায় যখন ধমনীপোষক স্নায়ু (ভাসো মোটার নর্ব্ব্) সমস্তের পক্ষাঘাত হেতু ধমনী সঙ্কুচিত ও অসাড় হয়, হৃৎপিণ্ডের গতি মৃদু ও ফুস্‌ফুস্ ক্রিয়াহীন হইয়া শ্বাসক্রিয়া মৃদু ও ঘড়্‌ঘড়্ যুক্ত, নাড়ী লোপ এবং কৈশিক ধমনীতে রক্ত গতায়াতের অসমর্থতা হেতু চর্ম্মের

বর্ণ নীলবৎ মলিন ও রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তখনও ভিরাট্রম অতি ফলদায়ক ঔষধ। ৫ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করাইবে।

ওষ্ঠ ও জিহ্বা—ওষ্ঠ মলিন ও শুষ্ক, জিহ্বা শীতল ও শুভ্রবর্ণ, অগ্রভাগ ও ধার লালবর্ণ, কখন বা পীতবর্ণ, শুষ্ক ও বিদারণ যুক্ত হয়।

চক্ষু—চক্ষু কোটর গত, দৃষ্টি ঝাপসা ও ঘোর, পতনাবস্থায় দৃষ্টি স্থির।

এতদ্ভিন্ন ভিরাট্রমের আরও কয়েকটী লক্ষণ আছে। কনীনিকা প্রসারিত, দৃষ্টির ঘোরতা, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রথমে অল্প অল্প মূত্র হয়, কিন্তু পতনাবস্থা আনীত হইলে আদৌ মূত্র নিঃসরণ হয় না। যেস্থলে ২।১ দাস্তেই রোগী নিতান্ত শক্তি শূন্য ও হাত-পা অবশ হইয়া পড়ে, তখন ভিরাট্রম বিশেষ উপযোগী। নিতান্ত পতনাবস্থায় যখন শরীরে প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে না, তখন কেবল ভিরাট্রমের উপর নির্ভর না করিয়া ক্যাম্ফার, একো-নাইট, কোব্রা ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড প্রভৃতি ঔষধের কথা স্মরণ করিবে। যখন রোগীর চৈতন্য থাকে, অস্থিরতা, হতাশা, শিরোঘূর্ণন, কপালে ঘর্ম্ম, কাণে তালা লাগা, মুখ শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ, শ্বাস খর্ব্ব, নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদু হয়, তখনই ইহা বিশেষ উপযোগী।

পতনাবস্থায় চর্ম্ম চিমটি কাটিয়া উঠাইলে, সহজে তাহা স্বস্থান প্রাপ্ত হয় না, ঝোজ লাগিয়া থাকে, তখন ভিরাট্রম আমাদের প্রধান সহায়। পেটে বেদনা না থাকিলে ভিরাট্রম্ ব্যবহৃত হয় না, তখন রেসিনাস্ উপযোগী। আর্সেনিক, কুপ্রম, সিকেলি, এণ্টীমনিটার্ট, ক্রোটন প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, অতএব ঐ সমস্ত ঔষধের প্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাকে পৃথক্ করিবে।

সচরাচর ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হয়। প্রথমে প্রতিবার ভেদ বমনের পর সেবন করাইবে। পতনাবস্থায় ৫—৩০ মিনিট অন্তর দিবে। নিতান্ত পতনাবস্থায় ৩০শ শক্তি কার্য্যকারী হয়।

ওলাউঠায় আর্সেনিক ও ভিরাট্রম দুইটীই অতি প্রধান ঔষধ, দুইটীতে অনেক সাদৃশ্যও আছে, এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও ক্রিয়াগত অনেক বৈষম্য দেখা যায়, এজন্য একটীর স্থলে অন্যটী প্রয়োগ করিলে কোন হিতফল প্রদর্শন করে না,

বরং কুফলই সংঘটিত হইয়া থাকে ; ওলাউঠা পীড়া অতি ভয়ানক, ঐজন্য শীঘ্রই রোগীর অবস্থা মন্দতর হইয়া উঠে, অতএব প্রথমেই সতর্ক হইয়া ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, অনেকে লক্ষণের গোলযোগ দেখিয়া আর্সেনিক ও ভিরাট্রম দুইটী পর্য্যায়ক্রমে দিয়া থাকেন, কিন্তু সেটীও ঠিক কাজ করা হয় না। অতএব ঐ দুই ঔষধের প্রধান প্রধান পার্থক্য এই স্থলে প্রদর্শন করা গেল।

আর্সেনিক।

১। ভেদ অল্প, কিন্তু অবসাদন অধিক।

২। পিপাসা অধিক কিন্তু জল পান করে অল্প।

৩। অবর্ণনীয় উদর জ্বালা, গাত্র জ্বালা ও অতি কষ্টদায়ক বমন।

৪। গাত্র বস্ত্র ফেলিয়া দেয় ও গাত্রে শীতল বস্তু লাগাইতে বলে।

৫। অকস্মাৎ পীড়া আরম্ভ হইলে তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৬। ম্যালেরিয়া বিষ বা পূতি বাষ্প ঘটিত পীড়ার প্রতিষেধক।

৭। ইহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জ্বালা অতিশয় বর্ত্তমান থাকে।

৮। মলে অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত থাকে।

৯। আহারে ক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

১০। মৃত্যুভয় অত্যন্ত থাকে।

১১। প্রথম হইতে মূত্র বন্ধ থাকে।

ভিরাট্রম।

১। ভেদ অধিক, কিন্তু অবসাদন অল্প।

২। পিপাসা অধিক ও জল পান অধিক।

৩। গাত্রজ্বালা নাই, বিনা কষ্টে বমন।

৪। গায়ে কাপড় ঢাকা দেয় ও মস্তক হইতে শীতল জলধারা পতনের ন্যায় শৈত্য অনুভব করে।

৫। উদরাময় পূর্ব্বে হইয়া পরে ওলাউঠা হইলে তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৬। ইহার তেমন কোন শক্তি নাই, ইহা ওলাউঠার প্রতিষেধক।

৭। জ্বালা নাই, বরং শীত বোধ আছে ও অগ্নির উত্তাপ ভাল লাগে।

৮। মলে অজীর্ণ বস্তু থাকে না।

৯। পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রীদের শরীরে বিশেষ উপযোগী।

১০। ইহাতে মৃত্যুভয় প্রায় হয়না।

১১। প্রথমে অল্প অল্প মূত্র নিঃসরণ হয়।

ভিরাট্রম এই রোগের প্রতিষেধক রূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে, অতএব ওলাউঠা ইত্যাদি প্রচলন স্থানের অধিবাসী ও চিকিৎসক সকলেরই প্রাতে এবং বৈকালে এক এক মাত্রা ভিরাট্রম সেবন করা কর্ত্তব্য।

ভিরাট্রিন্।

ভিরাট্রমের বীর্য্য ভিরাট্রিন্, ইহার ক্রিয়া অনেক অংশে ভিরাট্রমের মত, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক উগ্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। এতদ্দ্বারা বিষাক্ত হইলে, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ও ধমনীপোষক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র, নাড়ীলোপ, বুক আট্‌কে ধরা, বুক ভেঙ্গে নেওয়া, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি ওলাউঠার ন্যায় কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হয়, এজন্য এই রোগের পতনাবস্থায় ভিরাট্রিন্ ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করিলে ভিরাট্রম অপেক্ষা স্থায়ী ফল প্রদান করে।

ভিরাট্রম ভিরিডি।

ইহা ওলাউঠার প্রতিক্রিয়াবস্থায় ও টাইফয়েড লক্ষণে ব্যবহৃত হয়। শরীরে পুনঃ তাপ আনয়ন, নাড়ীর উত্থান ও জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার পর মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, চক্ষু আরক্তিম, হস্ত পদ ছুড়িয়া ফেলা, শয্যায় উলট পালট করা, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ভিরাট্রম ভিরিডি বিশেষ ফল বিধান করে। অপর টাইফয়েড অবস্থায় মস্তিষ্ক ক্রিয়ার অবসন্নতা হেতু জ্ঞানের জড়তা হইলে ইহা ব্যাপটিসিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেবন করাইলে শীঘ্রই রোগীর অবস্থা সংশোধিত হইয়া আইসে। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়স্ করসাইবস্।

প্রকৃত এসিয়েটীক কলেরার প্রথম অবস্থায় ইহার ব্যবহার নাই বলিলেই হয়; কিন্তু ওলাউঠার পরিণামে টাইফয়েড অবস্থায় রক্ত আমাশয় হইলে ইহা

কার্য্যকারী হইয়া থাকে। তরল মলে রক্ত চিহ্ন বর্ত্তমান। বেগ দিয়া মল নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অতিশয় শূল বেদনা, মুখ ও হস্ত পদ শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম, মুখে ধাতব আস্বাদ, জিহ্বা লাল ও শুষ্ক, লালা পতন, মূত্রদ্বারে জ্বালা, মূত্র অল্প অল্প বারম্বার নিঃসরণ, বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত। অপর কলেরা হেমরেজিকায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রক্ত ভেদ হইলে অন্যান্য ঔষধ দিলেও মধ্যে মধ্যে মার্কুরিয়স্ করসাইবস্ ২।১ মাত্রা দিবে।৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

মার্কুরিয়স ডল্‌সিস্।

ক্যালমেল।

হোমিওপ্যাথি মতে ইহা ওলাউঠায় অল্পই ব্যবহৃত হয়। য়্যালপ্যাথি ডাক্তারেরা ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন, কেহ কেহ ইহাকে ওলাউঠার একমাত্র ঔষধ বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন এবং উপর্য্যুপরি বহুমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া রোগীর অতি শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করেন। যদি দৈবাৎ কোলাপ্‌স্ অবস্থা হইতে রক্ষা পায় তাহা হইলেও ভয়ানক টাইফয়েড অবস্থায় পতিত হইয়া অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে, যদি বা ইহা হইতেও রক্ষা পায়, তথাপি দন্তগুলি একবারে নষ্ট হইয়া যায় ও অকালেই চর্ব্বণ ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত হয়। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের হাতে ইহার অপব্যবহার হয় না এবং কুফল ঘটে না।

পিত্তশূন্য সাদা ভেদ, পাকস্থলী ও নাভিদেশে জ্বালাসহ বারম্বার ভেদ, পেট বেদনা ও ভারযুক্ত, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, দূর হইতে অন্য লোকে উহা অনুভব করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ইহা ২।৪ মাত্রা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ৩য় শক্তির বিচূর্ণই অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগনিসিয়া সল্‌ফস্।

ওলাউঠার পরিণামে যখন পীড়া পুরাতন উদরাময়ের মত হইয়া দাঁড়ায়, তখন ইহা প্রয়োগ হইয়া থাকে। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ জলীয় মল, পানের

পিক ফেলার মত কস্ করিয়া কিছু বাহির হইয়াই মল বন্ধ হইয়া যায়। মল বেগ ও উদর কামড়ানী যথেষ্ট হয়, রোগী বোধ করে যেন কতই মল নিঃসরণ হইবে, কিন্তু মল ত্যাগ করিতে বসিলে তোলা, দেড় তোলা মল শট্ করিয়া একবারে বাহির হইয়াই আর বাহির হয় না অথচ মল বেগ থাকিয়া যায়। রোগী দিনের মধ্যে এইরূপ বহুবার মল ত্যাগ করিয়া থাকে। ক্ষুধা হয় না ও উদরের গোলযোগ মিটে না। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

য্যাট্রোফা।

ইহা ভেদ ও আক্ষেপের অবস্থায় প্রয়োগ হয়। পতনাবস্থায় ইহার কার্য্য দেখা যায় না। স্রোতের ন্যায় প্রচুর পরিমাণ জলীয় মল নিঃসরণ, মুখ ও গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা ও জ্বালা, অতৃপ্তিকর প্রচণ্ড পিপাসা, বমন, বমনে অধিক পরিমাণে জলীয় য়্যালবুমেন (অণ্ড লালবৎ পদার্থ) উদ্গীরণ, এইটী ইহার বিশেষ লক্ষণ। পাকাশয়ে জ্বালা ও আক্ষেপযুক্ত সংকোচন-শীল বেদনা, উদর স্ফীত ও স্পর্শে শক্ত বোধ। বোতল হইতে জলধারা পতনের ন্যায় গব্ গব্ ডাক, মলত্যাগের পরও ঐ ডাক বর্ত্তমান। পায়ের নলাতে ও পদে প্রবল আক্ষেপ। ডাক্তার সরকার বলেন, আক্ষেপে পদডিম্বের গোল পেশী তক্তার ন্যায় চৌড়া হইয়া যায়। শরীর শীতল ও কাদাটীয়া ঘর্ম্মাবৃত। রোগীর আদ্যোপান্ত প্রবল সাহস বর্ত্তমান থাকে, একোনাইট ও আর্সেনিকে হতাশা এবং মৃত্যু ভয় থাকে। ১ম ও ৩য় শক্তি।

রস্টক্স।

টাইফয়েড অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। উদর ও মস্তিষ্ক উভয় স্থানের বিকার লক্ষণেই রসটক্স ফলপ্রদ। মল কাল, পাতলা অথবা মাংস-ধৌত জলের মত, অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত, কখন বা আম মিশ্রিত, জাগ্রত, নিদ্রায় ও মোহাচ্ছন্ন থাকা কালে অজ্ঞাত সারে মল নির্গমন, অবিরত নিদ্রা বা মোহ, কিন্তু ইহা ওপীয়মের লক্ষণাক্রান্ত গভীর মোহ নহে, রোগীকে ডাকিলে চৈতন্য

হয়; ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন, খেয়াল দেখা, সন্তরণ, দৌড়ান, বিছানা হইতে পতন ইত্যাদি বহু প্রকারের ভাব, অস্থিরতা, প্রলাপ, রোগী অচেতন থাকে, ডাকিলে জাগিয়া আবার অচেতন হয়, বিড়বিড় করিয়া বকে, ইত্যাকার বহুপ্রকার মস্তিষ্ক-লক্ষণ বর্ত্তমানে রসটক্স ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ওষ্ঠ শুষ্ক ও কাল, জিহ্বা শুষ্ক, খরস্পর্শ, অগ্রভাগ লাল ও ত্রিকোণাকার চিহ্নযুক্ত, কখন বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ আবরণে আবৃত। লাল নিঃসরণ, জিহ্বার আস্বাদ বিকৃত, অতিশয় পিপাসা, রাত্রিতে পিপাসার বৃদ্ধি, বিবমিষা, ছিন্নকর, বিদ্ধকর ও বিদীর্ণকর শূল বেদনা, উরাতের নিম্নে বিদীর্ণকর বেদনা, চক্ষু কোটরগত, আরক্ত ও চতুর্দ্দিকে নীলাভ; অবিরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বা শয্যায় ওঠ-বইস করা, এই লক্ষণটী ব্যাপটিসিয়ার সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখে, ব্যাপটিসিয়া ও টাইফয়েড বিকৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতএব এই দুইটী পর্য্যায়ক্রমে দিলেও অনেক সময় আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি কার্য্যকারী হয়।

রিসিনাস।

ওলাউঠার ভেদ বমনের অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। পতনাবস্থায় রিসিনাসের ক্রিয়া অল্পই দৃষ্ট হয়।

রিসিনাস—রেড়ির বীজ চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে টীংচার প্রস্তুত হয়, পরে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতে পরিণত করিলে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ইহার ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে আমি যখন বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট ডিস্পেন্সারীতে ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের সহকারীরূপে নিযুক্ত ছিলাম, তখন ৩ বৎসর বয়স্ক একটী বালক রিসিনাসে বিষাক্ত হইয়া চিকিৎসার্থ ডিস্পেন্সারীতে আসিয়াছিল, বালকের মাতা তৈল প্রস্তুত করণার্থ এরণ্ড বীজ ভাজিয়া চূর্ণকরতঃ রাখিয়া দিয়াছিল, অজ্ঞ বালক ঐ গুঁড়ায় একপ্রকার সুগন্ধ অনুভব করিয়া তাহার কিয়দংশ ছাতুর মত খাইয়াছিল। সেবনের ১—১॥ ঘণ্টা পরেই তাহার ভেদ বমন হইতে থাকে ও হস্তপদ টাস ধরিয়া নেয়, পরে মুখে

চটচটে ঘর্ম্ম ও অবসাদনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, চিকিৎসায় বালকটী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। রিসিনাসের বিষাক্ত লক্ষণ অবিকল বেদনা শূন্য সরল ওলাউঠার ন্যায়।

ডাক্তার হেইল প্রথমে ইহা ওলাউঠাতে প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর হয়, এতদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশীয় চিকিৎসক ডাক্তার সাল্‌জার ও মহেন্দ্র-লাল সরকার প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

পাতলা ভেদ, ভেদ হইবার কালে বা তৎপূর্ব্বে রোগীর কোন প্রকার যন্ত্রণা বা পেট বেদনা হয়না। বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে রিসিনাস দিবে না, আর্সেনিক, ভিরাট্রম ইত্যাদি দিবে। জলবৎ ভেদ, তাহাতে কখন বা কুমরো পচার ন্যায় বস্তু মিশ্রিত থাকে, বমন, মুখ দিয়া জলউঠা, অদম্য পিপাসা, মানসিক অবসন্নতা, অর্দ্ধজ্ঞানহীনতা, মুখ ঘর্ম্মাক্ত, শিবনেত্র, কঞ্জাংটাইভা রক্ত-বর্ণ, চক্ষু দিয়া জল পড়া, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, শিরোঘূর্ণন ও শিরোবেদনা, উদরে চাপ অনুভব, কতকবার ভেদ বমন হওয়ার পর সামান্য জ্বর বোধ, অবশেষে পতনাবস্থা, স্বর ভঙ্গ, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ বা লোপ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, হস্তপদ শীতল, ভেদ বমনের সহিত পতনাবস্থা।

উদরাময়-পূর্ব্ব ওলাউঠাতে রিসিনাস উৎকৃষ্ট ঔষধ। রিসিনাসের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ উদরে যন্ত্রণা ব্যতীত ভেদ হওয়া, এই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবে। প্রথমে সহজ-নির্গম ভেদ বমন হইয়া পরে আক্ষেপ, পিপাসা স্বরভঙ্গ, নাড়ী সূক্ষ্ম, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, হস্ত পদ শীতল ও রোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে।

লরোসিরেসাস্।

ইহার ক্রিয়া অবিকল হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের ন্যায় ও উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। লরোসিরেসাস্ দ্বারা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ বংশীয় স্নায়ুমণ্ডল অবসাদগ্রস্ত হইয়া পতনাবস্থা আনীত হয়, এজন্য ওলাউঠার পতন কালে ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাক্তার লিলিয়াস্থাল ইহার নিম্নলিখিতরূপ প্রয়োগ লক্ষণ

নির্দ্দেশ করেন। ভেদ বমন বন্ধ, শ্বাস কষ্ট, শরীর শীতল, নাড়ী লোপ, মস্তিষ্ক ক্রিয়ার স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা, ধনুষ্টংকারিক আক্ষেপ, মূত্ররোধ, গলাধঃকরণ কালে গলনলীর সংকোচন। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোবেলিয়া।

ইহার ক্রিয়া অনেক অংশে লরোসিরেসাসের সদৃশ। এতদ্দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমে শিরোঘূর্ণন, তৎপর গ্রীবা একদিকে আক্ষিপ্ত হইয়া যায়, পরে ভেদ, বমন অবসাদন জন্মাইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রস্থ স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাত উৎপাদন করিয়া মৃত্যু উপস্থিত করে। অতএব ওলাউঠার পতনাবস্থায় ইহা কার্য্যকারী হয়। জলীয় ভেদ ও বমন, শিরোঘূর্ণন, ভেদ বমন বন্ধ হইয়া পতনাবস্থা, পতনাবস্থায় ও আক্ষেপ বশতঃ গ্রীবা একদিকে বক্র করিয়া নেওয়া, শ্বাস কৃচ্ছ্র, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, অনেকক্ষণ পরে পরে, শ্বাস ক্রিয়া, হৃৎস্পন্দন ক্ষীণ, বক্ষোমধ্যে আকুলতা ইত্যাদি দুরূহ স্থলে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্।

ইহা আমেরিকাস্থ এক প্রকার সর্পের বিষ। ডাক্তার হিউইজ সর্পবিষের সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে ল্যাকেসিস্ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—ল্যাকেসিসের ক্রিয়া স্নায়ুমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়া যন্ত্রাদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে। ইহার প্রথম ক্রিয়া হার্টের ক্রিয়া ক্ষীণ করা, দ্বিতীয় ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ও গলাধঃকরণ শক্তি হ্রাস বা লোপ করা ; তৃতীয় ক্রিয়া রক্তকে সংযত করা ; চতুর্থ ক্রিয়া পৈশিক তন্তুকে বিধ্বস্ত করা ; স্থানিক ক্রিয়া বিগলনে পরিণত হওয়া। এতদ্দ্বারা শরীরের শীর্ণতা, শারীরিক উত্তাপরাহিত্য বা শরীর শীতল, শক্তিক্ষয়, শয্যায় পতিত, মূর্চ্ছা, বমন ও আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। গলনলীর সংকোচন ও গিলনকষ্ট ইহার একটী প্রধান লক্ষণ। নিদ্রান্তে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি ইহার প্রকৃতি।

উপরিউক্ত লক্ষণ দৃষ্টে নির্ণীত হইয়াছে যে ওলাউঠার শেষে টাইফয়েড

অবস্থা আনীত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ত্বরিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পচা মল নিঃসরণ, মল কাল, রক্তমিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, গুহ্য দ্বারে জ্বালা, পেট কামড়ানি, উপুড় হইয়া থাকিলে উপশম বোধ, পাকাশয়ে চর্ব্বণ কর বেদনা, উদরোপরি হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণাবোধ, উদর পূর্ণ ও স্ফীত, উদরে বেদনা, নিস্ফল মলবেগ, ইত্যাকার বহুবিধ ঔদরিক লক্ষণ ল্যাকেসিস্ জ্ঞাপক ; স্নায়বীয় লক্ষণের মধ্যে রোগী অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে কিন্তু তাহার গায়ে হাত দিলে বা হাত দেখিতে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করে। সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণের মধ্যে নাড়ী লোপ বা ক্ষীণ, হস্তপদ শীতল ও কম্পনশীল, সমস্ত শরীর অতিশয় শীর্ণ, চর্ম্মোপরি স্থানে স্থানে দূষিত স্ফোটক উদ্ভব, দূষিত ক্ষত, শয্যাক্ষত রক্তের অত্যন্ত হীনতা বশতঃ ক্ষত শুষ্ক হইতে না পারিয়া ক্রমশঃ বিগলনে পরিণত, রোগীর জাগরণ বা সুষুপ্তি বড় একটা স্পষ্ট পৃথক করা যায় না, এই অবস্থায় প্রলাপ মূর্চ্ছা ও রোগীর অজ্ঞানতা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে। প্রাথমিক অবসাদনে যেমন আর্সেনিক, ভিরাট্রম, ক্যাম্ফর ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ, পুরাতন অবসাদনে তেমনি ল্যাকেসিস্ উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবসাদন কালে শরীর কম্পন, ওষ্ঠদ্বয় বিদারণযুক্ত ও তাহা হইতে রক্ত ক্ষরণ, শ্বাস ক্রিয়া মৃদু ও রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের পক্ষাঘাত, এতাদৃশ পুরাতন শীর্ণাবস্থায় ল্যাকেসিস্ কার্য্যকারী। ডাক্তার ডন্হাম্ বলেন ল্যাকেসিসের ক্রিয়া আর্সেনিক ও কার্ব্বভেজিটেবলিসের মধ্যবর্ত্তী, অতএব এই উভয় ঔষধের মাঝামাঝি লক্ষণযুক্ত রোগীতে ল্যাকেসিস্ প্রয়োগ করিবে। কোব্রা ও ল্যাকেসিস্ উভয়ই সর্পবিষ, উভয় বিষের মধ্যেই ক্রিয়াগত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তথাপি ইহাদের বৈষম্য লক্ষণ পৃথক করিয়া দুইটী দুই অবস্থার ঔষধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাথমিক অবসাদনে কোব্রা, পরিণামে ল্যাকেসিস্ ব্যবহৃত হয়। কোব্রা লক্ষণাক্রান্ত রোগী মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, ল্যাকেসিস্ জ্ঞাপক রোগীর বিলক্ষণ সাহস ও ধৈর্য্য থাকে। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর।

এইটী ওলাউঠার প্রসিদ্ধ ঔষধ না হইলেও এই রোগের সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অঙ্কুরাবস্থায় জলীয়, পিঙ্গল বর্ণের পাতলা দুর্গন্ধ যুক্ত

ত্বরিত মল নিঃসরণ, কখন বা রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন হইয়া থাকে। ডাক্তর জার এই অবস্থায় ৩০শ শক্তির সলফর প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন।

বৰ্দ্ধিত ও পতনাবস্থায় লক্ষণানুযায়ী উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও যখন বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না, তখন এক মাত্রা সলফর সেবন করাইয়া রীতিমত ঔষধ ব্যবস্থা করিলে তাহার ক্রিয়া উপযুক্ত রূপ হইয়া থাকে। এলোপ্যাথি চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ হইলে কিম্বা রোগীকে অযথা বহু ঔষধ সেবন করাইয়া থাকিলে একমাত্রা সলফর ৩০শ সেবন করাইয়া তাহার কতক সময় পরে লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ সেবন করাইবে।

প্রতিক্রিয়ার পর যখন হিক্কা হইতে থাকে তখন ও সলফরের প্রয়োগ আবশ্যক হয়। হিক্কার সহিত তালুতে বেদনা হইলে সলফর দ্বারা নিশ্চয়ই হিক্কা নিবারণ হইয়া থাকে। টাইফয়েড অবস্থায় বিবিধ প্রকার উপদ্রব নিবারণার্থ সর্ব্বদা সলফর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ত্বরিত পাতলা মল বারম্বার অল্প পরিমাণে নিঃসরণ, দুর্গন্ধময় বায়ু ত্যাগ, অল্প অল্প পিপাসা থাকে কিন্তু ক্ষুধা মাত্রই হয় না, শরীর সর্ব্বদাই ঈষৎ জ্বরযুক্ত থাকে, এই অবস্থায় ও হাত পায়ের তলায় খিল লাগিয়া যায়, ঘর্ম্ম প্রায়ই হয় না, কখন কখন অল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসরণের ভাব দেখা যায়, কর্ণমূল প্রদাহ, চক্ষু প্রদাহ, চর্ম্মোপরি বহু প্রকার চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ ইত্যাদি বহু প্রকার লক্ষণে সলফর কার্য্যকারী হইয়া থাকে। টাইফয়েড অবস্থায় সামান্য রূপ মোহভাব থাকিলে তাহা সলফর সেবনেই দূরীভূত হইয়া যায়। ঘোরতর অজ্ঞানতায় ভিরাট্রম ভিরিডি ও ব্যাপটিসিয়া বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। প্রদাহ নিবারণার্থ ও টাইফইয়েড অবস্থায় সলফর ৩০শ শক্তি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলে ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

সায়েনাইট্ অব্ পটাসিয়ম।

ইহার ক্রিয়া হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের ন্যায় কিন্তু তদপেক্ষা দ্রুত ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী; পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত হেতু দুরূহ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে ইহা অব্যর্থ ঔষধ রূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে। শ্বাস কৃচ্ছ্র, হৃৎস্পন্দন মন্দীভূত, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, নাড়ী লোপ, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া

ইত্যাদি ভয়ানক অবস্থায় আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে এতদ্দ্বারা রোগীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। ডাক্তর সাল্জার ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি বলেন "যদি ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ সর্ব্বদা উপরি উক্ত লক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু উহার ক্রিয়া অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে, এজন্য আশানুরূপ ফল লাভ হয় না, তখন এতদ্দ্বারা চিকিৎসা করিলে স্থায়ী ফল উৎপাদন করিয়া রোগীর অবস্থা উন্নত করিয়া তুলে।" ইহার ৩য় শক্তির বিচূর্ণ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ১ গ্রেণ মাত্রায় বারম্বার সেবন করাইবে। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ অকৃতকার্য্য হইলে ইহাতে অবশ্যই ফল লাভ হইতে পারে।

সিকেলি কর্ণিউটম্।

ওলাউঠার আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। কুপ্রম যেমন সংকোচক পেশীর আক্ষেপ নিবারণে সমর্থ, সিকেলি তেমি প্রসারক পেশীর আক্ষেপ দমনে উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুপ্রম জ্ঞাপক আক্ষেপে হস্তের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ ও পদাঙ্গুলি ন্যুব্জ হইয়া যায়। সিকেলিতে তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিলে এই দুই ঔষধ প্রয়োগ করিতে গোল-যোগ হয় না। হস্ত ও পদ পৃষ্ঠে আক্ষেপ, হস্ত-পদের অঙ্গুলি সমস্ত আক্ষেপের তাড়নায় সটান ও পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়, রোগী উহা নিকটস্থ করিতে সমর্থ হয় না। মুখ পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মুখের দৃশ্য অতি কদাকার ও বিকট হইয়া থাকে। গ্রীবা পেশীর আক্ষেপ হেতু মস্তক পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়, কর্ণ পেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন কর্ণে তালা লাগে, উর্দ্ধ ও অধো হনু আক্ষিপ্ত হইয়া জিহ্বা স্বীয় দন্তে দংশিত হয়, দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায়, রোগী মুখ খুলিতে সমর্থ হয় না, তালুর সহিত জিহ্বা সংযুক্ত হইয়া থাকে, এই অবস্থায় ঔষধ সেবন করা অসাধ্য, অতএব সিকেলি আঘ্রাণ করাইলেও উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে। বক্ষ পেশীর আক্ষেপ বশতঃ শ্বাস কষ্ট ও বুকে চাপ বোধ হইয়া থাকে। সিকেলি জ্ঞাপক আর একটী লক্ষণ এই যে রোগী কোন মতেই গাত্রে কাপড় রাখিতে সমর্থ হয় না। আর্সেনিকেও গাত্র জ্বালা এবং গাত্রাবরণ ত্যাগকরা লক্ষণ আছে,

কিন্তু তথায় বরং গাত্রাবরণ সহ্য হইতে পারে, সিকেলি জ্ঞাপক রোগী কোন মতেই গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না।

অবসন্নাবস্থায় সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আবৃত, ঊর্দ্ধ ও অধঃ শাখা বরফবৎ শীতল, তথাপি রোগী গাত্রাবরণ বা অগ্নিসেক ভাল বাসেনা, এই অবস্থায় ও আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে, তখনও সিকেলি কার্য্যকারী হইবে। নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রীলোক ও পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ দেহে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সিকেলির প্রধান ক্রিয়া আক্ষেপ নিবারণ করা, কিন্তু ইহার ভেদ নিবারণ শক্তিও আছে। বর্ণহীন জলীয় ভেদ, প্রচুর পরিমাণে বারম্বার নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগের পর রোগী দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, চিন্তা, মৃত্যু ভয়, বদন পাণ্ডুর, চক্ষু কোটরগত, চক্ষেরধার কাল রেখায় অঙ্কিত, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা জলশূন্য, পুরু ও দেখিতে পীতাভ শুভ্র বর্ণের হইয়া থাকে ও জিহ্বা স্পর্শে শীতল, অবর্ণনীয় পিপাসা, অম্লাক্ত বস্তু খাইতে ইচ্ছা, বারম্বার বিবমিষা, পান আহারে বমন, অধিক পরিমাণে শূন্য উদ্গার, হিক্কা, পাকস্থলীতে জ্বালা, বারম্বার উদরে ডাক ও উদর পূর্ণবোধ, মূত্রস্তম্ভ, স্বরক্ষীণ, স্বরভঙ্গ, চর্ম্মশীতল, কাল ও কুঞ্চিত, হস্ত ও পদের পেশীতে পিপীলিকা দংশনবৎ অনুভব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ওলাউঠার পরিণামে পচন বা গ্যাংগ্রিন উপস্থিত হইলে যখন স্থান অসাড় বা নীলবর্ণ হইয়া ড্রাই গ্যাংগ্রিণে পরিণত হয়, তখন সিকেলি উৎকৃষ্ট ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। ১ম, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকিউটা ভিরোসা।

এতদ্দারা বিষাক্ত হইলে ভেদ, বমন অল্পই হয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডল কঠিন রূপে আক্ষিপ্ত, চক্ষু উল্টান বা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, টেরা দৃষ্টি, ও দৃষ্টি স্থির, সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত ও হস্ত পদ শক্ত হইয়া থাকে। এই হেতু ওলাউঠায় আক্ষেপ ও হিক্কা নিবারণার্থ উহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হস্তেও মণিবন্ধের অনৈচ্ছিক আক্ষেপ ও স্পন্দন, শাখা সমস্তের স্থায়ী কাঠিন্য, হস্ত পদ শীতল, সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাবৃত, পর্য্যায় ক্রমে বমন ও বক্ষ

পেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ, আক্ষেপ হেতু শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, গ্রীবার আক্ষেপ হেতু মস্তক প্রবল বেগে পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়, চক্ষু-তারা স্থির, উর্দ্ধে উল্‌টান, শিবনেত্র, টেরা দৃষ্টি, ইত্যাকার বহু প্রকার ভীষণ দর্শন, পাতলা কর্দ্দমবৎ, কাল দুর্গন্ধময় মল নিঃসরণ, উদরাভ্যন্তরে বিদীর্ণকর বেদনা, নাভি হইতে মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত অকস্মাৎ আঁকড়ে ধরার মত বেদনা, উচ্চ হিক্কা, হিক্কার সময় ধাতু পাত্রের শব্দবৎ ঝিঁন ঝিঁন শব্দ, শিরোবেদনা, পিপাসা, গল মধ্যে শুষ্কতা, উদর মধ্যে জ্বালা ও চাপ বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিনা।

অন্ত্রে কৃমির উত্তেজনা হেতু ভেদ বমন হইতেছে জানিতে পারিলে অবিলম্বে সিনা দিবে। ২।৩ মাত্রা সেবনে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে সিনার বীর্য্য সেণ্টনাইন প্রথম বা দ্বিতীয় শক্তির বিচূর্ণ ১ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করাইবে। কৃমি উদরে জীবিত থাকিয়া গেলে কিছুতেই ভেদ বমন দূর হয় না, বরং অতিসার হইয়া বারম্বার অল্প পরিমাণ আমরক্ত নিঃসরণ হয়। অপর, কৃমি হেতু সমস্ত শরীর সমপরিমাণ উষ্ণ হয়না, হস্ত-পদ শীতল থাকিয়া মধ্যাংশ উষ্ণ হয়, অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হেতু নানাপ্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, অতএব এমতাবস্থায় সিনা অবশ্যই দেয়। অন্য ঔষধ দিলেও মাঝে মাঝে সিনা এক মাত্রা করিয়া দিবে।

এতদ্‌ভিন্ন ওলাউঠায় কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাতে সিনা নিতান্ত উপযোগী। সবুজবর্ণ কর্দ্দমময় বা জলীয় মল বারম্বার নির্গমন, অজ্ঞাতসারে অল্প পরিমাণ মলস্রাব, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে চিম্‌টিকাটা বেদনা, শিশুরা অতিশয় আনছান করে ও আখুটে হয়। বদনের পাণ্ডুরতা, নিদ্রাকালে দন্ত ঘর্ষণ, নাসিকা চুলকান, গুহ্যদ্বার বিড় বিড় করা, বিবমিষা ও বমন, মুখ দিয়া জলউঠা, ক্ষুধার অভাব, আহারে অনিচ্ছা, উদরে ছিন্নকর বেদনা, মূত্র সাদা, ও অপরিষ্কার, অস্থির নিদ্রা বা অনিদ্রা, অবিরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, শিশুরা নিদ্রা হইতে কাঁদিয়া উঠে, আক্ষিপ্ত হয়। কৃমি বিনাশ জন্য সিনা ২য়, ৩য় শক্তি, প্রতিক্রিয়া আনয়ন জন্য ৩০শ হইতে ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

ওলাউঠার টাইফয়েড্ অবস্থায়, ইউরিমিয়ায় এবং অত্যধিক মস্তিষ্ক উত্তেজনা হইয়া বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ষ্ট্র্যামোনিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক বিকারে তিনটী ঔষধ প্রায় সমধর্ম্মাক্রান্ত। প্রথম বেলাডোনা, দ্বিতীয় ষ্ট্র্যামোনিয়ম, তৃতীয় হাইওসায়েমস্। ইহার মধ্যে ষ্ট্র্যামোনিয়ম উক্ত উভয় ঔষধের মধ্যবর্ত্তী গুণযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উদরে মোচড়ান বেদনা হইয়া কাল দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ, ক্ষুধার লোপ, খাদ্য বস্তুর আস্বাদশূন্যতা, অত্যন্ত পিপাসা, শ্লেষ্মা ও সবুজবর্ণের পিত্তবমন, উদরাধ্মান ও উদর কঠিন, মূত্রস্তম্ভ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পাকাশয়িক ও মূত্র যন্ত্রের লক্ষণ সকল প্রকাশ। ষ্ট্র্যামোনিয়ম মস্তিষ্ক ও স্নানবীয় লক্ষণ দৃষ্টেই অধিকাংশ সময় প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা এই ;—বহুভাষিত উচ্চ প্রলাপ, উজ্জ্বল বস্তু দর্শনে ও অন্ধকারে বৃদ্ধি, মৃদু আলোতে উপশম, মস্তক এক পার্শ্বে টানিয়া নেওয়া, মস্তক ঘূর্ণন, মস্তকের আক্ষেপিক উত্থান-পতন, মুখের চর্ব্বণবৎ সঞ্চালন, কনীনিকা প্রসারিত, রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ওষ্ঠ ও জিহ্বার সঞ্চালন করিয়া থাকে, বলপূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠিতে ইচ্ছা, পলায়নের চেষ্টা, পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, দংশন করিতে ইচ্ছা, উচ্চ শব্দে চীৎকার, অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া, গান করা, হস্ত-পদ জোরে নিক্ষেপ করা, রোগী বলপূর্ব্বক উঠিতে চেষ্টা করে, তাহাতে বাধা দিলে আক্রমণকারীকে দংশন করে, বালকেরা খিটখিটে হয় ও শিশ্ন ধরিয়া আকর্ষণ করে, শেষোক্ত লক্ষণটী ক্যানেবিস্ ইণ্ডিকাতেও আছে, কিন্তু তথায় রোগী অদম্য হয় না বরং চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে অবস্থান করে। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

হাইওসায়েমস্।

ইহা টাইফয়েড্ বিকারে ও ইয়ুরেমিয়ার অবস্থায় মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রয়োগ হয়। স্নায়বীয় ও মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে ইহা ব্যবহৃত

হয় না; মলগত লক্ষণ হাইওসায়েমস প্রয়োগের নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন নয়, ইহার কতকগুলি স্নায়বীয় লক্ষণের সহিত নিম্নলিখিত প্রকার মলবিকার বর্ত্তমান থাকিলে এতদ্দারা তাহা প্রশমিত হইয়া থাকে। জলীয় ও আম সংযুক্ত মল, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, কোন কোন সময় কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, উদরে আক্ষেপও ডাক, মুখে ফেণা, হিক্কা, ভেদ-বমন অবরুদ্ধ, রোগী অন্যমনস্ক ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করে, মৃদু প্রলাপ, বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রলাপ, শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, ভ্রম, মোহ ও অজ্ঞানতা, প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়া নীরব হওয়া, বালিশ হইতে মস্তক উঠাইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করণান্তর পুনর্ব্বার বালিশে মস্তক স্থাপন, বস্তু সকলের আকৃতি বৃহত্তর দর্শন, বারম্বার হস্ত পরিদর্শন, হস্ত কম্পন, হস্ত অত্যন্ত বৃহৎ দেখে, বিবেচনা শূন্যতা, বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবে বলিয়া ভয়, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ভুলিয়া যাওয়া, অসংলগ্ন কথা বলা, অনাবৃত ও উলঙ্গ থাকিতে ইচ্ছা, চক্ষু উজ্জ্বল ও তারার মত, কনীনিকা প্রসারিত, মুখ মলিন, দন্ত সমস্ত ধূষর বর্ণ শ্লেষ্মায় আবৃত, জিহ্বা পরিষ্কার, শুষ্ক ও খরখরে, অতিশয় পিপিসা, আক্ষেপ ও উদরে ডাক, মূত্রাভাব, অল্প মূত্র নিঃসরণ, অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, শয্যান্বেষণ, শূন্যে কাল্পনিক বস্তু ধারণ করিবার চেষ্টা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি। ভয়ানক বিকার স্থলে ইহার মূল অরিষ্ট ২।৩ বিন্দু মাত্রায় সেবন করাইলে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

ওলাউঠায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিশেষ চিকিৎসা।

১ম। অঙ্কুরাবস্থা।

একোনাইট—রৌদ্র-তাপ ভোগ ও হিম লাগা বা জলে সিক্ত হওয়ার পর রোগ প্রকাশ, রোগীর মনে হতাশা ও মৃত্যু ভয়ের সঞ্চার, শুভ্রবর্ণের জলীয় ভেদ, মল নিঃসরণ কালে কখন কখন গুহ্য দ্বারে জ্বালা বোধ, (আর্সেনিক) প্রস্রাব লোহিতবর্ণ, জ্বর বোধ, চর্ম্মশুষ্ক, নাড়ীদ্রুত ও স্থূল, গাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা, পীড়ার প্রথমেই হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা বশতঃ বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, বিবমিষা

ও বমন, ১ম, ২য়, ৩য় শক্তি এক বিন্দু মাত্রায় রোগের অবস্থা বিশেষে প্রতি ঘণ্টায় বা প্রতিবার ভেদ হইলে সেবন করাইবে।

আর্সেনিক—ফল মূল ও কাঁচা দ্রব্য আহার বশতঃ ভেদ, দুর্গন্ধ যুক্ত মলস্রাব, মলের বর্ণ মৃত্তিকাবৎ বা পীত, অল্প পরিমাণে তরল ভেদ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, (চায়না) উদরে জ্বালা, মলত্যাগ কালে গুহ্য দ্বারে জ্বালা বোধ, পিপাসা, অস্থিরতা ও গাত্র জ্বালা, গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম এল্‌বম্‌—জলবৎ মলে কুমড়া পচার ন্যায় বস্তু মিশ্রিত; পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে জলপান, বমন, মুখ ও হস্তপদ শীতল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, মলত্যাগ কালে কপালে ঘর্ম্ম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাম্ফর—শৈত্য স্পর্শে উদরাময়, পাতলা মল নিঃসরণ, ভেদ হেতু ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা, শীতল ও চট্‌চটে ঘর্ম্ম নির্গমন, শীত বোধ, কিন্তু একো নাইটবৎ জ্বর বোধ হয় না, গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ করা, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল। রুবিনির ক্যাম্ফর ৩।৪ বিন্দু মাত্রায় শুগার অব্‌ মিল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর জিহ্বায় দিয়া নির্জ্জল অবস্থায় সেবন করাইবে।

পল্‌সেটিলা—অধিক পরিমাণ ঘৃতপক, তৈলময় দ্রব্য ও চর্ব্বি আহার হেতু রোগ, অতিরিক্ত বরফ ও কুল্পি আহার হেতু রোগ, অপর বালক ও নম্র প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। পীতবর্ণ, ডিম্ব ঘোটার মত মল নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে গব্‌ গব্‌ ধ্বনি ও ছিন্নকর বেদনা, উদ্‌গার উত্থান, উদ্‌গারে ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ অনুভব, বিবমিষা কিন্তু বমন হয় না, পিপাসার অভাব, মুখ দিয়া ফেনিল লালা পতন, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্স ভমিকা—মদ্যপানের পর রোগ লক্ষণের প্রকাশ, কোষ্ঠবদ্ধ ও বিরেচক ঔষধ সেবন অন্তে ব্যাধি এবং রুগ্ন ব্যক্তির পীড়াতে ইহা বিশেষ উপযোগী। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবনের পর রোগ হইলেও নক্সভমিকা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অসম্পূর্ণ মল ত্যাগ, ঈষৎ ধূসরবর্ণ মলে আম মিশ্রিত থাকে, বারম্বার বৃথা মল ত্যাগের ইচ্ছা; ৩য়, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—কাঁচা ফলমূল আহার হেতু রোগ, মলে অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, ফেণিল দুর্গন্ধময় মল, থলথলে মল, অল্প অল্প পিপাসা, কর্ণে তালা লাগা। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

এছারম ইউরোপিয়ম—ভীরু স্বভাবের লোকদের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। শ্লেষ্মামিশ্রিত মল, সর্ব্বদা শীত ও দুর্ব্বলতা বোধ, উষ্ণ গৃহে বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকিলেও শীত বোধ, হস্ত-পদ বরফবৎ শীতল, বিবমিষা, আহারে ঘৃণা, উদরে ডাক। ৩য় শক্তি।

পডোফাইলম—পৈত্তিক উদরাময়, হলুদ গোলার মত দুর্গন্ধযুক্ত মল মলদ্বার হইতে গড়াইয়া নিঃসরণ, উদরে ডাক ও বেদনা, হস্ত-পদ ভাঙ্গিয়া নেওয়া, উরুতে খাল ধরা। ৬ষ্ঠ, ১২ শ শক্তি।

ক্রোটন্ টিগ্লিনম্—পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, পিচকারীর ন্যায় তীব্র বেগে নির্গমন, উদরে জ্বালা, জল পানে ভেদের বৃদ্ধি, উদরে গোলযোগ, বমন। ৬ষ্ঠ, ১২ শ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেব্লিস্—পাচক, লৌহকার ও ডাক রাণার প্রভৃতি যাহারা অগ্নি ও রৌদ্র-তাপে কাজকরে তাহাদের পীড়া, দুর্গন্ধময় জলীয় ভেদ, অল্প পরিমাণে নিঃসরণ, উদর স্ফীত ও ভারযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—সর্ব্বদা বিবমিষা, বমন, অনবরত নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ঘাসের বর্ণযুক্ত সবুজ ও ফেনিল জলীয় মলত্যাগ, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও ক্লেদাবৃত, পাকাশয় ভুক্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকার ন্যায় বোধ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

রিসিনাস—বেদনা ব্যতিরেকে তরল মল নিঃসরণ, রোগী ভেদ হওয়ার পূর্ব্বে অকস্মাৎ মলবেগে আক্রান্ত হইয়া মলত্যাগ করিতে যায় এবং বিনা কষ্টে অধিক পরিমাণ তরল মল পরিত্যাগ করে। ৩য়, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণি টার্টারেটম্—জলীয় ভেদ, বমন, তৃষ্ণার অভাব, শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনি ক্রুডম্—জলীয় মলে গুটলীযুক্ত কঠিন মল বর্ত্তমান, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, ক্লেদাবৃত, পিত্তবমন ও উদ্গার। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্‌—পীত বা সবুজবর্ণ জলীয় ভেদে আম ও চর্ব্বি মিশ্রিত শুভ্রবর্ণ খণ্ড খণ্ড বস্তু ভাসমান, প্রাচীন উদরাময় তরুণ রোগে পরিণত, অধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় সেবনের পর ব্যাধি। ৬ষ্ঠ ১২শ শক্তি।

ফসফরিক এসিড—তরল মল নিঃসরণ, অধিক পরিমাণ ভেদ হইলেও রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না। দুই একবার ভেদের পর রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তথায় ক্যাম্ফর প্রয়োগ করিবে। জিহ্বা আঠাযুক্ত শ্লেষ্মায় আবৃত, উদরাধ্মান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—উদরে অত্যন্ত ডাক, জলধারা পতনের ন্যায় গব্‌ গব্‌ শব্দ, মল বেগ অত্যন্ত কিন্তু নিঃসরণ হয় অল্প পরিমাণে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—আমাশয়িক বেগযুক্ত পাতলা মল, তাহাতে রক্তের ছিট বর্ত্তমান, হরিদ্বর্ণ ও দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা মল নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—রাত্রিতে ও প্রাতে বর্দ্ধনশীল উদরাময়, অধিক পরিমাণ তরল মল নিঃস্রব, অধিক পরিমাণ ঔষধ সেবনের পর এক মাত্রা সলফর মধ্যবর্ত্তী ঔষধরূপে সেবন করান কর্ত্তব্য।

পথ্য—এই অবস্থায় অতিশয় লঘুপাক জলীয় দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত, ক্ষুধা বোধ না হইলে পথ্য একবারেই দিবে না। কখনও কখনও দুই একবার ঔদরাময়িক মল নিঃসরণ হইয়া প্রকৃত ওলাউঠা দেখা দেয়। এমত অবস্থায় পথ্য না দেওয়াই কর্ত্তব্য। পথ্য দিতে হইলে এরারুট বা বার্লি জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ সংযোগে পাতলা আকারে সেবন করিতে দিবে। পিপাসা হইলে সুস্নিগ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা করিবে। এই সময় সোডা ওয়াটার বা লেমোনেড্‌ দেওয়া যাইতে পারে।

বর্দ্ধিতাবস্থা
বা
ভেদ-বমনের সময়।

এই সময়ই প্রকৃত রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অবস্থা হইতেই চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনা ও মনোযোগের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঔষধগুলিতে বিলক্ষণ অধিকার থাকিলে চিকিৎসক সহজেই প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন।

একোনাইট—শীত ও কম্প হইয়া পীড়া প্রকাশ, জ্বরভাবের সহিত ভেদ-বমন, চিন্তা, মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, উঠিলে শিরোঘূর্ণন, অত্যন্ত পিপাসা, উদরে প্রচণ্ড বেদনা, জলবৎ ভেদ, ভেদের সহিত অজীর্ণ দ্রব্য ও কুমড়া পচার মত বস্তু নিঃসরণ, হস্তে ও পদে টাস ধরিয়া নেওয়া, কর্ণে তালা লাগা, ফুসফুস্ ও হৃৎপিণ্ডে আক্ষেপ হেতু বুক ধড়াস ধড়াস করা, টানিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা, হিমলাগা ও জলে সিক্ত হওয়ার পর ব্যাধি। ১ম ও ৩য় শক্তি।

ক্যাম্ফর—এতদ্দ্বারা ভেদের পরিমাণ লাঘব এবং প্রচণ্ডতার হ্রাস হয়। ভেদ হওয়া মাত্রই দুই তিন মাত্রা ক্যাম্ফর সেবন করান কর্ত্তব্য। জলীয় ভেদ, অতিশয় বিরক্তি, ভয়, মানসিক উদ্যমরাহিত্য, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, দুই একবার ভেদের পরই শরীর বরফের ন্যায় শীতল হইয়া যাওয়া, শীত ও কম্প, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, বিবমিষা ও বমন, পিপাসার অভাব বা অত্যন্ত পিপাসা, গল মধ্যে জ্বালা, সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ বা শৈত্যস্পর্শে পীড়ার উদ্ভব। রুবিনীর ক্যাম্ফর দুই তিন বিন্দু কিঞ্চিৎ সুগার অব্ মিল্ক বা কাশীর চিনির উপর নিক্ষেপ করিয়া রোগীর মুখের মধ্যে নির্জ্জলাবস্থায় প্রয়োগ করিবে। প্রতিবার ভেদের পর বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর তিন চারি বার সেবন করাইয়া লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

ভিরাট্রম্ এল্‌বম্—বর্ণ শূন্য জলীয় ভেদ, প্রচুর পরিমাণে বারম্বার নিঃসরণ, ভেদের সহিত কুমড়া পচার ন্যায় পদার্থ নির্গমন, ভেদের পূর্ব্বে উদরে অত্যন্ত ছিন্নকর বেদনা হইয়া থাকে। উদরাময় ক্রমশঃ ওলাউঠায় পরিণত, অপর্য্যাপ্ত বমন, বমনে ভুক্তদ্রব্য ও জলীয় পদার্থ নিঃসরণ, অদম্য পিপাসা

অধিক পরিমাণে জলপান, পানান্তে বমন, আক্ষেপ, হস্ত-পদে টাস ধরা, পক্ষাঘাতিক ওলাউঠায় প্রথমতঃ ভেদের সহিত অল্প অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে, অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া পরে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, শীত বোধ, গাত্রে বস্ত্র রাখিতে ইচ্ছা, হস্ত পদ ও মুখমণ্ডল শীতল, অঙ্গুলির চর্ম্ম কুঞ্চিত, মুখশ্রী নীলাভ, উদরে আক্ষেপিক বেদনা, স্বরভঙ্গ, কাণে তালা লাগা, নাড়ী সূক্ষ্ম ও রোগীর নিস্তেজ ভাব। প্রচণ্ড আক্ষেপে কুপ্রম ও সিকেলী শ্রেষ্ঠ, পক্ষাঘাতের উপক্রমে ভিরাট্রম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য়, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিক,—বারম্বার জলীয় ভেদ, রক্তভেদ, পীতবর্ণের জলীয় মল নিঃসরণ, অকস্মাৎ ভেদ হইয়া পীড়া প্রকাশ, রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুভয়ে ভীত, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, টানিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা, দুই তিন বার ভেদ হওয়ার পর বমন হওয়া, বমনে প্রথমতঃ পাকাশয়স্থ আহার্য্য বস্তু নির্গমন, পরে শ্লেষ্মা ও জল বমন, পরে কেবল কাঠ বমন হইয়া থাকে, কিছু নিঃসরণ হয় না, জল পানান্তে পুনরায় বমন, বমনকালে রোগী অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করে, উচ্চ ওয়াক ও পাকাশয়ে জ্বালা, ইহাতে রোগী অতিশয় অধীর হইয়া পড়ে, গাত্রজ্বালা, সর্ব্বদা শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করা, প্রবল পিপাসা, অথচ জল ভাল লাগেনা বলিয়া অল্প পরিমাণে পান করে। দুইতিন বারের পীত জল একবারে বমন হইয়া উদ্গীরণ, বা পান মাত্রই বমন, লোমকূপ দিয়া অল্প অল্প উষ্ণ ঘর্ম্ম নিঃসরণ, গাত্রজ্বালা, অনবরত পাখার বাতাস দিলেও জ্বালা বারণ হয় না। প্রথম হইতেই নাড়ী বসিয়া যায়, চিবুক ভাঙ্গিয়া খাল দিয়া পড়ে, চক্ষু কোটরগত, স্বরভঙ্গ, মূত্রবদ্ধ, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, বুকে চাপ বোধ, হস্ত পদে ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রে আক্ষেপ, অঙ্গুলির চর্ম্ম কুঞ্চিত, গাত্রচর্ম্ম মলিন ও সীসবৎ, ম্যালেরিয়া স্থনি বাসীদের পীড়া, এই অবস্থায় আর্সেনিক ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

রিসিনাস—উদরাময় ওলাউঠাতে পরিণত হইলে রিসিনাস তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইরূপ স্থলে ভিরাট্রমও বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে, কিন্তু শেষোক্ত ঔষধে অতিশয় উদর-বেদনা হইয়া থাকে, রিসিনাসে উদর বেদনা আদৌ থাকে না। বেদনা ব্যতীত তরল ভেদ হওয়া ইহার বিশেষ প্রকৃতি।

বর্ণশূন্য তরল ভেদ, বমন, আক্ষেপ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, রোগী হতবুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ করে, অতিরিক্ত ভেদ বমন হইয়া শরীর শীতল, নাড়ী লোপ, সম্পূর্ণ অবসাদন, যদিও উদর-বেদনা থাকেনা কিন্তু উদরে চাপ দিলে বেদনা অনুভব হইয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম—আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ভেদ-বমনের সঙ্গে প্রচণ্ড আক্ষেপ, সংকোচক পেশীর আক্ষেপ নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রসারক পেশীর আক্ষেপে সিকেলি প্রযোজ্য। হস্তের আক্ষেপ বশতঃ করতল মুষ্টিবদ্ধ, পদের আক্ষেপে চরণাঙ্গুলি পদতলের দিকে বক্র হইয়া যায়। পদডিম্ব, উরু ও বাহুর স্থূল পেশী সমস্ত আক্ষেপের তাড়নায় স্তূপীকৃত হইয়া উঠে। পেশীর অগ্রভাগ আক্ষেপ হেতু রজ্জুবৎ উচ্চ হইয়া উঠে। রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করে। গলপেশীর আক্ষেপ হেতু মস্তক সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া যায়। বক্ষপেশী, ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও ব্যাকুলতা জন্মে। ঔদরিক যন্ত্র ও পেশীর আক্ষেপ হেতু উদরে ভয়ানক বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, জলপান করিলে তাহা ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ হওয়া, কুপ্রম মেটালিকম ও এসিটিকম উভয়ই এই অধিকারে ব্যবহৃত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম্ আর্সেনিকম্—প্রচণ্ড ওলাউঠায় যখন আর্সেনিক ও কুপ্রম উভয় ঔষধের লক্ষণ একত্র উপস্থিত হয় অর্থাৎ ভেদ, বমন ও টাসধরিয়া নেওয়া এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে, তখন কুপ্রম্ আর্সেনিকম্ সেবন করাইলে অতি শীঘ্র উক্ত উভয় লক্ষণ প্রশমিত হয়। এই সময় শিশুদের কন্‌ভল্‌শন্ হইয়া থাকে, তাহাও এতদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকেলি কর্ণিউটম—প্রসারক পেশীর আক্ষেপ নিবারণে ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। লিলিয়াণ্থাল ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। "বমন বন্ধ হইয়াছে কিন্তু কটাবর্ণের বা বর্ণশূন্য তরল ভেদ হইতেছে, হস্ত পদ শীতল, শরীর ঘর্ম্মাবৃত, অতিশয় অবসাদন, শক্তিক্ষয়, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, অপর্য্যাপ্ত তৃষ্ণা, পাকাশয়ে জ্বালা, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, অঙ্গুলি সমস্ত আক্ষিপ্ত হইয়া পরস্পর অন্তরে অন্তরে অবস্থান। মুখ পেশীর আক্ষেপ হেতু বদন বিকটাকার, মুখ অবরুদ্ধ, জিহ্বা দংশিত, মুখ ও নাসিকাভ্যন্তর এতদূর শুষ্ক হয় যে, জল সংযোগেও শুষ্কতাদূর হয় না,। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

য্যাট্রফা—ভেদে অধিক পরিমাণ জলীয় পদার্থ বেগে নির্গমন, বারম্বার ভেদ, বমন, বমনে আণ্ডলালিক পদার্থ উদ্গীরণ, শরীর চট্‌চটে ঘর্ম্মে আবৃত, অধঃশাখার আক্ষেপ, পদডিম্বের আক্ষেপ নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকিউটা—বক্ষঃ প্রাচীর ও উদর পেশীর আক্ষেপ নিবারণে ইহা বিলক্ষণ সমর্থ। হস্ত পদের আক্ষেপেও ইহা কার্য্যকারী প্রচণ্ড হিক্কা, বুক চাপিয়া ধরা, উদরে অবর্ণনীয় বেদনা, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, তীর্য্যগ্‌ দৃষ্টি, সংজ্ঞাশূন্যতা, মস্তক পশ্চাৎদিকে খেঁচিয়া নেওয়া, আক্ষেপ জনিত হস্তের দ্রুতস্পন্দন, ইত্যাকার বহু প্রকারের আক্ষেপ এবং ক্রিমিজনিত আক্ষেপে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৩য় শক্তি।

ক্রোটন—পিচকারীর বেগে প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন, পাকস্থলীতে প্রচণ্ড জ্বালা, জ্বালা নিবারণার্থ শীতল জল পান করিলে ভেদ বৃদ্ধি, উদরোপরি চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ, উদরাময়ের পরবর্ত্তী ওলাউঠায় ইহা বিশেষ উপযোগী। উদরে বেদনা থাকিলে ক্রোটন বা ভিরাট্রম এবং বেদনা না থাকিলে রিসিনাস দিবে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইলাটিরিয়ম্—ফেনিল সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, প্রচুর পরিমাণে বারম্বার নিঃসরণ, ভেদের পূর্ব্বে উদরে প্রচণ্ড বেদনা, রোগী বারম্বার হাঁই তোলে, শীত বোধ করে ও গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইরিস ভার্সিকিউলার—গ্রীষ্মকালীয় ওলাউঠায় ইহা বিশেষ উপযোগী। হরিদ্রাভ জলীয় ভেদ, প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ, মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থান অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া যায়, বমন, বমনকালে উষ্ণতা বোধ ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ, অল্প অল্প মূত্রস্রাব, মূত্রত্যাগান্তে প্রস্রাব নালীতে জ্বালা বোধ, জিহ্বা শীতল, উদরে উচ্চ গবগব্ শব্দ, অত্যন্ত জ্বলনশীল অম্লউদ্গার, লালাপতন, উদরাধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনি টার্ট—বসন্তের এপিডেমিকের সময় কিম্বা বসন্ত রোগ ভোগের পর ওলাউঠা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। প্রচুর পরিমাণে পাতলা ভেদ, বারম্বার নিঃসরণ, উদরে অত্যন্ত বেদনা, প্রবল পিপাসা কিন্তু অল্প

পরিমাণ, জলপান, কষ্টকর বিবমিষার পর বমন, বমনান্তে অবসাদন ও নিদ্রাতুরতা, এইটী ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ, মূত্রবেগ ও আরক্তিম মূত্রত্যাগ, অতিশয় অবসাদন ও শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—মাংস, তৈলাক্ত ও ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার করার পর রোগ হইলে প্রথমেই দুই তিন মাত্রা ইপিকাকুয়ানা সেবন করাইবে। অবিরত বিবমিষা ও বমন ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। সবুজ বর্ণের তরল ও ফেনিল মলস্রাব, পিপাসার অভাব বা অল্প পিপাসা, বক্ষস্থলে আক্ষেপ, উদরে শূলবৎ বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম—তরল ভেদ, বমন, নাভি প্রদেশে বেদনা, সামান্য সঞ্চালনেই বমনের উদ্রেক, বিশ্রামে উপশম, পিপাসা, খাদ্যদ্রব্যে অরুচি, উদর মধ্যে জ্বালা বা শীত বোধ, ক্রমশঃ পরবর্ত্তী ভেদে মল নিঃস্রব অধিক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইয়ূফরবিয়া—হরিদ্রাভ জলীয় ভেদ, অধিক পরিমাণে তরল পদার্থ ও শ্লেষ্মা বমন, পদ ডিম্বে আক্ষেপ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, অতিশয় অবসাদন, অদম্য মৃত্যু কামনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পডোফাইলম—প্রচুর পরিমাণে জলীয় মল বেগে নিঃস্রব, পরক্ষণেই আবার উদর পূর্ণ হইয়া মল বেগ, জঙ্ঘাতে আক্ষেপ, অত্যন্ত পিপাসা, বা পিপাসার অভাব, বিবমিষা ও সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা বমন, উদরে ডাক ও বেদনা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

গ্রাটিওলা—অতিরিক্ত জলপান হেতু রোগ, পীতাভ সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, বেগে নির্গমন, উদরাভ্যন্তরে শীতলতা অনুভব, লালাপতন, বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ, বমন, বমনান্তে বিবমিষা, উদর হইতে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এঙ্গাসটুরা—ইহা কেবল আক্ষেপ নিবারণার্থই ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠ, উরু, পদ ও পদডিম্বের আক্ষেপ, চক্ষুর পাতার আক্ষেপ হেতু চক্ষু উন্মীলিত ও বিস্ফারিত, আক্ষেপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। ১ম, ২য় শক্তি।

অকজ্যালিক এসিড—পাকাশয়ে ও কণ্ঠ নালীতে জ্বালা, শ্বাসকষ্ট,

নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ, শরীরাগ্রভাগ, যথা—নাসিকা, কর্ণ ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ শীতল, শরীর কম্পন, বলক্ষয়, বমন, মোহ, অতিশয় বিবমিষা, স্বরভঙ্গ, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, উদরে বেদনা, ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ, পৃষ্ঠ ও কটি দেশে বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিনা—অন্ত্রে ক্রিমি থাকা সময় ওলাউঠা হইলে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ, ক্রিমি যুক্ত ওলাউঠায় সিনা সেবন না করাইলে কোন মতেই ভেদ বারণ হয় না। অনেক সময় উদরে ক্রিমির সত্ত্বা অনুভব করা যায় না, তখন ভেদ,—বমন নিবারিত হয় না, এসময় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিলেও মধ্যে মধ্যে সিনা দুই এক মাত্রা সেবন করান কর্ত্তব্য। উদরে মোচড়ান বেদনা, উদর পাকাইয়া মুখে জল উঠা, বিবমিষা, বমন, জলীয় ভেদ, গুহ্যদ্বার কণ্ডুয়ন, দন্ত ঘর্ষণ, নাসিকা কণ্ডুয়ণ, ৩য় শক্তি বা সেণ্টনিন ১ম ও ২য় শক্তির বিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

সলফর—এলোপ্যাথি চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিলে প্রথমেই একমাত্রা সলফর সেবন করাইয়া পরে লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এতদ্ভিন্ন মাত্রাধিক হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন জনিত মন্দফল বা ঔষধের প্রকৃত ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে মধ্যবর্ত্তী ঔষধরূপে সলফর দুই এক মাত্রা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন এই অবস্থায় সলফর দ্বারা অন্য কোন বিশেষ ফল প্রদর্শিত হয় না। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়স্ করসাইবস্—রক্ত মিশ্রিত ভেদ, বেগ দিয়া মল নিঃসরণ, উদরে অত্যন্ত বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, আরক্ত মূত্র, অল্প পরিমাণে বারম্বার মূত্র নির্গমন ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য—এই অবস্থায় কোন প্রকার পথ্যই সেবন করিতে দিবেনা, কেবল পিপাসা হেতু শীতল জল ও বরফের টুকরা গলাধঃকরণ করিতে দিবে। এই সময় আমরা এক প্রকার জল প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিই। পরিষ্কার জল একসের, গাভীর টাট্কা দুগ্ধ একছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে ও আবশ্যক মত এই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে শরীরে কথঞ্চিৎ বল বিধান হয় ও পরিণামে সহজে মূত্র নিঃসরণ হয়।

য়্যালগাইড্ ষ্টেজ।

পতনাবস্থা।

এই অবস্থার বিস্তারিত লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই স্থানে কেবল প্রধান প্রধান ঔষধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

আর্সেনিক—অত্যন্ত অবসাদন, মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকা, মণিবন্ধে নাড়ীর অভাব বা ক্ষীণতর নাড়ী, এমত অবস্থায়ও গাত্র জ্বালা এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে; হস্ত পদ ছুড়িয়া ফেলা, সময় সময় হস্ত পদ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতে আক্ষেপ, কখনও বা উপাধানের নীচে মস্তক গুঁজিয়া দিয়া নীরবে অবস্থান, অত্যন্ত শক্তিক্ষয়; গোঙ্গাইয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করা, উষ্ণ ঘর্ম্ম নিঃসরণ, চক্ষু কোটরগত, চিবুক বসিয়া যাওয়া, উদরে বেদনা ও কল কল শব্দ, অল্প অল্প মল নিঃসরণ বা মল অবরুদ্ধ, উদরাধ্মান বা উদর খাল দিয়া পড়িয়া যাওয়া, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, মূত্রাবরোধ, এই অবস্থায় নিম্নশক্তির আর্সেনিক বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। ১২শ ও ৩০শ শক্তি প্রয়োগ করিবে।

একোনাইট—পক্ষাঘাতিক ওলাউঠায় ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত হেতু সম্পূর্ণ অবসাদন, শ্বাস ক্রিয়া অত্যন্ত মৃদুতর, হৃৎপিণ্ডের গতি সূক্ষ্ম, কৈশিক ধমনীতে রক্ত সঞ্চলনের অভাব হেতু বর্ণ মালিন্য, শরীর শীতল, নাড়ী অননুভবনীয়, মৃত্যুভয়, ব্যাকুলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, ইত্যাদি দুরূহ লক্ষণ বর্ত্তমানে টিংচার একোনাইট্ ২ মিনিম, জল এক ঔন্স মিশ্রিত করিয়া ২ ড্রাম মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর বারম্বার সেবন করিতে দিবে; ইহাতে শীঘ্রই আভ্যন্তরিক যন্ত্রের পক্ষাঘাত দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থতার দিকে আইসে। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, কোব্রা এবং ক্লোরফরম ও উৎকৃষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভিরাট্রম্ এলবম্—ইহাও পক্ষাঘাতিক ওলাউঠার আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত ভেদ বমন হইয়া পতনাবস্থা, নাভীমূলে প্রচণ্ড বেদনা, এইটী ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, স্বরভঙ্গ ও ক্ষীণস্বর, হৃৎপিণ্ড পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হৃৎক্রিয়া মৃদু, নাড়ী ক্ষীণ বা লোপ, ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত বশতঃ অতিশয় শ্বাস-

কৃচ্ছ্র ও বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, অঙ্গুলীর চর্ম্ম কুঞ্চিত, বর্ণ সীসবৎ মলিনী, দেহের চর্ম্ম টানিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা সহসা পূর্ব্ব স্থান প্রাপ্ত হয় না, হস্ত পদ শক্তি শূন্য, ঘোর দৃষ্টি, কণীনিকা প্রসারিত, শ্বাস প্রশ্বাসে গল মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে উদরের বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠে। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ভিরাট্রিন—ইহার ক্রিয়া অবিকল ভিরাট্রমের সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা উগ্র, দ্রুত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী; অতএব উপযুক্ত লক্ষণ বর্ত্তমানে ভিরাট্রমের ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে প্রকাশ না পাইলে ইহা সেবন করিতে দিবে। ৬ষ্ঠ বা ৩০শ শক্তি।

ক্যাম্ফর—পতনাবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভেদ বমন ব্যতীত অকস্মাৎ পতনাবস্থা আনীত হইলে অন্য কোন ঔষধ বিবেচনা না করিয়া প্রথমেই ক্যাম্ফর সেবন করাইবে, অপর অল্প বা অধিক পরিমাণ ভেদ বমন হইয়া পতনদশা ঘটিলেও ইহাতে বিলক্ষণ ফললাভ হইতে দেখা যায়। সমস্ত শরীর বরফবৎ শীতল, অল্প অল্প আঠাল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, প্রশ্বাস বায়ু শীতল, নাড়ী লোপ, সংজ্ঞাশূন্যতা, রোগীকে দেখিলে হতবুদ্ধির ন্যায় বোধ হয়, স্বরভঙ্গ, বাক্য জড়িত, রোগী গাত্রজ্বালা প্রকাশ করে না, কিন্তু বস্ত্রাবৃত হইয়া থাকিতেও ইচ্ছা করে না, গায়ে কাপড় দিলে তাহা ফেলিয়া দেয়, অবসন্নাবস্থায় কখনও হস্ত পদে আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে, তাহাও ক্যাম্ফরে দুরীভূত হইতে পারে। স্পিরিট ক্যাম্ফর ২।৩ বিন্দু মাত্রায় সুগার অব্ মিল্কের সহিত ৫।১০ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। ডাক্তার জার এই অবস্থায় স্পিরিট্ ক্যাম্ফর চর্ম্মোপরি মর্দ্দন করিতে ব্যবস্থা দেন।

কার্ব্ব ভেজিটেবলিস্—এই ঔষধ পতনাবস্থায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না কিন্তু কোন কোন সময় ইহার ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্য ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, এমন কি আর্সেনিক, একোনাইট, ভিরাট্রম ইত্যাদির ক্রিয়া বিফল হইলেও এতদ্দ্বারা প্রতিক্রিয়া হইতে দেখা যায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমস্ত স্তব্ধভাব যুক্ত, ভেদ বমন নাই, বা অল্প অল্প জলীয় মল অজ্ঞাতসারে চুয়াইয়া পড়িতেছে, উদর কাঁপিয়া উঠিতেছে, উদরোপরি অঙ্গুলির আঘাত করিলে ঢেপ্ ঢেপ্ শব্দ উদ্ভূত হয়, শ্বাসযন্ত্রও হৃৎক্রিয়া অতিশয় মৃদুতর,

রোগী শবের ন্যায় পড়িয়া আছে, ডাকিলে শাড়া শব্দ দেয় না, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত, শ্বাসকষ্ট, বর্ণমালিন্য, রক্তে অক্সিজনের অভাব, সমস্ত শরীর বরফবৎ শীতল, রোগী এ অবস্থায়ও গাত্রজ্বালা প্রকাশ করে; পাখার বাতাস না দিলে রোগী স্থির থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় চায়না প্রথম শক্তি একমাত্রা সেবন করাইয়া কার্ব্বভেজ ৩০শ শক্তি ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে, মধ্যে মধ্যে চায়না দিতেও বিস্মৃত হইবে না।

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্—চরমাবস্থায় ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া সকল চিকিৎসকই একবাক্যে স্বীকার করেন। আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত নিবারণ করিতে ইহার শক্তি অসীম, এই হেতু নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমানে ইহা ব্যবহৃত হয়। শরীর বরফবৎ শীতল, গাত্র আঠাল ঘর্ম্মে আবৃত, নাড়ীলোপ বা ক্ষীণ, চক্ষুস্থির, নয়ন বিস্ফারিত, কণীনিকা প্রসারিত, হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত, শ্বাসকৃচ্ছ্র, টানিয়া শ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করা, হৃৎপ্রদেশে আকুঞ্চন বোধ, হিক্কা, এতাদৃশ ভয়ানক অবসাদন কালেও কখন কখন আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে, আক্ষেপ হেতু দেহ ধনুকের ন্যায়পৃষ্ঠের দিকে বক্র করিয়া নেয়, বারম্বার মস্তক পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া যায়, মূর্চ্ছা, অজ্ঞানতা, অন্ন নালীর পক্ষাঘাত হেতু পানীয় দ্রব্য ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ হওয়া, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া যায়। মুমূর্ষু অবস্থার ন্যায় মুখ দিয়া শ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করা, এই অবস্থায় ঔষধ সেবনে অসমর্থ হইলে তুলায় করিয়া আঘ্রাণ করাইলেও প্রতিক্রিয়া আনীত হয় এবং কিছুকাল পরে রোগী ঔষধ সেবনে সমর্থ হয়। অবসাদন কালে ও অজ্ঞাতসারে সবুজ বর্ণের মলস্রাব, মূত্র অবরুদ্ধ, উদরে বেদনা, গোঙ্গানি, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, এক একবার শ্বাসক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইল বলিয়া বোধ, ইত্যাকার ভয়ানক অবস্থায় এই ঔষধ কার্য্যকারী হইতে পারে। ডাক্তার সালজার বলেন ইহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী অতএব ৩য় শক্তির হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ বারম্বার সেবন করাইয়া উপযুক্ত ফল না দেখিলে ৩য় শক্তির সায়েনাইট্ অব্ পটাসিয়ম ৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

লরোসিরেসাস্—ইহার ক্রিয়া অবিকল হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের সদৃশ; অবসন্নাবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্র—হৃৎপিণ্ড এবং ফুস্ফুসের আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোব্রা বা ন্যাজা—অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাবৃত, মোহ, অজ্ঞানতা, চক্ষে আঁধার দেখা, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত, শ্বাস কৃচ্ছ্র, টানিয়া টানিয়া শ্বাস ক্রিয়া, বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়া, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, সাপড় টানিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত মৃদু, বক্ষঃস্থলে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতা, অত্যন্ত মৃত্যুভয়, ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। ৬ষ্ঠ শক্তি ১০ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

ল্যাকেসিস্—ইহা টাইফয়েড্ অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও পতনাবস্থায় কোন কোন সময় বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন, মোহ, মোহাবস্থায় ও মৃদুপ্রলাপ অথচ মস্তিষ্কে প্রদাহ চিহ্ন থাকে না, শ্বাস ক্রিয়া মৃদু, ক্রমশঃ অজ্ঞানতা গাঢ়তর হইতে থাকে। পতনাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া টাইফয়েড্ অবস্থায় পরিণত হইবার উপক্রম হইলে ইহা প্রতিষেধক হইয়া রোগের গতি অবরোধ করে। অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, উদরে অত্যন্ত বেদনা, আধ্মান ও উদরে গোলযোগ, রোগীর বিলক্ষণ সাহস বিদ্যমান থাকে। কোব্রার লক্ষণে মৃত্যুভয় দেখা যায়। অজ্ঞানাবস্থায় ও গাত্রে হাত দিলে, রোগী বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করে। কথা বলিতে বলিতে মূল বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নাইকোটিণ—হস্ত পদ বরফবৎ শীতল অথচ মধ্য অঙ্গ তত শীতল নহে। নিম্ন শাখায় অবশতা ও ঝিঁ ঝিঁ হাটা বোধ, মুখ মণ্ডল চট্‌চটে ঘর্ম্মে আবৃত, অবিরত বিবমিষা, বমন, হিক্কা, অজ্ঞানতা, জাগ্রত্ হইলেই পুনরায় বমন ও বিবমিষা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু মণ্ডলের অবসাদন হেতু কোমা, উদরাধ্মান, নাড়ী সূক্ষ্ম ও মৃদু, কখনও পাওয়া যায় কখনও পাওয়া যায় না, শ্বাস কষ্ট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণি টার্ট—রোগী কোমা বা অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, পিপাসার অভাব, হৃৎক্রিয়া ক্ষীণ, হৃৎপিণ্ড পক্ষাঘাতযুক্ত, শ্বাস ক্রিয়া মৃদু, ইহার অজ্ঞানতা ওপিয়মের সদৃশ গাঢ় নহে, রোগীকে ডাকিলে উত্তর দেয়, অজ্ঞানতা হইতে জাগরিত হইয়া বমনেচ্ছা প্রকাশ করে, ওয়াক পাড়ে, পরক্ষণে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, চক্ষু কোটর গত,

লাল ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে অথচ প্রলাপ থাকে না চীৎকার করিয়া থাকে মাত্র। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপিয়ম—স্নায়ু মণ্ডলের অবসন্নতা বা স্তব্ধতা; প্রথমে অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা, ঐ নিদ্রা ক্রমে গাঢ় হইয়া অজ্ঞানতায় পরিণত, ডাকিলে বা ধাক্কাইলে প্রথম প্রথম চৈতন্য সাধন হয় কিন্তু শেষে ঘোরতর মোহাচ্ছন্নতা সংঘটিত হয়, তখন নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে, ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, নাসাধ্বনি, কণীনিকা কুঞ্চিত, উদরাধ্মান ইত্যাদি ভয়ানক লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। এ অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বা ধাক্কাইলেও মোহ ভঙ্গ হয় না। রোগী মোহাক্রান্ত হওয়ার প্রথমভাগে সময় সময় আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, আক্ষেপের তাড়নায় রোগী চিৎকার করিয়া জাগরিত হয়, পরক্ষণে আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সর্ব্বাঙ্গে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়। সামান্য রূপ কোমা হইলে ইহার ৩য় শক্তি কয়েক মাত্রা সেবন করাইলেই চৈতন্য সাধন হয় কিন্তু ঘোরতর অজ্ঞানতায় ৩০শ বা ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিবে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে, এমোনি কার্ব্ব ও ক্লোরফরম ইত্যাদি ঔষধ সেবন করাইবে।

এমোনি কার্ব্বনাস—এলপ্যাথি চিকিৎসকগণ ইহা৫—১০গ্রেন মাত্রায় বারম্বার প্রয়োগ করেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে ইহার মাত্রা অতি অল্প। মূল ঔষধ এক গ্রেণ বা প্রথম শক্তি এই অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। পতনাবস্থায় অজ্ঞানতা, শরীর শীতল, প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, শরীরের বর্ণ সীসবৎ মলিন, ওষ্ঠ দুইটী বেগুনে বর্ণ, জিহ্বা শীতল ও মলিন, নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্ত।

ক্লোরফরম—ঘোরতর অজ্ঞানতা,মধ্যে মধ্যে প্রলাপ, মৃদু প্রলাপ, রোগী মোহাচ্ছন্ন থাকিলেও সময় সময় জাগরিত হইয়া বমনেচ্ছা প্রকাশ করে, শ্লেষ্মা ও জলীয় পদার্থ বমন, ঘোরতর অজ্ঞানতা, চক্ষু মুদ্রিত, অশ্রু পতন, চক্ষের পাতা টানিয়া দেখিলে চক্ষুর ধমনী সমস্ত রক্ত পূর্ণ দেখায়, ঘোর অজ্ঞানতা, এমন কি চক্ষের অভ্যন্তরে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলেও অনুভূতি দেখায় না; চক্ষের তারা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত, কণীনিকা প্রসারিত, স্থির দৃষ্টিতে কণীনিকা নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায়, উহা একবার সঙ্কুচিত, আর বার প্রসারিত হইতেছে। মুখশ্রী

মৃতবৎ, জিহ্বা শুষ্ক। মৃদু আকারের কোমা হইলে রোগীর জিহ্বা ফেনিল লালায় আবৃত থাকে, কর্ণে তালা লাগা, ঘোর দৃষ্টি বা ঝাপসা দৃষ্টি, দৃষ্টিহীনতা, স্বাদ ও গন্ধহীনতা, বাক্যের জড়তা ও অসামঞ্জস্য বাক্য উচ্চারণ, গলাধঃকরণে যন্ত্রণা বোধ, পিপাসা, হিক্কা, পাকাশয়ে যন্ত্রণাবোধ, প্লীহা স্থানে বেদনা, উদরে গোলযোগ, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, নখের চাড়া নীলবর্ণ, অত্যন্ত হাইম, শীত বোধ ও হস্তপদ শীতল, ইত্যাদি লক্ষণ সংঘটিত হয়। ক্লোরফরম কোমা অবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথম শক্তি ১-১০ বিন্দু ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

চায়না—ওলাউঠার দ্বিতীয় অবস্থায় অধিক পরিমাণ ভেদ-বমন হইয়া অধিকতর জলীয় পদার্থ শরীর হইতে নিঃসরণ হয়া পতনাবস্থা আনীত হইলে প্রথমেই দুই এক মাত্রা চায়না প্রথম শক্তি সেবন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য। অবসন্নাবস্থায় অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ যুক্ত ঔষধ সেবন করাইলেও মধ্যে মধ্যে চায়না প্রথম বা দ্বিতীয় শক্তি দুই এক মাত্রা সেবন করাইবে, নতুবা আশানুরূপ ফল লাভ হয় না।

মস্কেরিণ—পাল্‌মেনারি ধমনীর সংকোচন হেতু ফুস্‌ফুস্‌ রক্তশূন্য হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র, অজ্ঞানতা, মৃদু শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ী লোপ, শরীর শীতল, হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ইত্যাদি লক্ষণে মস্কেরিণ ব্যবহৃত হয়। ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমিল নাইট্রেট—ঘোরতর পতনাবস্থায় আক্ষেপিক শ্বাস প্রশ্বাস, বক্ষস্থলে অত্যন্ত চাপ বোধ, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, মুমূর্ষাবস্থা, পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা, হিক্কা। ৩য় বা ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য—পতনাবস্থায় কোন প্রকার পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেননা এই অবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমস্ত পক্ষাঘাতযুক্ত বা স্তব্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়, এই সময় পথ্য দিলে তাহা জীর্ণ হয় না, বরং তাহা পাকাশয়ে গিয়া উদরাধ্মান উপস্থিত করিয়া বহুপ্রকার গোলযোগ ঘটাইয়া থাকে। এই সময় শীতল জল, বরফজল, ডাবের জল ইত্যাদি স্নিগ্ধ পানীয় মাত্র ব্যবস্থা করিবে। প্রতিক্রিয়ার উপক্রম দেখিলে বার্লি বা এরারুট পথ্য দিবে।

রিয়্যাক্‌শন্ ষ্টেজ বা প্রতিক্রিয়াবস্থা।

প্রথম হইতে রোগী বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে শীঘ্রই রীতিমত প্রতিক্রিয়া আনীত হইয়া মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চারিত হয়। তখন রোগীর নাড়ী প্রকৃতিস্থ, শ্বাসকার্য্য স্বাভাবিক, রীতিমত শরীর উষ্ণ এবং শান্তভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়া আত্মীয় স্বজনের আনন্দ বর্দ্ধন করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থলেই উক্তরূপ শুভফল ঘটিতে দেখা যায় না ; এই সময় নানাপ্রকার আনুষঙ্গিক উপদ্রব ঘটিয়া রোগীকে মৃত্যুপথে আনয়ন করে। রীতিমত প্রতিক্রিয়া হইলে প্রায় কোন চিকিৎসারই দরকার হয় না, শরীরের নিরাময়িক শক্তি ক্রমে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহা না হইলে নিম্নলিখিত উপদ্রব সকল সংঘটিত হইয়া থাকে, অত এব চিকিৎসক মাত্রেরই এই অবস্থা গুলি বিশেষরূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

আনুষঙ্গিক উপদ্রব।

১ম। অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া।
২য়। অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া।
৩য়। মূত্ররোধ ও মূত্রাভাব।
৪র্থ। ইয়ুরেমিয়া বা মূত্ররোধ জনিত বিকার।
৫ম। হিক্কা।
৬ষ্ঠ। জ্বর।
৭ম। উদরাধ্মান।
৮ম। হৃৎপিণ্ডে ক্লট্ বা জমাট রক্ত সঞ্চয়।
৯ম। পাকস্থলীর বিকার।
১০ম। অন্ত্রবিকার।
১১শ। ক্রিমিজনিত উপদ্রব।
১২শ। অনিদ্রা।
১৩শ। এনিমিয়া বা শীর্ণতা।
১৪শ। টাইফয়েড্ অবস্থা।
১৫শ। কর্ণিয়াক্ষত।
১৬শ। কর্ণমূল প্রদাহ।
১৭শ। মুখক্ষত।
১৮শ। শয্যাক্ষত।
১৯শ। সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটকের উদ্ভব।
২০শ। গ্যাংগ্রিন বা বিগলন।
২১শ। ওলাউঠার পুনরাক্রমণ।

১ম। অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

পতনাবস্থায় উপযুক্তরূপ চিকিৎসা না হইলে বা ঘোরতর পতনাবস্থায় ঔষধের কার্য্য উপযুক্তরূপ প্রকাশ না পাইলে নিশ্চল যন্ত্রগুলি সমভাবে প্রকৃতিস্থ হয়না এবং কৈশিকনাড়ী দিয়া সুচারুরূপে রক্ত সঞ্চলন করে না। এই হেতু অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়ায় আমরা সচরাচর নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল দেখিতে পাইয়া থাকি।

হস্ত-পদ, নাসিকা ও কর্ণলতিকা শীতল, কিন্তু মধ্যাঙ্গখানি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, সমস্ত শরীর সমভাবে উষ্ণ হয় না, উদরভাগ অধিক উষ্ণ হয়, মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অতি সূক্ষ্মতর হইয়া থাকে, কোন কোন সময় আদৌ অনুভূত হয় না। রোগী প্রায়ই অচেতন অবস্থায় থাকে। জাগ্রত করিলে দুই চারিটী কথা বলিয়া পুনরায় অচেতন হয়, মূত্র নিঃসরণ প্রায়ই হয় না। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২।১ বার অল্প পরিমাণে মূত্রক্ষরণ হইতে দেখা যায়, ক্ষুধা রীতিমত হয় না, রোগীকে পথ্য দিলে অল্পপরিমাণ কিছু আহার করে, না দিলেও কোন আপত্তি করে না। এই অবস্থায় দুই একদিন থাকিয়া শেষে প্রতিক্রিয়া লুপ্ত হয় এবং রোগী অচিরেই মৃত্যুকবলিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

বেলাডনা—নাসা-কর্ণ, হস্ত-পদ ও দূরস্থ অঙ্গ শীতল কিন্তু মধ্য অঙ্গ উষ্ণ, মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, শঙ্খ দেশের শিরা সমস্ত কুঞ্চিত ও স্ফীত, চক্ষের ধমনী রক্তপূর্ণ, প্রলাপ ও ভ্রমপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ, উদর স্ফীত, অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, নাড়ী সূক্ষ্ম ও পর্য্যায়ক্রমিক। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ট্যাবাকম্—কনুই হইতে করতল এবং জানু হইতে পদ-তল পর্য্যন্ত স্থান অত্যন্ত শীতল, মধ্যে মধ্যে জঙ্ঘাতে টাসধরা, শরীরে বিশেষতঃ কপালে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, হিক্কা, ভেদ বন্ধ হইয়াছে কিন্তু বিবমিষা ও বমন দূর হয় নাই, সামান্য সঞ্চালনেই বমনোদ্রেক, উদরের পার্শ্বে সঞ্চালনে বেদনা বোধ, নাড়ী কখনও অনুভব করা যায় কখনও যায় না। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রসটক্স—জ্ঞানের জড়তা, নিদ্রাতুরের ন্যায় অবস্থান, দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ বা অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, রোগী গাত্র আবৃত করিয়া রাখিতে ভালবাসে, নাড়ী সূক্ষ্ম ও কষ্টে অনুভবনীয়, চক্ষু কোটরগত, শক্তিশূন্যতা। ৩০শ শক্তি।

ভিরাট্রম এলবম্—হস্ত-পদ, নাসিকা ও কর্ণলতিকা বরফবৎ শীতল, নিতম্ব ও পাছায় আক্ষেপ, রোগী গাত্রে কাপড় ঢাকা দিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। বস্ত্রাচ্ছাদিত অঙ্গ অপেক্ষাকৃত কিছু উষ্ণ বোধ হয়, অল্প অল্প জলীয় ভেদ, রোগী মলত্যাগের কথা কখনও জানায়, কখনও অজ্ঞাতসারে মল ত্যাগ করে, পিপাসা কখনও থাকে কখনও থাকে না। ৬ষ্ঠ, ৩০ শ শক্তি।

আর্সেনিক—হস্ত-পদ শীতল, গাত্র উষ্ণ, শরীরে জ্বালা, মূত্রাবরোধ, রোগী মৃতের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে হস্ত-পদ ছুড়িয়া অস্থিরতা জ্ঞাপন করে, মূত্রপথে জ্বালা। ৬ষ্ঠ, শক্তি।

ল্যাকেসিস—অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া, হস্ত-পদ শীতল, নাড়ী সূক্ষ্ম, সামান্য সঞ্চালনেই বমন, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন মল অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, রোগী অজ্ঞানাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হস্ত দুইখানি বক্ষঃস্থলে স্থাপন করতঃ পড়িয়া থাকে, কিন্তু উদরে বা অঙ্গে হস্তার্পণ করিলে ক্রুদ্ধ হয় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে, উদরে শূলবেদনা এবং কামড়ানি, জিহ্বার সম্মুখার্দ্ধ লোহিতবর্ণ ও উজ্জ্বল, কখন কখন জিহ্বাগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব হইয়া থাকে। রোগীকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলে সহজে বাহির করিতে সক্ষম হয় না, অজ্ঞানাবস্থায় মৃদু প্রলাপ, ক্রমশঃই অজ্ঞানতা গাঢ় হইতে থাকে, হস্ত-পদে কম্পন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—কৃচ্ছ্রকর ও দুরারোগ্য রোগে অনেক সময় সলফর সেবনে রীতিমত প্রতিক্রিয়া হইতে দেখা যায়, লক্ষণানুযায়ী অন্য ঔষধ সেবন করাইলেও মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা সলফর সেবন করাইবে, তাহাতে মূল ঔষধের ক্রিয়া উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। ৬ষ্ঠ বা ৩০শ শক্তি।

পতনাবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহার অনেক ঔষধ এই সময় দেওয়া যাইতে পারে। রোগলক্ষণ দৃষ্টে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য—অল্প পরিমাণ জলে সিদ্ধ বার্লি বা এরারুট্ দুই এক ঝিনুক মধ্যে

মধ্যে সেবন করিতে দিবে। একবারে অধিক পথ্য সেবন করাইবে না, তাহাতে ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

২য়। অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া।

পতনাবস্থা হইতে যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন অল্প মাত্রায় দীর্ঘ সময় অন্তর ঔষধ সেবন করাইবে, তাহা না করিয়া পূর্ব্ববৎ পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন করাইলে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, স্থলভেদে কোন কোন রোগীতে আপনা হইতে এত অধিক প্রতিক্রিয়া হইতে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধ সীমায় উত্থিত হয়। যে কারণেই হউক, অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, কপালের পার্শ্বস্থ শিরা সমস্ত স্ফীত, মুখমণ্ডল আরক্তিম ও উজ্জ্বল, চক্ষু লাল, প্রলাপ, মোহ, অস্থিরতা, জ্বরবোধ, পিপাসা, বমন, হিক্কা উদরাধ্মান, কর্ণমূলগ্রন্থির প্রদাহ, কখন কখন ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ ও বৃক্ককে প্রদাহ চিহ্ন উপস্থিত হয়, নাড়ী সর্ব্বদাই পূর্ণ ও বেগবতী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট—জ্বর বোধ, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, পিপাসা, নাড়ী দ্রুত, মস্তিষ্কে উত্তেজনার চিহ্ন, মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, মুখ মণ্ডল উজ্জ্বল। ৩য় শক্তি।

বেলাডনা—মস্তিকে রক্তাধিক্যের চিহ্ন, মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, ধমনী সমস্ত রক্তপূর্ণ, মুখমণ্ডল আরক্ত ও উজ্জ্বল, আলো ও শব্দ অসহ্য, উদর কঠিন, শরীর উষ্ণ ও জ্বরযুক্ত, রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বেগশীল হয়। মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে রক্তাধিক্য হইলে চক্ষু দুইটী ঘোর লালবর্ণ হয়, কণীনীকা প্রসারিত, রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া থাকে। তখন উচ্চ প্রলাপ, হস্তপদ বিক্ষেপন, কখন বা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়। সময় সময় উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করতঃ পুনর্ব্বার নীরবে পড়িয়া থাকে। ১ম, ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকার, রোগী বলপূর্ব্বক উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে, উচ্চ প্রলাপ, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ, অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া, রোগী অত্যন্ত অবাধ্যতা এবং উন্মাদের ভাব প্রকাশ করে, জোর করিয়া উঠিতে চেষ্টা, তাহাতে বাধা দিলে আক্রমণকারীকে দংশন করে ও গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, রোগী বারম্বার শিশ্ন দলন করিয়া থাকে। নাড়ী দ্রুত, কণীনিকা প্রসারিত। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

হাইওসায়েমস—মস্তিষ্ক বিকার, রোগী মৃদু প্রলাপ বলে বা মাত্র ওষ্ঠ সঞ্চালন করে, শয্যান্বেষণ, শূন্যে কাল্পনিক বস্তু ধৃত করা, হস্ত কম্পন। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি। কখন কখন মাদার টিংচারে বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে।

ওপিয়ম—মোহ বা নিদ্রাতুরতা, মোহভাব ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে থাকে, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, ডাকিলে প্রথম প্রথম চৈতন্য হয় ও জাগিয়া কথা বলে, কিন্তু ক্রমশঃ অজ্ঞানতা গাঢ় হইলে আর সাড়া শব্দ দেয় না। ধাক্কাইলে হুঁ হাঁ শব্দ করে। কণীনিকা সর্ব্বদাই কুঞ্চিত থাকে, ক্রমশঃ নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে ও মুখ ব্যাদান করিয়া সশব্দে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

সিকিউটা—মস্তিষ্কের কার্য্য রোধ, অজ্ঞানতা, ইন্দ্রিয় সমস্ত ক্রিয়াহীন, চক্ষু উর্দ্ধদিকে উল্টান, তীর্য্যগ্ দৃষ্টি, টাঙ্কারিক আক্ষেপ, উদরাধ্মান, দুর্গন্ধময় মলিন মলত্যাগ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা—অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা, বহু কথা বলা, নানা প্রকার সঙ্গত বা অসঙ্গত বাক্য উচ্চারণ, হাস্য ও ক্রন্দন করা, ক্রুদ্ধ হওয়া, হস্ত-পদ কম্পন, প্রবল পিপাসা, জল পানের পর বিবমিষা ও বমন, কল্পনাবলে কাহারও আহ্বান উক্তি শুনিয়া উত্তর দওয়া, হর্ষ অন্তঃকরণে নানা ভাষায় বক্তৃতা করা, অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও নৈরাশ্য, মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া ভীত হওয়া, অন্তিমকালে উত্তরাধিকারীদিগকে বিষয়ের কথা বলিতে বলিতে ভুলিয়া যাওয়া, বর্ণিত বিষয় বিস্মৃত হইয়া অন্য প্রকারের কথা বলা, শিরঃকম্পন, কণীনিকা প্রসারিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখাভ্যন্তর ও ওষ্ঠ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণার অভাব, কখন কখন রোগী জলপান করিতেও ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়া থাকে। শেষাবস্থায় ঘোরতর অজ্ঞানতা, মৃদু প্রলাপ, গাত্র কণ্ডূয়ন, শিশ্ন দলন, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দৃষ্টি স্থির করিয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—শরীরে জ্বর বোধ, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিদারণ যুক্ত, পিপাসা, মস্তকে বেদনা, গাত্র দাহ, উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, হিক্কা, সামান্য সঞ্চালনেই হিক্কার বৃদ্ধি, প্রলাপ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও৩০শ শক্তি।

ভিরাট্রম ভিরিডি—অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হইয়া মস্তিষ্কলক্ষণ প্রকাশ, তন্দ্রা, অজ্ঞানতা, প্রলাপ, অস্থিরতা, হস্ত-পদের মৃদু আক্ষেপ, হিক্কা, জ্ঞানের জড়তা, চক্ষু আরক্তিম, জিহ্বা শুষ্ক, ভ্রমপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা একক বা ব্যাপটিসিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—শরীরে জ্বরভাব, রোগী ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। ক্রমশঃ জ্ঞানের জড়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, প্রলাপ ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়, কর্ণমূল প্রদাহ, চক্ষে জ্বালা, পিচুটী নিঃসরণ, কর্ণিয়াতে ক্ষত হওয়ার উপক্রম, শয্যাকণ্টক, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা, চর্ম্ম রুক্ষ ও শুষ্ক, রক্তমিশ্রিত বা কৃষ্ণ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল নিঃসরণ, জিহ্বা পীতাভ ও পার্শ্বদ্বয় লালবর্ণ। ১ম ও ৩য় শক্তি।

রসটক্স—জ্ঞানের জড়তা, তন্দ্রা, মোহ ও অজ্ঞানতা, শরীর উষ্ণ, অতিশয় অস্থিরতা, চক্ষু আরক্তিম, জিহ্বা শুষ্ক ও মরিচাবৃত লৌহ ফলকবৎ আরক্তিম, মৃদু প্রলাপ, এই অবস্থায় অল্প জ্বর থাকিলে ফসফরিক এসিড এবং অধিক জ্বর থাকিলে রসটক্স কার্য্যকারী হইয়া থাকে। চর্ম্মোপরি লালবর্ণের উদ্ভেদ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—অত্যন্ত জ্বর, গাত্র জ্বালা, অস্থিরতা, চক্ষু জ্বলিয়া যাওয়া, উদরাধ্মান, উদরে ডাক, রোগীর দেহ হইতে নিঃসৃত পদার্থ অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, শরীরের স্থান বিশেষ হইতে রক্তস্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কোব্রা—শরীর অত্যন্ত উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, রোগী অজ্ঞানাবস্থায় হস্ত দুইখানি গলদেশে সংযুক্ত করিয়া অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সময় সময়

চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, অত্যন্ত নিস্তেজস্কতা, সময় সময় উপাধানে মস্তক সঞ্চালন করিয়া থাকে। সমস্ত শরীর কঠিন ও অনমনীয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য—জলে সিদ্ধ করা বার্লি বা এরারুট অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

৩য়। মূত্ররোধ ও মূত্রাভাব।

মূত্রস্থলীতে মূত্র সঞ্চিত হইয়া মূত্র নিঃসরণ না হইলে মূত্ররোধ সংঘটিত হয়, মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতা ও পক্ষাঘাত হেতু সচরাচর এই লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা হইলে নীচ পেটের অধোভাগে অঙ্গুলি দ্বারা আন্দোলন করিলে স্পষ্ট ফ্লাকচুয়েশন বা জলীয় বস্তুর সঞ্চালন অনুভব করা যায়। ব্লাডরে মূত্র সঞ্চিত থাকিলে সাধারণ দৃষ্টিতে ঐ স্থান স্ফীত দেখায়। একটী রবরের থলে বা মাছের ফেপড়ার মধ্যে জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে দুইটী অঙ্গুলি স্থাপন করতঃ এক অঙ্গুলি দ্বারা চাপন ও অন্য অঙ্গুলিটী অতি মৃদুভাবে স্থাপন করিলে, স্থিত অঙ্গুলিতে জলের আন্দোলন স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। ব্লাডরে মূত্র থাকিলেও ঠিক ঐরূপ অনুভূত হয়। সঞ্চিত মূত্র নিঃসরণ না হইলে তাহাকেই মূত্ররোধ বলে; এইরূপ হইলে উপযুক্ত নম্বরের ক্যাথিটার প্রবেশ করাইয়া মূত্র নির্গমন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। পল্লিগ্রামে কোন কোন চিকিৎসকের নিকট ক্যাথিটার না থাকিতে পারে, কাহারও বা এই কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতাও না থাকিতে পারে, এজন্য অনেক সময় ক্যাথিটার প্রয়োগ ঘটিয়া উঠে না। এই সকল স্থলে ঔষধ সেবন করাইয়া অবরুদ্ধ মূত্র নিঃসরণ করা যাইতে পারে। হোমিওপ্যাথি মতে এই অধিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ সমস্ত আছে।

চিকিৎসা।

ওপিয়ম—মূত্রস্থলী মূত্রে পরিপূর্ণ কিন্তু যান্ত্রিক ক্ষীণতা বা পক্ষাঘাত বশতঃ মূত্রক্ষরণ হয় না। মূত্র সঞ্চিত থাকা সত্বেও মূত্রবেগ আদৌ হয় না। ৩য় শক্তি।

হাইওসায়েমস—মূত্রস্থলীতে মূত্র থাকা সত্ত্বেও ব্লাডরের গ্রীবার আক্ষেপ বশতঃ মূত্র বেগ বা মূত্র নিঃসরণ হয় না। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—মূত্র বেগ থাকে বটে কিন্তু মূত্র নিঃসরণ হয় না। কখনও বা বিন্দু বিন্দু মূত্রক্ষরণ হইয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস্—বারম্বার মূত্রবেগ, বিন্দু বিন্দু প্রস্রাবত্যাগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপথে জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস করসাইবস—মূত্রবেগ, বারম্বার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বিন্দু বিন্দু মূত্র কষ্টে নির্গমন, রক্ত মিশ্রিত মূত্রক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মূত্রাভাব—কিড্‌নিতে আদৌ মূত্র উৎপন্ন না হইলে তাহাকে মূত্রাভাব বলে। এইরূপ হইলে মূত্র ত্যাগেচ্ছা থাকে না, বেগ দিলেও মূত্র নিঃসরণ হয় না, মূত্রস্থলীতে শলাকা (ক্যাথিটার) প্রবিষ্ট করাইলে এক বিন্দু প্রস্রাব ও নির্গত হয় না। মূত্রক্ষরণ না হইলে রোগীর বিশেষ কোন যন্ত্রণা হয় না বটে কিন্তু ক্রমশঃ ইয়ুরেমিয়া নামক ঘোরতর বিকার অবস্থা আনীত হয়। রোগীর প্রথম হইতে রীতিমত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইলে আর্সেনিক, ভিরাট্রম প্রভৃতি ঔষধের স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে প্রতিক্রিয়ার পর আপনা হইতেই প্রস্রাব হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে পতনাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে বা অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইলে মৃতপ্রায় কিড্‌নি আর সজীব হইতে পারে না সুতরাং তাহার ক্রিয়া অবরোধ হেতু মূত্র উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব প্রতিক্রিয়া হইলেও তাহার মঙ্গল নাই। সচরাচর ৪৮—৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হইলে রোগীর জীবনের প্রতি সন্দেহ আইসে। ৭২ ঘণ্টার পরও মূত্রক্ষরণ না হইলে অধিকাংশ স্থলে ইয়ুরেমিয়া ঘটিয়া থাকে। এই হেতু প্রতিক্রিয়া হইলেই প্রস্রাব হইবার জন্য চেষ্টা করিবে, আপনা হইতে প্রস্রাব না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্তের যে কোনটী প্রয়োগ করিবে।

ক্যান্থারিস্—মূত্র উৎপাদনার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ও প্রথম ঔষধ। ইহা সেবনে মূত্র উৎপন্ন হইয়া সহজে নির্গত হয়। বিন্দু বিন্দু মূত্রক্ষরণ, মূত্র আদৌ উৎপন্ন না হওয়া, মূত্রবেগ না থাকা, বৃথা মূত্রবেগ, ইত্যাকার বহু-প্রকার লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। গুহ্যদ্বারে জ্বালা, উদরে অত্যন্ত বেদনা,

জলপান করিতে গলনলী সঙ্কুচিত, বাহ্যিক শীতলতা কিন্তু অন্তর্দ্দাহ, আমাশয়িক বেগযুক্ত দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি। অবস্থা বিশেষে ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

কেলি বাইক্রোমিকম্—অনেক সময় ক্যান্থারিসে ফল না পাইলে এতদ্দ্বারা মূত্র নিঃসরণ হইতে দেখা যায়। একবার একটী ওলাউঠা গ্রস্ত রোগীর তিনচারি দিন প্রস্রাব অবরুদ্ধ ছিল, তাহার প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে কতকগুলি য়্যালবিউমেনবৎ তরল পদার্থ মলদ্বার দিয়া নির্গত হইত, এজন্য স্পষ্টরূপে ইয়ুরেমিয়া হইতে পারে নাই, কিন্তু শিরোঘূর্ণন, শরীর শীতল, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, মুখ দিয়া জল উঠা, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল, ইহাকে কেলি বাইক্রোমিকম ৬ষ্ঠ শক্তি একমাত্রা সেবন করাইলেই প্রস্রাব হইয়াছিল। সচরাচর ইহার ৩য় বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

টেরিবিন্থিনা—ইহা মূত্র গ্রন্থিকে উত্তেজিত করিতে বিলক্ষণ সমর্থ, অতএব শক্তিশূন্য কিড্‌নিকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে ইহা অবশ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা উদরাধ্মান ও নিবারিত হইয়া থাকে। আধ্মানিক মূত্রনাশে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—বারম্বার মূত্রবেগ কিন্তু মূত্র ক্ষরণ হয় না। ক্ষণে ক্ষণে উদরে বেদনা, উদর কামড়ানী পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা, কখন কখন মল নিঃসরণ কালে দুই এক ফোটা প্রস্রাবও নির্গত হইয়া থাকে। মূত্রস্থলীতে মোচড়ান বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়স্ করসাইবস্—মূত্রদ্বারে জ্বালা, বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ, রক্ত মিশ্রিত মূত্র দুই এক ফোটা নিঃসরণ, অত্যন্ত মূত্র কৃচ্ছ্র, ওলাউঠার পরিণামে রক্ত আমাশয় ঘটিয়া তৎসঙ্গে মূত্র নাশ। ৬ষ্ঠ, শক্তি।

স্পিরিট্ ইথারনাইট্রিক—এলপ্যাথিক চিকিৎসকেরা মূত্র উৎপাদনার্থ ইহা সর্ব্বদা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা ঐ রূপ মাত্রা অনুমোদন করেন না, তাঁহারা ইহার পাঁচ বিন্দু মাত্রায় বারম্বার সেবনের ব্যবস্থা দেন। অনেক সময় এতদ্দ্বারা মূত্র উৎপাদন হইতে দেখা যায়।

মূত্র উৎপাদনার্থ শীতল জল অতি উৎকৃষ্ট উপাদান, ওলাউঠাক্রান্ত রোগীকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শীতল জল পান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন ডাবের জল ও অতি উৎকৃষ্ট পানীয়; রোগীর কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া হইতে দেখিলেই অল্প অল্প ডাবের জল বারম্বার সেবন করিতে দিবে। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ২৩শে নবেম্বর করটীয়াতে আবদুল হাকিম নামক ২৪ বৎসব বয়স্ক একটী যুবকের অতি কঠিন আকারের ওলাউঠা হইয়াছিল; আদ্যোপান্ত আমি .তাহার চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, বহু চেষ্টায় দুই দিন পরে তাহার প্রতি ক্রিয়া হইল বটে, কিন্তু প্রস্রাব কিছুতেই হয় না; ক্যান্থরিস্, কেলিবাইক্রোমিকম্ ইত্যাদি ঔষধ অনেক সেবন করান হইল, কিন্তু কিছুতেই মূত্র উৎপাদন হয় না, ৪র্থ দিনে রোগীর ইয়ুরেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিল, ঐ দিন তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের জল সেবন ব্যবস্থা করা গেল, তৎসঙ্গে অন্যান্য মূত্রকারক ঔষধও সেবন করান যাইতেছিল, ইহাতে ৪র্থ দিন রাত্রিতে তাহার অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হইয়াছিল, কিন্তু পরদিন প্রচুর পরিমাণে মূত্র ক্ষরণ হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

মূত্রকরণার্থ আমাদের দেশের কবিরাজদিগকে আর দুইটী দ্রব্য ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আমার বাল্যকালে একটী আত্মীয়ের ওলাউঠা হইয়াছিল, তাহার মূত্রকরণার্থ কবিরাজেরা তালের ডাঁটা অগ্নির সেকে উষ্ণ করিয়া তাহা মোচড়াইয়া রস নির্গত করত ঐ রস পান করিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে রোগীটীর প্রস্রাব হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন খেজুরের রস পান করাইয়া অনেকে প্রস্রাব উৎপাদন করিয়াছেন ইহাও শুনিয়াছি। আমার বিবেচনায় খেজুরের রস উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। কঠিনতর স্থলে অন্যান্য ঔষধ সেবন করাইলেও এই সমস্ত মুষ্টি যোগ সেবন করান উচিত। প্রস্রাব না হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে, এমত স্থলে যে কোন উপায়ে মূত্রক্ষরণ হইতে পারে তাহা অবলম্বন করা বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

৪র্থ। ইয়ুরেমিয়া বা মূত্রনাশ হেতু বিকার।

দীর্ঘকাল মূত্র আবদ্ধ থাকিলে ক্রমে মূত্রনাশজনিত বিকার আনীত হয়। ৭২ ঘণ্টার মধ্যেও যদি প্রস্রাব না হয় এবং মল নিঃসরণ ক্রিয়া অবরুদ্ধ থাকে, তবে এইরূপ বিকার নিশ্চয় ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রকৃত বিকার হইবার পূর্ব্বেই রোগীর কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা ভাবী অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। যে রোগী মন খুলিয়া আলাপ করিয়াছে, সমস্ত অবস্থা নিজেই জ্ঞাপন করিয়াছে, সে এক্ষণে আর আলাপ করেনা, পরিচিত লোক নিকটে আসিলেও জিজ্ঞাসা করে না; তাহার চক্ষে যেন কত শত ঘুম ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল ঘুমাইতেই ইচ্ছা করে, এইটী প্রকৃত নিদ্রা নহে, ইহাই পরিণামে মহানিদ্রায় পরিণত হয়। প্রথম প্রথম রোগীকে ডাকিলে বা ধাক্কাইয়া জাগাইলে টানিয়া চক্ষু মেলে এবং ক্ষণকাল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে বলিয়াই আবার নিদ্রিত হয়। শেষে নাসিকা ধ্বনি করতঃ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়। এই সময় চক্ষের পাতা ধরিয়া টানিয়া দেখিলে চক্ষুস্থ ধমনী সকল রক্তপূর্ণ দেখায়। ক্রমে হস্ত-পদ, নাসিকা, কর্ণলতিকা শীতল, মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নিঃসরণ, ওষ্ঠ ও মুখশ্রী ঘোর কালিমায় আবৃত; এই সময় কাহারও কাহারও আক্ষেপ হইতে দেখা যায়। কোন কোন রোগীর গাত্র চুলকানি হয়, রোগী অজ্ঞানাবস্থায় গাত্র চুলকাইয়া থাকে। কেহ কেহ উচ্চ প্রলাপ বলে, শয্যা হইতে বলপূর্ব্বক উঠিতে ইচ্ছা করে, গালিদেয়, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, শয্যান্বেষণ, শূন্যমার্গে কাল্পনিক বস্তু ধারণ, ইত্যাকার বহুবিধ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ক্রমে রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, নাড়ী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়, পরিশেষে সমস্ত শরীর শীতল, মৃদু প্রলাপ বা কেবল ওষ্ঠ সঞ্চালন, ঘেঙ্গানি ও ঘোর অচৈতন্য, বলপূর্ব্বক ধাক্কাইয়াও চৈতন্য করা যায় না, কেবল অর্দ্ধমুদিত নয়নে চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞা শূন্য হয়, হস্ত পদ যে ভাবে রাখা যায় ঠিক সেই ভাবেই থাকে, ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, মুখে ফেণা উঠে। এই সময়কার দৃশ্য অতি ভয়ানক, আরোগ্য প্রাপ্ত রোগী পুনর্ব্বার যমালয়ে চলিল, এই কথা ভাবিয়া রোগীর আত্মীয় ও চিকিৎসক সকলেই

শোকে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ইয়ুরেমিয়া হইলে শরীরস্থ ইয়ুরিয়া কার্ব্বনেট অব্ এমোনিয়ায় পরিণত হয়, উহাই শরীর ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। এমোনিয়ার পরীক্ষা নিম্নলিখিত উপায়ে করা যাইতে পারে।

একটী কাঁচদণ্ড উগ্র হাইড্রোক্লোরিক এসিডে নিমজ্জিত করিয়া রোগীর নাসিকার নিকট ধারণ করিলে, নিশ্বাস বায়ুর সহিত নির্গত এমোনিয়া এসিড সংযোগে শুভ্রবর্ণ ধূম্রের আকারে উড়িয়া যায়। রোগীর প্রশ্বাস বায়ু আঘ্রাণ করিলেও এমোনিয়ার গন্ধ অনুভব করা যায়। এইটী চরম লক্ষণ, ইহা ঘটিলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না।

চিকিৎসা।

ক্যান্থারিস—ইহা সেবনে কিড্নীর ক্রিয়া সজীব হইয়া মূত্র উৎপন্ন হয়। এজন্য মূত্রাবরোধ জনিত তন্দ্রা, মোহ, শরীর শীতল, ঘর্ম্ম নিঃসরণ, অজ্ঞানতা, প্রলাপ, আক্ষেপ, উদর সঞ্চাপনে বেদনা বোধ, উদরে জ্বালা, উদরে হুড় হুড় শব্দ, উদরে কামড় প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার দুর্লক্ষণ এতদ্দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। মূত্রাধিকারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়; অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেও মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা ক্যান্থারিস্ সেবন করাইবে। মূত্রনাশ জনিত বিকার লক্ষণ প্রকাশ পাইবার উপক্রমে ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি ১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। শেষাবস্থায় ৩০শ শক্তি দিবে।

টার্পেণ্টাইন্—মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়াহীনতা জন্য অনুৎপাদিত মূত্রবিকারে ইহা কিড্নির উপর ক্রিয়া করিয়া মূত্র উৎপাদন ও নিঃসরণ করিয়া থাকে। মূত্র বিকারে উদরাধ্মান হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলি বাইক্রোমিকম—ইউরিমিয়ার প্রথমাবস্থায় ক্যান্থারিস্ কার্য্যকারী না হইলে মূত্রোৎপাদনার্থ ইহার ৩য় শক্তির বিচূর্ণ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ মাত্রা সেবন করাইবে।

একোনাইট—মূত্ররোধ হেতু মস্তক উষ্ণ ও ভারযুক্ত, কিন্তু মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চিত হয় নাই, মাত্র প্রদাহের সঞ্চার হইয়াছে। ক্ষীণ দৃষ্টি, বস্তুর বর্ণ

উত্তমরূপে পৃথক করিয়া উঠিতে অসমর্থ, শরীর অলস বোধ, কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, চক্ষের পাতা টানিয়া মেলিতে হয়, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, হস্ত-পদ শীতল, নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও মন্দ, ভেদ, বমন ও মূত্রবন্ধ, উদর স্ফীত। ৬ষ্ঠ, ১২শ, ৩০শ শক্তি ১০ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। ইহাতে আশানুরূপ ফল না পাইলে প্রথম শক্তি বা মাদারটিংচার ১০মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

বেলাডনা—মূত্রাবিকার জনিত মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, চক্ষের ধমনী সমস্ত রক্তে পূর্ণ, চক্ষু লাল, টেম্পরেল ধমনী দ্রুত বেগে স্পন্দিত, কপালের শিরা সকল কুঞ্চিত ও স্ফীত, দৃষ্টি স্থির, শিবনেত্র, জ্ঞানের আংশিক লোপ বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। প্রলাপ, তন্দ্রা, মোহ, সংজ্ঞাশূন্যতা, জিহ্বা মলিন, শুষ্ক, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, উদরাধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হাইওসায়েমস—প্রলাপ, তন্দ্রা মোহ, হস্তাঙ্গুলী সমস্ত অস্বাভাবিক রূপে সঞ্চালন, শয্যান্বেষণ, নিকটবর্ত্তী লোকের বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ, শূন্যে কল্পিত বস্তু ধরিবার চেষ্টা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ফল না পাইলে মাদার টিংচার ২।১ মিনিম মাত্রায় দিবে।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম—প্রচণ্ড আকারে মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ, উচ্চ প্রলাপ, চীৎকার, অশ্লীল ও অসঙ্গত ভাষা প্রয়োগ, পার্শ্ববর্ত্তী মনুষ্যের গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, হস্তপদ জোরে নিক্ষেপ, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বলপূর্ব্বক উঠিতে ইচ্ছা, উঠিতে না দিলে অবরোধকারীকে দংশন করা ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ওপিয়ম—প্রলাপ ও অস্থিরতা কিছুই নাই, রোগী প্রথম হইতেই নীরবে ঘুমাইয়া থাকে, ক্রমে এই নিদ্রা গাঢ় হইয়া কোমা অর্থাৎ অজ্ঞানতায় পরিণত হয়। তখন ডাকিলে উত্তর দেয় না। ধাক্কাইলে অল্প মাত্র জাগরিত হইয়া বা চক্ষের পাতা টানিয়া ক্ষণমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই আবার অচেতন হয়। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্বাস ক্রিয়া করে, ক্রমে ঘড়্ ঘড়্ যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, নিম্ন ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে, মলমূত্র সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, এবং ভয়ানকরূপে উদর কাঁপিয়া উঠে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ক্লোরফরম্—সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিআদৌ থাকে না, মুখশ্রী মৃতবৎ, জিহ্বা শুষ্ক, ফেণায় জড়িত, ঘড়

ঘড়্‌ যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি প্রথমে অল্প অল্প অনুভব করা যায় কিন্তু শেষে একবারেই লোপ হইয়া পড়ে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে নাড়ী আবার বলবতী হইয়া উঠে। ১ম দশমিক শক্তি ৫-১০ বিন্দু মাত্রায় ১৫-৩০ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে।

সিকিউটা—সম্পূর্ণজ্ঞানলোপ, শিবনেত্র, দৃষ্টি স্থির, তীর্য্যগ্‌ দৃষ্টি, চক্ষু উল্‌টান, চক্ষু জ্যোতিহীন, শ্বাস কষ্ট, মধ্যে মধ্যে শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম, উচ্চ হিক্কা, উদরাধ্মান, সময় সময় আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া হস্ত-পদ ও গ্রীবাদেশ ঝাঁকিয়া নেয়। এইরূপ আক্ষেপ লক্ষণই সিকিউটা প্রয়োগের বিশেষ পরিচায়ক। ক্রমি বিকারে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যানেবিস ইণ্ডিকা—প্রথমতঃ অল্প অল্প মোহ, রোগী নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, ডাকিলে জাগ্রত হয়, আস্তে আস্তে গাত্র কণ্ডুয়ন করে, হস্ত দ্বারা লিঙ্গ কণ্ডুয়ন করা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগী স্থির দৃষ্টে চাহিয়া থাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেয় না, ক্রমশঃ নাড়ীর লোপ ও জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। মাদার টিংচার, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস—উদর ফাঁপিয়া ঢাকের মত হইয়াছে, মল মূত্র সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ বা অল্প অল্প দুর্গন্ধযুক্ত হরিত মল অজ্ঞাতসারে নির্গমন, সমস্ত শরীর শীতল, কিম্বা মাত্র হস্ত-পদ শীতল কিন্তু মধ্যাঙ্গ উষ্ণ, শারীরিক যন্ত্র সমস্ত নিশ্চল। ৩০ শক্তি।

এপিস—রোগী নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, সময় সময় চীৎকার করে, উদরে বেদনা, উদরোপরি হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, গুহ্যপেশীর শিথিলতা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

রসটক্স—প্রথমে অত্যন্ত অস্থিরতা, তদনন্তর নিদ্রাতুরতা, কিন্তু সম্পূর্ণ নিদ্রা হয় না, কিম্বা ওপিয়মের লক্ষণাক্রান্ত মোহও হয় না। নিদ্রাবস্থায় সন্তরণ ভ্রমণ, খেয়াল দেখা, অতিশয় পিপাসা, অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

এসিড্ হাইড্রোসিয়ানিক—বিকারের শেষাবস্থায় শ্বাস কৃচ্ছ্র, রক্তস্থলীও ফুস্ফুস্ রক্ত শূন্য, এজন্য দীর্ঘশ্বাস, ও মুখ দিয়া শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, ঘেঙ্গানি, সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস, অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লোপ হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কা। ৩য় শক্তি।

নাইকোটিন্—বিকারের শেষাবস্থায় শরীরস্থ ইউরিয়া কার্ব্বনেট অব্ এমোনিয়ায় পরিণত হইলে, মিউরিয়েটীক এসিড্ পরীক্ষায় ও নিশ্বাস বায়ুতে এমোনিয়ার উপলব্ধি করিলে, ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। উদর টিপিলে ঘল ঘল শব্দ, অথচ মলরোধ, রোগী অচেতন হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকে। ডাকিলে বা ধাক্কাইলে চেতনা হয় না। রোগী ঔষধ সেবনে অসমর্থ হইলে নিশ্বাস পথে বা ত্বক ভেদ করিয়া হাইপোডর্ম্মিক পিচকারী দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম—অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপ, মস্তক সম্মুখের দিকে ঝুকিতে থাকে, প্রলাপ, অজ্ঞানতা, জিহ্বা ও প্রশ্বাস বায়ু শীতল, উচ্চ প্রলাপের পর অবসাদন, চর্ম্ম শীতল ও নীলিমাযুক্ত। ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগ না হইয়া থাকিলে এই সময় ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। প্রয়োগ হইয়া থাকিলেও ৩০শ শক্তি এই সময় ফলপ্রদ হয়। নাড়ী ক্ষীণ, অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু জলপান করিলেই বমন হইয়া যায়, অতিশয় গাত্রজ্বালা, অস্থিরতা ও শয্যাক্ষতের উপক্রম।

ল্যাকটুকা—মস্তিস্কে রক্তাধিক্য, চক্ষু রক্তবর্ণ, চিকের ধমনী সমস্ত উল্লম্ফনশীল, অথচ রোগী বেলাডনার লক্ষণের ন্যায় প্রলাপ না বলিয়া অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে উশিমুশি করে ও কোঁকাইয়া যন্ত্রণা জ্ঞাপন করে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস—মস্তিষ্কের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, রোগী জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে, শিথিল মলদ্বার দিয়া তরল মল অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ হয়, এতাদৃশ পক্ষাঘাতিক অবস্থায় ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

এতদ্ভিন্ন কার্ব্বলিক এসিড্, অরম্, এগারিকাস্, কোনায়ম্, গ্লোনইন,

জেল্‌সিমিয়ম, ভিরাট্রম ভিরিডি, এনাকার্ডিয়ম, কেলিব্রোমেটম, ক্যাম্ফর, চায়না, এসিড ফসফরিক ইত্যাদি ঔষধ এই অবস্থায় লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইয়ুরেসিয়ার চিকিৎসাকালে অনেক সময় রোগী ঔষধ সেবন করিতে সমর্থ হয় না, তখন উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া তাহা তুলায় করিয়া আঘ্রাণ করাইবে বা নাসা গহ্বরে কিম্বা মুখ ব্যাদান করাইয়া জিহ্বায় এক এক বিন্দু নিক্ষেপ করিবে। বাহুমূলের ডেল্‌টয়েড্‌ পেশীতে হাইপোডর্ম্মিক পিচ-কারী দ্বারা প্রবেশ করাইবে। রোগী যতক্ষণ না সুস্থ বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ততক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিরত হইবে না।

পথ্য—এই অবস্থায় কোন প্রকার পথ্য সেবন করিতে দিবে না। দিলে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। রোগী পিপাসা জ্ঞাপন করিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শীতল জল, ডাবের জলও লিমোনেড্‌ পান করিতে দিবে।

হিক্কা।

রোগী ঘোরতর পতনাবস্থা হইতে প্রতিক্রিয়ায় আনীত হইলে হিক্কার উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহার পূর্ব্বে হয় না। হিক্কার কারণ অতি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায় না। অনেকেই বলেন বক্ষঃ ও উদর গহ্বর ব্যবধায়ক ডায়ফ্রম নামক পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন হেতু হিক্কার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ যেরূপেই উৎপন্ন হউক না কেন, ইহা অতি কষ্টদায়ক উপসর্গ। জীবনের মধ্যে সকলেই কোন না কোন সময় ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। অতএব ইহার লক্ষণাদি বিশদরূপে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অন্য সময় ইহা দ্বারা বিশেষ কষ্ট অনুভূত হয় না, ওলাউঠাও এতাদৃশ ক্ষয়কর পীড়াতেই অধিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে, এমন কি অনেক সময় কেবল এই উপদ্রবই রোগীর প্রাণ নাশের কারণ হইয়া উঠে। এতদ্দ্বারা প্রতিক্রিয়া টুকু বিলুপ্ত হইয়া নাড়ীর লোপ, অবসাদন, শরীর শীতল, জ্ঞানের জড়তা ও অবশেষে মৃত্যু সংঘটিত হয়। অতএব হইাকে সহজ মনে করিবে না।

চিকিৎসা।

হিক্কা বহু আকারের ও বহু উপসর্গ যুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য ইহার চিকিৎসাও বহুবিস্তৃত; অগণ্য অসংখ্য ঔষধ সমস্ত এই অধিকারে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশীয় বহুপ্রকার মুষ্টিযোগ ও এই উপদ্রব শান্তির জন্য প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। সময় সময় ঐ সমস্ত মুষ্টিযোগে বিশেষ ফল প্রদর্শন করিয়া থাকে। নিম্নে ইহার সাধারণ চিকিৎসা ও একটী রিপার্টরি প্রদান করা গেল। এতদ্দ্বারা সকলেই ইহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবেন।

আইওডিন—উদ্গার ও হিক্কা একত্র বর্ত্তমান, দিবাভাগে বৃদ্ধি।

ইগ্নেশিয়া—পান ও আহার করার পর বর্দ্ধনশীল হিক্কা, সন্ধ্যা কালীয় ও উদরাধ্মানযুক্ত হিক্কা।

একোনাইট—জ্বর ভাব, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অস্থিরতা, নাড়ী দ্রুত, আহার ও পানের পর হিক্কা।

এগারিকাস—আক্ষেপের সহিত হিক্কা, হস্ত-পদে আক্ষেপ, প্রচণ্ড হিক্কার প্রকোপে হস্ত-পদ ঝাঁকিয়া উঠে; উদর আধ্মানযুক্ত ও কঠিন, সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধনশীল হিক্কা।

এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্—রোগীর প্রকৃতি খিট্‌খিটে, কোপন ও বিরক্তিকর।

এমিল নাইট্রেট—অত্যন্ত ক্ষীণতা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, হস্তপদে কম্পন, পাকস্থলীতে কণ্টক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, উদ্গার ও হিক্কা একত্র বর্ত্তমান।

এমোনিয়া কার্ব্ব—অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াবস্থায় হিক্কা, প্রাতঃকালীয় হিক্কা, উদ্গার, উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ অনুভব।

এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা—হিক্কা বশতঃ বক্ষঃস্থলে বেদনা, উদরাধ্মান, কোষ্ঠবদ্ধ।

ককিউলাস—হিক্কায় পাকস্থলীতে বেদনা, উদরে বেদনা এবং পাকস্থলীতে আক্ষেপ, হিক্কা কালে বক্ষোবেদনায় মিউরেট অব্ এমোনিয়া এবং তালুমূল বেদনায় সলফার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কলচিকম্—উপর্য্যুপরি হিক্কা, উদ্গারের সহিত হিক্কা, উদরে জ্বালা, বিবমিষা ও বমন, উদরাধ্মান ও মন্দাগ্নি।

কার্ব্ব ভেজিটেব্‌লিস্—অবিরত প্রবল হিক্কা, সামান্য সঞ্চালনেই বৃদ্ধি, আহার ও পানের পর উদরে কামড়ানি, তৎপর উদ্গার উঠিয়া হিক্কা, সর্ব্বদা বুকজ্বালা, অপরাহ্নে সামান্য আহারের পর হিক্কা, হিক্কার পর শ্বাস রুদ্ধবৎ অনুভব।

কুপ্রম মেটালিকম্—আক্ষেপ বর্ত্তমানে হিক্কা, নিম্নোদরে ও বক্ষে আক্ষেপিক বেদনা, পাকাশয় প্রদেশে চাপিলে বেদনা বোধ, বমনের পর হিক্কা।

কুপ্রম্ আর্সেনিকম্—অবিচ্ছেদ হিক্কা, গলনলীর আক্ষেপ সহ হিক্কা, অতি উচ্চ হিক্কা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—উদ্গারের সহিত হিক্কা, উদ্গারে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদ অনুভব, পাকস্থলী দুর্ব্বল, অত্যন্ত ক্ষুধা।

ক্রিয়োজোটম্—উদ্গারের সহিত হিক্কা, উদরে গোলযোগ, আহারান্তে মুখে ফেনিল জল সঞ্চয়, গল মধ্যে চুলকানি।

গ্র্যাফাইটীস্—অবিরত হিক্কা, ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধযুক্ত হিক্কা, প্রাতঃকালে হিক্কা, সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া রাত্রিতে কিছুকাল স্থায়ী হিক্কা, শিরঃপীড়া, প্রাতেঃ বমনেচ্ছা ও বমন, আহারের পর হিক্কা, উদ্গার তুলিবার বৃথা চেষ্টা।

চায়না—উদরের গোলযোগ সহ হিক্কা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, আধ্মান, বুক জ্বালা ও অম্ল উদ্গার।

নক্স্‌ভমিকা—ক্ষুধা বোধ কিন্তু কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় না ; পিপাসা, অম্লাক্ত তিক্ত উদ্গার, উদর ভার, বুকজ্বালা, আহারের পর বমন, সায়ংকালে আহারের পর এবং তামাক খাইলে হিক্কা।

নক্সমস্কেটা—উদরাধ্মান, উদর ভার, পাককৃচ্ছ্র, মুখে জলোদ্গম সহ হিক্কা।

মাইকোটীন—সন্ধ্যার সময় ও শয়নের পর হিক্কা, বমনেচ্ছা, পাকাশয়ে বিদ্ধকর বেদনা, তিক্ত ও অম্লউদ্গার, পাকস্থলীর উপর ভার বোধ, অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম—প্রবল ক্ষুধা, পরক্ষণেই ক্ষুধা লোপ, অতিরিক্ত পিপাসা, বুকজ্বালা, মুখে জলোদ্গম, দীর্ঘকালস্থায়ী প্রবল হিক্কা, কিছুকাল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে হাঁইমতোলা ও হিক্কা, তৎপর কেবল হাঁইমতোলা।

পলসেটিলা—রাত্রিতে ও অপরাহ্ণে বর্দ্ধনশীল হিক্কা, জল ও ধূমপানের পর হিক্কা, নিদ্রাবস্থায় শ্বাসরোধক হিক্কা।

ফস্ফরাস্—আহারান্তে প্রবল বেগে হিক্কা, হিক্কার বেগে পাকাশয় ও উদরে কলকল করা, রোগী যন্ত্রণায় উদরে হাত দিতে দেয় না।

বেলাডনা—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার জনিত হিক্কা, উদ্গার মিশ্রিত হিক্কা, অতি বেগে প্রবল ও উচ্চ হিক্কা, হিক্কার বেগে রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পড়ে। হিক্কায় কাণে তালা লাগা, পর্য্যায়ক্রমে বাম হস্ত ও দক্ষিণ পদে আক্ষেপ, মস্তক উষ্ণ, মুখমণ্ডল আরক্তিম, অর্দ্ধ রাত্রিতে ঘর্ম্মের সহিত প্রবল হিক্কা, উদরে গোলযোগ ও কলকল শব্দ, উদরে ক্ষণস্থায়ী বেদনা ও চাপ বোধ, সঞ্চালনে, উদরের বস্তু সকল বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ, দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পেশী সমস্তের সঙ্কোচন, অনবরত হস্ত সঞ্চালন, হস্ত-পদ ও মস্তক বক্রভাব ধারণ করা, যাহাতে বিবমিষা আনীত হয়।

ব্রাইওনিয়া—উদ্ধত প্রকৃতির ক্রুদ্ধ স্বভাব, কলহপ্রিয় ব্যক্তি, দিবা রাত্রিতে তৃষ্ণা, এক এক বার অধিক পরিমাণ জলপান, সর্ব্বদা উদ্গার, পাকাশয়ের গোলযোগ, স্বাদহীন বায়ু উদ্গীরণ, সামান্য আহারেই পাকস্থলী পূর্ণ ও ভার বোধ।

বিস্মথ্—উদ্গার ও হিক্কা, মুখে জলউঠা, পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা, আহারান্তে পাকস্থলী ভার বোধ, উদ্গারে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ।

ভিরাট্রম এল্বম্—প্রাতে ধূমপানের সহিত হিক্কা, শীতল জল পানেচ্ছার সহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী হিক্কা, উষ্ণজলপানে হিক্কার আরম্ভ, মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া বিবমিষা।

ম্যাগ্‌নিশিয়া কার্ব্ব—পাকস্থলীতে অম্ল সঞ্চয়, উদ্‌গার ও বুকজ্বালা, অম্ল বমন।

ম্যারমভিরম—স্তন্যপানের পর হিক্কা, ভুক্তদ্রব্য তিক্ত হইয়া উদ্‌গম, হিক্কার সহিত পাকস্থলী হইতে পৃষ্ঠদেশে চিন্‌চিনি বেদনা সঞ্চালন।

রুটা—অত্যন্ত নিস্তেজস্কতা, সমস্ত শরীরে থেত্‌লান বেদনা, পথ্য আহারে বিবমিষা ও বমন।

লরোসিরেসাস্‌—হিক্কা, তিক্ত বাদামের আস্বাদযুক্ত উদ্‌গার, দীর্ঘ-কাল স্থায়ী মূর্চ্ছা।

লাইকোপোডিয়ম্‌—উদর বিশেষতঃ নিম্নোদর অতিশয় স্ফীত অবস্থায় হিক্কা, অসম্পূর্ণ উদ্‌গার ও তাহাতে গল মধ্যে জ্বালা, তৃষ্ণা, গলমধ্যে শুষ্কতা।

লোবেলিয়া—হিক্কার সহিত অধিক পরিমাণ লালা নিঃসরণ, উদ্‌গারে অম্ল জল পাকাশয় হইতে উত্থান, অল্প আহারে পাকাশয় পূর্ণ বোধ, হাঁই ও উদ্‌গার একত্র বর্ত্তমান। ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকমে হাই তোলা লক্ষণ আছে, কিন্তু তথায় অত্যন্ত ক্ষুধা বর্ত্তমান থাকে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—মস্তিষ্কের জড়তা, মূর্চ্ছা ও বমনেচ্ছার সহিত অবি-রত হিক্কা, অত্যন্ত ক্ষুধা, আহারের পর হিক্কা।

সাইক্লিমেন্‌—গলমধ্যে জ্বালা, পাকস্থলীতে বেদনা হইয়া পৃষ্ঠদেশে গমন, আহারান্তে হিক্কা।

সলফর—তালুর পশ্চাৎভাগে বেদনা জন্মাইয়া হিক্কা, দীর্ঘকাল স্থায়ী হিক্কায় মধ্যবর্ত্তী ঔষধরূপে ইহা ২।১ মাত্রা সেবন করান কর্ত্তব্য।

সিকিউটা—উচ্চ শব্দে প্রবল হিক্কা, উদর ও বক্ষাভ্যান্তরে টাশ ধরা, কাংস্যপাত্রধ্বনির ন্যায় কন্‌ কন্‌ শব্দে হিক্কা, প্রাতে ও আহারান্তে বিবমিষা, অক্ষুধা বা প্রবল ক্ষুধা, পাকস্থলী ও উদরে জ্বালা, বমন ও শিরো-বেদনা।

সিনা—উদরে কৃমি থাকিলে কোন ক্রমেই হিক্কা নিবারিত হয় না, তখন মধ্যে মধ্যে সিনা দুই এক মাত্রা সেবন করাইবে।

সিপিয়া—অত্যন্ত ক্ষুধা, আহারের পরই পুনরায় ক্ষুধা বোধ, শীতল

জলপানের অত্যন্ত ইচ্ছা, প্রাতে ও অপরাহ্ণে বুকজ্বালা, আহারান্তে হিক্কা হইয়া কিছুকাল স্থায়ী হওয়া, দিনের ভাগে কোন এক সময় বিশেষতঃ আহারের পর বমনেচ্ছা, গলার ভিতর টুপলী বোধ, মুখে অতিরিক্ত জলসঞ্চয়, মুখ তিক্ত ও অম্লাস্বাদযুক্ত; পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা।

হাইওসায়েমস্—উদরে প্রদাহের সহিত হিক্কা, মুখ দিয়া ফেণা নির্গমন, অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব, নিম্নোদরে আক্ষেপ ও গোঁ গোঁ শব্দ, বুক জ্বালা, গলার ভিতর শুষ্কতা, গলনলীতে আঠাবৎ শুষ্ক শ্লেষ্মার সঞ্চয়, উদ্গার উঠাইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা, মুখে বিকৃত আস্বাদ, উদ্গারের সহিত বিবমিষা।

হিক্কার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজ্য ঔষধ।

হিক্কা আক্ষেপিক—বেলা, হাইও, আর্সে।
„ অত্যন্ত কঠিন আক্ষেপিক—কলোফাই।
„ কাণে তালা লাগা—বেলাডনা।
„ অবিরত—এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস।
„ „ কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটী বড়—কেমো।
„ উদ্গারের সহিত—ম্যাগনিসি মিউ, ক্রিয়ো, আইও, কলচি, ব্রাইও, বিস্‌মথ, চায়না, এমোনিকার্ব্ব।
„ উদ্গার উঠার পর—ব্রাইও, সাইক্লে।
„ উদ্গারবৎ—এণ্টিটার্ট।
„ কাংস্যপাত্রধ্বনিবৎ—সিকিউ।
„ হেতু স্তন প্রদেশে বেদনা—এমোনি মিউ।
„ „ তালুর পশ্চাৎ বেদনা—সলফর।
„ „ পাকস্থলীতে বেদনা—ককিউ।
„ „ অজ্ঞাতসারে মলমূত্রত্যাগ—হাইও।
„ „ গলমধ্যে চুলকানি—ক্রিয়োজোট।
„ „ তিক্ত উদ্গার—টারাক্সিকম।

হিক্কা ও আক্ষেপিক উদ্গার—এণ্টিটার্ট।

„ পর্য্যায়ক্রমে উদ্গারের সহিত—এগারি, সিপি।

„ হেতু বক্ষে গুরুতর বেদনা—ট্রেন্‌সিয়া কার্ব্ব।

„ হাঁই সহিত—লোবেলিয়া।

„ বমনের পর—কোনায়ম।

„ আহারের পর ও গলায় বেদনা—কার্ব্ব-ভেজ।

„ কালে গলনালী সঙ্কুচিত বোধ—সিপিয়া।

„ বিবমিষার সহিত—রুটা।

„ পথ্য সেবন কালে আরম্ভ হইয়া পাকাশয়ে আঘাত বোধ—টিউক্রিয়ম।

„ উত্তব পথ্য সেবন কালে—স্যাম্বুকাস, টিউক্রি, ম্যাগনিসি মিউ, ষ্ট্রাম কার্ব্ব, গ্রাটিওলা, হাইও।

হিক্কার উপশম।

পথ্য সেবন করিলে—নক্স্‌ভমিকা।

শয়ন করিলে—কোক্কা।

নিদ্রাকালে—পল্‌সে।

উদ্গার উঠিলে—জিঙ্কম্ মেটা।

হিক্কার বৃদ্ধি।

প্রাতে—সলফর, এপোসাই, ম্যাগ্নিসিকার্ব্ব, ভিরাটএল্‌, একো, ব্রাইও, গ্রাফা।

দুই প্রহরের পূর্ব্বে—ব্যারাইটাকার্ব্ব, মার্কসল্‌।

অপরাহ্নে—জিঙ্কম, এগারি, এমোনিকার্ব্ব, ক্যান্থারিস, গ্রাফা, ইগ্নে, পল্‌সে।

সন্ধ্যার সময়—এগারি, সলফর, নাইকোটীন, এ পলফ, এপোসাই।

সন্ধ্যার পর—রুটা।

রাত্রিতে—পলসে, গ্রাফা, এ সলফ, এপোসাই, মার্ককর, হাইও।

পান আহারে—ইগ্নে।

শরীর সঞ্চালনে—মার্ককর।

কি করিলে তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায় না—কুপ্রম।

সামান্য মাত্র জলপান করিলে—মার্ককর।

আহারের পর—একো, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, গ্রাফা, হাইও, ইগ্নে, র‍্যাটানি, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

আহারের পূর্ব্বে—নক্স ভ।

শীতল জল পানের পর—আর্সে, নক্স ভ, পলসে,

উষ্ণজল পানের পর—ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্রম এ।

উষ্ণ খাদ্য আহারের পর—ইগ্নে।

সঞ্চালনে—ব্রাইও, হাইও।

পথ্য।

হিক্কা কালে অধিক পথ্য আহার করিতে দিবে না, পাতলা বার্লি বা এরারুট পান করাইয়া রাখিবে। অনেক সময় হিক্কাই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এই সময় পাকস্থলীতে গুরুপথ্য পড়িলে তাহার উত্তেজনায় হিক্কা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একবারে পথ্য না দিয়াও রাখা কর্ত্তব্য নহে, কেননা অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে কিছু পান আহার করিলে হিক্কা নিবারিত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় স্নিগ্ধ জল ও লঘুপাক পথ্য অবশ্যই দিবে।

৬ষ্ঠ। জ্বর।

ইহা অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার একটী চরম ফল বিশেষ, এই হেতু ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা অনেক অংশে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ, কখন কখন এই জ্বর অতি কৃচ্ছ্র। রোগ্য হইয়া উঠে, এমন কি কেবল এই উপসর্গেই রোগীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য জ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসাদি অতিরিক্ত

প্রতিক্রিয়া অধ্যায়ে একবার সংক্ষেপে বিবৃত হইয়া থাকিলেও এই স্থানে তাহা পুনরায় বিশদ রূপে বর্ণন করা যাইতেছে।

বিবিধ কারণে ওলাউঠার রোগীর অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়, শীঘ্র উহার প্রতিবিধান না হইলে পরিণামে প্রকৃত জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

শরীর উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু মুখ আরক্ত, জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুষ্ক, পিপাসা, বারম্বার জল পান, চর্ম্ম শুষ্ক, শীতবোধ, কখন কখন গাত্র জ্বালা ও অস্থিরতা, জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে মস্তিষ্ক প্রদাহিত হইয়া মস্তকে বেদনা ও ভার বোধ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, এতদ্ভিন্ন ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, কর্ণমূল প্রদাহ, মাড়ীস্ফীত, পাকাশয় ও অন্ত্রবিকার ঘটাইয়া উদরাধ্মান, উদরবেদনা, উদরাময়, অতিসার প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত করে। ১৮৯৪ সনের ৫ই ডিসেম্বর করটীয়াতে গরিব উল্লা সেখ নামক একটী দরিদ্র মুসলমানের পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকের এসিয়েটীক কলেরা হইয়াছিল। আদ্যোপান্ত আমি তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম, রোগীর রীতিমত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইয়াছিল, পতনাবস্থা হইতে প্রতিক্রিয়ায় আনীত হইয়া উত্তমরূপ প্রস্রাব হইল। চতুর্থ দিন প্রাতে তাহার জ্বর লক্ষণ প্রকাশিত হইল, ঐ দিন তাহার পিতা আমাকে কোন সংবাদ দেয় নাই, সে মনে করিয়াছিল তাহার পুত্র আরোগ্য লাভই করিয়াছে, পঞ্চম দিন অপরাহ্নে ঘটনা বশতঃ তাহার বাড়ী গিয়া দেখি, বালকটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার শরীর অতিশয় উষ্ণ, ১০৩ ডিগ্রি পরিমাণ জ্বর হইয়াছে, নাড়ী দ্রুত, সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন, ধাক্কাইলে বা ডাকিলে সাড়া শব্দ কিছুই দেয় না। পুনরায় মূত্র বন্ধ হইয়াছে, বালকটী হস্ত দুই খানি গলদেশে সংযুক্ত করিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছে ও ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল, আরোগ্য প্রায় রোগী পুনরায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বালকটীর গলদেশে হস্ত সংস্থাপন করা লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে কোব্রা ৬ সেবন করিতে দেই, কয়েক মাত্রা সেবনের

পর রোগী ক্রমশঃ জ্ঞান লাভ করে, ইহার পর লক্ষণানুযায়ী জ্বরের চিকিৎসা করাতে বালকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। যদি আমি ঐ দিন ঘটনা বশতঃ তাহার বাড়ীতে না যাইতাম, তবে বালকটী নিশ্চয়ই মৃত্যুকবলিত হইত বলিয়া আমার অনুমান হয়।

উপরোক্ত রোগীর অবস্থা দৃষ্টে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই চিকিৎসক নিশ্চিন্ত হইবেন না, তিনি সর্ব্বদা রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিবেন, প্রতিক্রিয়া সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিলেই পুনরায় যুদ্ধ-শয্যা করিবেন, তৎক্ষণাৎ একোনাইট প্রথম বা তৃতীয় শক্তি এক বিন্দু মাত্রায় কয়েকবার সেবন করাইবেন। এরূপ করিলে আর জ্বর প্রকাশ পাইতে পারে না ও শীঘ্রই শরীর প্রকৃতিস্থ হয়। যদি কোন কারণে এইরূপ সতর্ক না হওয়া যায়, তবে প্রকৃত জ্বর লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

চিকিৎসা।

একোনাইট—জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহা উপযোগী। শীত বোধ, গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে ইচ্ছা হয় না, পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ, বারম্বার জলপান, শিরোবেদনা, হস্ত-পদ অবশ করিয়া নেওয়া, জঙ্ঘাদেশ না টিপিলে রোগী স্থির থাকিতে পারে না। শীতের পর গাত্র জ্বালা ও অস্থিরতা, চর্ম্ম শুষ্ক, নাড়ী স্থূল ও দ্রুতগামী। ৩য় শক্তি।

বেলাডনা—প্রবল জ্বর, অত্যন্ত গাত্র দাহ, অতিশয় পিপাসা, বারম্বার জলপান, মুখ আরক্ত, ওষ্ঠ দুইখানি দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া বোধ, জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বার মধ্যদেশ শুভ্রবর্ণ ও ধার আরক্ত, শিরোবেদনা, কপালে বিদীর্ণকর বেদনা, আলো ও শব্দ অসহ্য, অস্থিরতা, এই অবস্থায় বেলাডনা ৩য় শক্তি কয়েক মাত্রা সেবন করাইলে শীঘ্রই জ্বর লক্ষণ দূরীভূত হয়। এই সময় সুচিকিৎসা না হইলে ক্রমে অতি দুরূহ লক্ষণ সকল আনীত হয়, তখন মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, জ্ঞানের জড়তা, প্রলাপ, কণীনিকা প্রসারিত, চক্ষের ধমনী সমস্ত রক্তপূর্ণ, দৃষ্টিহীনতা, বারম্বার চমকিয়া উঠা, সম্পূর্ণ মোহ, মোহাবস্থায়

ঘর্ম্মঘর্ষণ, অজ্ঞাতসারে মলমূত্র ত্যাগ, অবশেষে শরীরের তাপ হ্রাস হইয়া কেবল মস্তক অতিশয় উষ্ণ, চক্ষু জবাপুষ্প সদৃশ ঘোর লোহিতবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়; তখন ৬ষ্ঠ, ১২শ ও ৩০শ শক্তি সেবন করাইবে। ইহাতে ফল না পাইলে মাদার টিংচার দিবে।

ইয়ুপেটোরিয়ম্‌পারফোলিয়েটম্‌—প্রথম বেলায় জ্বরের বৃদ্ধি, উদরের অতিশয় গোলযোগ, বারম্বার ভেদ ও বমন, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও পীতাভ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, হস্ত-পদ ও পৃষ্ঠে বেদনা, চাপনে বেদনার লাঘব বোধ, তৃষ্ণা, মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা। ১ম ও ৩য় শক্তি।

ভিরাট্রম্‌ এলবম্‌—প্রাতঃকালীয় জ্বর, অত্যন্ত শীত বোধ, শীতান্তে শরীর তত অধিক উষ্ণ হয় না, বাহিরে শীত অন্তরে তাপ, জ্বরের সময় কপালে ঘর্ম্ম, হস্ত-পদ প্রায়ই শীতল থাকে, জলীয় ভেদ ও তাহাতে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অতিশয় ঘর্ম্ম নিঃসরণ, তাহাতে রোগী অতিশয় অবসন্ন হয়, এমন কি পুনরায় পতনাবস্থা আনীত হইল বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন রোগীর গাত্রে ঘামাচির মত দানা দেখা যায়। মস্তকে রক্তাধিক্য হয় না, বরং মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া জ্ঞানের জড়তা ঘটিয়া থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—অত্যন্ত শীত বোধ, হস্ত-পদ শীতল, একবার শীত আরবার উষ্ণতা, অঙ্গুলির চর্ম্ম সঙ্কুচিত, মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, মূত্র গাঢ় ও পিঙ্গলবর্ণ, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ময়লায় আবৃত, গলাভ্যন্তরে ও মাড়িতে বেদনা, লবণাক্ত লালাস্রাব, সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিতে জ্বর, অম্ল গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম, জ্বালাকর তৃষ্ণা, বারম্বার শীত ও তাপ। মার্কুরিয়াস সলিউবিলিস ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড ফস্‌ফরাস্‌—প্রাথমিক জ্বরে ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু জ্বর ক্রমে টাইফয়েড অবস্থায় পরিণত হইলে বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে, টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বরে রস্‌টক্স ও উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার জ্বর অতিশয় প্রবল, ফস্‌ফরাস্‌ জ্ঞাপক জ্বর মৃদুভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই পার্থক্যটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে, নতুবা বিপরীত ফল হইবে। মস্তিষ্কের ক্ষীণতা, প্রলাপ, শ্রুতিকাঠিন্য, অতিসার, অজ্ঞাতসারে

মলত্যাগ, শুষ্ক কাশি, সর্ব্বাঙ্গীণ ক্ষীণতা, দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব, মাড়ি ও গলাভ্যন্তরে প্রদাহ, চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টিক্ষীণ, শূন্যমার্গে কল্পিত বস্ত্র ধারণ করিবার চেষ্টা। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

রস্‌টক্স—টাইফয়েড্ অবস্থা, প্রচণ্ড জ্বর, দুর্গন্ধময় মল নিঃসরণ, মাড়ি দিয়া রক্তপাত, জ্বরান্তে শরীর শীতল, শীতল ঘর্ম্ম নির্গমন, নাড়ী ক্ষীণ, জিহ্বার বর্ণ লৌহ মরিচাবৎ, প্রলাপ, তন্দ্রা, অস্থিরতা, নিদ্রাতুরতা, কাশি, টাইফয়েড নিমোনিয়া, রক্তাক্ত গয়ের উত্থান। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ফস্‌ফরাস—জ্বরে নিমোনিয়ার উৎপত্তি, নিমোনিয়ার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা, টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বর, তন্দ্রা, মোহ, অজ্ঞানতা, প্রলাপ, দাহকর জ্বর, কাশি, রক্ত ও পূঁয় মিশ্রিত গয়ের উত্থান, মুখ শুষ্ক, বক্ষে বেদনা, দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, মস্তিষ্ক, ফুসফুস্ ও অন্ত্রের বিকার, সামান্যমাত্র পথ্য করিলেই ভেদ হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—আপরাহ্নিক জ্বর, শারীরিক দুর্ব্বলতা, গলমধ্যে পিপাসা বোধ, অজীর্ণতা, উদরাধ্মান, বিশেষতঃ নিম্ন উদরের স্ফীততা ও গোলযোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—অত্যন্ত উত্তাপ, শিরোবেদনা, পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ, উদরভার, যকৃতের অসুস্থতা, যকৃৎ স্থানে বেদনা ও চাপনে যন্ত্রণাবোধ, কাশি, নিমোনিয়ার সঞ্চার, আঠাল শ্লেষ্মা নিঃসরণ, উদরাধ্মান, তিক্ত উদ্গার, বমনেচ্ছা ও বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, মস্তিষ্কের গোলযোগ, জিহ্বা পীতাভ-শুভ্রবর্ণ, উদরভার ও আধ্মানযুক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, শরীরের স্থানে স্থানে শয্যাক্ষত হওয়ার উপক্রম। ১ম, ৩য় শক্তি।

গত ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ৩০শে নবেম্বর করটীয়ার নিকটবর্ত্তী কাসিল গ্রামে গগনচন্দ্র গুহের ভগ্নীর চিকিৎসার্থ আমি আহুত হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকটীর বয়স পঞ্চাশের উপর হইবে, দশদিন হয় ওলাউঠা হইয়াছে, একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান

ছিল। জ্বর, জ্ঞানের গোলযোগ, কোন সময় ঠিক কথা বলে, কখন অসংলগ্ন কথাও বলিয়া থাকে, চক্ষু আরক্ত ও পিচুটিতে আবৃত, জিহ্বা পীতাভ-শুভ্রবর্ণ, কটির চর্ম্মে কালশিরা পড়িয়া ক্ষত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, পীতবর্ণের দুর্গন্ধ-যুক্ত মলত্যাগ, দিন রাত্রিতে ৮।১০ বার হইয়া থাকে। রাত্রিতে অতি উচ্চ প্রলাপ বলে, এমন কি তাহার প্রলাপের যন্ত্রণায় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের লোকেরাও নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইত না। ইহাকে ব্যাপটিসিয়া প্রথম শক্তি ও ভিরাট্রম ভিরিডি ৩য় শক্তি পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতে দেওয়া যায় এবং ইহাতেই রোগের উগ্রতা দূরীভূত হয়। ক্রমশঃ অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করাতে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

ভিরাট্রম ভিরিডি—জ্ঞানের জড়তা, চক্ষু আরক্ত, প্রলাপ, তন্দ্রা, অস্থিরতা, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ১ম, ৩য় শক্তি।

এণ্টিমণি টার্টারেটম—পাকাশয়, অন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য, লম্বিক জ্বর, শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা, গলমধ্যে ঘড় ঘড় যুক্ত কাশি, রোগী গয়ের উঠাইতে অসমর্থ, তরল মল নিঃসরণ, ক্ষুধামান্দ্য। ৬ষ্ঠ শক্তি।

লরোসিরেসাস্—রোগী সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রলাপবলে, শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মা সঞ্চয় হেতু ঘড় ঘড় শব্দে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করা, ফুস্ফুসের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু অতিশয় ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ী সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ, সামান্য চাপেই নাড়ী অদৃশ্য, হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ শীতল, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মস্কস্—ফুস্ফুস্ প্রদাহে রোগী অবসন্ন ও শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম, নাড়ী লোপ, চক্ষু জ্যোতিশূন্য, অঙ্গুলি, নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি স্থান শীতল, মৃদু প্রলাপ, ফস্ফরাসের পর ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিনা—জ্বরে কৃমির উপদ্রব থাকিলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ, তদ্ভিন্ন অপরাহ্ন বা সন্ধ্যায় জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ, জ্বরের পূর্ব্বে প্রবল ক্ষুধা, অস্থিরতা, অস্থিরতর নিদ্রা, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা, মোহাচ্ছন্ন ভাব, দন্ত-ঘর্ষণ। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—জ্বর টাইফয়েড্ অবস্থায় পরিণত, অজ্ঞাতসারে মলমূত্র-ত্যাগ, শ্বাস-কাশ, শুষ্ক কাশি, পূঁয় মিশ্রিত গয়ের উত্থান, বক্ষাভ্যন্তরে জ্বালা, হস্তপদ শীতল, উদরাধ্মান, উদরে ডাক, শরীর হইতে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নিঃসরণ, গাত্রজ্বালা, অস্থিরতা স্থায়ী পিপাসা, অত্যন্ত ক্ষীণতা ও শীর্ণতা, উষ্ণ ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ৩০শ শক্তি।

সলফর—প্রকৃত ঔষধের ক্রিয়া আশানুরূপ না হইলে, উদরাময়, ফুস্-ফুস্-প্রদাহে শ্লেষ্মা স্রাব সংযত করণার্থ ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পথ্য—এই অবস্থায় বার্লি ও এরোরুট জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া লবণ সংযোগে অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। রোগী অত্যন্ত শীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে ইহার সহিত মাংসের যুস বা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

৭ম। উদরাধ্মান।

ওলাউঠার পতনাবস্থায় আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমস্তই নিশ্চল ও পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া থাকে, তখন পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয়। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে উহাদের ক্রিয়া আস্তে আস্তে পুনরায় হইতে থাকে, কিন্তু কোন কোন রোগীর অন্ত্র ও পাকাশয় এতদূর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, প্রতিক্রিয়াবস্থায়ও আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারেনা, তখন ঐ নিশ্চল যন্ত্রে অস্বাভাবিকরূপে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া উদরাধ্মান জন্মায়। ইহা অতি কঠিন উপদ্রব। এই উপদ্রবে শত শত রোগীর প্রাণ নষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রথমে উদর অল্প অল্প স্ফীত হয় কিন্তু ক্রমশঃই অধিকতর স্ফীত হইতে থাকে, শেষে সমস্ত পেট ফুলিয়া তানপুরার খোলের মত আকার ধারণ করে, তখন উদরোপরি অঙ্গুলির আঘাত করিলে বিষম ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ শব্দ হইতে থাকে, মলক্ষরণ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, উর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক্ দিয়াই বায়ু নিঃসরণ হয় না, ইহাতে রোগী অতিশয় অসুখ বোধ করে, উদরস্থ বস্তুতে বক্ষ-যন্ত্র সমস্ত চাপ প্রাপ্ত হয়, এজন্য শ্বাসকষ্ট, টানিয়া টানিয়া শ্বাস কার্য্য করা, মুখ ব্যাদান করিয়া কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা, ক্রমে কপালে শীতল ঘর্ম্ম, হস্ত পদ শীতল, নাড়ী লোপ, জ্ঞানের জড়তা, তন্দ্রা, মোহ, বমন, মল বমন,

ইত্যাদি ভয়ানক লক্ষণ সমস্ত ঘটাইয়া মৃত্যু আনয়ন করে। দুইটী কারণ হেতু সচরাচর এই লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

১ম—এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদের মাত্রাধিক সংকোচক ঔষধ ওপিয়ম ইত্যাদি সেবন হেতু মল নির্গমন একবারেই রোধ হইয়া যায়, ঐ সঞ্চিত দুরিত মলের গ্যাস হইতে আধ্মান জন্মিয়া থাকে।

২য়—ভেদ বমন হইয়া রোগীর পাকাশয় ও অন্ত্র সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত যুক্ত হয়, ঐ শক্তি শূন্য অন্ত্র পথ দিয়া দূষিত গ্যাস নির্গমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়, এজন্য উদর স্ফীত হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।

কার্ব্বভেজিটেব্লিস্—ওলাউঠার আধ্মানে এইটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহু স্থলে আমরা ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাকাশয় ও অন্ত্র উভয় স্থানের আধ্মানে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আধ্মান হেতু উদরের অত্যন্ত স্ফীততা, অন্ত্র ও পাকাশয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত; অন্ত্র পথে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ও মল নিঃসরণ, কিন্তু তাহাতে আধ্মানের কিছুই উপশম হয় না। সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান, ঊর্দ্ধ ও অধঃপথে বায়ু এবং মল কিছুই নিঃসৃত হয় না, শরীর শীতল, কপালে ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মক্ষরণ, গাত্র জ্বালা, পিপাসা, চর্ম্মের বর্ণ মলিন। ১২শ, ৩০শ শক্তি।

নক্সভমিকা—পাকাশয়ের আধ্মানে ইহা বিশেষ উপযোগী। সমস্ত উদর বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ উদরের অত্যন্ত স্ফীততা, সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান, উদ্গার বা অপান বায়ু নিঃসৃত হয় না, মল প্রবৃত্তি থাকে বটে কিন্তু মল-নিঃসরণ হয় না, কখন কখন উদরে গড় গড় শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, যকৃতে রক্তাধিক্য হেতু পিত্ত ক্ষরণে বাধা জন্মিয়া উদরাধ্মান হইলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নেশিয়া—ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে নক্সভমিকার সদৃশ, ভয় ও মানসিক চিন্তা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম—নিম্ন উদরের আধ্মানে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। উদরের নিম্ন ভাগে ও বাম দিকে অঙ্গুলির আঘাত করিলে ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়; নিম্নোদরে ভুট্ ভাট্ করা, উদর বেদনা, আবদ্ধ আধ্মান, নাভী দেশে উচ্ছলনবৎ অনুভব, এতদ্দ্বারা অন্ত্র সমস্তের দূরিত ক্লেদ সংশোধিত হইয়া থাকে, এই অধিকারে ইহা কার্ব্বভেজিটেবৃলিসের সমতুল্য ঔষধ। ১২শ, ৩০ শক্তি।

চায়না—অধিক পরিমাণে ভেদ ও বমন হইয়া রোগী অতিশয় অবসন্ন হওয়ার পর সমস্ত উদরের আধ্মান, কাণে তালা লাগা, শরীর শীতল অথচ গাত্র জ্বালা বশতঃ রোগী পাথার বাতাস পাইতে কামনা করে, পিপাসা ও জল পান করা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সলফর—কোন কোন সময় এই ঔষধের ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কোন ঔষধেই যখন বিশেষ ক্রিয়া হইতে দেখা যায় না, তখন মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা সলফর সেবন করাইলে রোগ-লক্ষণ হ্রাস হইয়া আইসে। দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল অল্প অল্প নিঃসরণ, মলস্রাব হওয়াতে ও আধ্মানের কিছুই হ্রাস হয় না। পারদের অপ-ব্যবহার বশতঃ রোগ হইলে সলফর বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—ওলাউঠার ভেদের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু পিত্তরস নিঃসৃত না হওয়াতে মল শুভ্রবর্ণ ই রহিয়াছে, এমতাবস্থায় উদরাধ্মান হইলে মার্কুরী উপকারী; জিহ্বা পীতাভ-শুভ্রবর্ণ, মুখে দুর্গন্ধ অনুভব। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

প্লম্বম্—উদরে আক্ষেপিক বেদনাসহ আধ্মান, উদরে গল্ গল্ শব্দ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম্—উদরে আক্ষেপিক বেদনা, পিপাসা, ঘট্ ঘট্ করিয়া পানীয় জল উদরস্থ হওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

য়্যাসাফিটিডা—স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু উদরাধ্মান, উদরে বেদনা, দুর্গন্ধময় মলত্যাগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলিউমিনা—সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান, সরলান্ত্রের শক্তিশূন্যতা জন্য আধ্মান, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপিয়ম—এইটী আধ্মানের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; যখন কোন প্রকার ঔষধ সেবন করাইয়া ফল পাওয়া যায় না, তখনও এতদ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। পাকাশয় ও অন্ত্রের সম্পূর্ণ ক্রিয়া হীনতাপন্ন আধ্মান, উদর যন্ত্রের ক্রিয়া লোপ, আবদ্ধ আধ্মান, বায়ু, মল ও মূত্র সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ, উদর ফাঁপিয়া তানপুরার খোলের মত হওয়া, আধ্মান বশতঃ রোগী মুমূর্ষু দশায় উপনীত, মোহ, অচৈতন্য, শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, নাড়ী লোপ, ইত্যাকার দুরূহ লক্ষণ এতদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ৩য়, ৩০ শক্তি। পূর্ব্বে এলোপ্যাথি মতে প্রচুর পরিমাণে ওপিয়ম সেবন করা হইয়া থাকিলে প্রথমেই ৩০শ শক্তি দিবে।

ক্যাপসিকম্—আধ্মান বর্ত্তমানে উদর মধ্যে জ্বালা ও বেদনা, উদরে-ডাক, জ্বালাকর মূত্র নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—উদর অত্যন্ত স্ফীত, দুর্গন্ধময় ত্বরিত মল নিঃসরণ, উদরে বেদনা, উদর স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা বোধ ও বিরক্তি প্রকাশ, উদর এতদূর স্পর্শ-দ্বেষ-যুক্ত হয় যে, সামান্য একখানি বস্ত্রের চাপও সহ্য হয় না; উদ্‌গার উঠিলে আরাম বোধ, নিদ্রান্তে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্—স্নায়বীয় উগ্রতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অত্যন্ত আধ্মান, প্রচুর পরিমাণে উদ্‌গার উত্থান ও তাহাতে উপশম বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

আধ্মান আশু উপশমার্থ অনেকে উদর গহ্বরে পিচকারী দেওয়া অনুমোদন করেন, আমরাও অনেক সময় উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। অর্দ্ধ সের ঈষদুষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ সাবান গুলিয়া তাহা পিচকারীতে টানিয়া গুহ্য পথে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে, একবারে কৃতকার্য্য না হইলে দুই তিন বার দেওয়া যাইতে পারে। পিচকারী দেওয়ার অব্যবহিত পরেই সমস্ত জল বাহির হইয়া যায় ও উদরের স্ফীততা অনেক অংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন সময় জল আপনা হইতে নির্গত না হইয়া নিশ্চল সরলান্ত্র মধ্যে থাকিয়া যায়, তখন নিম্ন উদরে অঙ্গুলির চাপ দিলেই সহজে সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায়।

স্ফীত উদরোপরি শীতল জলের পটী দিলে, কখন বা তাহার বিপরীত ক্রিয়া করিলে অর্থাৎ উষ্ণ জলের সেক দিলেও স্ফীততা উপশমিত হইতে দেখা যায়।

পথ্য—এই অবস্থায় কোন প্রকার পথ্যই সেবন করিতে দিবে না, এই সময় অতি সামান্য রূপ পথ্য দিলেও তাহা রোগীর পক্ষে বিষ স্বরূপ হইবে, যদি বা রোগী চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিত, কিন্তু সামান্য মাত্র আহার দিলে আর আরোগ্যের আশা থাকিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত আধ্মান বিদূরিত না হইবে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ অনাহারে রাখিবে, পিপাসা হইলে অল্প অল্প শীতল জল দেওয়া যাইতে পারে, এই অবস্থায় সোড়া ওয়াটার, লেমনেড্ ও ডাবের জল পানার্থে দেওয়া যাইতে পারে।

৮ম। হৃৎপিণ্ডে ক্লট্।

রক্তস্থলীতে জমাট রক্তসঞ্চয়।

ওলাউঠার প্রতিক্রিয়াবস্থায় এইটী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও সাংঘাতিক উপদ্রব, কেননা ইহার চিকিৎসা ভাল রূপ আবিষ্কৃত হয় নাই, এইরূপ লক্ষণে মৃত্যুই অবধারিত বলিয়া মনে হয়।

হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ গহ্বরে জমাট রক্তের চাপ বাঁধিয়া রক্ত সঞ্চলন ও শ্বাস-প্রশ্বাস কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, শরীরের বর্ণ সীসবৎ মলিন ও রোগী জড়ের ন্যায় পড়িয়া হাঁপাইতে থাকে। আমি স্বয়ং এই লক্ষণাক্রান্ত যে একটী রোগী প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার বিবরণ এইস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাতেই ইহার লক্ষণ সকল বিশদ রূপে উপলব্ধি হইবে।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ২১শে মার্চ্চ করটীয়াতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ নাগ মহাশয়ের বাসায় জয়কৃষ্ণ মালী নামক ২৬বৎসর বয়স্ক একটী বলিষ্ঠ লোকের ওলাউঠা হইয়া ভেদ, বমন, আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি সকল গুলি লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি আদ্যোপান্ত হোমিওপ্যাথি মতে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। একেএকে সকল গুলি উপদ্রবই নিবারিত হইয়া রোগী বিলক্ষণ সুস্থ হইল, রীতিমত প্রস্রাব ও হইয়াছিল, রোগীর আত্মীয় ও নিকটস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ সুখী হইলেন, রোগী অন্নমণ্ড পথ্য করিয়া বাড়ী যাইবার জন্য গৃহ হইতে হাটিয়া বারেণ্ডায় আসিয়াছে, আত্মীয় স্বগণ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু অঙ্গনে নামিয়া আর রোগী পদ চারণ

করিতে পারে না, সে মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল, সকলে ধরা ধরি করিয়া পুনরায় গৃহে আনয়ন করিল, তখন তাহার নাড়ী লোপ, জ্ঞানের অভাব, চর্ম্ম সীসবৎ মলিন, শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল, দেখিতে হত বুদ্ধির ন্যায়, শ্বাস কষ্ট, সময় সময় বুকে বেদনা ও বুক ভাঙ্গিয়া নেওয়ার কথা জ্ঞাপন করিল। ইহাকে অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল, কিন্তু কিছু-তেই কিছু হইলনা; ক্ষণকাল পরেই রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল।

এই ব্যক্তির মৃতদেহ পরীক্ষা করা গিয়াছিল না বটে, কিন্তু জীবিতাবস্থায় যাহা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে হৃতপিণ্ডে জমাট রক্ত সঞ্চিত হওয়াই অনুমতি হইয়াছিল।

রোগীর এই উপসর্গ ঘটিলে হৃৎপিণ্ডপরীক্ষায় বিশেষ রূপান্তর লক্ষিত হয়। উহার বেগ অসম, তাল সূক্ষ্ম বা অননুভবনীয়, হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ রূপান্তরিত হইয়া যায়। পার্কশনে হৃৎপ্রদেশে সম্পূর্ণ ডাল শব্দশ্রুত হওয়া যায়।

চিকিৎসা।

ক্যাল্‌কেরিয়া আর্সেনিক—ডাক্তার কাফ্‌কা প্রথমে এই ঔষধ হৃৎপিণ্ডে ক্লট-সঞ্চয়জনিত উপদ্রবে প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন, তৎপর অস্মদ্দেশীয় সুযোগ্য ডাক্তার সাল্‌জার ঐবাক্যের অনুমোদন করেন। তাঁহারা বলেন হৃৎপিণ্ডে জমাট রক্তের সংস্থিতি অনুভব করিতে পারিলেই ক্যালকেরিয়া আর্সেনিক ৬ষ্ঠ শক্তি বারম্বার সেবন করাইবে।

কোব্রা—গোক্ষুর, কেউটা প্রভৃতি সর্পে দংশন করিলে মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে জমাট রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, এই হেতু দষ্ট ব্যক্তির শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটিয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়, অতএব এই অবস্থায় কোব্রা অবশ্যই কার্য্যকারী হইবে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্ব ভেজিটেব্‌লিস্—রোগীর অতিশয় পতনাবস্থা, শরীর সীসবৎ নীলবর্ণ, মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম নিঃসরণ, নাড়ী লোপ। ১২শ, ৩০শ শক্তি।

৯ম। পাকস্থলীর বিকার।

ওলাউঠায় ভেদ বমন বন্ধ হইয়া প্রতিক্রিয়া হইলে পর কোন কোন রোগীতে পুনরায় পাকস্থলীর গোলযোগ ঘটিতে দেখা যায়। এজন্য বমন, মুখে জলোদ্গম, উদরে ভুট্‌ভাট্‌ শব্দ, উদর ভার, অগ্নি মান্দ্য, উদ্গার, বুক জ্বালা, আহারে অরুচি, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, প্রভৃতি বহুপ্রকার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই অবস্থা শীঘ্র নিবারিত না হইলে পরিণামে অতিসার, শীর্ণতা এমন কি টাইফয়েড অবস্থা আনীত হইয়া রোগীর জীবন-নাশ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

ইপিকাকুয়ানা—অবিরত বিবমিষা, বমন, অধিক পরিমাণ নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ক্ষুধা ও পিপাসার অভাব, আহার্য্য দ্রব্যে ঘৃণা, সবুজবর্ণের জলীয় মল-ত্যাগ। প্রথমে ৩০শ শক্তি দিবে, তাহাতে অকৃত কার্য্য হইলে ৬ষ্ঠ শক্তি দিবে।

নক্সভমিকা—পাকাশয়ে অধিক পরিমাণ অম্ল ও পিত্তরস সঞ্চয়, বুক জ্বালা, অম্লজল বা পিত্তবমন, উদরভার, পাকাশয়ে আধ্মানিক বায়ু সঞ্চয়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—অবিরত শুষ্ক বমন, অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মা বা জল বমন, পাকাশয়ে জ্বালা ও পিপাসা, জলপান করিলে বিবমিষা, উদরে বেদনা ও শাল শাল বিন্ধন অনুভব। ৩০শ শক্তি।

এণ্টিমনিটার্টারেটম—অনেকক্ষণ ওয়াক পারার পর অতি কষ্টে বমন, বমনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকার, বমনান্তে নিদ্রাবেশ, উদরে গোলযোগ, পাকস্থলীতে বেদনা, ক্ষুধার হ্রাস, নাড়ী সূক্ষ্ম, সার্ব্বাঙ্গীন অবসাদন। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

পডোফাইলাম—হলুদ গোলার মত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল নিঃসরণ, উদর ভার ও পূর্ণ, উদরে গোলযোগ, যকৃতের অসুস্থতা, বমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কুপ্রম—উদরে শূল বেদনার সহিত উদরাময় ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, পাকাশয়

ও অন্ত্রে প্রদাহের চিহ্ন, মুখে ধাতব আস্বাদ, গলাধঃকরণে কষ্টবোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পল্‌সেটিলা—উদরাধ্মান, উদরভার, মুখে ফেনা মিশ্রিত লালার সঞ্চার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইয়ুপেটোরিয়ম—বমন ও পিপাসা, শীতল জল পান মাত্রই বমন হইয়া যাওয়া, রোগী চিত হইয়া শয়ন করিতে পৃষ্ঠবংশে বেদনা বোধ করে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্‌—বমন, পিপাসা, জলপান করিলে তাহা ক্ষণকাল উদরে থাকিয়া বমন হইয়া যায়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ট্যাবাকম্‌—অবিরত বিবমিষা, কিন্তু বমন হয় না, প্রচুর পরিমাণে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। ৩য় ও ১২শ শক্তি।

পথ্য—এই অবস্থায় অধিক পথ্য দেওয়া উচিত নহে, কেননা পাকাশয়ের শক্তি হ্রাস-হেতু পাকক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয় না, তখন অধিক পথ্য দিলে তাহা কোন মতেই জীর্ণ হইবে না, বরং অজীর্ণতা জন্মাইয়া রোগ লক্ষণ আরও বৃদ্ধি করিবে। এ সময় দিনের মধ্যে দুই একবার অল্প পরিমাণ এরারুট বা বার্লি জলে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ ও লেবুর রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। সোডা ওয়াটার, লেমনেড ও ডাবের জল ইত্যাদি এই সময়ের বিশেষ উপযোগী পানীয়।

১০ম। অন্ত্রবিকার।

প্রতিক্রিয়াবস্থায় পাকাশয়িক বিকারের ন্যায় আন্ত্রিক বিকার ঘটিয়া থাকে, এজন্য এই সময় উদরাময় ও অতিসার উভয়ই হইতে পারে। দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার পাতলা ভেদ, দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব, উদরে গোলযোগ, উদর ভার ও বেদনাযুক্ত, উদরাধ্মান, উদরে ডাক ও ভুট্‌ ভুট্‌ শব্দ, আমাশয়িক মলস্রাব, রক্ত ও আমক্ষরণ, কুন্থন, নাভিমূলে মোচড়ান বেদনা, এতদ্‌ সঙ্গে সার্ব্বাঙ্গিক বলক্ষয়, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর বোধ ইত্যাদি বহু প্রকার লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়া

থাকে। পরিণামে রোগী ক্রমশঃ ক্ষীণতেজ ও হীনবল হইয়া টাইফয়েড অবস্থায় উপনীত হয়।

চিকিৎসা।

আর্সেনিক—শরীরের অত্যধিক ক্ষীণতা, উদরে গোলযোগ, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল নিঃসরণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, পিপাসা, জল ও আহার্য্য বস্তুতে অরুচি। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

চায়না—অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থা, উদর স্ফীত ও গোলযোগযুক্ত, পিপাসা, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল নিঃসরণ, ক্ষুধা লোপ, শরীর জরভাবযুক্ত বা দিনের মধ্যে কোন সময় শীত করিয়া জ্বরযুক্ত হওয়া। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

মার্কুরিয়স্—আম সংযুক্ত দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ, রক্তের ছিটযুক্ত কর্দ্দমময় মল, আমাশয়িক বেগ, যকৃতের অসুস্থতা, সার্ব্বাঙ্গীণ ক্ষীণতা, জিহ্বা হরিদ্রাভ। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

রসটক্স্—অজ্ঞাতসারে জলীয় মল চুঁয়াইয়া নিঃসরণ, জ্ঞানের জড়তা, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—দুর্গন্ধযুক্ত ত্বরিত মলত্যাগ, মলিন দুর্গন্ধময় রক্তভেদ, উদরাধ্মান, দূষিত বায়ু নিঃসরণ, উদর ভার ও গোলযোগযুক্ত। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

এসিড ফসফরিক্—পাংশুবর্ণ পাতলা মল অল্প বা অধিক পরিমাণ নিঃসরণ, জিহ্বা আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ফিরম্—রক্তহীনতা, সার্ব্বাঙ্গীণ শীর্ণতা, পাতলা মলত্যাগ, অন্ত্রের শিথিল অবস্থা, অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, অন্ত্রে ক্রিমির অবস্থান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফসফরাস্—মলের উপর চর্ব্বিবৎ বস্তু ভাসমান, উদরাধ্মান, উদরে ডাক, মল দ্বারের সঙ্কোচন শক্তি হ্রাস, পিপাসা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এণ্টিমনি টার্ট—পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, উদরাধ্মান, বিবমিষা, পদদ্বয়ের অত্যধিক দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম্—পাতলা জলীয়, রক্ত মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব, মিষ্টদ্রব্য খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলোসিন্থ—উদরে অত্যধিক বেদনা, বেগ সহকারে আমাশয়িক মলত্যাগ, সাদা আম নিঃসরণ, আমাশয়িক বেগ নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য—এই অবস্থায় সাগুদানা, বার্লি ও এরোরুট জলে সিদ্ধ করিয়া পাতলা আকারে সেবন করিতে দিবে। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইলে ইহার সহিত মাগুর ও সিং মৎস্যের বা মাংসের যুষ মিশ্রিত করিয়া দিবে। উদরের গোলযোগ থাকিলে দুগ্ধ প্রায়ই সহ্য হয় না, অতএব তাহা দিবে না।

১১শ। কৃমি।

ওলাউঠার চিকিৎসাকালে আদ্যোপান্ত সকল সময়ই ক্রিমির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। উদরে কৃমি থাকিলে কোন মতেই প্রকৃত প্রতিক্রিয়া হয় না। বমন ও বিবমিষা থাকিয়াই যায়, হস্তপদ শীতল, অক্ষুধা বা অতিরিক্ত ক্ষুধা, উদরাময়, উদরে গোলযোগ, নাড়ী অনিয়মিত, ইত্যাকার বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পরিণামে ভয়ানক টাইফয়েড অবস্থা আনীত হইয়া থাকে। কৃমি মলের সহিত নির্গত না হইলে তাহার সত্তা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে, কেননা ওলাউঠার অনেক লক্ষণই কৃমির লক্ষণ সদৃশ হইয়া থাকে। কৃমির অবস্থান অনুভব করা কেবল চিকিৎসকের বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। পরবর্ত্তী কৃমির অধ্যায়ে ইহার লক্ষণাদি বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

চিকিৎসা।

সিনা—কেঁচোর ন্যায় লম্বা কৃমিতে ইহা বিশেষ উপযোগী, পেট পাকাইয়া মুখে জল উঠা, ন্যাকার, ঘৃণা, বমন, উদরে খোঁচান ও মোচড়ান বেদনা, উদর টিপিলে ভুজ ভুজ শব্দ, দন্ত ঘর্ষণ, কনীনিকা প্রসারিত, ভেদ বমনে ক্রিমি

নির্গত হওয়া। ইহায় মূল টিংচার, ৩য়, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি বা সেণ্টনাইন বিচূর্ণ প্রথম শক্তি সেবন করাইবে।

চায়না, ফিরম, এসারম, ক্যাল্‌কেরিয়াকার্ব্ব, ইগ্নেশিয়া, গ্রাফাইটিস, মার্কুরিয়াস, নক্সভমিকা, স্যাবেডিলা, সাইলিসিয়া, সলফর, এপোসাইনম ও এসক্লিপিয়াস ইত্যাদি ঔষধ লম্বা কৃমি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

টিউক্রিয়ম—সূত্র-খণ্ডবৎ ক্ষুদ্র ক্রিমি নষ্ট-করণার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, গুহ্যদ্বারে চুলকানি ও বিড়্‌বিড়্‌ করা, কখন বা গুহ্যদ্বার দিয়া কৃমি আপনা আপনি হাটিয়া বাহির হওয়া। ১ম, ৩য় শক্তি।

সিনা, কুপ্রম, ফিরম, মার্কুরিয়াস, স্যাবেডিলা, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, ও সলফর ইত্যাদি ঔষধ এই জাতীয় কৃমিনিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

ফিলিক্স্‌ম্যাস্‌—ফিতার ন্যায় কৃমি রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই জাতীয় কৃমি উদরে থাকিলে সমস্ত উদরে তীব্র শূল বেদনা অনুভূত হয়, অত্যধিক ক্ষুধা বা ক্ষুধার হ্রাস হইয়া থাকে। মূল টিংচার সেবন করাইবে।

কুসো, সিনা, সলফর, ফিলিসিস্‌ মেরিস্‌, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, গ্রাফাইটিস, প্লাটিনা, স্যাবেডিলা, পল্‌সেটিলা, কার্ব্বভেজ, সাইলিসিয়া, নক্সভমিকা, পেট্রো-লিয়ম, এম্ব্রা, ন্যাট্রম মিউ, ষ্ট্যানম ইত্যাদি ঔষধ এই জাতীয় কৃমি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

---

১২ শ। অনিদ্রা।

প্রতিক্রিয়ার পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, মল, মূত্র স্বাভাবিকরূপে নিঃসৃত হয়, রীতিমত আহার করিতে সক্ষম। কিন্তু রোগীর আদৌ নিদ্রা হয় না, সমস্ত দিবা রাত্রি জাগরণ করিয়া ক্ষেপণ করিতে হয়, ক্রমান্বয়ে বহু দিন রাত্রি চলিয়া যায়, কিন্তু কোনমতেই নিদ্রাকর্ষণ হয় না, অনেক রোগীকেই এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়, অবিরত জাগরণে ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া বহু প্রকার রোগ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এইরূপ রোগীর মস্তক শীতল জল দ্বারা ধৌত করিয়া মস্তোকোপরি তৈল কিম্বা ঘৃত মৃদুভাবে মালিস করিবে, তাহাতে অনেক সময় সুনিদ্রা আনীত হয়। কিন্তু কখন কখন উহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, তখন রীতিমত চিকিৎসার আবশ্যক।

কফিয়া—নিদ্রাবেশ একবারেই হয় না, ক্রমান্বয়ে দিন ও রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত, অত্যধিক উত্তেজনা বোধ, মনে নানা প্রকার কাল্পনিক চিন্তার উদয়। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

টি—চা পানে অনিদ্রা ঘটিয়া থাকে, অতএব অনিদ্রা স্থলে চা গরম জলে ভিজাইয়া ঐ আরক্ত জল দশ ফোটা ও প্রুফস্পিরিট নব্বই ফোটা মিশ্রিত করিয়া ১ম শক্তি প্রস্তুত করতঃ তাহার এক বিন্দু মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। সাধারণতঃ দুই এক মাত্রা সেবনেই নিদ্রা বেশ হয়, আবশ্যক মত ইহার ২য় বা ৩য় শক্তি প্রয়োগ করা যায়।

বেলাডনা—মস্তিষ্কের উত্তেজনা, চক্ষু প্রদাহযুক্ত, আরক্ত, কণীনিকা প্রসারিত, নিদ্রাবেশ হয় কিন্তু সুনিদ্রা হয় না, নিদ্রাবেশ হইতেই রোগী চমকিয়া উঠে, কাল্পনিক স্বপ্ন দর্শন। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

হাইওসায়মাস—সুনিদ্রা হয় না, সময় সময় নিদ্রা বেশ হইয়া থাকে, মনে নানা প্রকার কল্পনা, রোগীকে দেখিতে হতবুদ্ধির ন্যায় দেখায়, ওষ্ঠ নাড়িয়া বিড় বিড় করে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

১৩শ। এনিমিয়া।

ক্ষীণতা।

ওলাউঠার রোগী দীর্ঘকাল রোগশয্যায় থাকিলে যে কি ভয়ানক দৃশ্যে উপনীত হয়, তাহা একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমস্ত শরীরের পেশী শুষ্ক হইয়া অস্থির সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। অস্থি সমস্তের যে স্থানের যে বিন্যাস তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কোন স্থান

উচ্চ ও কোন স্থান নিম্ন দেখায়, চক্ষু কোটরগত, চিবুক খাদে পতিত, কণ্ঠার অস্থি উত্থিত, পঞ্জর্কা ও বুকাস্থির জোড় স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হয়, হস্তপদের নলা শুষ্ক, সন্ধিস্থান গুলি স্থূল বলিয়া বোধ হয়, উদর খালদিয়া পড়ে, পৃষ্ঠবংশ ধনুকের ন্যায় বাঁক ধরিয়া যায়, পৃষ্ঠাস্থির উচ্চ স্থান গুলি গোঁজের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, শারীরিক বলের হ্রাস, চলিতে অসমর্থ, উঠিতেই শরীর কম্পিত ও পদের নলা জড়িত হইয়া যায়, বাহ্যাকৃতির সহিত আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমস্ত নিতান্ত ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হয়, এই হেতু যকৃতের রস নিঃসৃত হয় না, পাকাশয়ে অম্লরসের উৎপত্তি হয় না, ক্লোম স্বীয় কার্য্য করিতে অসমর্থ ইত্যাদি কারণে রোগীর ক্ষুধা মাত্রই হয় না, অক্ষুধায় আহার করিলেও তাহা জীর্ণ না হইয়া উদরে গোলযোগ উপস্থিত করে। এই অবস্থার সহিত কখন কখন মস্তিষ্ক ও অন্ত্র ক্রিয়াবিকৃত হইয়া টাইফয়েড অবস্থায় জড়িত হয়। কাহারও বা শয্যাক্ষত, কর্ণমূল প্রদাহ, বিগলিত মুখক্ষত, কর্ণিয়া ক্ষত ইত্যাদি ভয়ানক লক্ষণ সকলের উদ্ভব হইয়া থাকে!

চিকিৎসা।

চায়না—হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহানুভব হেনিম্যান এই অবস্থায় চায়নার শক্তি অমোঘ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হইতে চিকিৎসক সমাজে ইহা বহুলরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দুর্ব্বল দেহে চায়না অতি উৎকৃষ্ট বলকারক ও পোষক। ইহার ১ম, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি ক্রমান্বয়ে দিবে, তাহাতে ফল না পাইলে ৩০ বা ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিবে।

চিনিনম সলফিউরিকম্—ইহার ক্রিয়া অবিকল চায়নার সদৃশ কিন্তু তদপেক্ষা উগ্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, চায়নাতে কৃতকার্য্য না হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—শরীর অতিশয় শীর্ণ, শরীরস্থ নিঃসরণ পথ দিয়া পচা মাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ রস ক্ষরণ, উদর স্ফীত ও ভারযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মলভাগ; শরীরে শব গন্ধ। ৩০শ শক্তি।

ফসফরিক এসিড্—মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন, অজ্ঞাতসারে পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ। ৩০শ শক্তি।

রসটক্স—অত্যধিক স্নায়বীয় বিকৃতি, জ্ঞানের জড়তা, কখনও শীত ভাব, কখনও জ্বর বোধ, অজ্ঞাতসারে মলস্রাব। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিক—এনিমিয়ার শেষাবস্থা, শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, শক্তিশূন্য, নিস্তেজ, কোন ঔষধেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, শয্যায় শবের ন্যায় পড়িয়া থাকা, শরীর দিয়া গলিত মাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ বাহির। ৩০শ বা ২০০ শত শক্তির আর্সেনিক প্রয়োগ করিবে। গ্লবিউল আকারে দিলেও বিলক্ষণ উপকার করিয়া থাকে।

পথ্য।

উপযুক্ত পথ্যের অভাবেই অনেক সময় এনিমিয়া ঘটিয়া থাকে। অতএব এই অবস্থায় বলকারক ও পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, এই সময় পাকাশয় এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, কোন প্রকার গুরুপাক খাদ্য বা অধিক খাদ্য জীর্ণ হইতে পারে না। এই হেতু বিশেষ সতর্ক হইয়া লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য খাইতে দিবে, ইহাতে কৃপণতা করিলে কখনই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। বলকারক পথ্যের মধ্যে মাংসের পাতলা যুস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একটী বাচ্চা মোড়গ বা বাচ্চা কবুতরেরর মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া এক সের জলের সহিত সিদ্ধ চড়াইয়া দিবে, তাহাতে কয়েক চাক আদা, কয়েকটী জিরা ও গোলমরিচ এবং অল্প কিছু লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবে, মাংস সিদ্ধ হইয়া জলের পরিমাণ এক পোওয়া হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ঐ যুস প্রথমতঃ কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া তদনন্তর ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাঁকিবে, এই ছাকা যুস অতি লঘুপাক পথ্য হইল, রোগীকে ইহা এক এক ঝিনুক করিয়া সেবন করিতে দিবে। প্রথম বেলার প্রস্তুত যুস দুই প্রহর পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। দুই প্রহরের পর পুনরায় ঐ রূপে যুস প্রস্তুত করিয়া দিবে।

নিরামিষভোজীদের পক্ষে জল মিশ্রিত বলক তোলা দুগ্ধ অতি উপাদেয় পথ্য। ইহা আমিষভোজীকেও দেওয়া যাইতে পারে। একবারে অধিক দুগ্ধ

পান করিতে দিবে না, এক এক ঝিনুক পরিমাণে বারংবার পান করিতে দিবে, আবশ্যকমত ইহার সহিত বার্লি বা এরারুট মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে, ক্রমশঃ অন্ন মণ্ড, অন্ন এবং মৎস্য খাইতে দিবে।

১৪শ। টাইফয়েড অবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত এনিমিক অবস্থায় মস্তিষ্কের জড়তা, জ্বর, ও উদরাময় সংঘটিত হইয়া টাইফয়েড ভাব উপস্থিত হয়। এই সময়ের প্রধান লক্ষণ জ্বর, জ্ঞানের জড়তা, মোহ, প্রলাপ, শয্যান্বেষণ, শূন্যে কাল্পনিকবস্তু ধারণ, শয্যা হইতে এক-দিকে সরিয়া যাওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, উদর ভারও স্ফীত, উদরে ডাক, নাড়ী সূক্ষ্ম, ও জিহ্বা শুষ্ক ও লৌহমরিচাবৎবর্ণ বিশিষ্ট, সমস্ত শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির, চক্ষু কোটরগত ও পিচুটিতে জড়িত, এই সময় উপযুক্তরূপ চিকিৎসা হইলে রোগী রক্ষা পাইতে পারে, নচেৎ শীঘ্রই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

চিকিৎসা।

ব্যাপটিসিয়া—দুর্গন্ধ মলস্রাব, জিহ্বা হরিতাভ শুভ্রবর্ণ, শুষ্ক, অজ্ঞানতা, প্রলাপ, মোহ, শয্যা হইতে সরিয়া যাওয়া, উদরাময়, উদর ভার ও গোলযোগ যুক্ত, রাত্রিতে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, শরীরের স্থানে স্থানে শয্যাক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ভিরাট্রাম ভিরিডি—মস্তিষ্কক্রিয়ার দুর্ব্বলতা হেতু জ্ঞানের জড়তা, তন্দ্রা, মোহ, আবল্য, চক্ষু আরক্ত, শয্যায় অনবরত পার্শ্বপরিবর্ত্তন, উপা-ধানে মস্তক ঘর্ষণ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা একক বা ব্যাপ্‌টিসিয়ার সহিত পর্য্যায় ক্রমে সেবন করাইলে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌টক্স—অজ্ঞানতা, কিন্তু ওপিয়মের লক্ষণযুক্ত সম্পূর্ণ মোহ নহে, রোগী সময় সময় জাগরিত হইয়া থাকে, জাগ্রত ও নিদ্রিত ইহার মধ্যবর্ত্তী একটী অবস্থা কল্পনা করিলে সেইটী রসটক্স প্রয়োগের উপযুক্ত সময় বলা যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও আরক্ত, জ্বর, অজ্ঞাতসারে মল মূত্রত্যাগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ওপিয়ম—সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, নাসাধ্বনি পূর্ব্বক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, নিয়চাপা-ঝুলিয়া পড়া, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ বা মলমূত্র অবরুদ্ধ, উদরাধ্মান, এই অবস্থায় কয়েক মাত্রা ওপিয়ম সেবন করাইয়া কৃতকার্য্য না হইলে ক্লোর-ফরমের সহিত পর্য্যায় ক্রমে বা কেবল ক্লোরফরম দিবে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ক্লোরফরম—সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, রোগীর চক্ষের অভ্যন্তরে অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলেও চক্ষু মুদ্রিত করে না, সম্পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকা, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বা ধাকাইলেও চৈতন্য সম্পাদন হয় না। ১ম শক্তি ৫-১০ বিন্দু মাত্রায় পুনঃ পুনঃ সেবন করাইবে। মধ্যে মধ্যে চায়না ১ম শক্তি দিবে।

হাইওসায়েমস—অজ্ঞানতা মৃদু প্রলাপ, শূন্যে কাল্পনিক বস্তু ধারণ, হস্ত কম্পন। ১ম, ৩য়, ১২শ শক্তি।

ল্যাকেসিস—দুর্গন্ধ ও ত্বরিত মলত্যাগ, উদরে বেদনা, জীবনী শক্তির ক্ষীণতা, মোহাচ্ছন্ন, মোহ কালেও গাত্রে বা উদরে হস্তার্পণ করিলে রোগী বিরক্তি প্রকাশ করে। শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত বা স্ফোটক উদ্ভব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—উদরাধ্মান, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, যান্ত্রিক নিস্তেজকতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—অত্যন্ত শীর্ণতা, জ্বর, গাত্রজ্বালা, চর্ম্ম শুষ্ক, দুর্গন্ধ মল-স্রাব, পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও বিদারণ যুক্ত। ১২শ, ৩০শ শক্তি।

এই অবস্থায় বেলাডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, কুপ্রম, ফস্‌ফরাস, এসিড ফসফরিক ও সলফর প্রভৃতি ঔষধ সমস্ত লক্ষণ অনুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্য—এই অবস্থায় লঘুপাক ও বলকারক পথ্য যথা মাংসের যুস, বার্লি, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রয়োজন মত সেবন করিতে দিবে।

---

১৫ শ। কর্ণিয়াক্ষত।

দুর্ব্বলাবস্থায় পোষণশক্তির অভাব বশতঃ এই অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে। অবিরত অশ্রুপতন, চক্ষুতে কণ্টক বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা অনুভব, আলো অসহ্য, চক্ষু লোহিতবর্ণ, তৎপর চক্ষের কাল ক্ষেত্রে মৎস্যের আঁইসবৎ অস্বচ্ছ একটী দাগ পড়ে, ক্রমে তাহা ক্ষতে পরিণত হইয়া বিস্তৃত হয়। ক্ষত দীর্ঘ কালস্থায়ী হইলে কর্ণিয়ার ধার বিদারিত হয়, পরিণামে ঐ বিদারিত স্থান দিয়া চক্ষের হিউমার নামক পদার্থ বাহির হইয়া যায়। ইহাতে রোগী চিরজীবনের ভ অন্ধ হয়।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ শীতল জল দ্বারা চক্ষু উত্তম রূপে ধৌত করিবে, অতি মৃদুভাবে ধৌত ক্রিয়া করিবে, বেগে জলের ছিট লাগিলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, এমন কি চক্ষু বিদারিত হওয়ার ও সম্ভাবনা আছে। তৎপর কিছু ধুনিত কার্পাস তুলা লইয়া গুটীর মত করিবে এবং রেগীকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিবে, ঐ মুদ্রিত চক্ষের উপর তুলা বসাইয়া পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপে চক্ষুর ক্রিয়া অবরুদ্ধ না করিলে কেবল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগ শান্তি করা অসাধ্য ব্যাপার। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে তুলা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তুলা ব্যবহার করিবে। সেবনার্থ নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিবে।

পল্‌সেটিলা—ক্ষতের প্রথম অবস্থায় এইটীই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, চক্ষে সাল সাল বিন্ধা, অশ্রুপতন, চক্ষু লোহিত বর্ণ, চক্ষের কাল ক্ষেত্রে মৎস্যের আঁইসবৎ দাগ উদ্ভব, অতিশয় শীর্ণতা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

চায়না—এটী ও প্রথমাবস্থায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অত্যধিক দুর্ব্বলতা রক্তশূন্য অবস্থা, কর্ণে তালালাগা, কর্ণে শম্ শম্ শব্দ, জ্বর, অবসাদকর ঘর্ম্ম, ১ম, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—চক্ষু মধ্যে ধূলিকণা বা তৃণ ইত্যাদি পতনের ন্যায় সাল সাল বোধ, অশ্রুপতন, চক্ষে জ্বালা, আলো অসহ্য, অতিশয় শীর্ণতা। ১২শ, ৩০শ শক্তি।

কোনায়ম—সম্পূর্ণ ক্ষত প্রকাশ, আলোক দ্বেষ, বৃদ্ধদের পীড়া। ৩য়, ১২শ শক্তি।

ক্যাল্কেরিয়াকার্ব্ব—ক্ষতের প্রথম অবস্থা, দৃষ্টি ঝাপসা, প্রচুর অশ্রুবারিপতন, চক্ষু লাল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—গভীর ক্ষত, অত্যধিক অশ্রুবারিপতন, বায়ু স্পর্শে অশ্রু-বারিপতনের আধিক্য, আলো অসহ্য, চক্ষে উত্তাপ ও জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হিপার সলফর—ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক করণার্থ ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সম্পূর্ণ ক্ষত, চক্ষে খুব বেদনা, আলোক স্পর্শে চক্ষে বেদনা, ও দৃষ্ট বস্তু আরক্ত দেখায়। ৩০শ শক্তি।

এতদ্ভিন্ন কার্ব্বভেজ, সলফর, ক্যালকেরিয়া আর্সেনিক, আর্জ্জেণ্টাই, নাইট্রিকম্, ফস্ফরাস্, মার্কুরিয়াস্, ইয়ুফ্রেসিয়া, লাইকোপোডিয়ম ইত্যাদি ঔষধও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্য—মাংসের যুস, দুগ্ধ, বার্লি, এরোরুট ইত্যাদি লঘুপাক পথ্য খাইতে দিবে। রোগীকে সঞ্চালন করিতে না দিয়া চক্ষু বান্ধিয়া শয্যায় শায়িত রাখিবে।

১৬শ। কর্ণমূল প্রদাহ।

ইহা এক প্রকার স্ফোটক জাতীয় ব্যাধি, কর্ণের নিম্নভাগ প্রথমে প্রদাহিত হইয়া আরক্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, পরে সমস্ত লালাগ্রন্থি প্রদাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে নিম্ন চাপার নিম্নভাগ ও গণ্ডস্থল অত্যন্ত স্ফীত হয়, ঐ স্থানে দপ্দপ্কর বেদনা, আরক্ততা ও জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায়, কাহারও বা এতদ্সঙ্গে মস্তিষ্কলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞানতা, মোহ প্রভৃতি ভয়ানক লক্ষণ সমস্ত ঘটিয়া থাকে, এই সময় অনেকের মৃত্যু সংঘটিত হইতেও দেখা গিয়াছে। প্রদাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ঐ স্থানে পূঁয় জন্মে, এই সময় শরীরের অন্যান্য স্থানেও স্ফোটক হইতে দেখা যায়। সচরাচর এলোপ্যাথি ডাক্তারদের অতিমাত্রায় পারদ সেবনের ফলস্বরূপ এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

তদ্ভিন্ন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেও অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হেতু এই লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

স্ফীত স্থান ধুনিত তুলা দ্বারা বান্ধিয়া তদুপরি অগ্নির সেক দিবে, প্রদাহ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত তুলাদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। প্রদাহিত স্থান স্ফীত ও কঠিন হইলে ঐ স্থানে উষ্ণ পোলটিস্ দিয়া তদুপরি লৌহ-পত্র উষ্ণ করিয়া ছেক দিবে, ইহাতে শীঘ্রই পূঁয় জন্মিয়া প্রদাহের হ্রাস হইয়া থাকে। সেবনার্থ নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্তের মধ্য হইতে কোন একটী বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

বেলাডনা—কর্ণমূল-গ্রন্থি স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও আরক্ত, বেদনা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত চালিত, বেদনা বশতঃ অজ্ঞানতা ও মোহভাব উৎপন্ন। ১ম ও ৩য় শক্তি।

পল্‌সেটিলা—কর্ণের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রদাহ, প্রদাহিত স্থান আরক্ত ও স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত, শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা, কর্ণে গুণ্ গুণ্ শব্দ অনুভব। ৩য় শক্তি।

ক্যামোমিলা—স্ফীততার সহিত কর্ণে অতিশয় উগ্র ও দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, বেদনায় রোগী অতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে। ৩য় শক্তি।

আর্ণিকা—প্রদাহের প্রথম অবস্থা, কর্ণে অতিশয় বেদনা, কর্ণাভ্যন্তরে ও পশ্চাদ্‌ভাগে স্ূঁচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শব্দ অসহ্য, জ্বর বোধ। ৩য় শক্তি।

মার্কুরিয়াস্ সলিউবিলিস—প্রদাহের পরিণত অবস্থা, স্থান অত্যন্ত স্ফীত ও কঠিন, লালা পতন, রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

হিপার সলফর—কর্ণমূল প্রদাহের পরিণত অবস্থায় যখন স্থান স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে, শোষিত হইয়া আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না, তখন হিপার সলফর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শক্তির বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় কয়েক ডোজ সেবন করাইলে শীঘ্রই পূঁয় জন্মিয়া আপনা হইতে স্ফোটক বিদীর্ণ

হওতঃ পূঁয় নিঃসৃত হয়। আর আপনা হইতে পূঁয় নিঃসৃত হইয়া গেলে, হিপার সলফর ৩০শ শক্তি সেবন করাইলে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়।

১৭শ। মুখক্ষত।

সচরাচর য়্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের চিকিৎসায় অতিরিক্ত কেলোমেল ব্যবহারের চরম ফল স্বরূপ এই লক্ষণ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শীর্ণাবস্থায় মাড়িতে প্রদাহ হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রদাহ, ক্ষত ও পরিণামে বিগলনে পরিণত হইতে দেখা যায়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, মুখ হইতে অধিক পরিমাণ লালাপতন, জিহ্বা স্থূল, গলাধঃকরণে কষ্ট, সামান্য জ্বরভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, ক্রমে প্রদাহিত স্থান ক্ষতে পরিণত এবং তাহা হইতে রক্ত, পূঁয় ও দূষিত মাংসখণ্ড সকল স্খলিত হইতে থাকে। এই সময় মুখাভ্যন্তরের সমস্ত স্থান, মাড়ী, জিহ্বা, গণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ, তালু ও অধি জিহ্বা প্রভৃতি সমস্ত স্থানই স্ফীত ও প্রদাহিত হয়, রোগী সামান্য জলবিন্দুও গলাধঃকরণে সমর্থ হয় না। কখন কখন ক্ষত স্থান হইতে অস্বাভাবিকরূপে রক্তস্রাব হইয়া রোগীকে নিতান্ত শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আনয়ন করে।

চিকিৎসা।

মার্কুরিয়াস্—প্রদাহের প্রথমাবস্থা, মাড়ি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, লালা পতন, রোগীর শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পাণ্ডু, অত্যধিক ঘর্ম্ম নিঃসরণ। পূর্ব্বে পারদ ব্যবহার না হইয়া থাকিলে ইহা ব্যবস্থা করিবে। পারদের অপব্যবহার হেতু রোগ হইলে মার্কুরি কখনও সেবন করাইবে না। ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্ মিউরিয়েটিকম্—প্রদাহের পূর্ণাবস্থা বা ক্ষত প্রকাশ পাইবার উপক্রমে ইহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মাড়ী স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, অল্প অল্প ক্ষত, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বাতে জলপূর্ণ গুটিকা, জিহ্বার নিম্নভাগ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, জিহ্বা সঞ্চালনে যন্ত্রণা বোধ, জিহ্বার স্বাদহীনতা ও অত্যন্ত তৃষ্ণা। ৩০শ শক্তি।

নাইট্রিক এসিড—ইহা এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ, সেবন ও ধাবণ উভয় আকারেই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মাড়ি স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পতন, মুখে দুর্গন্ধ, ক্ষত ক্রমশঃ বিগলনে পরিণত হইবার উপক্রম, পারদের অপব্যবহার হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি সেবনার্থ দিবে এবং তরল নাইট্রিকএসিড ২ বিন্দু এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া কুলির জন্য ব্যবস্থা করিবে।

মিউরিয়েটিকএসিড—মাড়ি প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত, মাড়ির বর্ণ পীতাভ, মাড়ি হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, জিহ্বার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা, তালু ও গালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ঝলসিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হিপার সলফর—পারদের অপব্যবহার হেতু রোগ, অত্যন্ত পচন শীল ক্ষত, ক্ষতস্থান শীঘ্র বিগলনে পরিণত হইবার উপক্রম, ক্ষতস্থান হইতে পূঁয় ও মাংস খণ্ড স্খলিত হইয়া নির্গমন। ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিক—অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখাভ্যন্তরে জ্বালা, মলিন ক্ষত, ক্ষত হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ক্ষরণ, মুখাভ্যন্তর হইতে রক্ত ও পূঁয় নিঃসরণ ও অদম্য পিপাসা, গাত্রজ্বালা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—মুখাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত, মুখ মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল কর চটচটে ঘর্ম্মে আবৃত। ৩০শ শক্তি।

অরম—অত্যন্ত দূষিত ও বৃহৎ ক্ষত, ক্ষত মাংসভেদ করিয়া অস্থিতে প্রবেশ, পশ্চাৎ তালু ধ্বংস হইয়া পতন। গলমধ্যে ক্ষত, জলপান কালে নাসিকা দিয়া উদ্গমন, শীর্ণতা ও ক্ষীণতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস—মুখাভ্যন্তরের বিস্তৃত ক্ষত, গলমধ্যে বিগলিত ক্ষত, গলনলীতে কঠিন বস্তুর অবস্থানবৎ অনুভব এবং তাহা উদরস্থ করণ অভিপ্রায়ে বারম্বার নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণ, তরল বস্তু পানকালে তাহা নাসিকাপথে উৎক্ষেপণ, স্বরভঙ্গ শরীর দুর্ব্বল, শীর্ণ ও মৃতবৎ শয্যায় অবস্থান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

উপরোক্ত সেবনীয় ঔষধ ব্যতীত ধাবণ জন্য কয়েকটী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মুখাভ্যন্তরের ক্ষত সর্ব্বদা পরিষ্কার না করিলে কখনও আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারেনা, মুখ গহ্বরের দুরিত লালা, রক্ত ও পূঁয় নিষ্ঠীবনের সহিত উদরস্থ হইয়া রোগীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে, এজন্য ধাবণ জন্য কার্ব্বলিক এসিডের কুলি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কার্ব্বলিকএসিড একবিন্দু ও জল এক আউন্স মিশ্রিত করিয়া কুল্যার্থ ব্যবহার করিবে। অতিরিক্ত পূঁয় ক্ষরণ নিবারণ জন্য ট্যানিকএসিড, গ্যালিক এসিড, খদ্রির ও ফটকিরির কুল্য ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য—পাতলা দুগ্ধ, মাংসের যুস ও বার্লি প্রভৃতি তরল অথচ বলকারক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

১৮শ। শয্যাক্ষত।

শীর্ণাবস্থায় শরীরের পেশী শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় অস্থির অগ্রভাগ সমস্ত উচ্চ হইয়া উঠে, উহার উপর চর্ম্মের আবরণ মাত্র থাকে। শয্যার ঘর্ষণে ঐ দুর্ব্বল চর্ম্ম প্রথমে থেথ্‌লাইয়া যায়, ক্রমে উহা ক্ষতে পরিণত হয়। সচরাচর পৃষ্ঠবংশ ও কটির অস্থিতে প্রথম ক্ষত প্রকাশিত হয়, তৎপর কনুই ও উর্ব্বস্থির সংযোগ স্থান প্রভৃতি শয্যাসংযুক্ত স্থানগুলি ক্ষতযুক্ত হয়। ক্ষত প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে স্থানটী লোন্‌ছা যাওয়ার ন্যায় দেখায়, ক্রমে উহাই ক্ষতে পরিণত হয় এবং উহা হইতে রক্ত পূঁয় ক্ষরিত হইয়া কালে ভীষণ বিগলিত ক্ষতের আকার ধারণ করে। তখন উহা হইতে অবিরত পূঁয় ও দুরিত মাংস স্খলিত হইতে থাকে, দুর্গন্ধে নিকটে লোক যাইতে পারে না, রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া আইসে, অবশেষে যন্ত্রণায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক অনেক স্থলে তাহাই ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ক্ষতের প্রথম অবস্থায় যখন লোন্‌ছা পড়িয়া ক্ষত প্রকাশ পাইবার সূত্র হয়, তখন আর্ণিকা বা ক্যালাণ্ডিউলা লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া উক্ত

ঔষধের কোন একটীর মলম পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিয়া ক্ষতোপরি পটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ক্ষতের সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থায় যখন অত্যন্ত দুর্গন্ধ পূঁয় ও রস ক্ষরণ হইতে থাকে, তখন কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা ক্ষতস্থান-ধৌত করিয়া কার্ব্বলিক অয়েলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া পটী দিবে, অঙ্গারযুক্ত পোলটীস দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া রাখিবে। সেবনার্থ ল্যাকেসিস্, আর্সেনিক, কার্ব্বভেজ ইত্যাদি ঔষধের কোন একটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীকে সর্ব্বদাই কোমল শয্যায় শয়ন করাইবে, ক্ষতের নিম্নভাগে ধূনিত তুলার ছোট ছোট গদি ব্যবহার করিবে।* পথ্য জন্য মাংসের যুস ও দুগ্ধ ইত্যাদি শক্তিবর্দ্ধক ও লঘুপাক দ্রব্য দিবে।

১৭শ। সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটকের উদ্ভব।

ওলাউঠার নিরক্তাবস্থায় এইটী আর এক প্রকারের উপসর্গ, ইহা কখন দুই একটী কখন বা বহুসংখ্যক উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রথমে মণিবন্ধ ও জানুর চর্ম্মোপরি সামান্য আকারের ঘামাচি গুটিকার ন্যায় উদ্ভেদ উত্থিত হয়, তখন বেদনা বা জ্বালা কিছুই অনুভূত হয় না, ক্রমে উহার কলেবর বৃহৎ, স্থানটী আরক্ত, স্ফীত, বেদনা ও জ্বালাযুক্ত হইয়া প্রকৃত বিস্ফোটকের আকার ধারণ করে। দুই চারি দিন এইরূপ যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিয়া পূঁয় উৎপন্ন হয়, কখন বা স্ফোটকোপরি একটী ফোস্কার উদ্ভব হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হয়। এই জাতীয় স্ফোটক একক বা বহু আকারে প্রকাশিত হইয়া রোগীকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

আর্সেনিকম—স্ফোটকের প্রারম্ভে যখন কেবল ঘামাচি গুটিকার ন্যায় উদ্ভেদ চর্ম্মোপরি প্রকাশিত হয়, তখন ত্রিংশ শক্তির আর্সেনিকম দিনে দুই তিন মাত্রা করিয়া সেবন করাইলে অঙ্কুরেই পীড়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

হিপার সলফর—স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় বেদনা ও স্ফীততা বর্দ্ধিত হইয়া স্থানটী প্রকৃত স্ফোটকে পরিণত হইতেছে, এমন সময় ইহার ৩০শ শক্তি

সেবন করাইলে, প্রদাহিত চর্ম্ম সংকোচিত হইয়া স্ফোটক বিলীন হয়। আর স্ফোটকের পরিণত অবস্থায় ৩য় শক্তির বিচূর্ণ সেবন করাইলে শীঘ্র পূঁয় উৎপন্ন হইয়া স্ফোটক আপনা হইতে বিদারিত হয়। বিদারিত স্ফোটকের ক্ষত শুষ্ক করণার্থ ইহার ৩০শ শক্তি বিশেষ উপযোগী।

ক্যান্থারাইডিস—স্ফোটকোপরি ফোস্কার উদ্ভব, জ্বালাযুক্ত চুলকানি, স্ফোটকের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্ফোটকোপরি উষ্ণ পোলটীস ব্যবহার করিবে। বিগলনাবস্থায় কার্ব্বলিক অয়েলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া তদ্দারা পটী দিবে।

২০শ। গাংগ্রিন বা বিগলন।

গ্যাংগ্রিন শব্দের প্রকৃত অর্থ বিগলন, কোন স্থান গলিত হইয়া গেলে তাহাকে গ্যাংগ্রিন বলে, কিন্তু আমরা আর এক প্রকারের গ্যাংগ্রিন দেখিতে পাই তাহাতে স্থান গলিত না হইয়া শুষ্ক ও অসাড় হইয়া যায়, ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ অঙ্গারবৎ বর্ণ ধারণ করে। গ্যাংগ্রিন অধ্যায়ে ইহার বিশদ বিবরণ প্রদান করা যাইবে, ওলাউঠায় দুই আকারেই রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। নিম্নে এই ব্যাধির সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করা হইল।

চিকিৎসা।

একোনাইট—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শীত ও কম্প, গাত্রবস্ত্র সামান্যরূপ উন্মোচন করিলেও শীতবোধ, ব্যাধিগ্রস্ত স্থান প্রথমে স্ফীত পরে কালবর্ণ ধারণ, অনিদ্রা, অস্থিরতা, জ্বরভাব, পদদ্বয় শীতল। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিকম্—ক্ষতস্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, অথবা সম্পূর্ণ বোধশূন্য, ক্ষত হইতে দুরিত ও দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ, অতিশয় অস্থিরতা, দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ যুক্ত উদরাময়, পিপাসা ও গাত্র জ্বালা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

অরম—ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ অতিশয় স্ফীত, শৈত্য অসহ্য, অতিশয় শক্তিক্ষয় ও আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—শরীরের অতিশয় শীর্ণতা, জীবনীশক্তির হ্রাস, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ। ৩০শ শক্তি।

চায়না—ক্ষতস্থান হইতে অপর্য্যাপ্ত রক্ত বা রস ক্ষরণ হেতু শরীরের পতনাবস্থা, হস্ত পদ শীতল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও আঠাল ঘর্ম্মে আবৃত, ক্ষতের পার্শ্ব মলিন ও স্ফীত, শরীরের স্থানে স্থানে শয্যাক্ষত। ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস—ব্যাধিগ্রস্ত স্থান স্ফীত ও অসাড়, ক্ষতস্থান হইতে দুর্গন্ধ ও দুরিত রস ক্ষরণ, জ্ঞানের জড়তা, মুখাভ্যন্তর ও চর্ম্ম শুষ্ক, জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোটেলাস—ব্যাধিগ্রস্ত স্থান অসাড় কিন্তু চাপনে যন্ত্রণা বোধ, পীড়িত স্থান শীতল, স্ফীত ও কাল। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মেজেরিয়ম—রোগীর বাহ্যপ্রদেশ শীতল, কিন্তু অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা, উষ্ণ বা শীতল জল স্পর্শে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকেলি—শুষ্ক গ্যাংগ্রিন, পীড়িত স্থান শুষ্ক, শীতল ও কালীর বর্ণযুক্ত, স্পর্শবোধ শূন্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পথ্য—রোগীকে মাংসের যুস ও দুগ্ধ ইত্যাদি শক্তিকারক পথ্য বিধান করিবে।

২১শ। ওলাউঠার পুনরাক্রমন।

কোন কোন স্থলে প্রতিক্রিয়ার পর রোগীকে পুনরায় নূতন আকারে ওলাউঠাক্রান্ত হইতে দেখা যায়, এইরূপ হইলে রোগ অতি গুরুতর আকার ধারণ করে এবং রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। ইহার চিকিৎসা অবিকল প্রাথমিক চিকিৎসার ন্যায়।

ওলাউঠার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঔষধ নির্দ্ধারণ।

ভেদ।

ভেদ পাতলা—আর্সে, ভিরাট, একো, রিসি, আইরিস, কার্ব্বভেজ, চায়না, য্যাট্রফা, ফস্, এ-ফস, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ইলাটি, গ্রাটি, পডো।

„ „ ও কুমড়াপচাবৎ বস্তুর অবস্থানযুক্ত—ভিরাটএ, আর্সে, রিসি, একো, ক্যাম্ফ।

„ অম্লাম্বুবৎ—একো, আর্সে, ভিরাট, সিকেলি, রিসিনাস।

„ অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত—একো, আর্সে, রিসি, ভিরাট, ক্রোটন, আইরিস।

„ পিত্তসংযুক্ত—একো, আর্সে, চায়না, সিনা, ইপিকা, ফস, পলসে, সলফর।

„ রক্তসংযুক্ত—একো, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণি, আর্সে, বেলা, কার্ব্বভেজ, সিনা, চায়না, ইপিকা, আইরিস, মার্ককর, পডো, ভিরাট, সলফর।

„ অল্প রক্ত মিশ্রিত—কলচি, সলফর, মার্ককর।

„ ফেনিল—ইপিকা, ইলাটি, কেলিবাই, গ্রাটি, পডো, আর্ণি।

„ কাল—ক্যাম্ফর, আইরিস, লেপ্টেণ্ড্রা, সলফর।

„ শুভ্রবর্ণ—একো, বেলা, ভিরাট।

„ মাংস ধৌত জলের ন্যায়—ক্যাম্থা, ফস, আর্জ্জেণ্টনাই।

„ পীতবর্ণ—আর্সে, ক্যাম্থা, ক্রোটন, ইয়ুফর, গমিগটি, গ্রাটি, ইপিকা, ফস, এ ফস।

মলত্যাগকালীয় অবস্থা।

উদরে শব্দ—আর্সে, ভিরাট, য্যাট্রফা, পডো, নক্স, ফস, এ ফস, এণ্টিটার্ট, ক্রোটন।

নিম্নোদরে বেদনা—আর্সে, ভিরাট, আর্জ্জেণ্ট, বেলা, ব্রাইও, কলচি, গমিগটি, ইপিকা, পডো, ক্রোটন, আইরিস।

বেদনা শূন্যতা—রিসিনাস।

মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাওয়া—আইরিস।

গুহ্যদ্বারে জ্বালা—আর্সে।

উদরে গড় গড় শব্দ—পডো।

ললাটে শীতল ঘর্ম্ম—ভিরাট।

মলের গন্ধ।

তীব্র গন্ধ—একো, এণ্টিক্রুড, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, ক্যাম্ফা, কলচি, ফস, ভিরাট।

অত্যন্ত দুর্গন্ধ—অর্সে, গমি, কার্ব্বভেজ, ইপিকা, পডো।

গন্ধ হীনতা—একো, আর্সে, ভিরাট, রিসি, ক্যাম্ফ।

বমন।

বমন অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়—একো, আর্স, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ইপিকা, য্যাট্র, সিকে, ভিরাট, ট্যাবা, এণ্টিটার্ট, বেলা, ইলাটি, আইরিস, সলফর।

জলীয় বস্তু ও শ্লেষ্মা বমন—আর্স, বেলা, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, য্যাট্র, সিকেলি, ইপিকা, ভিরাট।

তিক্তরস বমন—ইপিকা নক্স।

পিত্তরস বমন—একো, আর্স, কুপ্রম, ইপিকা, আইরিস, য্যাট্র, পডো, সিকেলি, ভিরাট।

রক্ত বমন—একো, আর্স, কার্ব্বভেজ।

শীতল জল পাকাশয়ে গিয়া উষ্ণ হইয়া বমন।—ফস্।

অণ্ডলালবৎ বস্তু বমন—য্যাট্রফা।

দুর্গন্ধ বস্তু বমন—ইপিকা, সিকেলি।

ফেনিল বস্তু বমন—পডো, এণ্টিটার্ট, ইপিকা।

জলপান মাত্রই বমন—আর্স, ক্রোটন।

ফিতার ন্যায় তার যুক্ত শ্লেষ্মা বমন—আর্জ্জেণ্ট নাই।

পথ্য সেবন মাত্রই বমন—ক্রিয়োজোট।

পাকাশয়ে বেদনার সহিত বমন—আর্স, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ইপিকা, ফস্, এণ্টিটার্ট, ভিরাট্রম।

অত্যন্ত কষ্টকর বমন—এণ্টিটার্ট।

বমনান্তে নিদ্রা—এণ্টিটার্ট।

ভেদ ও বমন সমানে বর্ত্তমান—আর্স, কুপ্রম, য্যাট্রফা, ইপিকা, ফস, সিকেলি, ভিরাট।

বমনে দুর্ব্বল হইয়া পতন—আর্স, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, ইপিকা, নক্স, ফস, সিকেলি, ভিরাট।

বিবমিষা।

অবিরত বিবমিষা—ইপিকা।

বিবমিষা ও বমন—ইপিকা, এণ্টিমণিটার্ট, ট্যাবাকম, নক্স, বেল, পল্‌স্‌, কার্ব্বভেজ।

বমন ব্যতীত বিবমিষা—ইপিকা।

প্রতিক্রিয়ার পর বিবমিষা—ট্যাবাকম।

আক্ষেপ।

আক্ষেপ, ভেদ ও বমনের সহিত—একো, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, ক্যান্থা, ক্যামো, চায়না, কুপ্রম, কুপ্রম আর্স, ইপিকা, মার্ক, নক্স, ওপি, ফস, এ ফস ষ্ট্যাফি, এণ্টিটার্ট, ভিরাট, সিকে, আইরিস, য্যাট্র, ইয়ুফর, গ্রাটি, সলফর।

„ ভেদ বমন ব্যতীত—ক্যাম্ফর, ভিরাট, কার্ব্বভেজ, এ হাইড্রো।

„ সংকোচক পেশীর—কুপ্রম, য্যাট্রফা।

„ প্রসারক পেশীর—সিকেলি, সিকিউ।

„ প্রচণ্ড—কুপ্রম, কুপ্রমআর্স, আর্স, ক্যাম্ফর, ইপিকা, সিকেলি, ভিরাট্রম, য্যাট্র, সিকিউ।

„ হেতু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্র করিয়া নেওয়া—আর্স, বেল, সিকিউ, কুপ্রম, ইপিকা, নক্স, সিকেলি, ষ্ট্রামো, ভিরাট, সলফর।

„ বক্ষস্থলে—ক্যাম্ফর, সিকিউ, কুপ্রম, ইপিকা, নক্স, ফস্‌, এ ফস, ষ্ট্র্যামো, আর্স, ভিরাট, সিকেলি, এ হাইড্রো, ক্লোরফরম।

ও পৃষ্ঠে (খিললাগাবৎ) এ অগ্জ্যালিক,

আক্ষেপ পাকস্থলীতে—আর্স, ইপিকা, বেল, নক্স, ব্রাইও, ক্যামো, কুপ্রম, সিকেলি, ভিরাট, ক্যাম্ফর।

„ পাকস্থলীর উর্দ্ধ অন্তে, তজ্জন্য কাটবমন—আর্স।

„ উদরে—য্যাট্রফা, কুপ্রম।

„ গলনলীতে—কুপ্রম, আর্স, এ হাইড্রো, ল্যাকেসিস,

„ জিহ্বায় ও গলনলীতে এজন্য বাক্য উচ্চারণ ও গলাধঃকরণে অসমর্থ—সিকেলি।

„ কর্ণপেশীতে তজ্জন্য কর্ণে তালা লাগা—কুপ্রম, আর্স, ভিরাট।

„ মাড়িতে তজ্জন্য দাঁতলাগা—সিকেলি।

„ মুখপেশীতে তজ্জন্য দন্ত বাহির হওয়া—সিকেলি।

„ „ „ মুখ মঠাগ্রবৎ সরু—কুপ্রম।

„ গ্রীবা পেশীতে তজ্জন্য মস্তক পশ্চাৎদিকে ঝাকিয়া নেওয়া—ষ্ট্র্যামো, সিকেলি, সিকিউ।

„ হেতু চক্ষের পাতা উর্দ্ধে উত্তোলিত—এঙ্গাসটুরা, সিকেলি।

„ „ „ নিমীলিত—কুপ্রম।

„ নিতম্বে—ভিরাট।

„ উর্দ্ধবাহুতে—এফস, সিকেলি, লরোসিরে, সিকিউ।

„ নিম্নবাহুতে—এফস, সিকিউ,

„ করতলে—এফস, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, কুপ্রম, লরোসিরে, বেল, ক্যানাবি।

„ হেতু অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ—কুপ্রম,

„ „ অঙ্গুলি প্রসারিত—সিকেলি।

„ মণিবন্ধে—এফস।

„ উরুদেশে—ক্যাম্ফর, ক্যানাবি, হাইও, ইপিকা, পিট্রো, রসট, ভিরাট।

„ পদডিম্বে—কুপ্রম, য্যাট্রফা, কলসিন্থ, আর্স, ব্রাইও, ক্যাম্ফ, গ্রাফা, সিকেলি, এণ্টিটার্ট, ভিরাট।

„ „ খোঁচামারা—ট্যাবাকম্।

আক্ষেপ হেতু পদদ্বয় চৌড়া হইয়া যাওয়া—য্যাট্রফা।
„ পদে—গ্রাফা, ল্যাকে, এণ্টিটার্ট, ভিরাট, কুপ্রম, সিকেলি।
„ হেতু স্থূল পেশী কঠিন ও উচ্চ হইয়া উঠা—কুপ্রম।
„ পদাঙ্গুলিতে—সিকেলি, কুপ্রম।
„ হেতু পদাঙ্গুলি সটান—সিকেলি।
„ „ „ নিম্নদিকে নত—কুপ্রম।
„ রাত্রিতে পুনর্ব্বার—কুপ্রম, সিকেলি, আর্স, ভিরাট, ক্যাম্ফর ক্যামো।
„ বিবমিষা ও বমনের সহিত—ট্যাবাকম।

পক্ষাঘাত।

হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে—একো, এহাইড্রো, লরোসিরে, পটাসিসায়েনাইট, কোব্রা, আর্স, ভিরাট, এণ্টিটার্ট, কার্ব্বভেজ, ক্লোরফরম।

শ্বাসযন্ত্রে—ওপিয়ম।

মস্তিষ্কে—ওপিয়ম, ফস, ক্লোরফরম।

পাকস্থলী ও অন্ত্রে—কার্ব্বভেজ, ওপি, ইগ্নে, নক্স, লাইকো।

নিম্নঅন্ত্রে——লাইকো,

মলদ্বারে—ফস, এফস।

মূত্রোৎপাদক গ্রন্থিতে—ক্যান্থা,টেরিবিন্থ, কেলিবাই,

মূত্রস্থলীতে—ক্যান্থা, ওপি, হাইও,

শরীরের বর্ণ।

বদন মণ্ডলনীলাভ—আর্স, ক্যাম্ফ, কুপ্রম, কার্ব্বভেজ, ইপিকা, ফস, সিকেলি, ভিরাট।

চক্ষের চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ—আর্স, ক্যামো, চায়না, কুপ্রম, ইপিকা, মার্ক, নক্স, সিকেলি, ষ্ট্যাফি, ভিরাট।

চর্ম্ম সীসকবৎ মলিন—একো, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফ, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, ডিজি, ওপি, ফস, এফস, সিকেলি, ভিরাট।

বদন আরক্ত—একো, বেলা
" পাণ্ডুর—আর্স, ভিরাট, ক্যাম্ফর।

স্বর।

স্বরভঙ্গ ও ক্ষীণস্বর—আর্স, ভিরাট, এহাইড্রো, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফ, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, সিকেলি, ফস, এফস।

ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম প্রচুর ও শীতবোধ—ভিরাটএ, সিকিউ,
" অল্প ও জ্বালাবোধ—আর্স।
" মস্তকে—বেল, ভিরাট, ব্রাইও, চায়না, ওপি, ফস, রস্, ক্যাম্ফর।
" মুখমণ্ডলে—ভিরাট, কার্ব্বভেজ, রস, ফস, ষ্ট্র্যামো।
" উষ্ণ—ক্যাম্ফ, আর্স, বেল, ব্রাইও।
" শীতল—ক্যাম্ফ, আর্স, বেল, একো, ট্যাবা, য্যাট্র, চায়না, কার্ব্বভেজ, সিনা, ইপিকা, সিকেলি, কুপ্রম, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো, এণ্টিটার্ট, ওপি।
" আঠাল—আর্স, ক্যাম্ফ, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, সিকেলি, ভিরাট।

নাড়ী।

ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম—আর্স, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, সিকেলি, ভিরাট।
সূক্ষ্ম ও দ্রুত—আর্স, কার্ব্বভেজ, ল্যাকে, একো।
অননুভবনীয়—আর্স, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, ভিরাট, এহাইড্রো, কোব্রা, একো, ক্লোরফরম।

শ্বাসক্রিয়া।

শ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ঘড়যুক্ত—ওপি, ক্লোরফরম।
শ্বাসকষ্ট—একো, কোব্রা, এহাইড্রো, আর্স, ভিরাট, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, ইপিকা।
শ্বাস উচ্চ ও ঘন—একো, কুপ্রম, সিকেলি।
শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্ত শরীরের স্পন্দন—ক্লোরফরম, এমোনিকার্ব্ব, মস্কস্।

হৃৎপিণ্ড।

হৃৎক্রিয়া দ্রুত—একো, কুপ্রম, এহাইড্রো।

„ ক্ষীণ—কোব্রা, ক্লোর, একো, এহাইড্রো, মস্কস, এমোনিকার্ব্ব।

হৃৎপিণ্ডে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা—একো, কোব্রা, এহাইড্রো, ক্লোর।

পিপাসা।

পিপাসা প্রচণ্ড—একো, আর্স, ভিরাট, ক্যাম্ফা, কলসিন্থ, কুপ্রম, য্যাট্রফা, সিকেলি, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ।

„ অধিক ও অপর্য্যাপ্ত জলপান—ভিরাট, ষ্ট্র্যামো, একো, কুপ্রম।

„ „ অল্প অল্প জলপান—আর্স, এপিস, এণ্টিটার্ট, কার্ব্বভেজ।

„ জলপানান্তে পুনরায়—আর্স, একো, কেলিনাইটার।

„ অভ্যন্তর জ্বলনশীল—আর্স, ক্যাম্ফা, জেবরাণ্ডি।

„ অনেকক্ষণ অন্তর জলপান—ব্রাইওনিয়া।

„ জলপান করিলে গলগল শব্দে উদরস্থ হওয়া—কুপ্রম, লরোসিরে, ভিরাট।

বমনান্ত পিপাসা—ওলিয়েণ্ডার।

পিপাসাহীনতা—এণ্টিক্রুড্, এণ্টিটার্ট, আর্জ্জেণ্টনাই, ইপিকা, পলসে, ট্যাবা।

উদর।

উদরেভাক—একো, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফা, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, যাট্রো, মার্ক, নক্স, ফস, এফস, সিকেলি, পডো, এণ্টিটার্ট, ভিরাট।

„ জ্বালা—আর্স, ক্যাম্ফর, সিকিউ, ক্রোটন, য্যাট্রফা, সিকেলি, কার্ব্ব-ভেজ, ভিরাট।

„ শীতলবোধ—একো, নক্স।

„ বেদনা—কুপ্রম, সিকেলি, য্যাট্রফা, জ্যাব, আর্স, কলসম্থি ইলাটি, আর্জ্জেণ্টনাই, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, ক্যাম্ফা, ক্রোটন, আইরিস, মার্ক, ভিরাট।

„ কামড়ানী—কলসিন্থ, ইপিকা, সিনা, রসট, সলফর, ল্যাকে, জ্যালাপ।

শূন্যতাবোধ—ফস, ষ্ট্যানম, সলফর, ল্যাকে।

পূর্ণতাবোধ—লাইকো, নক্স, সিকেলি।

উদরে আধ্মান—একো, কার্ব্বভেজ, নক্স, ইগ্নে, লাইকো, এপিস, আর্স, এসাফি, বেল, চায়না, কলসিন্থ, ক্রোটন, গ্রাফা, আইরিস, টেরিবিন্থ, সলফর, ল্যাকে।

„ ঘল ঘল শব্দ—য্যাট্র, এলোজ, গমিগটি।

„ চাপ দিলে ঘল্ ঘল্ শব্দ—কুপ্রম, ল্যাকে।

জিহ্বা।

জিহ্বা শীতল—আর্স, ভিরাট, বেল, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, সিকেলি, কোব্রা, এহাইড্রো।

„ উষ্ণ—একো, এপিস, আর্স, ক্রোটন, পলসে।

„ শুভ্রবর্ণ—এণ্টিটার্ট, এণ্টিক্রুড, বেল, কুপ্রম, লরো, এঅক্‌জ্যালিক, সলফর, ব্রাইও, ক্রোটন।

„ নীলাভ—আর্স, ডিজি।

„ লোহিত বর্ণ—আর্জ্জেণ্টনাই, ইলাপ্‌স্, কেলিবাই, ল্যাকে, নক্স, রস, ভিরাট, একো, এগারি, ক্যাম্ফ, এণ্টিটার্ট, আর্স, বেল, কোব্রা, লোবেলি, মার্ক, ট্যাবা, এ অকজ্যালিক।

„ পীতবর্ণ—এগারি, আর্সে, ব্যাপটি, বেল, চায়না, কুপ্রম, হাইও, ইপিকা।

„ শুভ্রাভ—আর্স, কেলিবাই, ব্রাইও।

„ কাল—আর্স, ওপি, ফস, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো।

„ শুষ্ক—একো, এগারি, এপিস, আর্জ্জেণ্ট, আর্স, ব্যাপটি, ব্রাইও, বেল, ক্যাম্থা, এহাইড্রো, লরো, ওপি, এঅক্‌জ্যালিক, ফস, পডো, রস, সিকেলি, ট্যাবা, ভিরাট।

„ অগ্রভাগবিদারণযুক্ত—ল্যাকে।

„ কম্পিত—বেল, ক্যাম্ফর, ক্যাম্থা, কুপ্রম, আর্স, হাইও, ওপি, সিকেলি ষ্ট্র্যামো, ট্যাবা।

„ লাল, শুষ্ক ও খস্‌খসে—রস।

„ তালুতে লাগিয়া থাকা—নক্স।

„ পরিষ্কার—সিনা, ডিজি, ফস, হাইও, ইগ্নে, ইপিকা, রস, ষ্ট্র্যামো।

„ শুষ্ক ও জ্বালা যুক্ত—একো, আইরিস।

চক্ষু।

চক্ষু কোটরগত—আর্স, ক্যাম্ফর, ভিরাট, সিকিউ, কুপ্রম, লরো, এ হাইড্রো।
„ তারার মত ও ভাসমান—ক্যানাবিস, ব্রাইও, হাইও, ষ্ট্র্যামো।
„ তীর্য্যক দৃষ্টি—সিকিউ।
„ শিবনেত্র—বেল, সিকিউ, হেলেবোর।
„ মুদ্রিত—ক্লোরফরম।
„ আরক্ত—বেল, ষ্ট্র্যামো, হাইও।
কণীনিকা প্রসারিত—বেল, ষ্ট্রামো, আর্জ্জেণ্ট, সিকিউ, লরো, ক্লোর, এ হাইড্রো, হেলিবোরাস।
„ কুঞ্চিত—ওপি, ভিরাট।
চক্ষের চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ—আর্স, ভিরাট, কুপ্রম, সিকেলি

মূত্রক্রিয়া।

মূত্ররোধ—ক্যান্থা, ওপি, টেরিবিন্থ, আর্স, কেলিবাই।
„ কিন্তু বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা—ক্যান্থা।
„ „ বিন্দু বিন্দু মূত্রক্ষরণ—আর্স, ক্যান্থা, কার্ব্বভেজ, কুপ্রম, ভিরাট।
রক্ত মিশ্রিত মূত্র—আর্স, বেল, মার্ক, এণ্টিটার্ট, আর্জ্জেণ্টনাই, ক্যান্থা, কুপ্রম টেরিবিন্থ।

মানসিক লক্ষণ।

মৃত্যুভয়—আর্স, কোব্রা, একো।
সাহস ও স্ফূর্ত্তি—ল্যাকেসিস।
অস্থিরতা—আর্স।
ব্যাকুলতা—আর্স, ক্যাম্ফর, ভিরাট, একো, কার্ব্বভেজ, সিকিউ, সিকেলি, এ হাইড্রো, কোব্রা।
হাস্য—ক্লোরফরম।
রোদন—ক্লোরফরম, আর্স বেল, ক্যামো, এণ্টিক্রুড, সিনা।
নীরবে অবস্থান—ল্যাকে, ক্যানেবিস, ক্লোর, ভিরাট।
প্রলাপ বলা—বেলা, হাইও, ষ্ট্র্যামো, রস।

পান-আহার ও স্নান।

এই রোগের প্রত্যেক অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। রোগীকে কোন্ সময় অন্ন আহার বা উদর পূর্ণ করিয়া আহার দেওয়া যাইতে পারে, কোন্ প্রকার পানীয় প্রশস্ত এবং কোন্ সময় স্নান করিতে দিবে, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

এই রোগের বর্দ্ধিত ও পতনাবস্থায় কোন প্রকার পথ্য সেবন করিতে দিবে না, কেবল পরিষ্কার শীতল জল, বরফ জল বা আবশ্যক মত বরফের ক্ষুদ্র খণ্ড গলাধঃকরণ করিতে দিবে। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে বার্লি বা এরারুট জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও কাগজি লেবুর রস মিশ্রিত করতঃ তরল করিয়া সেবন করিতে দিবে। উত্তমরূপ প্রস্রাব হইয়া গেলে, মলের বর্ণ পিত্ত মিশ্রিত ও পীতবর্ণের হইলে এবং আনুষঙ্গিক কোন উপদ্রব না থাকিলে অন্নপথ্য ব্যবস্থা করিবে। ডাক্তার বোমেণ্ট যে পথ্য প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অন্নমণ্ড অতি লঘুপাক পথ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব প্রথমতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে অন্নমণ্ড প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে।

এক মুষ্টি পুরাতন সরু চাউল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অর্দ্ধসের পরিস্কৃত জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে। অর্দ্ধ পওয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ জল মিশ্রিত অন্ন উত্তমরূপে আবর্ত্তন করিবে, তদনন্তর উহা পরিস্কৃত বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিবে, ইহাতে নিম্নভাগে যে মণ্ড পতিত হইবে, তাহাই রোগীর উপযোগী উৎকৃষ্ট অন্ন মণ্ড; এই মণ্ডে কিঞ্চিৎ লবণ ও লেবুর রস সংযুক্ত করিয়া আহার করিতে দিবে। ইহা প্রথম দিন আহারের পর উদরে সহ্য হইলে, দ্বিতীয় দিন পুরাতন সরু চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন, মাগুর বা সিঙ্গ মৎস্যের কম মসল্যাযুক্ত রন্ধন করা ঝোল দিয়া আহার করিতে দিবে। একবারে প্রচুর পরিমাণে অন্ন আহার করিতে দিবে না, প্রথম প্রথম দুই একদিন কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়াই আহার করিবে। যেখানে মৎস্য ব্যবস্থা করা নিষেধ, তথায় মুগের যুস বা পটোল, বেগুন ইত্যাদি তরকারির যুস ব্যবস্থা করিবে। অন্ন সহ্য হইলে পাতলা দুগ্ধ

খাইতে দিবে। এইরূপে দুই চারিদিন অন্নপথ্য দিয়া যখন দেখিবে কোন প্রকার অসুখ হইল না, রোগীর শরীরে অল্প অল্প বলের সঞ্চার হইয়াছে, সে অল্প অল্প হাঁটিতে পারে, শরীরে জ্বর ভাব নাই, তখন স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

স্নান—উৎকৃষ্ট পরিষ্কার জল এক হাড়ি কিঞ্চিৎ লবণ সংযুক্ত করিয়া উষ্ণ করিতে থাকিবে, জল স্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণ করিবে। পরে ঐ জল নামাইয়া রাখিয়া দিবে, জলের তাপ হ্রাস হইয়া যখন শরীরে সহ্য হওয়ার উপযোগী হইবে, তখন সেই জল দ্বারা স্নান করাইবে। রোগীকে একখানি ঘরের ভিতর বা বায়ু চলাচল করিতে না পারে এমত স্থলে উপবেশন করাইয়া গাত্রে কিঞ্চিৎ তৈল মর্দ্দন করতঃ ঐ জল দ্বারা স্নান করাইবে। প্রথম দিন অতি অল্প জলে স্নান করাইয়া শীঘ্র শীঘ্র গাত্র মুছিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইবে এবং পরিষ্কৃত পুরাতন বস্ত্র ও জামা গায়ে দিয়া ঘরের ভিতর নির্ব্বাত স্থানে উপবেশন করাইবে। স্নানের পর গাত্রে শীতল বাতাস লাগিলে নিশ্চয়ই জ্বর হইবে। প্রথমতঃ দুই একদিন পর ঐ রূপ উষ্ণ জলে স্নান করিতে দিবে, ইহাতে কোন অসুখ বোধ না হইলে, কিছুদিন পরে কাঁচা জলে স্নান ব্যবস্থা করিবে।

উপসংহার।

এই অধ্যায়ে তিনটী বিষয় বিবৃত হইবে।

প্রথম—চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।
দ্বিতীয়—স্বাস্থ্যরক্ষা।
তৃতীয়—প্রতিষেধক চিকিৎসা।

১ম চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

ওলাউঠার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ও চিকিৎসা উপরে বিবৃত করা হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই পীড়ার লক্ষণ ও প্রকৃতি এতদূর জটিল ও দুরূহ যে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা অসম্ভব, ঐ সমস্ত লক্ষণ রোগীকে সমক্ষে রাখিয়া বুঝাইয়া দিলে কথঞ্চিৎ

উপলব্ধি হইতে পারে। এই পীড়ার লক্ষণগুলি অতি দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল, কখন কখন এমন জড়িত ভাবে প্রকাশ পায় যে চিকিৎসক কোন্ লক্ষণটী ধরিয়া চিকিৎসা করিবেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না, এজন্য জ্ঞানী চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যে তিনি ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লক্ষণ ও প্রত্যেক অবস্থার প্রযোজ্য ঔষধগুলি অতি পরিষ্কাররূপে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। এমন ভাবে ঔষধগুলি পরিচয় করিবেন যেন ঔষধ ও রোগের লক্ষণ সর্ব্বদা চখে চখে ভাসিতে থাকে, এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলে ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা করা যাইতে পারে, নতুবা উপস্থিত সময় গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে অনেক সময়ই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। যিনি এই পীড়ার চিকিৎসার্থ আহূত হইবেন, তাঁহার বিশেষরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি থাকা আবশ্যক। মুহুর্মুহুঃ লক্ষণের পরিবর্ত্তন হইয়া উঠে, ঐ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধও পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, গ্রন্থে যেরূপ ধারাবাহিক লক্ষণ বিবৃত থাকে, অনেক সময় রোগীর দেহে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে লক্ষণ প্রকাশিত হয় না, অপিচ অতিরিক্ত দুই চারিটী লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, এমত স্থলে নূতন চিকিৎসকের ঔষধ নির্ব্বাচন করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার।

আজ কাল সর্ব্বসাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে, ওলাউঠার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতেই ভাল হইয়া থাকে, ইহা আমাদের অতি গৌরবের কথা বলিতে হইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে যাহাতে বদ্ধমূল হইতে পারে তৎপ্রতি সকল চিকিৎসকেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কখনও অবিবেচনা বশতঃ বা বিশেষ লক্ষণ না দেখিয়া কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, তাহাতে উপকার না দর্শিয়া বরং অপকারই ঘটিয়া থাকে।

যে বাড়ীতে এই ভয়ানক পীড়া প্রকাশিত হয়. সেই বাড়ীর সমস্ত লোক নিতান্ত দিশাহারা হইয়া যায়, তাহারা বারম্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা লইয়া ডাক্তরের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে, এইসময় বুদ্ধিমান ধীর চিকিৎসক কোন কথাতেই ত্যক্ত হইবেন না বরং মিষ্ট বচনে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিদায় করিবেন। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসক যতক্ষণ রোগীর নিকট থাকিবেন তখন অতি শান্ত বাক্যে রোগীকে প্রবোধ দিবেন, তাহার মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হয় এমন উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করিবেন। রোগীর নিকট

ব্যাধির গুরুত্ব বিষয়ক কোন কথাই বলিবেন না। অধিকাংশ ডাক্তর বাবুদের বিশেষতঃ সহরবাসী ডাক্তরদের একটী নিয়ম আছে যে, তাঁহারা প্রত্যেকবার ভিজিট না হইলে রোগী দেখিতে যান না, কিন্তু এই পীড়াকে সেই নিয়মের বহির্ভূত রাখা উচিত। ওলাউঠা রোগীর সংবাদ পাইলেই সহৃদয় চিকিৎসক ভিজিটের আপত্তি না করিয়া তথায় যাইবেন, এবং যতবার সময় পাইবেন, পুনঃ পুনঃ যাইয়া রোগীকে দেখিবেন, আমরা জানি অনেক অর্থ পিশাচ কৃপণ লোক আরোগ্যের পর ডাক্তরকে বঞ্চিত করিবার জন্য বহু প্রকার উপায় উদ্ভাবন করেন, কিন্তু তাহা হইলেও ডাক্তর বাবুর যত্নে যে এক ব্যক্তি জীবন লাভ করিল তাহার পুণ্য যাইবে কোথায়?

প্রত্যেক চিকিৎসকেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিকিৎসক তিন প্রকার ফলের প্রত্যাশায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন। প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় যশঃ, তৃতীয় অর্থ; ইহার মধ্যে অর্থ সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর লাভ, যদি দৈবক্রমে তাহাতে বঞ্চিত হওয়া যায়, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের লাভ যাইবে কোথায়? অতএব যে কার্য্যে কোন না কোন প্রকার লাভ হইবেই হইবে, এমন সৎকার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। রোগী চিকিৎসকের হাতে আসিলে বিবেচনা করা উচিত "ভগবান ইহার রোগযন্ত্রনা দূর করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিলেন, আমি সাধ্যমত ঈশ্বরের আদেশ পালন করিব।" আমার কার্য্য মনুষ্যে দেখিবে না, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর দেখিবেন, যদি আমার ত্রুটীতে রোগী জীবন হারায় তবে ভগবানের নিকট দায়ী হইতে হইবে প্রত্যেক চিকিৎসক এইরূপে ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসাব্রত গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা।

এই রোগে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন করার পূর্ব্বে রোগ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, রোগোৎপত্তির কারণ জানিলে তাহার প্রতিবিধানের উপায় আপনা হইতেই মনে হইবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে এই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এক প্রকার বিশেষ বিষ আহার্য্য বস্তু, পানীয় জল, ও

বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তরুৎসেচন ক্রিয়া দ্বারা অত্যন্ত বৃহদায়তন প্রাপ্ত হয় ও তদ্দ্বারা রক্ত-রস এবং স্নায়ু প্রভৃতি শারীর বিধান দূষিত হইয়া প্রকৃত রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ওলউঠা রোগীর ভেদ ও বমিত পদার্থ যে কোন উপায়ে উদরস্থ হলেই যে পীড়া নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে তাহা ফ্রান্সের দুইটী শিক্ষার্থী যুবক স্বীয় শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্‌বিবরণ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপর ইদানীন্তন প্রায় সকল চিকিৎসকই ঐ বিবরণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছেন। বহুবিধ কারণে ওলাউঠার বিষ ভূ-বায়ুতে, পঙ্কিল জলাশয়ের জলে, আবর্জ্জনা পূর্ণ কূপ জলে, ভাঙ্গরা পরা নদীর জলে ও দূষিত খাদ্য দ্রব্যে জন্মিতে পারে। সচরাচর ওলাউঠার বিষ্ঠায় পতিত মাছির গায়ে সংযুক্ত হইয়া বিষ ভিন্নভিন্ন প্রকার আহার্য্য বস্তুতে যুক্ত হয় ও তাহা উদরস্থ হইয়া প্রকৃত ওলাউঠার উৎপত্তি হইয়া থাকে। গলাধঃকরণ ভিন্ন বহু উপায়ে ঐ বিষ শরীরস্থ হইতে পারে। ওলাউঠা রোগীর মল মূত্র জড়িত বস্ত্র যে জলাশয়ে ধৌত করা যায় সেই জলাশয়ের জলপান করিয়া বহু লোকের ওলাউঠা হইতে দেখা গিয়াছে। ওলাউঠা রোগী অনবরত গৃহমধ্যে ভেদ-বমন পরিতাগ করিয়া থাকে, অনেক সময় ঐ পরিত্যক্ত বস্তু জলপাত্রে জড়িত হয়, গৃহ বাসীরা অসাবধানতবশতঃ সেই জল-পাত্র কূপ মধ্যে নিমগ্ন করিয়া থাকে, ইহাতে কূপের সমস্ত জল দূষিত হইয়া উঠে, ঐ কূপের জলপান করিয়া এক কালে সমস্ত গৃহবাসীরা রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বিন্দুমাত্র সর্পবিষ যে কারণে প্রকাণ্ড মনুষ্যদেহকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ, অনুমাত্র ওলাউঠার বিষও সেই কারণে মনুষ্যদেহ ধ্বংশ করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিষ ভিন্ন ভিন্ন পথে নির্গমণ হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। বসন্ত ও হাম ইত্যাদির বিষ চর্ম্মপথে, ক্যান্থারিজ্ও টার্পেনটাইন মূত্রপথে, ডিপথেরিয়া-বিষ গলাভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিপথে, এবং কোরাইজার বিষ নাসা পথে নিঃসৃত হয়; ওলাউঠার বিষ অন্ত্রপথে নির্গত হয়, এইজন্য রোগের প্রথমে আমরা ভেদ ও বমন লক্ষণ দেখিতে পাইয়া থাকি।

ওলাউঠার বিষ সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত এই স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। ডাক্তার বাডেল অনুমান করেন যে, অতি সূক্ষ্ম এক

প্রকার উদ্ভিজ্জ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া অল্পকাল মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাহাতেই পীড়ার উদ্ভব হয়। ইহাকে ইংরেজীতে "ক্রিপটো-গ্যামিক থিয়োরি কহে।" বায়ু দ্বারা এই বিষ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বাহিত হইয়া যাইতে পারে। ওলাউঠা রোগীর বিষ্ঠা অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে এক প্রকার ফাঙ্গাস্‌বৎ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ ফাঙ্গাস্ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও পাওয়া যায়। মানব দেহের ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা উহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃত রোগ উৎপন্ন করে।

১৮৩৮ খৃঃঅব্দে ডাক্তর বিম্ নামক একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বান্ত পদার্থে ঐ ফাঙ্গাস্ বহুপরিমাণে অবস্থান করে। ইহারা কখনও একটী করিয়া স্বতন্ত্র, কখনও বা দুই চারিটী একত্রে বেণীর মত গ্রথিত হইয়া অবস্থান করে। ওলাউঠার পতনাবস্থায় এই সকল বস্তু অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; অথবা এই সকল বিষ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পতনাবস্থা আনীত হয়।

১৮৬৬ খৃঃঅব্দে ডাক্তার পার্কস্ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ওলাউঠার ভেদের সহিত যে অন্নমণ্ডের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ থাকে তাহার অধিকাংশই ঐ ফাঙ্গাস্ দ্বারা নির্ম্মিত।

১৮৬৪ খৃঃঅব্দে ডাক্তর লিনাম্ ওলাউঠা-রোগীর ভেদে পূঁয কোষের ন্যায় এক প্রকার ফাঙ্গাস্ দেখিতে পান এবং ঐ সমস্তকেই রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

জর্ম্মনির অন্তর্গত জেনা নগরস্থ অধ্যাপক হেলিয়ার ১৮৬৬ খৃঃঅব্দে এক ব্যক্তির মল ও বান্ত পদার্থ অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া উহাতে একপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন; তিনি উহার নাম "স্পোরসিষ্ট" রাখিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ফাঙ্গাসই পীড়ার মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন শর্করা, ষ্টার্চ্চ এবং মাংস ইত্যাদি পদার্থে ঐ ফাঙ্গাস্ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। হেলিয়ারের মতে ঐই সকল ফাঙ্গাসের মাতৃভূমি এসিয়া মহাদেশ; ক্রমে ইহারা ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ওলাউঠার গতি ক্রমেও আমরা তাহাই দেখিতেছি।

অধ্যাপক হেলিয়ার এইরূপে আপনার মত প্রকাশ করিলে, ইংলণ্ডের আর্ম্মি মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর জেনেরেল বিশেষ চেষ্টা করিয়া ডাক্তার কনিংহাম এবং লুইস নামক দুই বিচক্ষণ পণ্ডিতকে জর্ম্মনিতে হেলিয়ারের নিকট ওলাউঠার ফাঙ্গাস পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন, তাঁহারা কয়েক মাস পরে পরীক্ষা কার্য্য শেষ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথায় হক্স্‌লি প্রভৃতি বিজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট পরীক্ষা বৃত্তান্ত বিবৃত করাতে তাঁহারা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, পরে তাঁহাদেরই উপদেশ মতে কনিংহামও লুইস উক্ত ফাঙ্গাসের জন্মস্থান ভারতবর্ষে পরীক্ষার্থ আগমন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ করেন, এক বৎসর কাল নানা জনপদে পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট দেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল।

"ওলাউঠার মলে বাস্তবিকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঙ্গাস দৃষ্ট হয়, এবং উহাই রোগ উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ, এই ফাঙ্গাস পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়, নাইট্রোজিনিয়াস্ পদার্থে এই বস্তু অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।"

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের উপরোক্ত মতগুলি পাঠ করিয়া এই উপলব্ধি হইতেছে যে, ওলাউঠা একপ্রকার বিশেষ বিষজ ব্যাধি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এই বিষ আছে। ঋতুভেদে ভূবায়ুর ও জলের অবস্থান্তর হেতু তাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অসংখ্য জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই হেতু সময় সময় অসংখ্য নরনারীকে এককালে ওলাউঠাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহাকে ইংরেজীতে "কলেরা মর্ব্বাস" বা এপিডেমিক কলেরা বলে। যে জনপদে ওলাউঠা এপিডেমিকরূপে প্রকাশিত হয় তথায় ভয়ানক আকারে অগ্নি প্রজ্জলিত করিলে কিম্বা গন্ধকের ধূমে আবৃত করিলে এই ফাঙ্গাস্ ধ্বংস হইতে পারে। সকল ঋতুতেই ওলাউঠা বিষ ক্ষীণাকারে বর্ত্তমান থাকে, তাহা মনুষ্যদেহে বিশেষ মারাত্মক শক্তি প্রকাশ করে না। অধিক পরিমাণে বিষ শরীরে সংযোজিত হইলে প্রকৃত ওলাউঠার লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুসারে চলিলে অনেক সময় এই বিষের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে; স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটী নিয়মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১ম ভুবায়ু, ২য় জল, ৩য় আহার্য্য বস্তু, ৪র্থ পরিচ্ছদ, ৫ম পরিশ্রম ও বিশ্রাম।

১। বায়ু—বাসগৃহ ও অঙ্গনে সর্ব্বদা পরিষ্কার বাতাস গতায়াত করিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিবে। বাসগৃহের সম্মুখা সম্মুখি দুইটী জানালা কাটিয়া নিকটস্থ আবর্জ্জনা দূরীভূত করিবে। গলিত ও দুর্গন্ধময় বস্তু নিকটে থাকিতে দিবে না। এতদ্ভিন্ন পায়খানা ও আঁস্তাকুড় প্রভৃতি স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার করাইবে। পল্লিগ্রামে যথায় মেথরের বন্দোবস্ত নাই তথায় পায়খানায় প্রত্যহ ছাই নিক্ষেপ করিবে। দুর্গন্ধময় স্থানে আল্‌কাতরা ছিটাইয়া দুর্গন্ধ দূরীভূত করিবে। পঙ্কিল ও দূষিত জলাশয় নিকটে থাকিলে তাহা ভরিয়া ফেলিবে। ওলাউঠার সময় প্রাতঃসন্ধ্যায় ধূনা ও গন্ধক একত্র জ্বলন্ত কয়লায় নিক্ষেপ করিয়া তদুৎপন্ন বাষ্প প্রতি গৃহে দিবে। বহুলোক এক গৃহে বা এক মশারির নীচে শয়ন নিষিদ্ধ। মৃত্তিকার উপর শয়ন না করিয়া পালঙ্ক, চৌকি বা বাঁশের মঞ্চ বাঁধিয়া তদুপরি শয়ন করিবে।

২য়। জল—সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত জলপান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব কালে পানীয় জলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। বাড়ীর কূপ ও জলাশয় যাহাতে ওলাউঠার বিষে দূষিত না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে, যে উপায়ে কূপ ও জলাশয় দূষিত হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন রূপে ঐ কারণ না ঘটিতে পারে তজ্জন্য সতর্ক থাকিবে। ওলাউঠা রোগীর ত্যক্ত মল, বান্ত পদার্থ ও বস্ত্রাদি যথেচ্ছ পরিত্যাগ না করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। ওলাউঠার মড়কের সময় অনেকেই মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করে, ইহাতে গলিত দেহের সংস্রবে নদীর সমুদয় জল দূষিত হইয়া যায়, অধিবাসিগণ এইরূপ অনুষ্ঠান না করে এজন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া দিবে। যদি কেহ ঐ রূপ গর্হিত কার্য্য করে তবে ঐ নদীর জল ব্যবহার না করিয়া কূপ বা পুষ্করণীর জল ব্যবহার করিবে।

কূপের জল পরিষ্কার করণার্থ একটী সহজ উপায় আছে। একখানি পাতলা বস্ত্র খণ্ডে কতকটী পরিষ্কার কয়লা ও কিছু কর্পূর বাঁধিয়া তাহার

সহিত একখানি ইষ্টক বা প্রস্তর খণ্ড বান্ধিয়া কয়লার পুটলিতে কতকটী ছিদ্র করিয়া তাহা রজ্জু যুক্ত করতঃ কূপের নিম্নভাগে নিমজ্জিত করিবে, রজ্জুটী কূপের ধারে বান্ধিয়া রাখিবে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে পুটলিটী তুলিয়া ফেলিবে, ইহাতে কূপের জল বিলক্ষণ পরিষ্কার হয়। তিন চারি দিন পরে পরে এইরূপ করিলে কূপজল সর্ব্বদাই পরিষ্কার থাকে। বলা বাহুল্য যে কূপের নিম্নস্থ আবর্জ্জনা সমূহ তুলিয়া ফেলিয়া এইরূপ করিলে আর ও ভাল হয়। কূপের নিকটে আঁস্তাকুড় বা পায়খানা রাখিতে দিবে না। পুষ্করণীর জল ও পরিষ্কার করিয়া পান করা ভাল, জল উষ্ণ ও স্ফুটিত করিয়া শীতল হইতে দিবে। একটী কাঠ বা বাঁশের ফ্রেমে চারিটী কলসি সজ্জিত করিবে। সর্ব্ব উপরেরটী শূন্য থাকিবে, তাহাতে জল দিবে, তন্নিম্নটীতে কয়লা ও তৃতীয়টীতে পরিষ্কার বালুকা সজ্জিত থাকিবে চতুর্থটী শূন্য পাত্র থাকিবে, উপরের তিনটী পাত্রই সছিদ্র হইবে, প্রথম পাত্রে ঐ উষ্ণ জল ঢালিয়া দিলে তাহা কয়লা ও বালিতে পতিত হইয়া সর্ব্ব নিম্নস্থ শূন্য পাত্রে সংগৃহীত হইবে। এই জল অতি পরিষ্কার, ইহা পানে কোন প্রকার পীড়া হইবার আশঙ্কা নাই।

৩য়। আহার্য্য বস্তু—এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব কালে আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। প্রথমতঃ ওলাউঠার বিষ সংযুক্ত কোন প্রকার খাদ্য উদরস্থ না হয় এমত সতর্ক হইবে। এই জন্য খাদ্য বস্তু সর্ব্বদাই আবৃত করিয়া রাখিবে, মাছি পরা কোন দ্রব্য আহার করিবে না। বাজারে ময়রা দোকানের যে সমস্ত মিঠাই সর্ব্বদা অনাবৃত থাকে, তাহা মক্ষিকা যোগে অনেক স্থলেই বিষযুক্ত হয়, ঐ সমস্ত মিষ্ট দ্রব্য সেবনে অনেকের ওলাউঠা হইতে দেখা গিয়াছে, ঐ সমস্ত খাদ্য বস্তুকে বিষ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে। ওলাউঠার সময় সহজপাচ্য বস্তু আহার করিবে। যে সমস্ত খাদ্য মুখে লালার সহিত ভাল রূপ মিশ্রিত হয় না, যথা ভাজা তণ্ডুল ও বুট এবং পিষ্টক ইত্যাদি বস্তু কোন মতেই আহার করিবে না। এতদ্ভিন্ন কাঁচা ফল মূল ও বাসি দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

সুসিদ্ধ অন্ন, সদ্যঃ মৎস্য ও মাংসের ঝোল, আলু, পটোল, বেগুন ইত্যাদি তরকারি এবং পাতলা দুগ্ধ আহার করিবে। ঘোল এই সময়ের বিশেষ উপাদেয়

খাদ্য। ইহাতে পাচক শক্তি বৃদ্ধি করে। উদরে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইলে কয়েক চাকা আর্দ্রক কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে প্রাতঃকালে খাইবে, তাহাতে উদরের গোলযোগ দূর হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্ববারের আহার্য্য বস্তু উত্তম রূপে জীর্ণ না হইলে দ্বিতীয়বার আহার করিবে না। উত্তমরূপ ক্ষুধা থাকিলে প্রাতে কিছু আহার করিয়া বাহির হওয়া উচিত।

৪র্থ। পরিচ্ছদ—কাল অনুযায়ী বস্ত্র ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ শীতকালের গরম কাপড় গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মকালেরসূক্ষ্ম বস্ত্র শীতকালে আচরণ করিবে না। পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিবে, ওলাউঠা রোগীর নিকটে গেলে রোগীর মল মূত্রাদি যাহাতে বস্ত্রে সংযুক্ত হইতে না পারে এমত সতর্ক হইবে। কোনরূপে বিষ্ঠা, বান্ত পদার্থ বস্ত্রে লাগিলে তাহা তৎক্ষণাৎ গরম জলে ধৌত করিয়া উত্তমরূপে রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। ওলাউঠ রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাস্তরণ কখনও অন্য লোককে ব্যবহার করিতে দিবে না। উহা সাজিমাটী, সোডা বা ক্ষার দিয়া সিদ্ধ করতঃ ধৌত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫ম। পরিশ্রম ও বিশ্রাম—সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সকলেরই অল্পাধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। সেইরূপ শরীর রক্ষার্থ বিশ্রামেরও বিশেষ প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিশ্রম, দীর্ঘ পথ পর্য্যটন ও অযথা ইন্দ্রিয় পরিচালন ইত্যাদিতে শারীরিক যন্ত্রাদি অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে শরীর শীঘ্রই ওলাউঠাপ্রবণ হয়। আর এইরূপ শরীরে ওলাউঠা হইলে তাহা অতি মারাত্মক আকারে হইয়া থাকে। অতএব ওলাউঠার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। আবার এককালে পরিশ্রম না করিলে শারীরিক যন্ত্রাদি নিশ্চল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাহার ফল স্বরূপ অগ্নিমান্দ্য, অপাক ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। এজন্য উপযুক্তরূপ পরিশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন। অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, অতএব রাত্রি ১০টার সময় নিদ্রা যাইবে।

৩। প্রতিষেধক চিকিৎসা।—বসন্তের ন্যায় ওলাউঠার কোন প্রকার প্রতিষেধক চিকিৎসা আছে কি না তৎসম্বন্ধে চিকিৎসক সমাজে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। হানিমেন বলেন ভেরেট্রম্ ও কিউপ্রমের এই শক্তি

আছে, তাঁহার মতে ওলাউঠার সময়ে এই দুইটীর একটী প্রত্যহ প্রাতে এক মিনিম মাত্রায় সেবন করান উচিত।

ডাক্তার হেরিং বলেন, সলফর ওলাউঠার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক; তাঁহার মতে প্রত্যহ প্রাতে এক মিনিম সলফর সেবন করা উচিত। এবং সল-ফরের চূর্ণ মোজায় ভরিয়া সেই মোজা পায় দেওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার সরকার বলেন, ওলাউঠার প্রতিষেধ জন্য একখণ্ড তাম্র বা পয়সা ছিদ্র করিয়া শরীরে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমরা তাম্রাঙ্গুরী বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে ধারণ করিতে উপ-দেশ দেই। এতদ্ভিন্ন ওলাউঠার সময় একখণ্ড কর্পূর বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া বারম্বার আঘ্রাণ করিতে অনুরোধ করি। আমাকে অনেকবার ওলাউঠার এপি-ডেমিকে কাজ করিতে হইয়াছে, ঐ সময় আমি নিম্নলিখিতরূপ প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিতাম, ইহাতে তেইশ বৎসর মধ্যে আমার কখনও ওলাউঠা হয় নাই, অতএব আমি সকলকেই ওলাউঠার সময় এই উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবে, তদনন্তর ভিরাট্রম এল্‌বম ৬ষ্ঠ শক্তির গ্লবিউল একটী জিহ্বায় দিয়া গলাধঃকরণ করিবে, এক ঘণ্টা গত হইলে কিঞ্চিৎ আহার করিবে, তদনন্তর গন্ধকের চূর্ণযুক্ত মোজা পায়ে দিয়া কাজে বাহির হইবে। বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে একটী তাম্র অঙ্গুরী সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখিবে।

কলেরা ইন্‌ফ্যাণ্টম্।

স্তন্যপায়ী শিশুদিগের ওলাউঠা।

অধিক বয়স্ক লোকের ন্যায় স্তন্যপায়ী শিশুদিগের ও ওলাউঠা হইয়া থাকে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভেদ, বমন, পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, কিন্তু আক্ষেপ প্রায়ই হয়না, তৎপরিবর্ত্তে কন্‌ভল্‌সন্ হইয়া থাকে। দুই চারিবার ভেদ হইলেই শিশু নিস্তেজ হইয়া পড়ে, চক্ষু কোটরগত, চিবুক খাদে পতিত, হস্ত পদ শীতল, পিপাসা, অপর্য্যাপ্ত জলপান, জল না দিলে শিশু অধিক পরিমাণে স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, দুগ্ধ পান করিলে তাহা উদরে থাকে না, পান মাত্রই বমন হইয়া উদ্‌গীরিত হইয়া যায়, কখন বা ২।৩ বারের পীত দুগ্ধ দধি হইয়া একবারে বমন হয়, ভেদের সহিত কঠিন দধি খণ্ড নির্গত হইতে দেখা যায়। ভেদের আকার জলবৎ, শুভ্রবর্ণ, পীত ও সবুজবর্ণের হইয়া থাকে, সচরাচর ইহাতে কোন প্রকার গন্ধ থাকে না। কখন কখন ইহার সহিত দুগ্ধ কণা বা দধির খণ্ড বর্ত্তমান থাকে। উগ্রতর আকারে পীড়া প্রকাশিত হইলে কয়েকবার ভেদ বমনের পরই শিশু নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অস্থির হয়, তখন প্রবল বেগে কন্‌ভল্‌সন্ বা খেঁচুনি হইতে থাকে, মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ অনমনীয় ও কঠিন হইয়া উঠে, মুহুর্মুহুঃ কন্‌ভল্‌সন হইতে থাকে, তখন তীর্য্যক দৃষ্টি, চক্ষু উল্টান, স্থির-দৃষ্টি, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কন্‌ভল্‌সন তিরোহিত হইলে শিশু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে পড়িয়া থাকে, তখন নাড়ীর অভাব, শরীর শীতল ও সার্ব্বাঙ্গিক নিস্তেজস্কতার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত পতনাবস্থা উপস্থিত হয়, এই সময় অধিকাংশ শিশুর প্রাণ নষ্ট হয়। যদি এই অবস্থা হইতে প্রতিক্রিয়ায় আনীত হয়, তবে প্রায়ই রক্ষা পাইয়া থাকে। প্রতিক্রিয়ার পর রীতিমত চিকিৎসা না হইলে ক্রমশঃ শরীর ক্ষীণ ও টাইফয়েড লক্ষণ সমস্ত প্রকাশিত হয়; কোন কোন শিশুর মস্তকে জল সঞ্চার হইয়া হাই-ড্রোকেফেলাস নামক ব্যাধি ঘটিয়া থাকে। শিশু-ওলাউঠায় ভিন্ন ভিন্ন

অবস্থার লক্ষণ ও চিকিৎসা, নিম্ন লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সহিত স্বতন্ত্র আকারে বিবৃত করা হইল।

চিকিৎসা।

আইরিসভার্সিকিউলার—উদারাধ্মান, ভেদ ও বমন, খাদ্য দ্রব্য, পিত্ত অথবা অত্যন্ত অম্ল বমন, প্রচুর পরিমাণে, বারম্বার জলীয় ভেদ। ভেদের সহিত দুর্গন্ধবায়ু নিঃসরণ, মলত্যাগ-কালে গুহ্য দ্বারে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা বোধ, প্রত্যূষে পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগান্তে সরলান্ত্র ও গুহ্য দেশে জ্বালা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল বর্ণের দাগ, গুহ্য ভ্রংশ, প্রথম হইতেই শিশু শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম—অধিক, পরিমাণ তরল ধূসরবর্ণ মল বেগে নির্গমন, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ক্রন্দন, এথিউজাতে এই লক্ষণ আছে, কিন্তু তথায় অত্যন্ত পিপাসা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকমে পিপাসা নাই বলিলেই হয়। বিবমিষাও বমন, উদ্‌গার, সময় সময় ঢেকুর আসিতে নিয়া আইসে না, এজন্য শ্বাস রোধের উপক্রম, উদ্‌গার উঠিয়া গেলে পুনঃ সুস্থ হওয়া, প্রচণ্ড বমন, বমনে স্বচ্ছ আঠাল তারযুক্ত শ্লেষ্মা উদ্গীরণ, সবুজ বর্ণের জল ও দুগ্ধ বমন, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বাধাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, কখন কখন মোহ বশতঃ মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকা, তখন চক্ষু পরীক্ষা করিলে কণীনিকা প্রসারিত দেখায়। পুরাতন অবস্থায় যখন শিশু শীর্ণ ও অস্থি চর্ম্ম সার হয়, মুখের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধের আকার ধারণ করে, তখনও ইহা ফলপ্রদ। অতিরিক্ত মিষ্ট ভোজী বালকদের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্ণিকা—দুর্গন্ধযুক্ত, কর্দ্দমবৎ, পূঁয় মিশ্রিত ভেদ, মলত্যাগ কালে কুন্থন, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধ, জিহ্বা আঠাল এবং পীতবর্ণ, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

আর্সেনিকম—বালকেরা অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে পড়িয়া থাকে। চক্ষু কোতরে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, প্রায়ই পলক শূন্য, চর্ম্ম শুষ্ক, নীরস ও উষ্ণ,

অতিশয় অস্থিরতা, ভেদ ও বমন, শীতল পানীয়ের জন্য অত্যন্ত পিপাসা, জলপান মাত্রই বমন, মল কাল, সবুজবর্ণ, জলীয়, উষ্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, মধ্য রাত্রিতে সবমন বা বমন ব্যতীত ভেদ, হস্ত পদের শীতলতা, মুখ মৃতব্যক্তির মুখের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিকম্ আইওডাইডম্—বারম্বার শীতল জল পানের জন্য অদম্য পিপাসা, কিন্তু পান মাত্রই বমন হইয়া যায়, কষ্টকর বিমমিষা এবং বমন, জলীয় ভেদ, মলদ্বারে উগ্রতর ও স্থায়ী বেদনা, তজ্জন্য গুহ্যদ্বার সঙ্কুচিত রাখিতে অসমর্থ, শরীর কঙ্কালে পরিণত, অত্যন্ত শক্তিক্ষয়, হস্ত পদ শীতল। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—পাণ্ডুবর্ণ ও স্থূল দেহী শিশুদের ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী, অত্যন্ত বিবমিষা, পান আহার মাত্রেই বমন, সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা বমন, বাধাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, পেটে বেদনা হইয়া ভেদ, চীৎকার ও শয্যায় অনবরত দেহ লুণ্ঠন, ফেণিল-মল, সবুজবর্ণ ঘাসের ন্যায় মল, কখন কখন মল লালরক্ত চিহ্নে রঞ্জিত, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালদাগ, মস্তকাস্থির জোড় অসংলগ্ন, নাসিকা দিয়া রক্ত পতন, নিদ্রাতুরতা, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা, মূর্চ্ছা, শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা, চিড়চিড়ে স্বভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইলাটিরিয়ম—জলীয় মল, সবুজবর্ণের পাতলা মল বেগে নির্গমন, উদর বেদনা, বমন হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইয়ুফরবিয়া—পীতাভ জলীয় মল, বিনাকষ্টে হুড় হুড় করিয়া নির্গমন, প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত তরল পদার্থ বমন, অন্ত্রে বেদনা যুক্ত আক্ষেপ, হস্ত পদে আক্ষেপ, ঘর্ম্ম, প্রথমতঃ সম্মুখ কপালে উষ্ণঘর্ম্ম হইয়া পরে সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, হস্তপদ শীতল, শিশু মৃতপ্রায় অবসাদগ্রস্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—মল সবুজবর্ণ, চাপ চাপ, শৈবাল সদৃশ, ধূসর বর্ণের মল, জলীয় ভেদ, উদর অতিশয় উষ্ণ, শরীর উত্তপ্ত, অস্থিরতা, বমন, গ্রীষ্মকালে শীতল জল পান হেতু অথবা ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া পীড়ার উদ্ভব। অনবরত জলীয় বস্তু বমন, জলপান মাত্রই বমন, অত্যন্ত পিপাসা, পিপাসার নিবৃত্তি

হয় না বলিয়া জল পাত্র ও মাতৃস্তন কামড়াইয়া ধরা, মল ত্যাগের পূর্ব্বে ক্রন্দন করা, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও কাল। ১ম ও ৩য় শক্তি।

এণ্টিমণি ক্রুডম্‌—স্নায়বীয় লক্ষণ দৃষ্টে ইহার প্রয়োগ হয়। শিশুর দিকে তাকাইলে বা তাহার গায়ে হাত দিলে সে কান্দিয়া উঠে। জলীয় ভেদ, জলীয় ভেদে কঠিন গুটলি মল, দুগ্ধ পানের পর তাহা দধি হইয়া বমন, বমনান্তে আর দুগ্ধ পান না করা, পিপাসা হীনতা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত, পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা, সহজেই পাচক শক্তি হ্রাস। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণিটার্ট—অতিকষ্টে খাদ্য বস্তু বমন, বমনান্তে অবসাদন, শীত বোধ ও নিদ্রাতুরতা, সামান্য পরিমাণ জলপান করিলেও বমন, ব্যগ্রতার সহিত জল পানের ইচ্ছা জ্ঞাপন, জলীয়, কর্দ্দমবৎ ও সবুজবর্ণের ভেদ, প্রত্যেকবার স্তন্যদুগ্ধ পানের পর ভেদ বৃদ্ধি, মল ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে কাতর স্বরে গোঙ্গানি, নিদ্রা অল্প, দুগ্ধ ও অন্যান্য প্রকার খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা এবং অরুচি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এথিউজা—বালক-ওলাউঠায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রচুর পরিমাণ গন্ধ বিহীন সবুজাভ জলীয় ভেদ, তাহাতে জমাট দুগ্ধ বর্ত্তমান, মলত্যাগ কালে শিশুগণ ক্রন্দন করে এবং মলত্যাগান্তে অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, প্রচণ্ড বমন, বার্লি, এরারুট বা জল যাহা কিছু খায় তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায়, ক্রমে ক্রমে সেবিত স্তন্য দুগ্ধ পাকাশয়ে সঞ্চিত হইয়া বমন হইয়া নির্গমন, দুগ্ধ দধি হইয়া পতন, বমনান্তে নিস্তেজ, হত চেতন ও নিদ্রাতুর, শিশুকে দেখিতে সাধারণতঃ তৈল মর্দ্দিতের ন্যায় দেখায়, আক্ষেপিক হিক্কা, সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ, ও খেঁচুনি, বৃদ্ধাঙ্গুলি মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখা, চক্ষু তারার মতস্থির, নিম্ন দিকে দৃষ্টি, চক্ষু উল্টান, শিবনেত্র, কনীনিকা প্রসারিত, বদন আরক্তিম, মুখে ফেনা নির্গমন, চোয়াল বদ্ধ, এজন্য মুখ ব্যাদান করিতে অসমর্থ, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুত, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, চমকিয়া উঠা, নিদ্রান্তে জাগরিত হইয়া দুগ্ধ পান, নাসিকার নিম্নভাগে ও ওষ্ঠের উপরের স্থান শুভ্রবর্ণ, মুখাকৃতি রক্তবর্ণ অথবা পাণ্ডুর। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস্‌—শিশুদের ওলাউঠায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, সহজ ও কঠিন সকল প্রকার পীড়াতেই কার্য্যকারী হয়, ভেদ হওয়ার পূর্ব্বে উদর অত্যাধিক স্ফীত হয়, তদনন্তর শিশু কান্দিয়া উঠে ও জলীয় ভেদ হইয়া পেট চিটা লাগিয়া পড়ে। পিপাসা প্রায়ই থাকে না, পিপাসা হইলে অল্প জল পানেই তৃপ্তি হয়। মস্তক বিশেষতঃ পশ্চাৎ মস্তকের উষ্ণতা, বালিসের নীচে মাথা গুঁজিয়া দেওয়া, বদনের পাণ্ডুরতা, জিহ্বার শুষ্কতা ও বিদারণ যুক্ততা, বিবমিষা ও বমন, খাদ্য বস্তু ও পিত্ত বমন, উদরের গুব গব ধ্বনি ও স্ফীততা, উদর প্রাচীরে যন্ত্রণা ও টাস ধরা, এজন্য পেটে হাত দিলেই শিশু কান্দিয়া উঠে। মূত্রাভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র, রোগ পুরাতন আকারের হইলে মুখ, পদ, জননেন্দ্রিয়ে সোথ দেখা দেয়, মোহযুক্ত নিদ্রা, চীৎকার করিয়া নিদ্রা ভঙ্গ, কখন কখন মলদ্বার খোলা থাকে ও তাহা দিয়া অজ্ঞাতসারে মল স্খলন হয়। ৩য়—৩০শ শক্তি।

এসিড্‌ অক্‌জ্যালিক—অত্যন্ত ক্ষুধা ও সর্ব্বদা খাইতে ইচ্ছা, পথ্য সেবনের পর অনবরত মলত্যাগ, মিষ্ট সেবনে উদরে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্‌ ফস্‌ফরিক—অতিশয় দুর্ব্বলকর-ভেদ, সাদা, অজীর্ণ খাদ্য মিশ্রিত মলস্রাব, উদরের স্ফীততা, জিহ্বার রক্ত শূন্যতা, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কাল দাগ, দুর্ব্বলতা, অঙ্গের শীতলতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড কার্ব্বলিক—অপরিষ্কার জলপান হেতু পীড়া, অতিশয় অবসাদন, মস্তক উষ্ণ, নিশ্বাস, ঘর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রকার নিস্রব দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধময় ভেদ, গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত ও চেলেনি জলের মত ভেদ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড বেন্‌জোইক—জলীয় ভেদ, শয্যাস্তরণ ভেদ করিয়া মল অধোগত হওয়া, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব, মলের গন্ধে সমস্ত গৃহাভ্যন্তর দুর্গন্ধময় হইয়া যাওয়া, ধূসর ও শুভ্রবর্ণ মলে সাবান গোলা ছিবড়ে পদার্থের ন্যায় বস্তু অধঃক্ষিপ্ত, ফেণিল, ও রক্তাক্ত মলস্রাব। মলত্যাগের পূর্ব্বে শীতবোধ, মলত্যাগান্তে শক্তি শূন্য হওয়া, মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উগ্র গন্ধযুক্ত মূত্র নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপিয়ম—অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল ভেদ, কখন বা ভেদ হয় না, মাত্র ওয়াক পাড়ে ও বমন করে, হস্তপদ টানা দিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকা, নিম্ন চাপা ঝুলিয়া পড়া, চক্ষু নিস্পন্দ ও উৰ্দ্ধদৃষ্টিযুক্ত, বাক্‌রোধ, বাধাযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

কফিয়া—পীতবর্ণের অম্লাক্ত বস্তু বমন, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধময় ভেদ, উদর স্ফীত, চক্ষু কোটরগত, শিবনেত্র হইয়া নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হইলে চক্ষের আক্ষেপিক সঞ্চালন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কল্‌চিকম্‌—বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জলীয় কর্দ্দমবৎমল নির্গমন, তৎসঙ্গে উদরে বেদনা, কখন কখন মলের সহিত রক্ত বিন্দু জড়িত, উদরে বেদনা ও গুহ্যভ্রংশ, খাদ্য দ্রব্যের গন্ধে, এমন কি পথ্য পাক করার গন্ধ পাইলেও বিবমিষা। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—ব্রাইওনিয়া ব্যবহারে অকৃত কার্য্য হইলে ইহাতে ফল লাভ হয়। মল দুষিত, রক্ত মিশ্রিত, বদন পাণ্ডুর অথবা সবুজাভ, দন্ত মাড়ির নিম্নে নামিয়া পড়া, মাঢ়ি দিয়া সহজেই রক্ত ক্ষরণ, উদরের স্ফীততা, প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, চর্ম্ম, জিহ্বা ও প্রশ্বাস বায়ুর শীতলতা, স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ, বালকেরা পাখার বাতাস পাইতে কামনা করে। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

কুপ্রম—পীড়ার সূচনা হইতেই কনভল্‌সন হওয়ার ভাব। মস্তিষ্ক লক্ষণ, পদ ও হস্তের কন্‌ভলসন, চক্ষু ঘূর্ণন, নাসিকা ও চিবুক শীতল, উদরের আক্ষেপ হেতু বমন ও প্রচণ্ড ওয়াক। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম আর্সেনিকম—শিশুদের ভয়ানক ওলাউঠায় যখন আক্ষেপ, কনভলসন্‌ ও ভেদ-বমন সমানে হইতে থাকে, তখন ইহা মহৌষধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—বালকেরা অতিশয় খিট্‌খিটে হয়, সহজেই চমকিয়া উঠে, পাতলা ধূসরবর্ণ মল বিনা কষ্টে নির্গত হয়, মুখ পীতবর্ণ ও মলিন এবং প্রাতে চক্ষের উপর পাতা স্ফীত হয়। অম্ল বমন, উদরের স্ফীততা ও কঠিনতা,

নাভি ও পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, যকৃতে বেদনা, অত্যন্ত অবসাদন, ক্ষীণতা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলি ব্রোমেটম—মস্তিষ্কের উত্তেজনা, মুখ উজ্জ্বল, কণীনিকা প্রসারিত, চক্ষু মগ্ন, মস্তক লুণ্ঠিত, সময় সময় চিৎকার দিয়া জাগরিত হওয়া, হস্ত-পদ শীতল, ভেদ জলবৎ, হস্ত ও অঙ্গুলি মোচড়াইয়া নেওয়া, চর্ম্ম শীতল ও চটচটে ঘর্ম্মে আবৃত, পতনাবস্থা। শেষাবস্থায় বালকেরা মনে করে মল নিঃসরণ হইতেছে, কিন্তু মাত্র প্রস্রাব নিঃসরণ হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে কয়েক ফোটা মূত্রক্ষরণ, শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও কঙ্কালে পরিণত। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ক্যাড্‌মিয়মসলফ—অত্যন্ত বমন ও মৃত্যু তুল্য যন্ত্রণাদায়ক বিবমিষা, বমিত পদার্থ এবং মল জেলেটিনের মত দেখায়, থল থলে মল, অতিশয় অবসাদন, প্রায় অজ্ঞান অবস্থা, শিশু অতি কষ্টে একখানি অঙ্গ সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়। মুখ ব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাওয়া। মস্তক ঘর্ষণ, তখন চক্ষু উন্মীলিত থাকে। শীতল ঘর্ম্মের সহিত হিমাঙ্গ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, প্রবল পিপাসা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—শিশুদের দুগ্ধ সহ্য হয় না, দুগ্ধ পান করাইলে অম্লাক্ত দধি হইয়া বমন হয় অথবা পিণ্ডাকার দধির চাকা মলের সহিত নির্গত হয়। প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা, অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মল জলীয়, সবুজাভ ও অম্লাক্ত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া ফসফরাস—অত্যন্ত শীর্ণতা, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল, অধিক পরিমাণ দুর্গন্ধ বায়ুর সহিত নির্গমন, অধিক পরিমাণ জলীয়, উষ্ণ ও পূঁয় মিশ্রিত ছিবড়ে মলত্যাগ, বারম্বার সহজ বমন, বর্ণ মলিন, শুভ্র অথবা পাণ্ডুর, অতি শীঘ্র দন্তক্ষয় বা দন্তে কেরিজ হওয়া। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাম্ফর—শরীর প্রস্তরবৎশীতল, তথাপি শিশু গাত্রে কাপড় রাখে না, অতিশয় অবসাদন ও ভেদ, কখন কখন কেবল রাত্রিতে হিমাঙ্গ হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া। ভেদ বমন ব্যতীত পতনাবস্থা ও শরীরের শীতলতা, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডলেও বক্ষের উর্দ্ধ, দেশে শীতল ঘর্ম্ম, পদদ্বয় বরফবৎ শীতল, স্বরভঙ্গ। রুবিনির ক্যাম্ফর॰২য়, ৩য় শক্তি।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত বিরক্ত চিত্ততা, মাড়ি অত্যন্ত উষ্ণ, সময় সময় একদিকের গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ, বারম্বার কোলে চড়িয়া বেড়াইতে ইচ্ছা, শূল বেদনা, জঙ্ঘা ঊর্দ্ধে উত্তোলিত, খাদ্য বস্তু ও অম্ল বমন, মল সবুজবর্ণ, মলে শুভ্রবর্ণ আম জড়িত, মল উষ্ণ ও দাহকর, মলের গন্ধ দূষিত ডিম্ববৎ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—পাকস্থলী অতিশয় দুর্ব্বল তাহাতে আহার্য্য বস্তু সহ্য হয় না বা জীর্ণ হইতে পারেনা, আহার করা মাত্র বা কিছুকাল পরে বমন হইয়া উদ্‌গীরণ, দন্ত উদ্‌গমে অতিশয় যন্ত্রণা, শিশুরা উদরোপরি বস্ত্র বা কোন প্রকার বন্ধনের আঁটুনি সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে বেদনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, ক্রোড়ে উঠিলে উদ্গার ও হিক্কার উদ্ভব। অত্যন্ত পিপাসা, মাড়ি উষ্ণ, হস্ত পদ শীতল, মল জলীয়, মলিন, ধূসরবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও তাহাতে অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত। হাইড্রোকেফেলাসের সূচনা, অজ্ঞানতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোটন্‌—আহার ও স্তন্য পান করা মাত্রই বমন, অকস্মাৎ ভেদ, সশব্দ, বেগে নির্গমন শীল ভেদ, মল পীতবর্ণ ও জলীয়, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিদারণ যুক্ত, প্রত্যক বার ভেদের পবই নিস্তেজ হইয়া পড়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গম্মিগটি—(গাম্বোজ) উদরে গড় গড় করিয়া উচ্চ শব্দ, পীতবর্ণ, গাঢ় সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, অতিবেগে মল নির্গমন, আহার ও পান করার পর বমন, মুখাভ্যন্তরে ক্ষত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাটিওলা—ভেদের পূর্ব্বে বিবমিষা ও উদরে উচ্চ গব গব শব্দ, উদরে বেদনা, প্রচণ্ড পিপাসা, প্রচুর পরিমান জল পান কিন্তু তাহাতে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। বিবমিষা ও বমন, উদরাধ্মান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—প্রচণ্ড ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ওলাউঠার পরবর্ত্তী পতনাবস্থা, ক্লান্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, শরীর শীতল, জীবনী শক্তির ক্ষীণতা। ৩০শ শক্তি।

জিঙ্কম্‌—হাইড্রোকেফেলইডপ্রকৃতি, মুখমণ্ডলের চর্ম্মকুঞ্চিত, শীতল, উপাধানে শিরোলুণ্ঠন, তীর্য্যক দৃষ্টি, কণীনিকা কুঞ্চিত, নয়ন বিস্ফারিত, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা, নিদ্রাবস্থায় চিৎকার, হস্ত-পদ গুটাইয়া রাখা,

মূত্রের অম্লতা, মল সবুজবর্ণ আমে জড়িত ও তাহাতে কঠিন মলের গুট্‌লি বর্ত্তমান। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যাবাকম্—শিশুরা উদর অনাবৃত রাখিতে ইচ্ছা করে, যেহেতু সামান্য সঞ্চালনেই বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্ ফস্‌ফরিকম্—অধিক পরিমাণ দুগ্ধ ও চিনি সেবন জনিত পীড়া, অম্লাধিক্য রোগ যুক্ত বালকদের পীড়া, অম্লোদ্‌গার, তরল অম্ল দ্রব্য ও চাপ যুক্ত দধি বমন, সবুজবর্ণের ভেদ, উদরে খিল ধরা বেদনা, জিহ্বা সবুজাভ পীতবর্ণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্ মিউরিয়েটিকম্—উদরে শূল বেদনার সহিত জলীয় ভেদ, অতিশয় পিপাসা, তৎসঙ্গে বিবমিষা, উদর স্ফীত, সমস্ত শরীর বিশেষতঃ গ্রীবা দেশ অতিশয় শীর্ণ। ৬ষ্ঠ শক্তি

ন্যাট্রম সলফিউরিকম—উদরে বারম্বার শূল বেদনার উদ্ভব, তৎ সঙ্গে উদরে ডাক, প্রচুর পরিমাণ পীতবর্ণ জলীয় ভেদ ও বায়ু নিঃসরণ, প্রাতঃকালে ও সঞ্চালনে ভেদের বৃদ্ধি। (ব্রাইওনিয়া) ৬ষ্ঠ শক্তি।

পডোফাইলম্—নিদ্রাতুরতা অথবা অস্থির নিদ্রা, দন্ত ঘর্ষণ এবং মস্তক সঞ্চালন, ফেনিল বস্তু, শ্লেষ্মা, সবুজ বর্ণের পদার্থ ও খাদ্য বস্তু বমন, উদরাময়, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে ভেদের পরিমাণ অধিক, দিবসে ভেদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে তথায় পেট্রোলিয়ম প্রযুজ্য সবুজবর্ণ জলীয় মল, কখন তাহাতে আম মিশ্রিত, কখন কখন চকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মল, মলত্যাগে বেদনার অভাব, প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ, গুহ্য ভ্রংশ, অধঃশাখায় খিলধরা, শরীর কঙ্কালে পরিণত। ৬ষ্ঠ ও ৩০ শ শক্তি

ফস্‌ফরাস্—ভেদ ও বমন, শীতল জল পানের ইচ্ছা কিন্তু উহা পান করিলে উদরে গিয়া উষ্ণ হওয়ার পরই বমন হইয়া নির্গত হয়। প্রাতঃকালীয় ভেদ, মলের সহিত সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা, শুভ্রবর্ণ শ্লেষ্মা ও শস্যের গুটীকাবৎ পদার্থ বর্ত্তমান। ৬ষ্ঠ ও ৩০ শ শক্তি।

ফিরম ফস্‌ফরিকম্—বারম্বার ভেদ, শীঘ্রতর এবং অকস্মাৎ অবসাদন, হাইড্রো কেফেলাসের উৎপত্তি, নিদ্রাতুরতা কনীনিকা প্রসারিত, মুখ

আরক্ত, শিরঃসঞ্চালন, নাড়ী পূর্ণ, গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া পীড়ার উদ্ভব। ৬ষ্ঠ ও ৩০ শ শক্তি।

বিসমথ্—মরা মানুষের গন্ধযুক্ত জলীয় ভেদ, সহজে নির্গমন, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে উচ্চ গব্ গব্ শব্দ, শিশুরা সঙ্গীদের সহিত থাকিতে ইচ্ছা করে, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল বর্ণের দাগ, জিহ্বা পুরু ও সাদা কোটে আবৃত, পিপাসা, প্রচুর পরিমাণ জল পান ও বমন, কেবল জল মাত্র বমন, ঘন বস্তু উদরে থাকিয়া যায়। মুখের আক্ষেপিক অবরুদ্ধতা, পাকাশয়ের উপর চাপ ও ভারিবোধ। উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, অতিশয় অবসাদন কিন্তু শরীর শীতল না হইয়া উষ্ণ থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—বালকেরা নিদ্রাতুর হইয়া থাকে, নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠে, জাগ্রত হইলে ক্রোধ প্রকাশ করে ও উদ্ধত ভাব দেখায়, বিনা কারণে বহুক্ষণ ক্রন্দন করে। মস্তক উষ্ণ, শয্যায় শিরঃ সঞ্চালন, পদদ্বয় শীতল, মুখ আরক্ত অথবা পাণ্ডুর ও শীতল, জিহ্বার ধার লালবর্ণ, মধ্যস্থান শুভ্রবর্ণ ক্লেদে আবৃত; অল্প অল্প তৃষ্ণা, উদর প্রদেশ উষ্ণ, মল কর্দ্দম বর্ণ, সবুজ মলে শুভ্র অথবা পীতবর্ণের শ্লেষ্মা জড়িত, বারম্বার মলত্যাগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—গ্রীষ্মকালের পীড়া, পথ্য সেবন মাত্রই বমন করিয়া উদ্গীরন করা, শক্ত মলযুক্ত উদরাময়, উদরে শূল বেদনা ও তৎসঙ্গে প্রচুর জল পানের ইচ্ছা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও অগ্নি দগ্ধবৎ, প্রাতঃকালে সঞ্চালনে পীড়ার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম ভিরিডি—অত্যন্ত উত্তাপ স্পর্শে পীড়ার উৎপত্তি, জ্বর ও শিরোবেদনা, কর্ণে শন্ শন্ শব্দ অনুভব, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি. পথ্য সেবন ও জলপান মাত্রই বমন, শেওলার মত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে উদরে বেদনা, কন্‌ভলসন্ হওয়া কালে শিশুরা ভীত ও কম্পিত হয়। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম ত্রল্‌বম্—সামান্য সঞ্চালনেই বিবমিষার বৃদ্ধি, বমন করিলে কপালে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, অত্যন্ত অবসাদন, সামান্য সঞ্চালনেই ভেদ, বিনা কষ্টে পাতলা ভেদ, উদরে গোলযোগ, মলত্যাগ কালে অথবা মলত্যাগের পর মূর্চ্ছা, শীতল জলপানের জন্য প্রবল পিপাসা, সামান্য মাত্র জলপানে বমনের

বৃদ্ধি, শীতল ঘর্ম্ম, প্রশ্বাস বায়ুর শীতলতা, অতিশয় পতনাবস্থা, প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, তাহাতে কুমড়া পচার ন্যায় বস্তুর অবস্থান, সাধারণতঃ গন্ধ শূন্য মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, হস্ত পদ এবং সমস্ত শরীর ব্যাপী খিল ধরা, কখন কখন বেদনা ব্যতিরেকে মল নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

মনো ব্রোমাইড্‌ অব ক্যাম্ফর—শরীর শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত, মোহ, নাড়ী লোপ, মুখের বিকৃত ভঙ্গী, পতনাবস্থায় ও বহু প্রকার মস্তিষ্ক বিকারে ইহা উপযোগী। ১ম, ২য় শক্তি।

ম্যাগ্‌নিসিয়াকার্ব্ব্‌—সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, ফেনিল ও জলীয় মল, অজীর্ণ মিশ্রিত ও অম্ল গন্ধ যুক্ত মল, টাইফয়েড অতিসারে শুভ্রবর্ণ ও সবুজ আম মিশ্রিত মলত্যাগ, সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণতা অনুভব, মুখে তিক্ত আস্বাদ, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও ক্ষতযুক্ত, পিপাসা ও শীতল জলপানের ইচ্ছা, দুগ্ধে অরুচি, দুগ্ধ পান করিলে পাকাশয়ে বেদনা জন্মায়। অম্ল বমন, উদরের আধ্মানিক স্ফীতি, উদরে ডাক ও ছিন্নকর বেদনা, সমস্ত শরীরে অম্ল গন্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগ্নিসিয়া সলফ্‌—ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ, জলীয় মল, পানের পিকের মত সপ করিয়া অল্প কিছু নির্গমনের পরই মল বন্ধ, মলবেগ ও উদরে কামড়ানি, পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ কিন্তু অল্প পরিমাণে নিঃসরণ, ক্ষুধার অভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

য্যাট্রফা—প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, স্রোতের ন্যায় নির্গমন, মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক ও জ্বালাযুক্ত, কখন কখন অধিক পরিমাণ পাতলা লালা নিঃসরণ, প্রচণ্ড পিপাসা, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন, উদর স্ফীত ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, উদরে গব্‌ গব্‌ শব্দ, পদ ও জঙ্ঘায় খিল ধরা, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, শীত বোধ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌ টক্স্‌—অতিশয় শক্তি শূন্যতাও শীর্ণতা, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, টাইফয়েড অবস্থা, মলিন রক্ত মিশ্রিত জলীয় দুর্গন্ধ মলত্যাগ, অচৈতন্য বা অর্দ্ধ চেতনাবস্থায় পড়িয়া থাকা, বদন পাণ্ডুর, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল দাগ পড়া, মুখে দুর্গন্ধ, ওষ্ঠ পিঙ্গলবর্ণ, কাল অথবা শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্ক। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

রিয়ম্‌—অম্ল গন্ধযুক্ত পাতলা মলত্যাগ, উদরে কামড়ানি ও বেদনা বোধ,

মলত্যাগের পূর্ব্বে শিশুরা ক্রন্দন করে এবং গাত্র আড়া মোড়া দেয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লরোসিরেসাস্‌—বালকদের গুরুতর আকারের ওলাউঠা, সবুজবর্ণের জলীয় ভেদ, পানীয় জল গল্‌ গল্‌ শব্দ করিয়া উদরে প্রবেশ, মূত্র অবরুদ্ধ, কণীনিকা প্রসারিত, শ্বাস প্রশ্বাস ধীর ও মৃদু, নাড়ী অসম, চর্ম্ম শীতল, বারম্বার শীতল জলপানের ইচ্ছা, কোন প্রকার পথ্য আহার না করা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সরিনম্‌—পিঙ্গলবর্ণের জলীয় ভেদ, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, স্নায়বীয় উত্তেজনা ও মেজাজ খিটখিটে, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, দেহ কঙ্কালে পরিণত, দুরিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্‌গার, শিশুরা বারম্বার আহার করে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। আহারের অব্যবহিত পরেই পুনরায় খাইতে চায়, রোগাক্রমণের পূর্ব্বে প্রবল ক্ষুধা, যকৃত স্থানে বেদনা, চাপিলে বেদনার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

সিপিয়া—সবুজবর্ণ বা রাব গুড়ের ন্যায় মলস্রাব, প্রায় সর্ব্বদাই মলদ্বার চুঁয়াইয়া মল নিঃসরণ, মস্তক পশ্চাতে ও পার্শ্ব দেশে ঝাঁকড়িয়া নেয়। কপলাস্থির জোড় অসংলগ্ন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও মগ্ন, মুখের চতুর্দ্দিকে ও নাসিকার পার্শ্বে পীত বর্ণের দাগ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, মুখে য্যাপথা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, দুর্গন্ধময় উদ্‌গার, বিবমিষা ও বমন, অত্যন্ত দুর্গন্ধ-বায়ু নিঃসরণ; নিদ্রাবস্থায় বায়ু-ত্যাগ, শীঘ্র শীঘ্র বল ক্ষয় ও শীর্ণতা উপস্থিত। ৬ষ্ঠ—৩০শ শক্তি।

সলফর—সাধারণতঃ দুই প্রহর রাত্রির পর পীড়া প্রকাশ, ভেদ বমন হইয়া রোগ আরম্ভ, মল জলীয়, সবুজবর্ণ, অনৈচ্ছিক মলস্রাব, মলের গন্ধ অম্লাক্ত বা অতিশয় দুরিত, অম্লাক্ত বস্তু বমন, শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, কপলাস্থির জোড় অসংলগ্ন, চমকিয়া উঠে, হাত পা শীতল হইয়া যায়। নিদ্রাতুরতা, চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, অধিক পিপাসা থাকে না। শিশুরা চিৎকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু তাহা এপিস জ্ঞাপক উগ্র নহে এবং বেলাডনা জ্ঞাপক শিরো লুণ্ঠন ইহাতে নাই, মলদ্বারে ক্ষত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত জলীয় ভেদ, মাড়েরমত অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত মলত্যাগ, শিশুরা অতিশয় একগুঁয়ে ও খিটখিটে হয়, মস্তকাস্থির

জোড় বিচ্ছিন্ন ও মস্তক বৃহৎ, মস্তক হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ, ঘর্ম্ম হইয়া শীতলহয় কিন্তু কিছু কাল বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিলে পুনরায় উষ্ণ হয়, উপাধানে মস্তক সঞ্চালন, ক্ষুধার অভাব বা অত্যন্ত ক্ষুধা, ক্ষুধাসত্ত্বেও আহারে অনিচ্ছা, অতিশয় পিপাসা, শীতল জল পানে প্রবল ইচ্ছা, পাকস্থলীতে বেদনা, উদরে বায়ু সঞ্চয় জন্য ডাক, উদরাধ্মান, অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, নিদ্রাবস্থায় মূত্রত্যাগ, অস্থির নিদ্রা, নিদ্রাতুরতা, অথচ ভাল নিদ্রা হয় না, পদ ও জঙ্ঘা শীতল, শরীর কঙ্কালে পরিণত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সার্সাপেরিলা—শিশুদের মুখের চর্ম্ম বৃদ্ধের চর্ম্মের ন্যায় কুঞ্চিত, বর্ণ পাণ্ডুর, জিহ্বা ও তালুতে য্যাপথা ক্ষত, লালা পতন, ক্ষুধা থাকে কিন্তু পিপাসা থাকেনা, উদরে ডাক, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, মূত্রত্যাগ কালে চীৎকার করা, গ্রীবা সরু, সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক, চর্ম্ম সমস্ত ভাঁজে ভাঁজে স্থাপিত, সর্ব্বদা গাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকেলি—অতিশয় দুর্ব্বলতা, ভেদ ও বমন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ এবং চক্ষু বসিয়া যাওয়া, শিরোলুণ্ঠন, মূত্রাবরোধ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় মলত্যাগ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিনা—ক্রিমি জনিত ওলাউঠা, ওলাউঠায় ক্রিমি বিকার, পীতবর্ণের ফেনিল মলত্যাগ, শিশু অতিশয় খিটখিটে, অস্থির ও ক্রন্দনশীল হয়, কখন ও শয্যায় আন্‌ছান্‌ করে, কখন ও বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে। সিনা তৃতীয় হইতে দুইশত শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

১৮৮৭ সনের আগষ্ট মাসে তিন বৎসর বয়স্ক একটী বালক ওলাউঠায় ক্রিমি-বিকারগ্রস্ত হয়। পীড়ার ২দিন পরে আমি চিকিৎসার্থ আহুত হই। তৎকালে শিশুর লক্ষণ নিম্নলিখিত রূপ ছিল।

নয়ন মুদ্রিত করিয়া শয্যায় পড়িয়া ছিল, হস্ত পদ শীতল, উদর ও পৃষ্ঠদেশ উষ্ণ, চক্ষু কোটরগত ও অর্দ্ধনিমীলিত, অনৈচ্ছিক হস্ত সঞ্চালন ও শয্যান্বেষণ, থাকিয়া থাকিয়া উচ্চ চীৎকার, ক্ষণকাল শয্যায় এপাশওপাশ করিয়া পুনরায় অজ্ঞান, শিশুটী কিছুই আহার করিত না, খাদ্যবস্তু মুখে দিলে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিত, মধ্যে মধ্যে শুষ্ক ওয়াক পারিত, কিছু নিঃসরণ হইত না। ইহাকে

সিনা ২০০ শক্তির দুইটী গ্লবিউল জিহ্বায় দিয়া আর দুইটী গ্লবিউলে ২ ডোজ মিক্‌সার প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ দেওয়া গেল, ইহা সেবনে পর দিন উদর হইতে বৃহৎ একটী ক্রিমি নির্গত হয় এবং উপরোক্ত লক্ষণ দূরীভূত হইয়া রোগীর অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হয়, তৎপর কয়েক দিন লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা করাতে বালকটী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। বালকদের ওলাউঠার টাইফয়েড্ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মধ্যে মধ্যে সিনা উচ্চ শক্তির গ্লবিউল ২।১টী সেবন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য।

পথ্য।

শিশুদের ওলাউঠা হইলে প্রায়ই উদরে কিছু থাকে না, বমন হইয়া নির্গত হয়, এজন্য এরারুট বা বার্লি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিবে ও তাহা এমন পাতলা আকারে করিবে যে, জল হইতে অধিক বিভিন্ন না হয়। উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ২।১ ঝিনুক সেবন করিতে দিবে। দুগ্ধ পান করিতে দিবে না। নিতান্ত শিশু হইলে মাতৃদুগ্ধ অল্প অল্প পান করিতে পাবে। টাইফয়েড্ অবস্থা উপস্থিত হইলে এরারুট বা বার্লির সহিত অল্প পরিমাণ দুগ্ধ সংযোগ করিয়া পান করিতে দিবে। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে দিবে না।

কলেরিণ।

প্রতিসংজ্ঞা—কলেরিক ডায়েরিয়া, ইংলিস কলেরা, বিলি-য়াস্ কলেরা, ইত্যাদি।

ওলাউঠা ও উদরাময়ের মধ্যবর্ত্তী লক্ষণাপন্ন এক প্রকার রোগকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে জলবৎ তরল ভেদ বেগে নির্গত হয়, ভেদের বর্ণ কখন মাটির গোলার মত, কখন মলিন, কখন চেলেনি জলের মত পাতলা, অপরাপর সময় হলুদ গোলাবর্ণ যুক্ত হইয়া থাকে। সচরাচর প্রথমে দুর্গন্ধ যুক্ত মল নিঃসরণ হইয়া শেষে গন্ধ শূন্য জলবৎ ভেদ হয়। মলের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইয়া থাকে। উদরে বেদনা, উদরে ডাক ও আধ্মানিক স্ফীতি হইতে দেখাযায়। মলের সহিত প্রায়ই অজীর্ণ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

পীড়া প্রকাশ হইলেই বমন ও আরম্ভ হয়, কখন কখন পূর্ব্বে বমন চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া পরে ভেদ হইতে থাকে, বমনে প্রথমতঃ পাকাশয়স্থ আহার্য্য বস্তু ও জল উদ্গীর্ণ হয়, পরে কেবল শ্লেষ্মা ও পাকাশয়ের রস নিঃসৃত হয়। বমন সর্ব্বদা না হইলেও বিবমিষা সকল রোগীতেই দেখা যায়। পাকাশয়ে অসুখ ও বেদনা বোধ, উদরে শূল, নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ান বেদনা, কখন কখন উদরের পেশীতে টাস ধরিয়া রোগীকে অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃত ওলাউঠার ন্যায় দুর্দ্দমনীয় পিপাসা হয় ও রোগী প্রচুর পরিমাণ জলপান করে, পান মাত্রই বমন হয় বা মধ্যে মধ্যে বমন হইয়া কয়েকবারের জল একবারে নির্গত হয়। কোন কোন রোগীর হস্তপদে অল্প পরিমাণ টাস ধরা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।. এইরূপে কতক সময় গত হইলে এল্‌গাইড্ ষ্টেজের ন্যায় একটী অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে পতনাবস্থা বলা যাইতে পারে, এইটী প্রকৃত ওলাউঠার পতন কালের ন্যায় ভয়াবহ নহে, রোগীর শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও শীতল হয় বটে কিন্তু বরফবৎ শীতল হয় না, হস্তপদের অঙ্গুলির চর্ম্ম কুঞ্চিত হয় না এবং বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে না। জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে, আদ্যোপান্ত সকল সময়ই মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অনুভব করা যায়। শারীরিক যন্ত্র সমস্তের ক্রিয়া চলিতে থাকে, সে সমস্তের স্তব্ধ ভাব ঘটেনা।

এই ব্যাধি সকল ঋতুতেই হইতে পারে কিন্তু গ্রীষ্ম ও শরৎ কালেই অধিক হয়, সচরাচর রোগী রাত্রিতে মল বেগে ক্লিষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠে, তখন প্রচুর পরিমাণে ভেদ হয়, পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে এক প্রকার সার্ব্বাঙ্গিক অসুখ বোধ হয়, ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য, উদর ভার, উদরে কল্‌কল্‌ শব্দ, আহারে অনিচ্ছা ইত্যাকার পূর্ব্বে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া রোগ লক্ষণ দেখা দেয়।

ইহা কখন কখন দেশ ব্যাপক রূপে প্রকাশ পাইতে পারে, এইটী প্রকৃত ওলাউঠা না হইলেও ইহাতে মৃত্যু উৎপাদন করিতে পারে। দেশ ব্যাপক এসিয়েটীককলেরা প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে অধিবাসীরা প্রথমে এইরূপ কোন রোগে আক্রান্ত হয়, পরে ক্রমশঃ দুই একটী করিয়া প্রকৃত এসিয়েটীক কলেরা প্রকাশ পায়, কোন স্থান হইতে ওলাউঠা দুরীভূত হইবার সময় ও এই ব্যাধি প্রকাশ পাইয়া রোগ দুরীভূত হয়। এই নিয়মটী অমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

চিকিৎসা।

ইপিকাকুয়ানা—কলেরিণের চিকিৎসায় সচরাচব ইপিকাকুয়ানাই প্রথমে ব্যবহৃত হয়। ঘাসেব বর্ণযুক্ত সবুজ, জলীয় মল, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ মল, ফেনিল পাতলা মল, বমন ও বিবমিষা, গাত্র শীতল, শীতল ঘর্ম্ম, উদরে বেদনা, অস্থিরতা, হস্তপদে ফিক বেদনা, অবিরত নিষ্ঠীবন ত্যাগ, মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা, শ্বাস কষ্ট, নিদ্রাতুরতা। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিক—ইপিকাকুয়ানা ব্যবহারের পরই ইহা উপযোগী। অস্থিরতা, গাত্র জ্বালা, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বেদনা, কাঁটা কাঁটা বোধ, অল্প অল্প বমন, বমনান্তে কষ্টদায়ক বিবমিষা, জলীয় ভেদ, ভেদের বর্ণ প্রায়ই হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, পিপাসা, চক্ষু-মুখ বসিয়া যাওয়া, নাড়ী ক্ষীণ, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এল্‌বম্—বমন অপেক্ষা ভেদের পরিমাণ অধিক। প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন জলীয় ভেদ, অতিশয় পিপাসা, পেটে অত্যন্ত বেদনা, কখন

কখন বেদনা থাকে না, কেবল অতি বেগে জলীয় মল নিঃসৃত হয়, জলপানে ভেদ ও বমনের বৃদ্ধি, কপালে ঘর্ম্ম, শীতবোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—কাঁচা ও অসিদ্ধ ফল মূল আহারজনিত পীড়া, ভেদের সহিত অজীর্ণ পদার্থ নির্গমন, উদরে বেদনা, উদরাধ্মান, অম্ল ও ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধযুক্ত উদ্‌গার, উদ্‌গার উঠিলে আরাম বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্স্‌ভমিকা—অল্প অল্প মল বারম্বার নিঃসরণ, উদর পরিষ্কার হয় না, মলত্যাগান্তে উদরের ভার থাকিয়া যায়, অতিরিক্ত মদ্যপান ও তীব্র ঔষধ সেবন জনিত রোগ, ঈষৎ ধূসর বর্ণ মলে আম মিশ্রিত থাকে। বেগ দিয়া মল নিঃসরণ করিতে হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

পল্‌সেটিলা—স্ত্রীলোক ও বালক দেহে ইহা বিশেষ উপযোগী, অধিক পরিমাণে ঘৃত-পক্ক, তৈল ও মেদময় বস্তু আহারজনিত পীড়া, উদরে বেদনা, গব্‌ গব্‌ করিয়া হরিৎ ও পীতবর্ণের পাতলা ভেদ, পিপাসার অভাব, রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্‌ফরাস্—উদরে ডাক দিয়া ভেদ, উদরে বেদনা থাকে না, উদরাময়ের পরবর্ত্তী রোগ; উদরোপরি শীতল ও উদরাভ্যন্তরে উষ্ণ বোধ, পীত বা হরিদ্‌বর্ণের জলীয় ভেদে চর্ব্বি খণ্ডবৎ গুটীগুটী বস্তু ভাসমান, মলের নীচে অজীর্ণ বস্তুর অধঃক্ষেপ। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

এসিড্ ফস্‌ফরাস—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার পর রোগ, যন্ত্রণা ব্যতীত শুভ্রাভ বা পীতাভ জলীয় ভেদ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ক্যামোমিলা—শিশুদের পীড়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। হরিতাভ জলীয় ভেদ, পিপাসা, মানসিক অবসাদ ও মনঃ কষ্টের পর পীড়া হইলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ, পিত্ত বমন, স্বভাব নিতান্ত উদ্ধত ও ক্রোধ পরায়ণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্‌টক্স্—শীতল বাতাসে অবস্থান ও দীর্ঘকাল জলে সিক্ত হওয়ার পর রোগ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী, এইরূপ কারণে রোগ হইলে একোনাইটও উপযুক্ত ঔষধ। উদরে ছিন্নকর বেদনার সহিত বারম্বার পাতলা ভেদ, রোগী জড়বৎ ও নিদ্রাতুর হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনি ক্রুডম্—জলীয় আঠাল ভেদ, প্রবল পিপাসা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, বমন, স্নায়বীয় উত্তেজনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিস্থ—উদরে প্রচণ্ড শূল বেদনা, পিত্ত মিশ্রিত থলথলে মল নিঃসৃত, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, প্রথমে কয়েকবার বমন হইয়া শেষে কেবল বিবমিষা ও শ্লেষ্মা উদ্গম্। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আইরিস ভার্সিকিউলার—রাত্রি ২।৩ টার সময় পীড়ার প্রকাশ, পিত্ত মিশ্রিত থলথলে মল নিঃসরণ, উদরে শূল বেদনা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডায়েস্কোরিয়া—জলীয় ভেদ, উদরে ও হস্তপদে আক্ষেপ, বমন, বমনে শ্লেষ্মা ও পিত্ত উদ্গম্। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—হিম ও শৈত্য ভোগের পর রোগ, প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, জ্বর ভাব, নাড়ী স্থূল। ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলেরিণের প্রধান প্রধান কয়েকটী মাত্র ঔষধ এই স্থানে উল্লেখ করা হইল। ইহার বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী ওলাউঠা ও ডায়েরিয়া অধ্যায়ে বিবৃত করা হইয়াছে। এই রোগে চিকিৎসা করিতে অল্পই কয়েকটী ঔষধ ব্যবহৃত হয়, এজন্য ইহার রিপার্টরী এ স্থলে প্রদত্ত হইল না।

পথ্য—ভেদ ও বমনের পরিমাণ হ্রাস না হইলে কোন পথ্য দেওয়া উচিত নহে। ভেদ বমনের পরিমাণ হ্রাস হইলে এবং রোগী ক্ষুধা বোধ করিলে বার্লি বা এরোরুট জলে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে সেবন করিতে দিবে। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে অন্ন মণ্ড বা সরু চাউলের ভাত পথ্য দিবে।

ডায়েরিয়া।

উদরাময়।

ডায়েরিয়ার প্রকৃত অর্থ জলবৎ নিঃসরণ। অন্ত্র হইতে বারম্বার জলীয় মল নিঃসৃত হইলে তাহাকে ডায়েরিয়া বলে। আময় শব্দের অর্থ রোগ, অতএব ব্যাপ্ত অর্থে উদরের সর্ব্বপ্রকার রোগকেই উদরাময় বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ উদরাময় বলিলে ডায়েরিয়া অর্থই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ইহা দুই প্রকারে উদ্ভব হয়। স্বয়ং ও অন্য পীড়ার আনুষঙ্গিক; এই দুই পীড়ার লক্ষণগত বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, এজন্য লক্ষণাবলিতে উহার কোন প্রভেদ প্রদর্শন করা হইল না। যেরূপেই উদরাময় হউক না কেন, ক্ষুদ্র অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে উত্তেজিত করিয়া এই পীড়ার উদ্ভব হয়।

বারম্বার অল্প বা অধিক পরিমাণে জলীয় মল বিনা কষ্টে নিঃসৃত হয়; কাহার কাহার উদরে সামান্যরূপ বেদনা হইতে দেখা যায়। অপাচ্য ফল মূল, শুষ্ক মৎস্য-মাংস এবং অন্যান্য প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিলে তজ্জনিত উত্তেজনা বশতঃ প্রায়ই উদরে বেদনা হইয়া ভেদ হয়। ভেদ জলীয় ও শুভ্র-বর্ণ, পীতাভ, সবুজবর্ণ বা লোহিতাভ হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ এক পোয়া হইতে একসের পর্য্যন্ত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে বমনও হইতে দেখা যায়। বমনে প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ হয়, পরে শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমন হইয়া থাকে, কিন্তু এই বমন ওলাউঠার ন্যায় গুরুতর আকারের হয় না এবং ইহাতে আক্ষেপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। অনেক বার ভেদ হইলে রোগী অপেক্ষা কৃত দুর্ব্বল হয় বটে কিন্তু পতনাবস্থার ন্যায় হয় না।

কারণ।

সচরাচর কদর্য্য, দূষিত ও অজার্য্য বস্তু আহার হেতু উদরাময় জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ অধিবাসী ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত। তদ্ধেতু তাহাদের পাকাশয় ও অন্যান্য পাকযন্ত্র অতিশয় দুর্ব্বল, এজন্য সামান্য কারণেই

উদরাময় জন্মিয়া থাকে। পশ্চিম অঞ্চলের বলবান লোকেরা বঙ্গদেশে আসিয়া অপরিপক্ক ফল মূল আহার ও কদর্য্য জল পান হেতু অধিকাংশ সময় উদরাময়-গ্রস্ত হইয়া থাকে। তীর্থ ভ্রমণকারী যাত্রিগণ পথশ্রান্তে ক্লিষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে দূষিত জল পান হেতু অনেক সময় উদরাময়ের হস্তে পতিত হয়। উপযুক্ত রূপ ব্যায়াম ও অঙ্গচালনা না হইলে এই পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অস্মদ্দেশীয় ধনী ও বিলাসী মনুষ্যগণ এই হেতু অধিকাংশ সময় উদরাময় জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে, অনিয়মিত পান ভোজন, অপক্ক ও অসিদ্ধ ফল মূল আহার, দূষিত জল পান, ম্যালেরিয়া স্থানে বাস, অনিয়মিত পরিশ্রম বা এককালে পরিশ্রম না করা, সচরাচর এই রোগের কারণ বলিয়া গণ্য হয়।

এই পীড়া অনেক সময় অন্য পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। যকৃৎ ও প্লীহার অসুস্থতা, দীর্ঘকাল স্থায়ী ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, এনিমিয়া, পাইমিয়া, প্রসবান্তে স্ত্রীলোকদের সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা ইত্যাদি বহু প্রকার রোগের আনুষঙ্গিকরূপে উদরাময় হইতে দেখা যায়। এই প্রকার উদরাময়কে "সিম্‌টম্যাটিক্ ডায়েরিয়া" বা আনুষঙ্গিক উদরাময় বলিয়া থাকে।

পরিণতি—উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এই পীড়া সহজেই আরোগ্য হইতে পারে, নতুবা পুরাতন উদরাময়, অতিসার ও রক্তাতিসারে পরিণত হইয়া রোগীকে অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে।

প্রকারভেদ—উদরাময়ের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে এই পীড়াকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১ম নূতন বা একিউট।

২য় পুরাতন বা ক্রণিক।

১ম—তরুণ উদরাময়। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

১ম—মলযুক্ত সাধারণ উদরাময়। ইহাতে পীত বা হরিৎ বর্ণের জলীয় ভেদ দিন রাত্রিতে পাঁচ সাত বার করিয়া নিঃসরণ হয়, উদর ভার ও

গোলযোগযুক্ত, ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা বা বমন, জিহ্বা লেপযুক্ত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

২য়—অজার্য্য বস্তু ভোজন হেতু উদরাময়। ইহাকে লিয়েণ্টিরিক্ ডায়েরিয়া বলিয়া থাকে। কাঁচা ফল-মূল, ছোলা, তণ্ডুল, শুষ্ক মৎস্য, মাংস ইত্যাদি আহার হেতু এইরূপ উদরাময় হইয়া থাকে। ইহাতে উদরে ভয়ানক বেদনা এবং মলের সহিত অজীর্ণ বস্তু নির্গত হইতে দেখা যায়।

৩য়—পৈত্তিক উদরাময়। অন্ত্র মধ্যে অধিক পরিমাণে পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া এইরূপ উদরাময় জন্মে। ইহাতে মলত্যাগকালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও উদরে চর্ব্বণকর বেদনা হয়।

৪র্থ—কৃমি জনিত উদরাময়। অন্ত্রে অধিক পরিমাণে কৃমি সঞ্চিত হইয়া তাহার উত্তেজনা হেতু এইরূপ উদরাময় জন্মে।

২য়। পুরাতন উদরাময়।

সচরাচর তরুণ উদরাময় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পুরাতন উদরাময়ে পরিণত হয়। কখন কখন দুর্ব্বলদেহে এবং বহুপ্রকার পুরাতন রোগের পরিণামে প্রথমেই পুরাতন আকারে রোগ প্রকাশ হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ রাত্রিতে দুই তিনবার ছেকরা ছেকরা ও অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত ভেদ হয়, ক্রমে দিবাভাগেও তিন চারিবার ভেদ হইতে থাকে, ভেদের সহিত, আম, রক্ত, পিত্ত ও পূঁয মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। সর্ব্বদাই উদর ভার ও উদরে গোলযোগ বর্ত্তমান থাকে, ক্ষুধা হয় না, কিছু আহার না করিলে ও উদরের পূর্ণতা বিদূরিত হয় না। সামান্য কিছু আহার করিলেও তাহা প্রায় অবিকৃত অবস্থায় মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। এই সময় এলোপ্যাথি মিকশ্চার ও বটিকা ঔষধ মলের সহিত নিঃসরণ হইতে দেখা যায়। ক্রমে শরীর শীর্ণ, বলশূন্য, চক্ষু কোটরগত ও রক্তশূন্য, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও বহুপ্রকার ক্ষীণতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া রোগী মৃত্যুকবলিত হয়।

উদরাময়ের মল বহু প্রকারের, যথা—শুভ্রবর্ণ, কালির মত বর্ণযুক্ত, আলকাতরার বর্ণ, ধূসর, পীত, লোহিত ও মৃত্তিকার বর্ণযুক্ত হইতে পারে, ভেদের

গন্ধও বহু প্রকারের হইয়া থাকে, শটিত ডিম্বের ন্যায়, উগ্রগন্ধ, ছুরিত ও পচা মাংসের গন্ধ ইত্যাকার বহু প্রকার গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ হইতে পারে।

রোগনির্ণয়—এই ব্যাধি এত সহজ ও এত সাধারণ যে, ইহা নির্ণয় করিতে কোন কষ্টই হয় না, ওলাউঠা হইতে ইহাকে কখন কখন প্রভেদ করা আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত ভয়ানক পীড়ায় চেলেনি জলের মত প্রচুর পরিমাণ ভেদ, বমন, শক্তিশূন্যতা, পিপাসা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপ ও পতন দশা ইত্যাদি লক্ষণ উদরাময়ে সংঘটিত হয় না। এইরূপে আমাশয়ের কুন্থন-যুক্ত মলত্যাগ লক্ষণ দেখিয়া তাহা হইতে প্রভেদ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন রোগের সহিত ইহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

চিকিৎসা।

আইওডিয়ম্—দুর্ব্বল লোকদের পুরাতন উদরাময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতা ও অবিরত পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ইহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। জলীয়, ফেনিল, ছানার জলের মত, মেদময় বা পূঁযযুক্ত, দুর্গন্ধ মল প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ হয়। প্রাতে ও উষ্ণ দুগ্ধ পানের পর পীড়ার বৃদ্ধি, মল-ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা ও মলত্যাগকালে গুহ্যদ্বারে জ্বালাবোধ হইয়া থাকে।

রোগী সর্ব্বদা অস্থির থাকে, উপবেশনে বা শয়নে কোন অবস্থায়ই সুখ পায় না, ক্ষুধা ও পিপাসা বিলক্ষণ থাকে এবং রোগী প্রচুর পরিমাণে পান আহার করিয়া থাকে, আহার্য্য দ্রব্য বিলক্ষণ জীর্ণ হয়, কিন্তু তথাপি রোগী দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থলে বমন লক্ষণ দেখা যায়, তথায়-রোগী আহার করিবা মাত্র বমন করিয়া ফেলে। উদর বেদনাযুক্ত, প্লীহা বিবর্দ্ধিত, মেসেণ্টরিক গ্রন্থি স্ফীত এবং মূত্র এমোনিয়ার গন্ধযুক্ত হয়, রোগী দিন দিন শীর্ণ ও কঙ্কালে পরিণত হয়। ৬ষ্ঠ, ৩০ শ শক্তি।

আইরিস ভার্সিকিউলার—মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত এলি-মেণ্টরি ক্যানালে জ্বালাবোধ, মলত্যাগের সময় ও পরে সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বার

অগ্নিদগ্ধবৎ জলিয়া যাওয়া, গুহ্যভ্রংশ; পীত ও সবুজবর্ণ, সেওলাসমত প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ; গ্রীষ্ম কালে, রাত্রিতে ও আহারের পর রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, উদরে ডাক ও নিম্ন উদরে ছিন্নকর বেদনা, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ, মুখের আস্বাদ বিকৃত, আঠাল, লালা পতন, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, ক্ষুধার অভাব, শূন্য উদ্গার, বিবমিষা ও বমন, নাভি প্রদেশে বেদনা; উদরে ডাক ও উদরাধ্মান। মূত্র ত্যাগের পর মূত্রমার্গে ভয়ানক জ্বালা ও টাস ধরা, রোগী অতিশয় হীনবল ও ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

আর্ণিকা—আধ্মানিক উদরাময়, কর্দ্দমবৎ, উচ্ছলনশীল, অপাচ্য দ্রব্য মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা মল, বারম্বার অল্প পরিমাণে নিঃসরণশীল মল, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, টাইফয়েড উদরাময়, আঘাত জনিত উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে রোগী উদরমধ্যে উচ্ছলন বোধ করে, মলত্যাগ করিয়া রোগী তৃপ্ত হয় না। মলত্যাগ কালে উদরে থেথলান বেদনা বোধ, হস্ত-পদ শীতল অথচ মস্তক উষ্ণ, মুখে অম্ল, তিক্ত ও পচা আস্বাদ অনুভব। আহার্য্য বস্তুতে ঘৃণা বোধ, পিপাসা থাকে বটে কিন্তু পানীয় বস্তুতে ঘৃণা থাকা হেতু জলপান করে না। বিবমিষা ও বমন, উদরে ভার, দক্ষিণ উদর আধ্মানিক স্ফীততাযুক্ত, তদুপরি হস্তার্পণ করিলে কষ্টবোধ, বায়ুনিঃসরণ হইয়া ক্ষণকাল উপশম বোধ, কিন্তু পরক্ষণেই উদর আবার স্ফাত হইয়া উঠে। প্রচুর পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উত্থান, মূত্র গ্রন্থিতে বেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রসংলগ্ন বস্ত্র হরিদ্রাক্ত হয়। অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ, আলস্য, মোহ ও দুর্ব্বলতা বোধ, সমস্ত শরীরে থেথলান বেদনা, স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ, অতিশয় অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টাম্ নাইট্রিকম্—পুরাতন উদরাময়, বালকদের দন্তোদ্ভেদ কালে উদরাময়, সবুজবর্ণের মল, শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল, রক্ত মিশ্রিত মল, রাত্রিতে বৃদ্ধি, চিনি খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু তাহা খাইলে রোগ বৃদ্ধি, মলের সহিত প্রচুর পরিমাণে বায়ুনিঃসরণ, কোষ্টবদ্ধের সহিত উদরাময়ের পর্য্যায় ভাব, আহারের পর ও অম্ল পানে উপশম বোধ, মলত্যাগকালে শূল বেদনা, উচ্চশব্দে

বায়ুনিঃসরণ, মস্তকের বাম পার্শ্বে কঠিন বেদনা, সন্তাপে তাহার উপশম, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও বসিয়া যাওয়া, মুখমণ্ডলের চর্ম্ম কুঞ্চিত, মাড়ি স্ফীত ও রক্তক্ষরণ শীল, উদ্গার আসিতে চায় কিন্তু আইসেনা। উদরে ঘুট্ ঘুট্ শব্দ, মূত্র অবরোধ, শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিকম্—সকল বয়সের উদরাময়েই ইহা ব্যবহৃত হয়। পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, অজীর্ণ মিশ্রিত মলত্যাগ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, বারম্বার অল্প পরিমাণে মলস্রাব, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব, রক্তমিশ্রিত ভেদ, পূঁযমিশ্রিত পুরাতন উদরাময়ের ভেদ, উদরে জ্বালা, পিপাসা, গাত্র জ্বালা, বিরক্তি, অস্থিরতা, বমন ও বমনেচ্ছা, মলত্যাগ কালে গুহ্য দেশ জ্বলিয়া যাওয়া, জিহ্বা ক্ষতযুক্ত, রক্তাক্ত ও লোহিত বর্ণযুক্ত, বারম্বার মুখ শুষ্ক হয় ও অল্প অল্প জলপান করে। ক্ষুধামান্দ্য, মুখের তিক্ত আস্বাদ, অরুচি, খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা, কিছু আহার করিলে বমন, ভুক্ত দ্রব্য, জলীয় বস্তু ও কাল বর্ণের পিত্ত বমন। উদর স্ফীত হয় ও মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, শক্তিশূন্য ও কৃশ হইয়া পড়ে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইয়ুফরবিয়া—উদরাময়ে প্রচুর মল নিঃসরণ, অত্যন্ত মলবেগ, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে জ্বালাকর বেদনা, তদনন্তর দুর্গন্ধযুক্ত পীতবর্ণের মল ত্যাগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—তরুণ উদরাময়ে ইহা প্রায় ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু স্নায়বীয় লক্ষণ প্রবল থাকিলে এবং হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকদের উদরাময়ে উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী হইয়া থাকে। পীতাভ, সবুজবর্ণ, কর্দ্দমবৎ, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, বায়ুত্যাগকালে মলত্যাগ, বিবাদ ও মনস্তাপের পর উদরাময়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক, তদনন্তর মল নিঃসরণ, নির্জ্জনে বিলাপ, পর্য্যায়ক্রমে হাস্য ও ক্রন্দন, ভয়, বারম্বার দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ, তিক্ত উদ্গার উত্থান, আহার ও পানের পর হিক্কা, উদ্গার ও বিবমিষা, সমস্ত শরীরে আক্ষেপ, অনিচ্ছায় হাস্য ও ক্রন্দন করা ইগ্নেসিয়া প্রয়োগের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অধ্যাপক হেম্পেল ইহার প্রয়োগে নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। অন্ত্র মধ্যে ছিন্নকর বেদনা ও আকুঞ্চন বোধ, সরলান্ত্র ও মলদ্বারে মোচড়ান

যাতনা ও চাপবোধ, মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে ক্ষতবোধ, মলদ্বারে জালা, মূত্রত্যাগ কালে মূত্রপথে দাহকর যাতনা, অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, উচ্ছলনশীল ফেনিল, আধভাঙ্গা মল, থলথলে মল, দুর্গন্ধ যুক্ত মল, বারম্বার নিঃসরণ; অবিরত বিবমিষা, বমন প্রায়ই হয় না, রোগী ওয়াক মাত্র পারে, উকিতে কোন কোন সময় অল্প পরিমাণ জলীয় পদার্থ উদ্গীরিত হয়, রাত্রিতে ও অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, শিশুগণ দন্ত উদ্ভেদ সময় প্রায়ই এইরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অপক্ব ফল, শাকশব্জী ও অম্ল আহার জনিত রোগ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা ও বিবমিষা জন্মে, রোগীর স্বভাব খিটখিটে, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল বর্ণের দাগ, জিহ্বা পরিষ্কার, অতিশয় লালা পতন, গল নলী দিয়া জলোদ্গম; পিপাসার অভাব, কঠিন ও মিষ্ট বস্তু খাইতে ইচ্ছা, দীর্ঘকাল স্থায়ী পুরাতন উদরাময়ে ও ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ; উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ইলাটিরিয়ম্—মলিন ও সবুজ বর্ণের আম মিশ্রিত মল, শুভ্র বর্ণ আম যুক্ত মলে রক্তের দাগ, বমন ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, উদরে কর্ত্তন কর বেদনার সহিত বারম্বার মল নিঃসরণ, পিচকারির ন্যায় বেগে জলীয় মল নিঃসরণ, (ক্রোটন,) আর্দ্র মৃত্তিকাতে শয়ন হেতু শৈত্য স্পর্শে উদরাময় হইলে ইহা উপযোগী। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইলাপ্স কোরাল—যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর উদরাময়, কাল, ফেনিল, রক্তাক্ত মল, উদরমধ্যে ঘূর্ণনবৎ গোলযোগ বোধ, উপুর হইয়া শয়নে পাকাশয়ে বেদনা, শীতল জল পানে পাকাশয়ে শীতলতা অনুভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—গ্রীষ্ম কালীয় উদরাময়, শৈত্য ভোগ ও জলে সিক্ত হওয়ার পর উদরাময়, অতিরিক্ত উত্তাপ লাগিলে এবং ক্রুদ্ধ ও ভীত হওয়ার পর রোগ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মল জলীয়, কাল, সবুজবর্ণ, পিত্ত মিশ্রিত, রক্তসংযুক্ত কর্দ্দমবৎ। অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, বায়ু-নিঃসরণ-কালে মল ত্যাগ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা,

বমনেচ্ছাও অধিক পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয়। রোগী উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত চিত্ত হয়। শিরোঘূর্ণন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, অদমনীয় পিপাসা, বমনেচ্ছা ও বমন, রক্ত, শ্লেষ্মাও পিত্ত বমন, আহার্য্য বস্তু পাকাশয়ে যাওয়া মাত্রই বমন হইয়া যায়, পাকস্থলীর উপর প্রস্তরচাপবৎ অনুভব, প্রস্রাব দুর্গন্ধময়, আরক্ত ও পরিমাণে অল্প, চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত, জ্বর বোধ, নাড়ী দ্রুতগামী, একোনাইট লিয়েণ্টরিক' ডায়েরিয়া ও তরুণ উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। চর্ম্ম শুষ্ক ও জ্বরভাব লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করিবে। ১ম ও ৩য় শক্তি।

এগারিকাস—বর্ষাকালীয় উদরাময়, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থানের পর ও আহারান্তে পীড়ার বৃদ্ধি, উদরে অত্যন্ত ডাক, প্রথমে কঠিন মল-নিঃসরণ হইয়া পরে তরল মল নির্গমন, পুরাতন উদরাময়ে ও ইহা ব্যবহৃত হয়। পাতলা পীত বর্ণের ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনকর ও চিমটি কাটা বেদনা, মলত্যাগ কালে গুহ্য দ্বারে জ্বালা, আক্ষেপিক গন্ধ শুন্ঠ বা রসুনের গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনিয়ম্ ক্রুডম্—বৃদ্ধদের ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, স্তন্যপায়ী শিশুদের উদরাময়, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও তরুণ বয়স্কদের পীড়ায় ইহা উপযোগী, প্রচুর পরিমাণ জলীয় ভেদ, জলীয় মলে কঠিন গুঠলি অবস্থান, বালকদের মল শুভ্রবর্ণ ও তাহাতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জমাট দুগ্ধের খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অত্যন্ত উষ্ণতা বা শৈত্য স্পর্শে পীড়ার উদ্ভব, রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, মলত্যাগের সময় ও পরে গুহ্য ভ্রংশ হইয়া থাকে, শিশুরা অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়, তাহাদের পানে তাকাইলেই কান্দিয়া ফেলে, এ জন্য তাহারা লোকের মধ্যে থাকিতে ভাল বাসে না। মুখ পাণ্ডুবর্ণ, নাসাপুট ও স্বক্কণীতে ক্ষত, লালাপতন, পিপাসা, দুগ্ধ পানের পরই শিশুদিগের সবুজবর্ণ বা দধির ন্যায় বস্তু বমন, বারম্বার মূত্রত্যাগ। এই ঔষধজ্ঞাপক রোগীর জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, চুণকাম করার মত দেখায়, জিহ্বার এই অবস্থা দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচনে বিশেষ সুবিধা হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি,

এণ্টিমনিটার্টারেটম্—মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে তীক্ষ্ণ শূল বেদনা

ও বিবমিষা জন্মে, সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় ভেদ, কর্দ্দমবৎ মলস্রাব, উদরে ডাক দিয়া ভেদ, বিবমিষা, বমন, বমনান্তে নিদ্রাতুরতা, প্রচুর পিপাসা কিন্তু অল্পই জল পান করে। হরিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদ্গার, মূত্র ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা কিন্তু অল্প পরিমাণ বা রক্ত মিশ্রিত মূত্র নিঃস্রব হয়। রোগী সর্ব্বদা নিদ্রাতুরের ন্যায় থাকে, নিদ্রাকালে শরীর কম্পিত হয়। পতনাবস্থায় অজ্ঞাতসারে প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, মদ্যপায়ী ও নিউমোনিয়াগ্রস্ত লোকদের বিশেষতঃ শরীরস্থ গুটিকা বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

এমিউজা—সবুজ বর্ণের পিত্ত মিশ্রিত ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে উদরে আমাশয়িক বেগ, উজ্জ্বল পীতবর্ণের অথবা সবুজ বর্ণের জলীয় কর্দ্দমাকার ভেদ, বালকেরা ক্রন্দন করে ও পা আছড়ায়, মলের সহিত অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। নরম মল নিঃসরণের পর উদরে বেদনা হয়, প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিস্—বেদনা শূন্য উদরাময়, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, সবুজ ও পীত বর্ণের জলীয় ভেদ, উজ্জ্বল লাল বর্ণের পিণ্ডাকার মলত্যাগ, অজ্ঞানাবস্থায় ও অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, মলদ্বার সঙ্কুচিত না হইয়া অর্দ্ধোন্মীলিত ভাবে থাকে ও সামান্য সঞ্চালনেই মল চুয়াইয়া নির্গত হয়। শিশুদের দন্তোদ্গম কালে টাইফয়েড জ্বরে ও রোগ পুরাতন হইলে এই প্রকৃতির উদরাময় হইয়া থাকে। মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে অকস্মাৎ শূল বেদনা, উদরে অধিক পরিমাণ বায়ু সঞ্চয় ও মলত্যাগ কালে বায়ু নিঃসরণ, মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে জ্বালা, টাটরানি ও গোঁজ বিদ্ধের ন্যায় বোধ, বদন পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক, উজ্জ্বল, বিদারণযুক্ত ও তাহার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল পূর্ণ দানার উদ্ভব, পিপাসার অভাব বা অল্প অল্প পিপাসা, উদরের আধ্মানিক স্ফীততা, উদরে গব্ গব্ শব্দ, উদর প্রাচীরে থেঁথলান বেদনা, অধিক পরিমাণ মূত্র ত্যাগ বা মূত্রাভাব। ৩য় ও ৩০শ শক্তি।

এপোসাইনম্—প্রচুর পরিমাণে মল নিঃসরণ, পীত ও পিঙ্গল বর্ণের মল, জলীয় এবং অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল, বেগে মল নিঃস্রব, মলত্যাগ কালে

শুহ্য পেশীর অনৈচ্ছিক সংকোচন বশতঃ অকস্মাৎ মলবেগের তিরোভাব, বায়ু ত্যাগ কালেও ঐরূপ হয়। মল ত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা ও শূন্য বোধ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও শীতল ঘর্ম্মে আবৃত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিয়া মিউরিয়াটিকা—য়্যাবডমিনেল্ থাইসিস্ বশতঃ উদরাময়, ঋতুকালীয় উদরাময় এবং বমন; মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ, আহারের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি। পাছায় এবং হস্ত পদে বেদনা, পৃষ্ঠে বেদনা, মলের সহিত পরিষ্কৃত আম নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলুমিনা—পাতলা, ফেনিল, কাল এবং রক্ত মিশ্রিত মল, কষ্টে নির্গমন, কোষ্ঠবদ্ধের পর, সীস ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে ও টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী, ক্রমান্বয়ে একদিন অন্তর উদরাময়। মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালা হইয়া থাকে। বিবমিষার সহিত শিরোঘূর্ণন, গলাধঃকরণ কালে গলনলী অবরুদ্ধ বোধ। চক্, পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড, কয়লা, লবঙ্গ, কাঁদা ও ভাজা তণ্ডুল ইত্যাদি বিসদৃশ বস্তু খাইতে ইচ্ছা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এল্ষ্টোনিয়ম্—সৈন্যদের শিবিরে উৎপন্ন উদরাময়, গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়, অজীর্ণ দ্রব্য ও রক্ত মিশ্রিত মল নিঃসরণ, ম্যালেরিয়া বিষ ভোগ হেতু পীড়ায় ইহা উপযোগী। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—মলদ্বার সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা, অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, আহারের অব্যবহিত পরেই মল বেগ, বস্তি দেশ ভার ও পূর্ণ বোধ, উষ্ণ বায়ু নিঃসরণ, তাহাতে উপশম বোধ, ক্ষণকাল পরেই আবার মলদ্বারে জ্বালা, মলবেগ সম্বরণে অসমর্থতা, মূত্রত্যাগ কালে বায়ু নিঃসরণ, ও ভ্রমণ কালে অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, তৎসঙ্গে অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, মলের সহিত আঠাল এবং ভেকের ডিম্ব সদৃশ আম নিঃসরণ, প্রত্যূষে মল বেগ হেতু শয্যাত্যাগ, পীতবর্ণের ফেনিল রক্ত মিশ্রিত রাব গুড়ের ন্যায় আম যুক্ত মল, মলত্যাগ কালে উহা উষ্ণ বোধ, অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত মল, আতিসারিক উদরাময়ে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। উদরে অত্যন্ত ডাক, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, নিম্নোদরে মোচড়ান বেদনা, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে। সিম্পেসিস্ অব্ দি পিউবিস্ হইতে বক্সিস্ পর্য্যন্ত

স্থান খিলে আবদ্ধ বলিয়া বোধ, উদরে উচ্চ গব্‌গব্‌ শব্দ, নাভির চতুর্দ্দিকে বিদ্ধকর বেদনা, চাপনে উপশম বোধ, যকৃতে উত্তাপ ও পূর্ণতা বোধ, এতৎসহ মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু মল নিঃসরণ না হইয়া কেবল বায়ু নিঃসরণ হয়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এস্‌ক্লিপিয়াস্‌—শীত কালীয় উদরাময়, বেদনাযুক্ত তরল ভেদ, পচিত ডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে মলের সহিত উদর যন্ত্র ঝুলিয়া পড়িবে বলিয়া বোধ, মলিন শুচ্ছবৎ মলে সবুজবর্ণে দাগ, উদর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ, বেদনাযুক্ত পৈত্তিক উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসারম্‌—পীতবর্ণের ভেদ, মলের সহিত গন্ধ শূন্য আম জড়িত, উদরে বেদনা, লোমশ আম নিঃসরণ, অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত জলীয় ভেদ, অতিশয় দুর্ব্বলতা, পূঁয় জ্বর এবং পুরাতন জ্বর যুক্ত ব্যক্তির উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, বেদনা মলাশয় হইতে পৃষ্ঠ দিকে গমন করিয়া থাকে। মলত্যাগের পর ও বেগ বর্ত্তমান, শুভ্রবর্ণের উজ্জ্বল এবং রক্তাক্ত আম নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে গুহ্য ভ্রংশ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্‌ অকজ্যালিক—মৃত্তিকার ন্যায় বর্ণযুক্ত, জলীয়, আম ও রক্ত মিশ্রিত মল, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, প্রাতঃকালে ও শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া, নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ান বেদনা, মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বারে অতিশয় তীক্ষ্ণকর বেদনা, তাহাতে মস্তক উষ্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়, প্রচুর পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ, পাকাশয়ের উপর চাপ দিলে যন্ত্রণা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্‌ এসেটিক্‌—থাইসিস্‌ ও টাইফয়েড জ্বরাক্রান্ত রোগীর উদরাময় এবং গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত শুভ্রবর্ণের জলীয় মল প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ হয়, বেদনা কখনও বর্ত্তমান থাকে কখনও থাকে না। মলত্যাগান্তে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, চর্ম্মের বর্ণ পাণ্ডুর, দুর্ব্বলতা, অল্প নিদ্রা, রোগী উপশমের জন্য উপুর হইয়া শয়ন করে, পদ এবং জঙ্ঘায় শোথ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ পিক্রিক—মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও অতিরিক্ত মানসিক অবসাদন হেতু উদরাময়, জলীয় পীতাভ ধূসরাভ তৈল মিশ্রিত মল, মলত্যাগ কালে গুহ্য দ্বারে জ্বালা, ঐ জ্বালা মেরুদণ্ড দিয়া গমন, মলত্যাগান্তে অত্যন্ত অবসাদন, জঙ্ঘা অত্যন্ত ভার বোধ, পদদ্বয় শীতল এবং ঘর্ম্মাক্ত, পেশী এবং সন্ধি স্থানের দুর্ব্বলতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড কার্ব্বলিক—দূরিত পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধ গ্রহণ এবং অপরিষ্কৃত জলসেবন হেতু উদরাময়, দুর্গন্ধ বায়ু ও মল নিঃসরণ, রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, পৈত্তিক উদরাময়, অজ্ঞাতসারে কাল ও জলীয় মল নিঃস্রব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড গ্যালিক্—সবুজ বর্ণের তরল মল বারম্বার নিঃসরণ, বিবমিষা, কণ্ঠ অবরোধের ন্যায় বোধ, অল্প পরিমাণে বমন, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় মল, সবুজ বর্ণের আম মিশ্রিত মল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড নাইট্রিক—পুরাতন উপদংশ যুক্ত ব্যক্তি, ক্ষীণ কায় ও দুর্ব্বল দেহে উদরাময়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, পীতাভ, সবুজবর্ণ, পাতলা, দুর্গন্ধ বা অম্ল গন্ধযুক্ত মল, একদিন অন্তর উদরাময়, টাইফয়েড জ্বর ভোগ কালে ও পারদের অপব্যবহার জনিত ভগ্ন দেহে উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, মুখের বাহিরে ও ভিতরে ক্ষত, ওষ্ঠাধরে ফোস্কার উদ্ভব, দন্ত মূলের শিথিলতা গলনলীর শুষ্কতা, প্রচুর পরিমাণে লালা পতন, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, মুখের কদর্য্য আস্বাদ, মৃত্তিকা, চক ও চূণ খাইতে ইচ্ছা, উদরে বায়ু সঞ্চয়, উদরে ডাক, অশ্বের মূত্রবৎ ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ ফস্ফরিক্—পুরাতন উদরাময় কিন্তু রোগী বিশেষ দুর্ব্বল হয় না। মল শুভ্রবর্ণের জলীয়, পীতাভ জলীয়মলে ময়দার ন্যায় সেডিমেণ্ট ভাসমান, তরল মলে অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে ও বায়ু নিঃসরণ কালে মল নিঃসরণ, টাইফয়েড উদরাময়, মানসিক অবসাদ হেতু ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবীর উদরাময়; মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, প্রলাপ, অচৈতন্য, নিদ্রালুতা, আকৃতিরুগ্ন, দন্তমাড়ি শিথিল, ক্ষুধা, অতিশয়তৃষ্ণা, মুখ মধ্য শুষ্ক ও আঁঠাল ফেনায় আবৃত, উদর স্ফীত ও শব্দযুক্ত; কোন প্রকার যন্ত্রণা

ব্যতীত সহজে মলত্যাগ হওয়া এই ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

এসিড ক্লোরিক—জলীয়, পীতাভ, ধূসরবর্ণ, চট্‌চটে, দুর্গন্ধময় মল, প্রাতে ও একদিন অন্তরবৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে জ্বালা ও বিদ্ধকর বেদনা, উদরাধ্মান ও উদরোপরি হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ; মলত্যাগের সময় গুহ্য ভ্রংশ, রাত্রিতে শয়ন করিলে অতিশয় লালা পতন, ক্ষুধার হ্রাস। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড বেন্‌জোইক—মলত্যাগের পূর্ব্বে শরীর রোমাঞ্চ ও শীত বোধ, প্রচুর পরিমাণে জলীয় ধূসরাভ, শুভ্রবর্ণ, মলিন, সাবানের জলের ন্যায় মল নিঃসরণ, মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, মলের গন্ধে সমস্ত দেহ দুর্গন্ধময় হইয়া যায়, মূত্রগন্ধ যুক্ত, রক্তাক্ত ও ফেনিল, কখন কখন বৃথা মলবেগ হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড মিউরিয়েটীক—মলের সহিত প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ, অধিক পরিমাণ মলত্যাগ, মলিন, সবুজ ও পিঙ্গল বর্ণের আঠাল মল, প্রাতে ও অপরাহ্নে আহারের পর রোগ বৃদ্ধি, অহিফেনের অপব্যবহার হেতু রোগ, গুহ্য দ্বারের পার্শ্বে অতিশয় চুলকানি, চুলকাইলেও উপশম বোধ হয় না। টাইফয়েড জ্বর ভোগকালে রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড সল্‌ফিউরিক্—মদ্যপায়ীর উদরাময়, জলপানে শীতবোধ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতার সহিত উদরাময়, স্নায়বীয় অবসাদন, সমস্ত শরীরে কম্প অনুভব, জম্বীরের ন্যায় পীত বর্ণ মলত্যাগ, ফেনিল, সূত্রময় আম, দুর্গন্ধময় জলীয় মল, মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে জ্বালা, মলত্যাগান্তে উদর শূন্য বোধ, মুখে য়্যাপথ্যা, ক্ষত, শিশুরা উত্তমরূপে ধৌত হইলেও গাত্রের অম্ল গন্ধ দূর হয় না। অত্যন্ত অস্থিরতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড স্যালিস্যালিক্—এসিড ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, আহার্য্য বস্তু উদরে সংগৃহীত হইয়া দুর্গন্ধ বায়ু ও পুরাতন উদরাময় জন্মায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক—পুরাতন উদরাময়, রোগীর শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও শীর্ণ, অজীর্ণ মিশ্রিত তরল মল, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, জল

পান কালে উহা চক্ চক্ শব্দে উদরস্থ হয়, গলাধঃকরণ কালে গলনলী অস্বাভাবিকরূপে সঙ্কুচিত হয়, অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু ক্ষুধা থাকে না, যকৃৎ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। ৩য়, শক্তি।

য়্যাব্রোটেনম্—কয়েকদিন উদরাময় স্থায়ী হইয়া অকস্মাৎ লোপ ও তদনন্তর বাত পীড়ার আবির্ভাব, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। ৩য় শক্তি।

য়্যারানিয়া—বারম্বার শীত বোধ, রাত্রি চারিটার সময় উদরে শূলবেদনা, জলীয় মল ত্যাগ, উদরে অতিশয় ডাক, বাহু এবং জঙ্ঘার জড়তা, আহার্য্য বস্তুতে অরুচি, আহার করিলে রাত্রিতে বেদনার উদ্ভব, অস্থিরতা, নিদ্রাকালে বোধ হয় যেন অতি বৃহৎকায় মনুষ্য তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, ইহা দেখিয়া রোগী ভয়ে জাগরিত হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

য়্যাসাফিটিডা—হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের দেহে ইহা বিশেষ উপযোগী, দুর্গন্ধ ও ঘৃণাকার জনক মল, তরল মল, তরল থলথলে মল, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, মল ত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, মুখের আস্বাদ তেলতেলা, খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ কালে উহা প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপক্রম, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে ঘৃণা, বাঁসলে গন্ধযুক্ত উদ্গার, উদর স্ফীত ও অন্ত্রের ক্রিয়া উর্দ্ধ দিকে হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপানসিয়া—মলিন জলীয় মল নিঃসরণ, বিবমিষা, পাকস্থলীতে বেদনা, নীচ পেটে ছিন্নকর বেদনা, বোধ হয় যেন অন্ত্র সমস্ত নিম্নদিকে ঝুলিতেছে, অবসাদন, শীতলতা অনুভব, নিম্নান্ত্রের বিকৃতি বশতঃ উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপিয়ম্—টাইফয়েড উদরাময়ে ও শিশুদের উদরাময়ের শেষাবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। মলিন, দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ, অজ্ঞাতসারে ভেদ, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, রোগী সর্ব্বদা নিদ্রাতুর বা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকে, ঘড়ঘড় শব্দে নাসাধ্বনি, মৃদু প্রলাপ, কল্পিত বস্তু ধারণ করিবার জন্য হস্ত সঞ্চালন, বদন মণ্ডল রক্ত বা পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু মুখ বসিয়া যাওয়া, জিহ্বা শুষ্ক ও খরস্পর্শ, কণীনিকা কুঞ্চিত, কখন বা প্রসারিতও হইয়া থাকে।

মূত্ররোধ বা বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ, ঘর্ম্ম প্রচুর, কখন কখন আক্ষেপ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ওলিয়েণ্ডার—পূর্ব্ব দিনের অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, অজ্ঞাতসারে ও বায়ুত্যাগ কালে মল নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে মলদ্বারে জ্বালা ও উদরে ডাক, ক্ষুধা অত্যন্ত ও রোগী তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমাণে আহার করে। অতিশয় পিপাসা, বিবমিষা ও বমন, শ্লেষ্মা, তিক্ত বস্তু ও অম্ল জল বমন, বমনান্তে অনিবার্য্য ক্ষুধা, অন্ত্র মধ্যে বায়ু সঞ্চালন, উদরে ডাক, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ককুলাস—রুগ্ন ব্যক্তি, পুঁয়জ্বরগ্রস্ত লোক ও পক্ষাঘাতযুক্ত রোগীর উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। পীতবর্ণের কর্দ্দমবৎ দুর্গন্ধযুক্ত মল বারম্বার বিনা কষ্টে নিঃসরণ, মুখে তামাটে আস্বাদ, আহারের পর অম্ল আস্বাদ অনুভব। সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য বস্তুই কদর্য্য আস্বাদযুক্ত, সামান্যমাত্র লবণযুক্ত দ্রব্যও কটু বোধ হয়, এতদ্‌ভিন্ন বিবমিষা ও মোহভাব বর্ত্তমান থাকে। পাকাশয়ে বিদীর্ণকর বেদনা, আক্ষেপ এবং অন্ত্রে অধিক পরিমাণে গড় গড় শব্দ হইয়া থাকে। দুর্গন্ধযুক্ত উষ্ণ বায়ু নিঃসরণ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

কর্ণাস—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল ও বায়ুনিঃসরণ, তৎসঙ্গে গুহ্য ও সরলান্ত্রে জ্বালা, পাণ্ডু রোগ, শরীর এবং মনের অতিশয় অবসাদন, শীতল জল পানের জন্য অতিশয় পিপাসা, বিবমিষা, তাহাতে ঘর্ম্ম ও ক্লান্তির উদ্ভব, মল ও বায়ু নিঃসরণে উপশম বোধ, নিদ্রাতুরতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম্—উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ যুক্ত পুরাতন উদর-রোগ, উদরাধ্মান, সদ্য মাংসাহারে বৃদ্ধি, জলীয় মল, শুভ্রবর্ণ আম, দণ্ডায়মান হইলে সহজেই মল নিঃস্রব, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, অপরাহ্ণ ও রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে মোচড়ান বেদনা, মলত্যাগকালে শিরোঘূর্ণন, মলত্যাগান্তে বিবমিষা ও উদ্গার হইয়া অম্ল জল উত্থান। মলবেগ বশতঃ মলত্যাগ করিতে যায় কিন্তু বায়ুর চাপ বশতঃ মল নিঃসরণ হয় না। খাদ্য বস্তু গলায় আটকিয়া থাকার মত বোধ, তাহা গলাধঃকরণ জন্য রোগী বারম্বার নিষ্ঠীবন গলাধঃকরণের চেষ্টা করে, উদর স্ফীত ও শক্ত, শরীর বিশেষতঃ পদদ্বয় অতিশয় শীর্ণ

হইয়া থাকে, রাত্রিতে অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব, কাসিতে হাসিতে ও হাঁচি দিতে অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজি টেবলিস্—পুরাতন উদরাময়, বৃদ্ধদের বেদনা-পূর্ণ উদরাময়, এমন কি তরল মল নিঃসরণেও যন্ত্রণা বোধ, শিশুদের গুরুতর উদরাময়ে নিঃশ্বাস বায়ু শীতল হইয়া গেলে এতদ্দ্বারা প্রতিক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। দুরিত শব গন্ধের ন্যায় পাতলা ও থল থলে মল, অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলস্রাব, দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর কিম্বা গুরুতর তরুণ রোগান্তে এইরূপ উদরাময় প্রায় হইয়া থাকে, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালাবোধ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ, বায়ুত্যাগ কালে গুহ্যদ্বার জ্বলিয়া যায়। উদরাধ্মান, বায়ুতে উদর পূর্ণ ও উদরে বায়ু সঞ্চালন করিয়া থাকে। বায়ুর চাপ ভেদ করিয়া মল নিঃসরণ হইতে পারেনা এজন্য রোগী মলত্যাগ করিতে যাইয়াও ফিরিয়া আইসে। উদরে ডাক, কটি হইতে উদরের দিকে বেদনা সঞ্চালন। ৬ষ্ঠ, ৩০ শ, শক্তি।

কুপ্রম আর্সেনিকম্—পুরাতন আমাশয়িক উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। উদরে আক্ষেপিক বেদনা, মলদ্বার এবং মূত্রস্থলীতে কুন্থন যুক্ত বেগ, বারম্বার বেদনা যুক্ত মূত্রত্যাগ, কটিদেশে বেদনা, অতিশয় অবসাদন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম্ মেটালিকম্—প্রচণ্ড উদরাময়, পাকাশয় ও বক্ষঃস্থলে আক্ষেপ, অস্থিরতা, শয্যায় সঞ্চরণ, প্রচুর পরিমাণে ভেদ না হইলেও রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী সূক্ষ্ম, জলপান কালে পানীয় জল গল গল শব্দে উদরস্থ হয়। বারম্বার জলীয় ভেদ হয়, কিন্তু পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, রোগীর মুখে সর্ব্বদাই ধাতব কটু আস্বাদ অনুভব হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—উদরে প্রচণ্ড শূল বেদনা, পিত্তমিশ্রিত, আরক্ত কর্দ্দমবৎ, রক্তাক্ত, অজীর্ণ মিশ্রিতভেদ, ভেদের পরিমাণ অল্প ও তাহাতে অম্লগন্ধ বর্ত্তমান থাকে। মনোদুঃখে উৎপীড়িত ব্যক্তির উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। জিহ্বা শুভ্রাভপীতবর্ণ, উদরে অতিশয় বেদনা, ক্ষুধা ও পিপাসা

লক্ষণ থাকে। উদরাধ্মান থাকিলে এতদ্দ্বারা তাহা ও নিবারিত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কফিয়া—দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ যুক্ত উদরাময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়, অকস্মাৎ শৈত্যস্পর্শে রোগ, অনিদ্রা, কখন কখন রোগী দিন রাত্রির কোন সময়ই নিদ্রানুভব করিতে সমর্থ হয় না। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কল্‌চিকম্—অত্যন্ত বেদনা পূর্ণ মলবেগ প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে জলীয় মল নিঃসরণ হইয়া পরে আঁটাল মল ও আম ক্ষরিত হইয়া থাকে। মলত্যাগ হইলে বেদনার লাঘব হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ লক্ষণও ইহাতে আছে, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, রোগী অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে, সবুজ, পীত ও আরক্ত মল; গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালের জলীয় ভেদ নিবারণ করিতে ইহা বিলক্ষণ সমর্থ। বমন ও চেলেনি জলের মত ভেদ, পিপাসা, পাকাশয় ও উদরে জ্বালা, রোগীর ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু অত্যন্ত অরুচি থাকে, এমন কি খাদ্য দ্রব্যের গন্ধেই রোগীর ঘৃণা ও বমন উপস্থিত হয়। অনেক পুরাতন উদরাময়ে এই লক্ষণ দেখিয়া কল্‌চিকম্ প্রয়োগ করতঃ আমরা বিশেষ ফল পাইয়াছি। ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

কোনায়ম্—বৃদ্ধদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। তরল মলে কঠিন গুঠলি-মল ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় ও অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, মল ত্যাগান্তে বায়ু নিঃসরণ, মোহ ও হৃৎকম্প হইয়া থাকে। বদন পাণ্ডুবর্ণ, শিরোঘূর্ণন, আহারের পর বিবমিষা ও উদর স্ফীত হইয়া উঠে, দুর্গন্ধযুক্ত শীতল বায়ু নিঃসরণ, বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রের ধারা ক্ষণকাল প্রকাশিত হইয়া হঠাৎ অবরুদ্ধ, পরক্ষণেই আবার স্রোতোবেগে মূত্রক্ষরণ, রোগীর দেহ অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কিউবেবা—রাত্রিতে বর্দ্ধন শীল উদরাময়, মলত্যাগ কালে উচ্চরবে বায়ুনিঃসরণ, মুখাভ্যন্তর সর্ব্বদা শুষ্ক বোধ, মুখে তৈলাক্ত লালার উদ্ভব, কিন্তু তাহাতেও মুখের শুষ্কতা বিদূরিত হয় না। উদর স্ফীত হইয়া অতিশয় বৃহৎ হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—শিশুদের উদরাময়ে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, দন্ত উদ্ভেদকালে প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, পিত্ত মিশ্রিত সবুজবর্ণ মল, পীত বর্ণ বা কর্দ্দমবৎ মল, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, পচিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত মল, উদরে বেদনা, উদর স্ফীত ও ভুটভাট যুক্ত, অধিক পরিমাণ দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ, বায়ু নিঃসরণে উদরের স্ফীততা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হয়। শিশুরা অতিশয় ক্রুদ্ধ, চিড়চিড়ে ও একগুঁয়ে হয়, সর্ব্বদাই খুঁৎখুঁৎ করে, অতিশয় রোদন করে। কোলে করিয়া বেড়াইলে স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বেশ সুস্থির থাকে। এইরূপ স্নায়বীয় লক্ষণ না থাকিলে প্রায়ই কেমোমিলা ব্যবহৃত হয় না। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে জিহ্বা কদর্য্য, পিপাসা, অল্প পরিমাণ জলপান, পিত্তবমন, লালা নিঃসরণ, উদ্গার উত্থান, রোগীর শীঘ্র শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া যাওয়া, যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধিযুক্ত উদরাময়, ঘর্ম্ম অবরোধ বা কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ হেতু পীড়া, শিশুদের অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ, খুস্‌খুসি কাসি ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাম্ফর—মলিন পিঙ্গলবর্ণ, নীলাভ জলীয়ভেদ, অকস্মাৎ অধিক পরিমাণে নির্গমন। অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ। ওলাউঠার সময়, সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইলে, শৈত্য সেবনে এবং মারাত্মক জ্বরে এইরূপ উদরাময় জন্মিয়া থাকে। রোগীর চিত্ত অতিশয় বিরক্ত, ভীত ও উদ্যমশূন্য, শিরোঘূর্ণন। পিপাসার অভাব বা অতিরিক্ত পিপাসা, বমন, পাকাশয়ের উপর চাপবোধ, উদরে শূল বেদনা, পাকস্থলী ও গলনলীতে জ্বালা অনুভব। বিনা কষ্টে মল নিঃসরণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি। স্পিরিট ক্যাম্ফর দুই তিন ফোটা মাত্রায় সুগার অব মিল্কের সহিত বা বড় বটীকার সহিত সেবন করিতে দিবে।

কেলিকার্ব্ব—এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ এই যে, প্রাতে নিদ্রা হইতে উত্থানের পর রোগীর চক্ষুর উপরপাতা একটী ক্ষুদ্র ব্যাগের মত স্ফীত হইয়া থাকে, সমস্ত দিনে তাহা হ্রাস হইয়া স্বাভাবিক চক্ষে পরিণত হয়। পুরাতন উদরাময়েই এই লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। মল পাতলা, ধূসর বর্ণ, পীতাভ পিঙ্গলবর্ণ, আঁঠাল-মল প্রচুর পরিমাণে নির্গমন। অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়, দুগ্ধ পানে রোগ বৃদ্ধি। রোগী সহজেই চমকে উঠে, কেশ রুক্ষ ও সহজেই উঠিয়া যায়। অম্ল উদ্গার ও অম্ল বমন

উদর অতিশয় আধ্মানযুক্ত, কঠিন, নাভিপ্রদেশে ও পৃষ্ঠে বেদনা, সমস্ত উদরে উগ্র ও তীক্ষ্ণ বেদনা, যকৃতে গুরুতর ফিক বেদনা, দিবাভাগে বিশেষতঃ প্রত্যুষে নিদ্রাতুরতা, অতিশয় অবসাদন। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলি ফস ফরাস্—শুভ্রবর্ণ দুর্গন্ধ যুক্ত মল, টাইফয়েড উদরাময়, জিহ্বা ঝলসিয়া যাওয়া. মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

কেলি ব্রোমেটম্—বেদনা শূন্য উদরাময়, চেলেনি জলের মত ভেদ, মলত্যাগ কালে উদরস্থ অন্ত্র সমস্ত নির্গত হইয়া যাইবে বলিয়া বোধ, উষ্ণগৃহে থাকিলেও শীত বোধ, মূত্র অল্প, প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর কয়েক বিন্দু মূত্র নিঃসরণ, শরীর শীর্ণ, বালকেরা দন্ত উদ্গম সময় রাত্রিতে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাই ক্রোমেকম্—প্রাতঃকালে অত্যন্ত মলবেগ এবং তীরবেগে মল নিঃসবণ, উদরে জ্বালা, বিবমিষা ও বমন, সবুজাভ, জেলির ন্যায় আঠাল মলত্যাগ, জিহ্বা বিদারণযুক্ত, শুভ্রবর্ণ ও আরক্তিম, অম্লাক্তদ্রব্য আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিনাইটার—মল জলের মত পাতলা, রক্তাক্ত, প্রাতে ও দিবাভাগে বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, মলত্যাগকালে ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও হুলবেধের ন্যায় যন্ত্রণাবোধ, শিরঃপীড়া, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, ক্ষুধার অভাব অথচ প্রবল পিপাসা, ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোপেবা—অজ্ঞাতসারে প্রচুর পরিমাণে জলীয়-ভেদ, প্রাতঃকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, ক্ষুধার অভাব, বিবমিষা ও বমন, মল শুভ্রবর্ণ ও আম মিশ্রিত, প্রাতে শীত বোধ ও উদরে শূল বেদনা, বেদনায় রোগী ন্যুব্জ হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাস্কেরিলা—সাময়িক উদরাময়, পীড়া ক্রমশঃ কঠিনতর হইয়া বারম্বার মল নিঃসরণ, পৃষ্ঠে বেদনা ও ক্লান্তি বোধ, একবার পাতলা মল আর বার বৃহৎ গুঠলিযুক্ত কঠিন মল ত্যাগ, মলের সহিত বা মল ব্যতীত উজ্জ্বল রক্ত স্রাব, অধিক পরিমাণ রক্ত স্রাব হেতু রোগীর শীর্ণতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাপ্‌সিকম্‌—পাতলা, কর্দ্দমবৎ মল, রক্ত মিশ্রিত তরল মল, নিম্ন উদরে মোচড়ান বেদনা ও জ্বালা রোধ, মল ত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। পিপাসা থাকে কিন্তু জল পানে কষ্ট উপস্থিত হয়, সরলান্ত্র ও মূত্রস্থলীতে জ্বালা বোধ, বারম্বার নিষ্ফল মূত্রবেগ, ওষ্ঠ স্ফীত ও বিদারণ যুক্ত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, মুখে য়্যাপথাক্ষত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিজ—পীতাভ জলীয় মল, মাংস ধৌত জলের ন্যায় আরক্ত মল, ফেনিল মল, আম মিশ্রিত তরল মল, অল্প পরিমাণে বারম্বার নিঃসরণ, অপরাহ্ন ও রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি, মল ত্যাগের পূর্ব্বে প্রচণ্ড শূল বেদনা, মল ত্যাগান্তে তাহার উপশম বোধ, মলদ্বারে জ্বালা ও শীতানুভব হইয়া থাকে। বিরক্তি ও চিড়চিড়ে স্বভাব, বর্ণ পাণ্ডুর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক, মুখে ও গলাভ্যন্তরে ফুস্‌কুড়ির উদ্ভব, পিপাসার অভাব বা প্রবল পিপাসা, দাহকর পিপাসা, কিন্তু রোগী জলপান করে না, জল পানে গলনলীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, উদরে প্রচণ্ড বেদনা, বারম্বার বেদনাযুক্ত বৃথা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্র পথে জ্বালা, মূত্ররোধ, মূত্রনাশজনিত কোমা, শরীরের উপরিভাগ শীতল ও অভ্যন্তরে জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০ শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার উদরাময়েই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলা গ্রস্ত বালকদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী, মল শুভ্রবর্ণ, পীতাভ, ধূসর বর্ণ, জলীয়, ফেনিল, দূরিত ডিম্বের গন্ধ যুক্ত, অম্ল গন্ধময়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ শিশুদের বাতাজীর্ণ, মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে বেদনা ও গুহ্যভ্রংশ হইয়া থাকে। বালকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ ও খিটখিটে স্বভাবের হয়, রাত্রিতে অতিশয় ক্রন্দন করে, শিশুর মস্তক বৃহৎ, কপালাস্থির জোড় অসংলগ্ন, মস্তক-চর্ম্ম পাতলা ও তাহার ভেইন সমস্ত স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। মুখ পাণ্ডুবর্ণ, শুষ্ক, সমস্ত শরীর শুষ্ক হইয়া কঙ্কালে পরিণত। কণীনিকা প্রসারিত, জিহ্বায় য়্যাপথা ক্ষত, বিলম্বে দন্ত উদগম, পিপাসা, রাত্রিতে অধিক পিপাসা, প্রাতে প্রবল ক্ষুধা, মুখে অম্ল আস্বাদ, উদরে হুড় হুড় শব্দ, অম্ল পদার্থ বমন, দুগ্ধ পানে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। পাকস্থলীর উপর রেকাবের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে। উদরটী বৃহৎ অথচ হস্ত পদ কাটির মত শুষ্ক হইয়া যায়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া ফস্ ফরেটা—ইহাও উপরোক্ত ঔষধের ন্যায় স্ক্রফিউলা এবং রেকাইটীসগ্রস্ত বালকদের উদরাময়ে বিশেষ উপযোগী, মল সবুজবর্ণ, কর্দ্দমবৎ, অজীর্ণ বস্তু মিশ্রিত, জলীয়, আহারের পর ও অপরাহ্নে পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগের সময় অধিক পরিমাণ বায়ু নির্গমন। শিশুদের মস্তক বৃহৎ ও গ্রীবা অতিশয় সরু, মস্তকে ঘর্ম্ম, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষের চতুর্দ্দিক বলয়চিহ্নযুক্ত, নাসিকা, চিবুক ও কর্ণলতা শীতল, মুখ শুষ্ক, পিপাসা, বারম্বার দুগ্ধ বমন, অত্যন্ত ক্ষুধা, নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, উদরে অধিকপরিমাণ বায়ু সঞ্চিত হইয়া গব্ গব্ ধ্বনি, মেসেণ্টরিক গ্রন্থি স্ফীত, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা, মেরুদণ্ড কুব্জ, অধোমেরুদেশ অত্যন্ত দুর্ব্বল, তজ্জন্য শিশুরা উপবেশনে করিতে অসমর্থ, বালকদের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধদের চর্ম্মের আকার ধারণ করে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাল্ কেরিয়া সল্ ফ—টাইফয়েড উদরাময়ে ইহা কখন কখন ব্যবহৃত হয়, উদরে বেদনা ও দুর্গন্ধ যুক্ত মল নিঃসরণ, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যালাণ্ডুলা—পাতলা মলত্যাগ, মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণ বায়ু শব্দ পূর্ব্বক নিঃসরণ, মলত্যাগ শেষ হইল বলিয়া রোগী জলশৌচ করে, কিন্তু পুনর্ব্বার মল বেগ হওয়াতে মলত্যাগ করিতে বসে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাকটাস্ গ্রাণ্ড—হৃদ্রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদরাময়, হৃৎপিণ্ড লৌহতারে দৃঢ়বেষ্টিত বৎ আকুঞ্চিতবোধ, প্রাতঃকালীয় উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অতিশয় বেদনা, মলদ্বারে চাপ বোধ, অতিশয় মল বেগ, রোগী মনে করে যেন প্রচুর মল নির্গত হইবে, কিন্তু মলত্যাগ করিতে বসিলে মল নিঃসরণ হয় না। মলদ্বারে ছুঁচ বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোটন্ টিগ্লিনম্—অধিক পরিমাণ পীতবর্ণের জলীয় মল, পিচকারির ন্যায় বেগে নির্গমন, কোন প্রকার পান আহার করিলেই মলবেগ উপস্থিত, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, মলত্যাগের সময় বিবমিষা ও শূল বেদনার উদ্ভব, গুহ্যভ্রংশ, ওষ্ঠ শুষ্ক, অতিশয় বিবমিষা ও ওয়াক হইয়া থাকে। শিরোঘূর্ণন, কখন কখন পাকাশয়স্থ বস্তু বেগে উদ্গীরিত হইয়া

থাকে। জলপানে বিবমিষা জন্মে, নাভি প্রদেশ ছিঁড়িয়া যাওয়ার ন্যায় শূল বেদনা, ক্রোটন প্রয়োগের তিনটী প্রধান লক্ষণ যথা—১ম, পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, ২য়, হঠাৎ প্রবলবেগে মল নির্গমন, ৩য়, আহার ও পানে বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোটেলাস্—গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়, কাল, মলিন, পাতলা ও দুর্গন্ধ যুক্ত মলত্যাগ, বিবমিষা, শান্তিশূন্যতা, অতিশয় শীর্ণতা ও মূর্চ্ছা, পুরাতন ও টাইফয়েড উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গম্‌গট্ (গাম্বোজ)—পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, ভেদের সহিত কখন আম, কখন অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মলিন মলস্রাব, প্রাতঃকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, অকস্মাৎ উদরে বেদনা হইয়া মলবেগ, স্রোতো বেগে মলক্ষরণ, মলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, মলদ্বারে জ্বালা ও উত্তাপ বোধ, গুহ্য-ভ্রংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ, মলত্যাগান্তে রোগী অতিশয় আরাম বোধ করে ও তাহার বোধ হয় যেন কোন উগ্র যন্ত্রণা দায়ক বস্তু উদর হইতে বাহির হইয়া গেল। জল বা পথ্য উদরস্থ হইলেই বিবমিষা ও বমনোদ্রেক, বোতলে আন্দোলিত জলধ্বনিবৎ উদরে গব্ গব্ শব্দ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রস্রাব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাটিওলা—মল পীতবর্ণের জলীয়, সবুজবর্ণের ফেনিল, বারম্বার বেগে নির্গমন, প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি এবং আহারান্তে উপশম বোধ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক ও নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনকর বেদনা, মুখে জলোদ্‌গম ও বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ, আহারে অরুচি, পিপাসা, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয়ে শীতলতা, শীতল জলে উদর পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া অনুভব, উদরাধ্মান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—অপেক্ষাকৃত পুরাতন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী, স্থূলকায়, লোল চর্ম্ম ব্যক্তি, অধিক পরিমাণে আঠাল রসক্ষরণ যুক্ত ব্যক্তি ও সন্ধির বক্র স্থানে রসক্ষরণ যুক্ত চর্ম্ম রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। মলধূসর বর্ণের তরল, গঁদের ন্যায় আঠা যুক্ত, কখন কখন এমন আঠাল মল-নির্গমন হয় যে তাহা সহজে ধৌত করিয়া উঠান যায় না। কখন

বা শুভ্রবর্ণ আম মিশ্রিত গুঠলি মলও নির্গত হইয়া থাকে। রাত্রিতে, শৈত্য স্পর্শে ও রজস্বলা হওয়ার পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূলবেদনা, মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ। প্রাতঃকালে মুখে পচা ও তিক্ত আস্বাদ অনুভব, বিকৃত উদ্‌গার, পিপাসার অভাব অথচ রোগী শীতল জলপান করিয়া উদর স্নিগ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে। অল্প আহার করিলেও উদর ভার বোধ হয়। মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত ও আবিল; সমস্ত শরীরে অতিশয় চুলকানি, এমন কি, চর্ম্ম বিদারিত হইয়া রস ক্ষরণ হইলেও চুলকানির নিবৃত্তি হয় না। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—মলের বর্ণ পীত, পিঙ্গলবর্ণ, কাল, জলীয়, দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত. বারম্বার নিঃসরণ, ক্রমশঃ ভেদ জলীয় হইয়া উঠে। আহারের পর প্রাতে, রাত্রিতে এবং একদিন অন্তর পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চায়না সর্ব্ব প্রকার লিয়েণ্টরিক ডায়েরিয়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফল, মূল ও অসিদ্ধ তণ্ডুল আহার জনিত বা অন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ অজীর্ণ মিশ্র ভেদ হইলে এতদ্দারা শীঘ্র মলেরঅবস্থা সংশোধিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। হামের পরবর্ত্তী রোগ, বসন্ত রোগ ভোগ কালে উদরাময়, কঠিন-তরুণ পীড়ার পর এবং শরীর হইতে অধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হইয়া যাওয়ার পর ব্যাধি হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে চুলকানি অনুভব, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও মলিন, ক্ষুধার অভাব, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, জলপানের ইচ্ছা কিন্তু রোগী অল্প জলেই তৃপ্ত হয়। কখন কখন বমন হয়, বমনে খাদ্যবস্তু, জল, পিত্ত ও শ্লেষ্মা উদ্‌গীরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিনা কষ্টে মলনিঃসরণ হয় কিন্তু কখন কখন মলত্যাগ কালে বেদনা বোধ হইয়া থাকে। নত হইয়া থাকিলে বেদনার উপশম, উদর বায়ু পূর্ণ ও স্ফীত, উদ্‌গার উঠিলে উপশম বোধ, উদরে ভুটভাট, অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ বারম্বার দুর্গন্ধ পূর্ণ বায়ু ত্যাগ, কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। চায়না তরুণ পীড়ায় ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি, পুরাতন পীড়ায় ৩০শ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

চিনিনম্ সলফিউরিকম্—রাত্রিকালীয় উদরাময়, মল জলীয়, কর্দ্দমবৎ, কাল, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অজ্ঞাতসারে নির্গমন, মূত্র রক্তাক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চিনিনম্ আর্সেনিকম্—ম্যালেরিয়া বিষহেতু উদরাময়, মল জলীয়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, মলিন ও পিঙ্গলাভ, অণ্ড এবং মৎস্য আহারে অকস্মাৎ বেদনা শূন্য উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চিম্পা ফাইলা—ঔদরাময়িক মলে বায়ুবুদ্বুদ্ মিশ্রিত, মলত্যাগের পর উদরে শূল বেদনা, জ্বর কালীন উদরাময়, জ্বরের সময় ক্ষুধা বা পিপাসা কিছুই থাকেনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চেলিডোনিয়ম্—পিঙ্গলবর্ণ বা বর্ণশূন্য জলীয় মল, প্রচুর পরিমাণে নির্গমন। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে উচ্চ গব্‌গব্ শব্দ, বিবমিষা, মলত্যাগান্তে উদর উলট পালট ও হুড় হুড় করিয়া থাকে, রোগী সহজেই শক্তি হীন হইয়া পড়ে, জিহ্বা কর্দ্দমবৎ শুভ্র আবরণে আবৃত, মুখে ধাতব ও বিকৃত আস্বাদ, ক্ষুধামান্দ্য, রোগী সর্ব্বদা উষ্ণজল পানের ইচ্ছা করিয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জারেনিয়ম্—রোগী বারম্বার মলত্যাগ করিতে গমন করে, কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেও মল নিঃসরণ হয় না। কয়েকবার চেষ্টার পর বিনা কষ্টে ও বিনা চেষ্টায় মল নিঃসৃত হয়। মুখ শুষ্ক, জিহ্বাগ্রে জ্বালা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঙ্কম্ মেটালিকম্—মল দুর্গন্ধযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, রক্তমিশ্রিত, ফেনিল,পীতবর্ণ, তরল, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, বালকদের দন্তোদ্ভেদ কালীয় রোগ, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, মলত্যাগকালে মলদ্বারে জ্বালা, বদন পাণ্ডুবর্ণ, ললাট শীতল, দন্তঘর্ষণ, অঙ্গুলি নাসাবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া, সামান্য চাপনেই দন্তমূল হইতে রক্ত নিঃসরণ, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, লালা পতন, বিবমিষা, জলপান মাত্রই বমন, প্রচণ্ড ক্ষুধা, উদরাধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্র, আবিল মূত্রত্যাগ, কম্পন, মোহ, আক্ষেপ, বহুবিধ স্নায়বীয় রোগের আনুষঙ্গিক উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঞ্জার—অপরিষ্কৃত জল সেবনে উদরাময়ের বৃদ্ধি, পাকাশয়ে বেদনা, অম্লত্ব বোধ, খাদ্য বস্তুর আস্বাদ কতক সময় পর্য্যন্ত মুখে বর্ত্তমান থাকে, বিশে-

ষতঃ, রুটী ও ভাজা দ্রব্যের আস্বাদ, বারম্বার উদ্গার, পিপাসা, অত্যন্ত উদরাধ্মান, উদরে হুড়্ হুড়্ করিয়া ডাক, ক্ষুধার অভাব, গুহ্যের চতুর্দ্দিকে চুলকানি ও জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেল্‌সিমিয়ম্—ভয়, শোক, ও বিষাদ হেতু রোগ হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। পীত ও সবুজবর্ণের পিত্ত মিশ্রিত ভেদ, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, মল ত্যাগের পূর্ব্বে শূল বেদনা ও বায়ু নিঃসরণ, মল ত্যাগকালে গুহ্য পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচ হেতু অতিশয় যাতনা, রোগী নিদ্রাতুরের ন্যায় নীরবে শয়ন করিয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেবরাণ্ডি—পাতলা, পীতবর্ণ, অজীর্ণ মিশ্রিত, জলীয় ভেদ, বেগে নিঃসৃত, দিবাভাগে পীড়ার বৃদ্ধি, শিরঃপীড়া, মুখ মলিন, প্রচুর পরিমাণে লালা পতন, পিপাসা, বিবমিষা ও বমন, হিক্কা, উদরে যন্ত্রণা, আহার করিলে যন্ত্রণার উপশম বোধ, মূত্র মলিন ও অপরিষ্কার, ঘর্ম্ম প্রচুর। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

য্যাট্রফা—জলীয় মল, প্রচুর পরিমাণে স্রোতো বেগে নির্গমন, অতিশয় পিপাসা, উদ্গার, বমন, বমনে অধিক পরিমাণে জলীয় এলবিউমেন পদার্থ নির্গমন, উদর স্ফীত ও স্পর্শ দ্বেষযুক্ত, উদরে গব্ গব্ শব্দ, বোতল হইতে জল ধারা পতনের ন্যায় ঢক ঢক শব্দ, জঙ্ঘা এবং পদে প্রচণ্ড আক্ষেপ, শরীর শীতল, শীতল কর্দ্দমাক্ত ঘর্ম্ম নিঃস্রব, অপর্য্যাপ্ত পিপাসা, প্রচুর পরিমাণ জল পান, উদরে জ্বালা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জ্যালাপ—পুরাতন উদরাময়ে অকস্মাৎ মলত্যাগেচ্ছা, জলীয়মল, দূষিত অণ্ডের গন্ধযুক্ত মল, মলত্যাগকালে অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক ও ধাতব আস্বাদযুক্ত, বালকদের উদরাময়ে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বালকেরা সমস্ত দিন কোন উপদ্রব করেনা কিন্তু রাত্রিতে চিৎকার ও আবদার করে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যারাণ্টুলা—দিনে তিন চারিবার মলত্যাগ, অত্যন্ত কাল, দুর্গন্ধযুক্ত ল, মলের কতক অংশ শুষ্ক, কতক অংশ জলীয়, মলে আম জড়িত, কষ্টে নির্গমন। মল দ্বারে জ্বালাবোধ, বেগ ব্যতীত মল নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

টেরিবিন্থিনা—আধ্মানিক উদরাময়, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহযুক্ত উদরাময়

এবং আতিসারিক উদরাময়ে ইহা ফলপ্রদ। বারম্বার প্রচুর পরিমাণে ভেদ, আম মিশ্রিত জলীয় মল, প্রাতঃকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে জ্বালা ও শূল বেদনা, সবুজবর্ণের মল, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল, রক্তমিশ্রিত ভেদ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যারাক্সিকম্—জলীয় মল, প্রচুর পরিমাণে নির্গমন, জিহ্বা, মুখাভ্যন্তর ও গলমধ্য এক প্রকার সাদা বস্তুতে আবৃত, এই সাদা বস্তু উঠিয়া গেলে ঐ স্থান ঘোর রক্তবর্ণ দেখায় এবং বেদনা অনুভূত হয়। জিহ্বা চিত্র বিচিত্র হয়, মুখাভ্যন্তরে জ্বালা বোধ, জিহ্বা আঠাল ও অম্লাস্বাদযুক্ত, বারম্বার হিক্কা, শ্বাসনালী অবরুদ্ধ বোধ, মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত স্থানে জ্বালা ও শুষ্কতা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডল্‌কামারা—জলে আর্দ্র হওয়া ও হিম ভোগ করার পর রোগ হইলে এবং দন্তোদ্ভেদ কালে ও গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মল হরিতাভ, জলীয়, শুভ্রবর্ণ, থানা থানা, অম্লগন্ধযুক্ত। মলত্যাগের পূর্ব্বে ঘর্ম্ম নিঃসরণ ও উদরে শূল বেদনার উদ্ভব হয়। মলত্যাগের পরও কিছু কাল শূল বেদনা থাকিয়া যায়, কাহারও কাহারও গুহ্যভ্রংশ হয়। অস্থিরতা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বায় ক্ষত, দন্তমূল স্ফীত, জিহ্বা শুষ্ক, আঠাল লালাপতন, পিপাসা বিলক্ষণ থাকে, কিন্তু ক্ষুধামাত্রই হয়না। বিবমিষা ও শ্লেষ্মাবমন, নাভি প্রদেশে বিদ্ধকর ও ছিন্নকর বেদনা, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ ঘটিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া আর্সেনিক ও একোনাইটের সহিত সাদৃশ্য রাখে, ডাক্তার জার বলেন, গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডিজিটেলিস্—শুভ্রবর্ণ, পাংশুবর্ণ, চট্‌চটে মল, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নির্গমন। কামল রোগগ্রস্ত লোকের এই ঔষধজ্ঞাপক উদরাময় সচরাচর হইয়া থাকে, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা ও মূর্চ্ছাভাব উদ্ভূত হয়, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত, মুখেক্ষত, তিক্তখাদ্য খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা, বিবমিষা ও বমন, খাদ্য বস্তু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবলবেগে বমন। গভীর বিষাদ ও হতাশার সহিত দারুণ বিবমিষা, যকৃতে আকুঞ্চক বেদনা, বারম্বার

মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু অল্প পরিমাণে নিঃসরণ, পাকস্থলীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

থুজা—পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, প্রচণ্ডবেগে মল নিঃসরণ, মলের সহিত উচ্চরবে প্রভূত বায়ু নির্গমন। মলের উপর তৈলবৎ বস্তু ভাসমান দেখায়, প্রত্যহ প্রাতঃকালে একই সময় রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদরে কল কল্ ধ্বনি, বোধ হয় যেন পিপার মধ্যে জল সঞ্চালন করা হইতেছে, পুরাতন উদরাময়, দন্তমূলের ক্ষয়, প্রবল পিপাসা, অধিকপরিমাণে জলপান, জল ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ হওয়া, ত্বরায় বলক্ষয়, এজন্য রোগী শীঘ্রই শীর্ণ ও কঙ্কালে পরিণত হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্স্ ভমিকা—আতিসারিক উদরাময়, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, কামল রোগের আনুষঙ্গিক উদরাময় এবং শিশুদের খাদ্যদ্রব্য পরিবর্ত্তন হেতু রোগ হইলে ইহা উপযোগী, জলীয় মল, তাহাতে আম মিশ্রিত থাকে, উদর পরিষ্কার হইয়া মল নির্গমন হয় না, এই ঔষধ জ্ঞাপক উদরাময় হইলে, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা এবং বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয়, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গের পর এবং মদিরা পানান্তে উদরাময় হইলে ইহা নির্দ্দিষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রুদ্ধ ও উগ্রস্বভাব, বাহ্যজ্ঞানের আধিক্য, মস্তক ভার ও বেদনাযুক্ত, দন্তমাড়ি স্ফীত ও রক্তক্ষরণ শীল, জিহ্বা পীতাভ শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত পিপাসা, ক্ষুধার অভাব, উদরাধ্মান, উদর ভার ও আকুঞ্চক বেদনাযুক্ত, ক্ষুধার অভাব, মূত্রস্বর ও যকৃতের পীড়াযুক্ত উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—পীতবর্ণের পাতলামল, অজীর্ণ মিশ্রিত জলীয়ভেদ, দূরিত মল প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ, যাহারা সহজেই সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয়, তাহাদের রোগ, দন্ত উদ্ভেদ ও, গর্ভকালে পীড়া, অধিক মসল্যাযুক্ত খাদ্য ভোজন হেতু উদরাময়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকরবেদনা, মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ঝাঁজ বোধ এবং উদরে আরও প্রচুর পরিমাণে মল রহিয়া গেল বলিয়া বোধ। মুখ অতিশয় শুষ্ক, তুলার ন্যায় লালা পতন, খাদ্যদ্রব্য লবণে পোড়া অনুভব, প্রচুর ক্ষুধা, কিন্তু অল্পমাত্র আহারে ক্ষুধার নিবৃত্তি,

আহারান্তে উদরে বিদ্ধকর যন্ত্রণা বোধ, মূত্র অল্প, তন্দ্রা ও ঝিমানি, বালকদের ক্ষয়কারী উদরাময়ে নিদ্রাতুরতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

নিউফর্‌লুটিয়া—প্রত্যুষে মলবেগ, পীতবর্ণের জলীয় ও দুর্গন্ধময় মল ক্ষরণ, টাইফয়েড উদরাময়, রোগীর মত বিরুদ্ধ আচরণ করিলে সে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। মুখের আস্বাদ মিষ্ট, সরলান্ত্রে ছুঁচ বিদ্ধের ন্যায় অনুভব, অপরাহ্নে অত্যন্ত অসুখ বোধ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

নেবেলাস্—পুরাতন উদরাময়, আহারের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, অন্ত্র ও সরলান্ত্রে বেদনা, পাতলা সবুজ ও পীতাভ মলক্ষরণ, রাত্রিতে ও প্রত্যুষে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, উদরে স্পর্শদ্বেষ, অত্যন্ত শীর্ণতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

নাইকোলম্—আম মিশ্রিত পাতলা পীতবর্ণের জলীয় মল, বেগে বহিষ্কৃত হয়, দুগ্ধ সেবনে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, আমাদের দেশে অনেকেরই দেখা যায় দুগ্ধ উদরে সহ্য হয় না, দুগ্ধপান করিলে ভেদ হইতে থাকে, এই ভেদ নিবারণে নাইকোলম্ বিশেষ সমর্থ। মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত মল, বেগ এবং উদরে ছিন্নকর বেদনা হইয়া থাকে, মলত্যাগের পরও উদরে শূল বেদনা এবং মলবেগ থাকিয়া যায়। অরুচি, কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু কিছু আহার করিলে ভাল বোধ হয়। পিপাসা, বিবমিষা, তিক্ত জল গলা দিয়া উত্থিত, অধিক পরিমাণ বায়ুনিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌কার্ব্ব্—আম সংযুক্তজলীয় মল, শেষভাগে রক্তসংযুক্ত মলক্ষরণ, অম্লগন্ধ মল, দুগ্ধ পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি ইহার একটী বিশেষ প্রকৃতি গত লক্ষণ। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদর কাল করিয়া নেয় ও কঠিন শূল বেদনার উদ্ভব হয়। অতিশয় পিপাসা, খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ তিক্ত বোধ, অম্ল উদ্‌গার, দুগ্ধে অরুচি, পাকাশয়ে চর্ব্বনকর বেদনা, উদরে দূষিত বাষ্পের সঞ্চয়, উদরে গোলযোগ, আহারান্তে ক্ষণকাল উপশম বোধ, কিছুকাল পরে আবার বেদনা বোধ, নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার উদরাময়েই ইহা ব্যবহৃত হয়। ৬ষ্ঠ ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্‌ফস্—অম্ল রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির উদরাময়, প্রাতঃকালীয় উদরাময়, অধিক পরিমাণে বায়ু ক্ষরণ, পাকাশয়ে ও উদরে আক্ষেপিক বেদনা,

পীতাভ মলক্ষরণ, সরলান্ত্রে দুর্ব্বলতা বোধ, মলত্যাগ কালে গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর অকস্মাৎ আকুঞ্চন বশতঃ মলরোধ, অধিক পরিমাণে কোমলমল নিঃসৃত হইয়া গেলে ও বোধ হয় যেন আরও মল উদরে রহিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা, তৎসঙ্গে পাকাশয় ভাঙ্গিয়া নেওয়া বোধ, পাকাশয়ে গোলযোগ। ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

ন্যাট্রম্ মিউরিয়েটিকম্—বালকদের পুরাতন উদরাময় ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্লিষ্ট ব্যক্তির উদরাময়ে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। মল কাল জলীয়, ডিম্বের শুভ্রাংশবৎ, প্রচুর পরিমাণে, বেগে নিঃসরণ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে গর্জ্জন হইয়া থাকে। দুঃখিত চিত্ত, শান্ত্বনা করিলে ক্রোধের উদয়, বালকেরা অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও কোপন স্বভাবের হয়। মুখ-পাণ্ডুবর্ণ, উজ্জ্বল ও তৈলাক্তের ন্যায় দেখায়, উপরের ওষ্ঠ স্ফীত, জিহ্বা দাগ যুক্ত, ওষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল গুটিকার উদ্ভব, স্কন্ধনাতে ক্ষত, জিহ্বায় ম্যাপথ্যাক্ষত, ক্ষুধা অতিশয়, কিন্তু খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা, তিক্ত বস্তু খাইতে ইচ্ছা, জিহ্বার আস্বাদন শক্তির অভাব, প্রবল পিপাসা, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয়ে অসুখ বোধ, বস্ত্র কসিয়া পরিধান করিলে আরাম বোধ, উদর কখন চিটা লাগিয়া থাকে, কখন বা বায়ুতে স্ফীত হইয়া উঠে। নিদ্রাবস্থায় কাস দিতে ও হাস্য করিতে অজ্ঞাতসারে মূত্রক্ষরণ, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রাকালে তস্করের গৃহ প্রবেশ বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন। শিশুদের গ্রীবাদেশ অতিশয় সরু হইয়া যায়। ৩০শ ২০০ শত শক্তি।

ন্যাট্রম সল্‌ফ—মল পাতলা, পীতবর্ণ, থল থলে, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া কার্য্যে লিপ্ত হইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি, প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে মলবেগ হইলে সলফর প্রয়োগ করিবে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে সঙ্কোচ বেদনা হইয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে। অপরাহ্ণে পিপাসা, অম্ল উদ্‌গার ও বুক জ্বালা, উদরে প্রচুর পরিমাণে বায়ুর উচ্ছলন। বায়ুতে উদর স্ফীত হইয়া উঠা, যকৃৎ প্রদেশে থেৎলান বেদনা, স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, অঙ্গুলির চারার চতুর্দ্দিকে প্রদাহ ও পূঁয়োৎপত্তি, ইহা নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার উদরাময়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—মল সবুজাভ, পিত্ত মিশ্রিত, জলীয়, অল্প পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত। বারম্বার মল নিঃস্রব, অজ্ঞাতসারে মল-স্খলন, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক ও ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, মল নিঃসরণ হইলে উদর পরিষ্কার বোধ-হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উদর পূর্ণ হইয়া উঠে। হাম রোগের পর, ঘৃতপক্ক ও চর্ব্বিযুক্ত আহার্য্য এবং বরফ, কুল্পি ও ফল মূল আহার হেতু রোগ, উদরাধ্মান, মুখে দুর্গন্ধ, তুলার ন্যায় লালা পতন, পিপাসার অভাব। রোগীর প্রকৃতি খিট্‌খিটে হইয়া উঠে, শির নত করিলে শিরোঘূর্ণন বোধ, জিহ্বাসাদা, চক্ষু কোটরগত, মুখ শুষ্ক অথচ পিপাসাবোধ হয় না, মুখের আস্বাদ তিক্ত, পান ও আহারে অনিচ্ছা, বমন, বমনে খাদ্যবস্তু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, ও অম্লজল উদ্‌গীরিত হয়, দুর্গন্ধযুক্তবায়ু নিঃসরণ। ৩য়, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

পডোফাইলম্—মল পীতবর্ণ, মাটী গোলার মত, আম মিশ্রিত চাপ চাপ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ-যুক্ত, সবুজাভ জলীয় মল, মলদ্বার হইতে গড়াইয়া পতন। পিচকারির ন্যায় জোরে নিক্ষিপ্ত হয় না, সেরূপ হইলে ক্রোটন দিবে, অজ্ঞাতসারে, নিদ্রাকালে ও বায়ুত্যাগকালে মল নিঃসরণ। প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে প্রচণ্ড শূল ও গব্ গব্ শব্দ হইয়া থাকে। মল ত্যাগকালে অধিক পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ এবং গুহ্যভ্রংশ হয়। রাত্রিতে মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, জিহ্বা পীত অথবা শুভ্র বর্ণ, শুষ্ক এবং আস্বাদ অনুভব করিতে অসমর্থ, প্রচণ্ড পিপাসা অথবা পিপাসার অভাব, অম্ল উদ্গার, বমন, বমনে খাদ্য বস্তু, পিত্ত অথবা সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা উদ্গীরিত হয়। উদরে শূল বেদনা, উদরের চর্ম্মে বেদনা, চাপিলে বেদনার উপশম, পাকাশয়স্থ বস্তু অধোদিক্ দিয়া নির্গত হইবে বলিয়া বোধ, দিবাভাগে বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্ণে নিদ্রাতুরতা, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা, গোঙ্গানি ও দন্ত ঘর্ষণ, অস্থিরতা, শয্যায় অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা, মূত্র মলিন বা পিঙ্গল বর্ণ। যকৃতের রোগ বশতঃ উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

প্লম্বম্—আক্ষেপিক উদরাময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন তরল-

মল বেগে নিঃসৃত হয়, মলত্যাগের পূর্ব্বে বারম্বার বৃথা মলবেগ ও মল-দ্বারের আক্ষেপিক সংকোচন হইয়া থাকে। মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া বোধ। উদরে প্রচণ্ড শূল-বেদনাসহ উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মুখে ধাতব কষায় আস্বাদ অনুভূত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লাটিনা—মল অত্যন্ত আঁঠাল, এমন কি, মলদ্বার হইতে উহা সহজে ধৌত করিয়া উঠান যায় না, অনেকক্ষণ বেগ দেওয়ার পর গঁদের আঠার ন্যায় মল নিঃসৃত হয়। সূত্রখণ্ডবৎ ক্রিমি বর্ত্তমানে উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লেণ্টাগো—পিঙ্গল বর্ণের উচ্ছলন শীল জলীয় মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূলবেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু-নিঃসরণ, স্বভাব উগ্র, ব্যাকুলতা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ও শুষ্ক, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, উদরে শূল বেদনা, আহার করিলে বেদনার উপশম, গন্ধকের গন্ধযুক্ত উদ্গার এবং দুরিত ও দুর্গন্ধযুক্ত অপান নিঃসরণ, উদরে ডাক ও বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফস্ফরাস্—অতিরিক্ত রতিক্রিয়া সক্ত লোকদের পুরাতন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী, আম-মিশ্রিত তরল মল, মলের উপর শুভ্রবর্ণ আমের খণ্ড বা ভেকের ডিম্ববৎ শুভ্রবস্তু ভাসমান, রক্ত ও পূঁয় মিশ্রিত মল, মাংস ধৌত জলের মত আরক্ত মল, টাইফয়েড্ উদরাময়, শক্তি শূন্য খোলা মলদ্বার দিয়া আপনা হইতেই মলস্রাব, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ, রাত্রিতে প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা। জলপান করিলে তাহা উদরস্থ হইয়া উষ্ণ হইলেই বমন হইয়া নির্গমন, পাকাশয় ও বক্ষস্থলে জ্বালা, উদর স্ফীত, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, শরীর শীর্ণ, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, প্রচুর পরিমাণে নৈশ-ঘর্ম্ম ক্ষরণ, গ্রন্থি সমস্তের স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরম্ফস্—সবুজবর্ণের, জলীয় মল, আমমিশ্রিত হইয়া বারম্বার নির্গমন। পরিষ্কার রক্ত মিশ্রিত আম বা রক্তাক্ত ফেণা নিঃসরণ, মধ্য রাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি, মলত্যাগ কালে উদরে বেদনা ও কুন্থন। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, দুগ্ধে অরুচি, মন্দাগ্নি, অতিশয় পিপাসা, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ, শরীর কঙ্কালে পরিণত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফিরম মেটালিকম—পূরাতন উদরাময়ে ও নিরক্তাবস্থায় রোগ হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে, মল জলীয়, কর্দ্দমবৎ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, ক্ষীণাবস্থায় অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, মুখ মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ, সামান্য পরিশ্রমেই মুখ মলিন হইয়া যায়, ক্রমান্বয়ে ক্ষুধা ও অক্ষুধা, অতিরিক্ত পিপাসা বা পিপাসার অভাব, আহারান্তে বমন, বমনে অম্ল বস্তু উদ্গীরণ, ভ্রমণ কালে ও স্পর্শে উদরে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা বোধ, উদর কঠিন ও বৃহৎ, নিতম্বে ও মলদ্বারে আক্ষেপিক বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বার্‌বেরিস্—পীতবর্ণের ত্বরিত মল নিঃসরণ, উদরে ডাক, বায়ু নির্গমন, বিবমিষা, অত্যন্ত পিপাসা, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, মস্তকে দুর্ব্বলতাবোধ, অপরাহ্ণে ক্ষুধাবোধ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে শূল বেদনা, মূত্র যন্ত্রে ক্ষতবোধ, ইয়ুরেটার হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া কটি-সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, জানু-সন্ধিতে শীতলতা বোধ, ক্ষণভঙ্গুর নিদ্রা, দুর্ব্বলতা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বিস্‌মথ—ভিজারুটীর গন্ধ বা মৃত দেহের গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে গব্ গব্ শব্দ, মল ত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, পিপাসা ও প্রচুর পরিমানে জল পান, বমন, বমনে জলমাত্র উদ্গীরিত হয় কিন্তু কঠিন বস্তু উদরে থাকিয়া যায়। পাকাশয়ের উপর গুরুতর চাপ বোধ, বায়ুতে উদর স্ফীত হইয়া উঠে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—মস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় লক্ষণযুক্ত উদরাময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়, এজন্য বহু প্রকার জ্বর ও প্রদাহ রোগের আনুষঙ্গিক উদরাময় হইলে এতদ্বারা বিশেষ ফললাভ করা যায়। দুর্গন্ধযুক্ত মলিন ও তরল মল, আম মিশ্রিত মল, বারম্বার নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপ অনুভব, মলত্যাগ কালে কম্প ও মলদ্বারে জ্বালা বোধ, মস্তক উষ্ণ ও হস্ত পদ শীতল, মস্তকে বেদনা, শিশুরা মস্তক উপাধানে সঞ্চালন করে ও নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে এবং অতিশয় ক্রন্দন করে। প্রলাপ, তন্দ্রা, মোহ, নিদ্রাভঙ্গে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, কণীনিকা প্রসারিত, চক্ষু আরক্ত, ক্যারটিড্ ধমনীর দ্রুত স্পন্দন, জিহ্বা শুষ্ক, মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ এবং পার্শ্ব ও অগ্র-

ভাগ লোহিত বর্ণযুক্ত, মুখাভ্যন্তরের শুষ্কতা অনুভব, অধিক পিপাসা নহে কিন্তু রোগী সর্ব্বদাই মুখের কার্য্য করিয়া থাকে। কখন কখন অত্যন্ত পিপাসা জ্ঞাপন করিয়া অপর্য্যাপ্ত শীতল জল পান করে। উদর বৃহৎ ও সটান, উদরোপরি হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ, উদরাভ্যন্তরে স্নিগ্ধকর বেদনা, সম্মুখদিকে নত হইলে উপশম বোধ। বিবমিষা ও বমন, উদ্গার তুলিয়া বায়ু নির্গমন, বালকদের প্রাদাহিক উদরাময়ে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, উপাধানে মস্তক ঘর্ষণ, রোদন করা এবং চমকিয়া উঠা, লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করিলে প্রায় বিফল হইতে হয় না। ১ম, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

বোল্টাস্ লেরিসিস্—পীতবর্ণের জলীয় ও ফেনিল মল পিচকারীর বেগে নির্গমন। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল, বেদনা শূন্য উদরাময়, শেষভাগে আম মিশ্রিত মল ক্ষরণ, মল ত্যাগান্তে উদরে জ্বালা ও বেদনা। উদরে হুড় হুড় শব্দ, কপালে বেদনা, জিহ্বা শুভ্র বা পীতবর্ণ ময়লায় আবৃত, বিবমিষা ও বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বোভিষ্টা—রমণীগণ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে এবং ঋতুকালে উদরাময়ে পীড়িতা হইলে বোভিষ্টা উৎকৃষ্ট ক্রিয়া করিয়া থাকে। পীতবর্ণের তরলমল, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, মল ত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে দাহকর যন্ত্রণা, প্রাতঃকালে বিবমিষা, মধ্যাহ্নে আহারের পর সুস্থবোধ, বায়ুতে উদর স্ফীত, উদরে হুড় হুড় শব্দ, অধিক পরিমাণে বায়ু নির্গমন। ঋতু শীঘ্র বা গৌণে যেরূপেই প্রকাশিত হউক, স্রোতের ন্যায় রজঃস্রাব বা জমাট রক্তস্রাব, সাধারণতঃ রাত্রিতে ও প্রত্যূষে অধিক পরিমাণে রজস্রাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

বোরাক্স—ইহা শিশুদের উদরাময়ে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, প্রথমে স্বাভাবিক মল নির্গমন হইয়া পরে তরল মল নিঃসরণ, বিগলিত মাংসবৎ দুর্গন্ধযুক্ত মল, পিঙ্গলবর্ণ তরল মলে পীতবর্ণের খণ্ড খণ্ড কঠিন মল বর্ত্তমান, প্রতঃকালে আহারের পর পীড়ার বৃদ্ধি, শিশুরা সামান্য শব্দ শ্রবণেই চমকিয়া উঠে, তাহাদের জিহ্বায় ঘ্যাপথা ক্ষত হয়, তজ্জন্য দুগ্ধ পানের সময় চিৎকার করিয়া থাকে। কর্দ্দমবৎ অম্ল বস্তু বমন, আহারান্তে

উদর স্ফীত হওয়া, বারম্বার দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ, মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে যন্ত্রণা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—টাইফয়েড্ উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। পীতাভ জলীয় ভেদ, বিশুদ্ধ রক্ত মিশ্রিত মল, কৃষ্ণ বর্ণের পাতলা মল বারম্বার নিঃসরণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল, বিনা কষ্টে নিঃসরণ। মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা। টাইফয়েড্ লক্ষণ সমস্ত বর্ত্তমান, প্রলাপ, তন্দ্রা, মোহ, নিজকে দুটী বলিয়া বোধ, মুখে য়্যাপ্‌থা ক্ষত, ঐ ক্ষত কখনও কখনও মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মাড়ি নীলবর্ণ ও রক্তক্ষরণশীল, জিহ্বার মধ্যভাগ পীতাভ-শুভ্রবর্ণ এবং পার্শ্বদ্বয় লাল, পিপাসার অভাব বা অল্প অল্প পিপাসা, বিবমিষা ও বমন, যকৃতে বেদনা, সঞ্চালনে তাহার বৃদ্ধি, মূত্র ও ঘর্ম্ম অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর, অল্প অল্প জ্বর, নিদ্রাকালে ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন, সমস্ত শরীরে থেতলানবৎ যন্ত্রণা বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটাকার্ব্ব—স্ক্রফিউলা ধাতুগ্রস্ত বালকদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত জলীয় ভেদ, অকস্মাৎ মল বেগ, মলত্যাগান্তে পুনর্ব্বার মল ত্যাগের ইচ্ছা, মানসিক দুর্ব্বলতা, বালকেরা সর্ব্বদাই ভীত চিত্তে অবস্থান করে, গৃহের কোণে গিয়া নীরবে অবস্থান করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে দেখিতে হতবুদ্ধির ন্যায় দেখায়, স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত ক্ষুধা. কিন্তু কয়েক গ্রাস আহার করিলেই তৃপ্তিবোধ হয়, বালকদের হস্ত-পদ শুষ্ক হইয়া উদরটী বৃহৎ হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রোমিয়ম্—কাল চট্‌চটে মল, আহারের পর ও অম্লদ্রব্য আহারে পীড়ার বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, আভ্যাসিক তাম্রকূট পানে ঘৃণা, পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদানা, মণিবন্ধ ও হস্ত বরফবৎ শীতল। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—মল পিঙ্গলবর্ণ জলীয়, কাল, সবুজবর্ণ জলীয়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়, রাত্রিতে ও প্রাতেঃ বর্দ্ধনশীল উদরাময়, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা এবং দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ, বালকেরা

যে বস্তু নাই তাহা প্রার্থনা করে, তাহা প্রদান করিলে গ্রহণ করে না। যকৃৎ এবং মস্তিষ্ক বিকারযুক্ত উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী, প্রলাপ, মোহ, অজ্ঞানতা, মস্তক উষ্ণ, বারম্বার মস্তকে হস্ত প্রদান, উপাধানের নীচে মস্তক গুঁজিয়া দেওয়া, মস্তক সঞ্চালন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিদারণযুক্ত। শিশুদের মুখাভ্যান্তর এতদূর শুষ্ক হয় যে, জলদ্বারা আর্দ্র না করিলে স্তন্যপান করিতে সমর্থ হয় না। জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ, পিপাসা, মুখের আস্বাদ তিক্ত, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয় এবং যকৃত বেদনা। আনুষঙ্গিক উদরাময়ে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম এলবম্—মল কাল, জলীয়, রক্ত মিশ্রিত তরল, অজ্ঞাতসারে ও বায়ু নির্গমন কালে মল ক্ষরণ। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বিদ্ধকর শূল বেদনা ও গব্‌গব্ ধ্বনি, মলত্যাগের সময় কপালে ঘর্ম্ম নিঃসরণ। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, অগ্রভাগ ও ধার লালবর্ণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, ক্ষুধার অভাব বা প্রবল ক্ষুধা, অত্যন্ত পিপাসা ও প্রচুর পরিমাণে জলপান। বিবমিষা ও বমন, বমন কালে উদরে বেদনা, নাভির চতুর্দ্দিকে শূল বেদনা, উদরে হস্তার্পণ করিলেও যন্ত্রণা বোধ, অস্থিরতা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, এইটী ওলাউঠার উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে, উগ্রতর উদরাময়েও ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিসলিউবিলাস—মল মলিন, সবুজবর্ণ, ফেনিল, ডিম্বের কুসুম অংশ ঘোটাবৎ, জলীয় মলে সবুজবর্ণ খণ্ড খণ্ড মল ভাসমান, রক্ত মিশ্রিত ও অম্ল গন্ধযুক্ত মল। অপরাহ্নে ও রাত্রিতে এবং মিষ্ট দ্রব্য আহারে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা ও আমাশয়িক বেগ, মলত্যাগের পরও মলবেগ থাকিয়া যায়। দন্ত মূল স্ফীত ও সহজে রক্ত ক্ষরণশীল, জিহ্বা শুভ্রাভ পীতবর্ণ, শুষ্ক, মুখে য্যাপথ্যা ক্ষত, প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব, মুখ দিয়া দুর্গন্ধ নিঃসরণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত ও দূরিত, প্রবল ক্ষুধা ও পিপাসা, যকৃত প্রদেশে বেদনা ও স্পর্শদ্বেষ যুক্ত, রাত্রিতে সমস্ত উপদ্রবের বৃদ্ধি। রাত্রিতে অনিদ্রা ও দিবসে নিদ্রাতুরতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

মার্কুরিকরসাইবস্—রক্ত ও আম মিশ্রিত তরল ভেদ, কেবল রক্ত

ভেদ, অতিসারের পর উদরাময়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা ও বেগ। মুখে ধাতব কষায় আস্বাদ, জিহ্বা লাল, ক্ষতযুক্ত, লালাপতন, উদর স্ফীত ও কঠিন, মূত্রদ্বারে জ্বালা, বারম্বার মূত্রত্যাগ। ৬ষ্ঠ, ও ৩০শ শক্তি।

মেজেরিয়ম্—পুরাতন উদরাময়, কোন প্রকার পূঁয়যুক্ত উদ্ভেদের তিরোধান হেতু রোগ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী, মল পিঙ্গলবর্ণ, জলীয় উচ্ছলন শীল, অজীর্ণ মিশ্রিত, অম্ল ও দুর্গন্ধযুক্ত। অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। গাত্রের বর্ণ পাণ্ডুর, লালা পতন, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত উদরে অত্যন্ত বেদনা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগ্নিসিয়াকার্ব্ব—মল সবুজবর্ণ, জলীয়, ফেনিল, শুভ্রবর্ণ পিণ্ডাকার মলে সবুজবর্ণ আম মিশ্রিত থাকে, অম্ল গন্ধযুক্ত মল, মলে অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত। শিশুদের দন্তোদগম সময়ে উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর ও বিদ্ধকর বেদনা, উদরে ডাক ও বায়ু নিঃসরণ, মলত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, মুখে ন্যাপথাক্ষত, পিপাসা, অপরাহ্ন ও রাত্রিতে তৃষ্ণার বৃদ্ধি, দুগ্ধপানে অনিচ্ছা, দুগ্ধপান করিলে পাকাশয়ে বেদনা জন্মে, অম্লবমন, উদর বায়ুতে স্ফীত, উদরে ডাক ও বেদনা, শিশুর সমস্ত শরীরে অম্ল গন্ধ, অতিশয় শীর্ণতা। ৩, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগ্নিসিয়ামিউরিয়েটিকা—দুর্ব্বল ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। অধিকাংশ সময় রাত্রিতেই ভেদ হয়, বারম্বার সবুজবর্ণের ভেদ, উদরে বেগ ও বেদনা বর্ত্তমান থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রডোডেণ্ড্রন—মল পাতলা, সবুজাভ, বেগে নিঃসরণ, শীতকালে, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় এবং আহারের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। সর্ব্বাঙ্গে বাতের বেদনা, আর্দ্র ও শীতের সময় বেদনার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রিয়ম—ইহা বালকদের উদরাময়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, আম মিশ্রিত পাতলা মল, শ্বেতাভ দধির ন্যায় মল বায়ু স্পর্শে সবুজবর্ণ হইয়া যায়, অম্ল ও

উগ্র গন্ধযুক্ত ফেনিল, উচ্ছলন শীল মল। শিশুদের আহারের পর, দন্তোদ্ভেদ্ কালে, প্রসবের পর, প্রাদাহিক বাত রোগের আক্রমণ কালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনা, মলত্যাগ কালে শিশুদের পেশী-টাস ধরিয়া শক্ত হইয়া যায় এজন্ত শিশুরা চিৎকার করিয়া থাকে। অস্থিরতা, ক্রুদ্ধ স্বভাব, ক্রন্দন করিয়া বিবিধ প্রকার দ্রব্য যাচ্ঞা করে কিন্তু তাহা দিলে ও সন্তোষ হয় না, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, মুখে শীতল ঘর্ম্ম, বিবমিষা ও লালা নিঃসরণ, উদরে ছিন্নকর বেদনা, নত হইয়া থাকিলে বেদনার উপশম, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রাকালে উছলিয়া উঠা ও ক্রন্দন করা, সমস্ত শরীর দিয়া অম্ল গন্ধ নিঃসরণ, মলে সর্ব্বদাই অম্ল গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। ৩য়, ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

রিসিনাস্—মল তরল, শুভ্র বা পীতবর্ণ যুক্ত, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কোন প্রকার বেদনা বা যন্ত্রণা হয় না, পিপাসা, শীতল জলপান, মুখ মণ্ডলে ঘর্ম্ম। সদ্যপ্রসূতা স্ত্রীলোকদের রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রুমেক্স—মল পাতলা, দুর্গন্ধময়, প্রচুর পরিমাণ, বিনা কষ্টে নিঃসরণ, কাশি ও উদরাময় একত্র বর্ত্তমান, প্রত্যুষে মলবেগ, এই লক্ষণ সলফরে ও আছে। সলফর প্রয়োগে যেথানে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না তথায় রুমেক্স দ্বারা আরোগ্য সাধন হইয়া থাকে। মলবেগ বশতঃ রোগীকে প্রত্যুষে শয্যা পরি-ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়। শিরঃপীড়া, বিবমিষা, উদ্গার, প্রচণ্ড শুষ্ক কাশি, রাত্রিতে কাসের বৃদ্ধি, কথা বলিতে শৈত্য স্পর্শে ও রাত্রিতে কাশের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রেফেনাস্—অনেক দিন পর্য্যন্ত মুখ বা গুহ্যপথে বায়ু নিঃসৃত হয় না, মল পিঙ্গলবর্ণ, প্রচুর পরিমাণ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, অতি বেগে নির্গমন, দুগ্ধ ও জল পানে রোগ বৃদ্ধি, আহারের পর বিবমিষা, বমন ও শূল বেদনা। অতি-শয় মানসিক কষ্ট, মৃত্যুভয়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রেনানুকিউলাস্—বারম্বার মলবেগ, বর্ণ শূন্য জলীয় মল, সবুজাভ ফেনিল মল, ত্বরিত ও দুর্গন্ধ মল নিঃসরণ, মলদ্বারে ছন্‌ছনি ও জ্বালা বোধ। সাধারণতঃ বিনাকষ্টে মল নির্গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রোবেনিয়া—মল কাল, দুরিত, জলীয়, শুভ্রাভ, প্রচুর পরিমাণ, বারম্বার, প্রায়ই অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ হইয়াথাকে। উদরে উত্তাপ ও চাপ বোধ, হস্ত পদে আক্ষেপ, দুর্ব্বলতা ও অতিশয় নিস্তেজকতা। এসিড্‌-ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, শরীর হইতে দুর্গন্ধ ক্লেদ্ ক্ষরণ, মূত্র অবরোধ, মৃত্যু ভয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লরোসিরেসাস—মল সবুজ বর্ণ, আম ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, মল-ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, মলত্যাগ কালে ও পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, অজ্ঞাতসারে মল ক্ষরণ। পান ও আহারে উদরেবেদনা, অতিশয় পিপাসা, জলপান কালে ঢক্‌ঢক্ শব্দে জল উদরস্থ হওয়া, অতিশয় শক্তি শূন্যতা, রক্ত স্থলীর ক্ষীণতা বশতঃ বাক্য উচ্চারণে অসমর্থ, বাধাযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, চর্ম্ম শীতল, নাড়ী ক্ষীণ, কণীনিকা প্রসারিত, মূত্র অবরুদ্ধ, গুহ্য সংকোচক পেশীর পক্ষাঘাত বশতঃ অজ্ঞাতসারে মলস্রাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম্—পাতলা ও ফেঁকাসে মলে চাকা চাকা কঠিন মলের গুটলি বর্ত্তমান, পাতলা আরক্ত মলে আঁস আঁস রক্ত মিশ্রিত, মলের গন্ধ অতিশয় দুরিত। পাঁচড়া বা এতাদৃশ কোন প্রকার পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া পীড়ার উৎপত্তি, মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে শীতলতা ও শূল বেদনার উদ্ভব, মলত্যাগকালে মলদ্বারে জ্বালা, কামড়ানী ও শূল অনুভব, মুখের আস্বাদ বিকৃত বশতঃ কোন বস্তুই ভাল লাগে না, পিপাসা অধিক থাকে না, কিন্তু ক্ষুধা প্রবল থাকে, অথচ মুখের আস্বাদ কদর্য্য বশতঃ রোগী আহার করিতে সমর্থ হয় না, অল্প মাত্র আহার করিলেই উদর ভার ও স্ফীত হইয়া উঠে, উদ্গার, পাকাশয় প্রদেশে বেদনা এবং টাটরানি। প্রাতঃকালে বিরমিষা, বায়ুতে উদর স্ফীত হইয়া উঠে ও গবগব শব্দ হয়। নিম্ন উদরের স্ফীততা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ বা সম্পূর্ণ আবদ্ধ আধ্মান। স্ত্রীলোকদের সন্তান প্রসবের পর সূতিকা ঘটিত উদরাময়, রোগী অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া কঙ্কালে পরিণত হয়। পুরাতন উদরাময়ে অন্ত্র হইতে দুরিত মল ক্ষরণ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। মহাত্মা হেনিমেন দুর্ব্বল রোগীর পুরাতন উদরাময়ে এইটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

লিথিয়ম্ কার্ব্বনিকম—পীতাভ, চটচটে আঠাবৎ মল, রাত্রি ও প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। পাকস্থলীতে যন্ত্রণা, আহারান্তে উপশম, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, যাহাতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতে হয়, মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে মূত্রদ্বারে বেদনা। মূত্র ত্যাগের প্রবল বেগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লিলিয়ম টিগ্রিনম্—মলিন পিঙ্গল বর্ণ, অর্দ্ধ তরল মল, পিত্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধময় মল, মলত্যাগ কালে ব্লাডার ও সরলান্ত্রে কুন্থনবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত, বারম্বার মলবেগ, মলত্যাগের পূর্ব্বে গুহ্যদ্বার হইতে সরলান্ত্র পর্য্যন্ত স্থানে জ্বালা ও ঝাঁজ বোধ। ডিম্বাশয়ে উত্তেজনা, কাজকর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লেপ্‌টেণ্ড্রা—আলকাতরার ন্যায় কাল, চটচটে ও তরল ভেদ, পীতাভ সবুজ বর্ণের ভেদ, উগ্রগন্ধযুক্ত, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল। প্রাতে ও অপরাহ্ণে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক, শূল বেদনা ও ঘল্‌ঘল্ শব্দ, জিহ্বা পীতবর্ণ ময়লায় আবৃত। বিবমিষা, বমন ও মোহ, যকৃতের অসুস্থতা, যকৃত প্রদেশে জ্বালা ও বেদনা, শীতল জল পানে উহার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোবেলিয়া—পুরাতন উদরাময়, শীর্ণ ও থাইসিস্‌গ্রস্ত লোকের পীড়া, চর্ম্মের ক্ষরণ অবরুদ্ধ হইয়া রোগ উদ্ভব, বারম্বার পাতলা মলত্যাগ, অতিশয় অবসাদন। এই অবস্থায় প্রয়োজ্য নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইলে এতদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্—অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল, পাতলা বা থলথলে মল, বারম্বার নিঃসরণশীল ও অজ্ঞাতসারে নিস্রবনীয় মল। কতকক্ষণ পর্য্যন্ত উদরে মলবদ্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বায় নিস্রবন, আহারের পর, অপরাহ্ণে ও নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি।

টাইফয়েড উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক ও বেদনা, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, জিহ্বার সম্মুখার্দ্ধ লালবর্ণ ও মসৃণ, জিহ্বা মলিন, জিহ্বা সম্পূর্ণরূপে বাহির করিতে অসমর্থ, জিহ্বা বাহির করিবার সময় দন্তমূলে ঠেকিয়া থাকা, অত্যন্ত পিপাসা, আক্ষেপিক শূল বেদনা। উদরের

অত্যধিক আধ্মানিক স্ফীততা। উচ্চ উদ্গার, বাম ইলিয়েক প্রদেশের অতিশয় টাটরানি, ঐ স্থানে সামান্য বস্ত্রের চাপ ও অসহ্য, রোগী শক্তিশূন্য, ক্ষীণ ও শয্যাগত। দূরিত মল নিঃসরণ যুক্ত উদরাময়ে কার্ব্বভেজ, লাইকোপোডিয়ম ও ল্যাকেসিস্ তিনটীই উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রত্যেকের লক্ষণ দৃষ্টে প্রয়োগ করিবে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকৃকেনিনম্—প্রচুর পরিমাণে আম, পীতবর্ণের জলীয় মল, অতি বেগে নির্গমন। শরীরের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলের এক বিশেষ প্রকার আন্দোলন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্টেনৃসিয়া—রাত্রিকালীয় উদরাময়, অত্যন্ত মলবেগ, বারম্বার মলত্যাগ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম্—টাইফয়েড উদরাময়, নব প্রসূতী রমণীদের রোগ, মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত মল। এই ঔষধ জ্ঞাপক উদরাময় হইলে বালকেরা অতিশয় খিটখিটে হয়, তাহারা দংশন করিয়া থাকে। উচ্চ প্রলাপ, মস্তক এক পার্শ্বে টানিয়া নেওয়া, মস্তক ঘর্ষণ, চর্ব্বণবৎ মুখের সঞ্চালন, ইত্যাকার বহুবিধ মস্তিষ্ক লক্ষণের প্রকাশ, প্রবল পিপাসা, কখন বা পিপাসার অভাব, উদরাধ্মান মূত্রস্তম্ভ। বালকেরা শিশ্ন ধরিয়া আকর্ষণ করে, চিৎকার করে ও নিদ্রাকালে ঘর্ম্মাবৃত হয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

গ্র্যাফিসেগ্রিয়া—পুরাতন উদরাময় এবং রুগ্ন বালকদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মল পীতাভ, কর্দ্দমবৎ, আম সংযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত, দূরীত ডিম্বের গন্ধযুক্ত, অনিচ্ছায় নির্গমনশীল, বায়ু নিঃসরণ কালে মল নিঃসরণ, পান আহারে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগ কালে উষ্ণ বায়ু নিঃসরণ, মলত্যাগান্তে উদরে ছিন্নকর বেদনা ও মলদ্বারে কণ্ডুয়ণ। ত্যক্ত বোধ, বালকেরা নানা প্রকার দ্রব্য যাচ্ঞা করে, কিন্তু তাহা প্রদান করিলে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। বদন পাণ্ডুর, চক্ষুর চতুর্দ্দিক নীলবর্ণ দাগযুক্ত, লালা নিঃসরণ, মাড়ি পাণ্ডুবর্ণ ও সহজে রক্ত ক্ষরণশীল। দন্ত মলিন অথবা কাল দাগযুক্ত, দন্ত সহজেই ভগ্ন হইয়া যায়। অত্যন্ত ক্ষুধা, পিপাসার অভাব, গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত উষ্ণ বায়ু নিঃসরণ,

গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা, রাত্রিতে অনিদ্রা, শরীরের উপর লাল দাগ, দুর্গন্ধযুক্ত নৈশ ঘর্ম্ম, অস্থি সমূহের বিশেষতঃ অঙ্গুলীর অস্থির অসম্পূর্ণ বর্দ্ধন। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

সলফর—রোগী চতুর্দ্দিকে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভব করে, যেন তাহার নিজের গাত্রে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালীয় উদরাময়, মলবেগ বশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া দ্রুতপদে মল পরিত্যাগ করিতে গমন। মলের বর্ণ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ও সময় সময় তাহাতে অজীর্ণ দ্রব্যের অবস্থিতি। কটা, জলীয় ফেনিল, সবুজবর্ণ আম, রক্তাক্ত আম, সাদা অথবা পীতাভ মল, রক্তাক্ত, টক, দূরিত, উগ্র গন্ধযুক্ত, অকস্মাৎ নিঃসারিত মল, দুগ্ধ ও অম্ল পানে বৃদ্ধি। গর্ভাবস্থায় দন্তোদ্‌ভেদ কালে এবং উদ্ভেদ আদি বিলোপে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগ, বেদনা শূন্যতা, উদরে গর্জ্জন ও শূল বেদনা। মলত্যাগ কালে উষ্ণ ঘর্ম্ম নিঃসরণ, অথবা শীত বোধ ও মূর্চ্ছা ভাব, বক্ষ পর্য্যন্ত স্থানে আক্ষেপিক বেদনার সঞ্চালন, পায়ের নলা আক্ষিপ্ত, মল ত্যাগের পরও মলবেগ, গুহ্যদ্বারে চেঁচে যাওয়া বোধ, মলবেগ তিরোহিত হইলে শিশুদের নিদ্রাভাব, অক্ষুধা, বারম্বার পিপাসা, পাকাশয় শূন্য বোধ, বারম্বার ধৌত হইলেও গাত্রের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। অতিশয় অবসাদন, দ্রুতগতিতে শীর্ণতা। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

সরিনম—মল কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, জলবৎ, রক্ত মিশ্রিত, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অজ্ঞাতসারে নিসৃত। দন্তোদ্ভেদ কালে, রাত্রিতে, প্রত্যূষে, সূতিকাগৃহে বাস কালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে নাভীর চতুর্দ্দিকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা, মুখের পাণ্ডুরতা, শরীরের শীর্ণতা, পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত উদগার, অপর্য্যাপ্ত ক্ষুধা, রাত্রিতে ক্ষুধা, আরোগ্যের পর ক্ষুধার অভাব, যকৃত প্রদেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী গুরুতরবেদনা, সঞ্চাপনে ও বেদনার পার্শ্বে শয়নে বেদনার বৃদ্ধি। দুর্গন্ধ ও গন্ধকের গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, উষ্ণ মল কষ্টে নিঃসরণ, অতিশয় শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা, রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ, চর্ম্ম অপরিষ্কার, চর্ম্মের স্থানে স্থানে পীতবর্ণের চাকা চাকা উৎসেধের উৎপত্তি, শরীর হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ ও ৪০০শত শক্তি।

সাইলিসিয়া—মল পাতলা, কর্দ্দমবৎ, ফেনিল, আমযুক্ত, রক্তময়, জলীয়, অন্নমণ্ডসদৃশ, অজীর্ণদ্রব্য মিশ্রিত, দুর্গন্ধ ও অম্লগন্ধযুক্ত। গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদের দন্তোদ্ভেদ কালীয় উদরাময়, শিশুদের মস্তকাস্থির জোর বিচ্ছিন্নতার সহিত বৃহৎ মস্তক। মস্তক হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ. নিদ্রার প্রথম ভাগে অম্লাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ, মুখের পাণ্ডুরতা, অক্ষুধা বা অতিরিক্ত ক্ষুধা। বালকেরা মাতৃদুগ্ধ পান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, বাধ্য করাইয়া পান করাইলেও বমন হইয়া যায়। আহারে বীতরাগ, বিবমিষা ও বমন, পাকস্থলীতে চর্ব্বণবৎ বেদনা, উদরে বায়ু সঞ্চলন জনিত উচ্চ শব্দ, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিয়েনোথাস্—মল জলীয়, মলিন, পিঙ্গলবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত। অতি বৃহৎ প্লীহাযুক্ত রোগীর উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকিউটা—মল পাতলা, কর্দ্দমবৎ, কাল, দুর্গন্ধময়, বারম্বার নির্গমনশীল; প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। হঠাৎ মলবেগ, মলধারণে অসমর্থতা, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, পিপাসা ও গলনলী শুষ্কবোধ। প্রাতঃকালে ও আহারান্তে বিবমিষা, কয়েক গ্রাস মাত্র আহার করিলেই ক্ষুধার লোপ, পাকস্থলীতে জ্বালা, স্ফীত ও দপ দপকর যন্ত্রণা, উদরাভ্যন্তরে বিদীর্ণকর যন্ত্রণা, নাভিদেশ হইতে মূত্রস্থলীর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত আঁকরিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, মণিবন্ধ, পায়ের নলা ও অঙ্গুলিতে থেথ্লান যন্ত্রণা এবং অনৈচ্ছিক কম্পন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকেলি—মল জলীয় এবং কর্দ্দমবৎ, পীতাভ এবং সবুজাভ, তৈলাক্ত, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণশীল। সূতিকাগৃহে ওলাউঠার পরও টাইফয়েড জ্বরের ভোগকালে এই ঔষধ জ্ঞাপক উদরাময় অনেক সময় জন্মিয়া থাকে। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা ও ডাক, মলত্যাগান্তে অতিশয় অবসাদন। বদন পাণ্ডুর, শরীর ক্ষীণ, চক্ষুমগ্ন ও কোটরগত, চক্ষুর ধার কালরেখায় বেষ্টিত। জিহ্বা শুষ্ক ও পুরু, পিপাসা, অম্লাক্ত পানীয়ে ইচ্ছা, বারম্বার বিবমিষা, আহারান্তে বমন, অধিক পরিমাণে শূন্যউদ্গার, পাকস্থলীতে জ্বালা, উদরাধ্মান,

উদরে শূল বেদনা, রাত্রিতে শূল বেদনার বৃদ্ধি, মূত্রস্তম্ভ, পেশী সমস্তে পিপীলিকা দংশনবৎ যন্ত্রণা, হস্তপদে আক্ষেপ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ শাখা শীতল, গাত্র আবৃত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিক্লেমেন—ক্লোরোসিস রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। শিরঃপীড়া, ঋতুবৈষম্য, উদরাধ্মান, উদরে গব্‌গব শব্দ। ৩য়,৬ষ্ঠ শক্তি।

সিনা—মল সবুজাভ, কর্দ্দমবৎ, পিত্ত মিশ্রিত, রক্ত মিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণশীল, কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পর্য্যায়ভাবযুক্ত। শিশুদের দন্তোদ্ভেদ সময়ে ও দিবা ভাগে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূল বেদনার উদ্ভব। অত্যন্ত ক্রন্দনশীলতা, বদনের পাণ্ডুরতা। শিশুদের প্রকৃতি অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও উগ্র, নিদ্রাকালে দন্ত ঘর্ষণ করা, মূত্র শুভ্রবর্ণ ও অপরিষ্কৃত, ক্ষণস্থায়ী নিদ্রা, কাঁদিয়া নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া, ক্রিমিজনিত উদরাময়। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

সিনামোমম্—জলপানের পর উদরাময়, পাকাশয়ের অম্লতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিপিয়া—বালকদের উদরাময়, পুরাতন উদরাময়, এবং দুর্ব্বল ও শীর্ণ ব্যক্তির উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। মল আম মিশ্রিত, সবুজবর্ণ, কর্দ্দমবৎ, রক্তমিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণশীল, দুর্গন্ধময়, অম্ল ও দুরীত গন্ধযুক্ত, উষ্ণ দুগ্ধ সেবনে, দন্তোদ্ভেদকালে, মাংস আহারে ও গর্ভাবস্থায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে বিবমিষা ও উদরে শূলবেদনা। মলত্যাগের পর গুহ্যভ্রংশ, মস্তক পশ্চাতে ও এদিক ওদিকে ঝাঁকরিয়া লওয়া, কপালাস্থির জোড় অসংলগ্ন, মুখ পাণ্ডুর, মুখ ও নাসিকার চতুর্দ্দিক পীত রেখায় রঞ্জিত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, মুখাভ্যন্তর ঘ্যাপথ্যা ক্ষতযুক্ত, জিহ্বার বর্ণ শুভ্র, মুখের আস্বাদ অম্লাক্ত ও তিক্ত, খাদ্যবস্তুর আস্বাদ অতিশয় লবণাক্ত বোধ, প্রাতে পিপাসা, অম্ল অথবা দুর্গন্ধময় উদ্গার, বিবমিষা ও বমন, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ, পাকাশয় শূন্যবোধ, আহারেও তাহা পূর্ণবোধ না হওয়া। মূত্র আবিল ও দুর্গন্ধযুক্ত, কর্দ্দমবৎ, মূত্রের নীচে কঠিন বস্তুর অধঃপতন ও তাহা পাত্রের গাত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকা, ত্বরিত বলক্ষয় ও শীর্ণতা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিলা—মল পিঙ্গলবর্ণ, কাল, কর্দ্দমবৎ, তরল, ফেনিল, অতিশয় দুর্গন্ধ-যুক্ত, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, কাসিতে ও হাঁচিদিতে মলক্ষরণ। প্রথম বেলায় রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মুখে অত্যন্ত আঠাল শ্লেষ্মার উদ্ভব, পিপাসা, পাকাশয়ে প্রস্তর চাপের স্থায় বোধ, বিবমিষা ও বমন, ছিন্নকর শূল বেদনা, বারংবার দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

সার্সাপেরিলা—বালকদের ক্ষয়কর পুরাতন উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। মল জলীয়, থলথলে। স্নানের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মল-ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা। মল ত্যাগকালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ। মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চর্ম্ম কুঞ্চিত, বৃদ্ধের স্থায় আকৃতি, জিহ্বা ও তালু য়্যাপথা ক্ষতযুক্ত, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ, লালা পতন, মুখ ধাতব আস্বাদ যুক্ত, প্রচুর ক্ষুধা, পিপাসা হীনতা, বিবমিষা ও বমন। উদরে জ্বালা অথবা শীতলতা অনুভব। উদরে ডাক, দুর্গন্ধময় বায়ু নির্গমন। বালকেরা মূত্রত্যাগ কালে চিৎকার করিয়া থাকে, মূত্রের নীচে বালুকা কণার স্থায় বস্তুর অধঃ পতন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিস্টাস্—অম্লাক্ত ফল আহারে উদরাময়, বর্ষাকালীয় উদরাময়, স্ক্রফিউলা গ্রস্ত বালকদের উদরাময়, প্রত্যূষে অসহ্য মলবেগ, ধুষরাভ পীতবর্ণ, পাতলা, উষ্ণ মল, মলত্যাগকালে প্রচুর পরিমানে বায়ুর নির্গমন, অম্ল দ্রব্য আহারের অনিবার্য্য ইচ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

সেঙ্গুই নেরিয়া—মল জলীয়, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত। কোরাইজা ও সর্দ্দি হইলে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে গুরুতর শূল বেদনা। মলত্যাগের সময় অধিক পরিমাণে বায়ু নির্গমন। ক্ষুধার অভাব, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, বিবমিষা, বমন করিলেও বিবমিষার নিবৃত্তি না হওয়া, বমনে তিক্ত জল ও অধিক পরিমাণে লালা পতন, বিবমিষার সময় ও আহার্য্য বস্তু গাজ্রা করা, পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা, বারম্বার দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন অতিশয় দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাবেডিলা—মল পিঙ্গলাভ, উচ্ছলনশীল, জলে ভাসমান, তরল, রক্তাক্ত ও কর্দ্দমবৎ। বালকদের প্রত্যেক চতুর্থ দিনে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি।

মলত্যাগের পূর্ব্বে নাভির চতুর্দ্দিকে খোঁচান বেদনা, উদরে উচ্চ গব্‌গব্‌ ধ্বনি এবং বায়ু নিঃসরণ। শিরঃপীড়া, মানসিক পরিশ্রমের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি, জিহ্বা ক্ষতযুক্ত, জিহ্বার স্থানে স্থানে শুভ্রবর্ণের দাগ, লালা পতন, খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা, অতিরিক্ত ক্ষুধা, উদ্গার, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয় হইতে গলগলী পর্য্যন্ত স্থানে জ্বালা, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, খিট্‌খিটে স্বভাব, নিঃশ্বাস ত্যাগকালে ও চাপ দিলে বোধ হয় যেন একটী গোলা উদরের স্থানে স্থানে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। উদরে গব্‌গব্‌ শব্দ, অধিক পরিমাণ বায়ু নির্গমন। মূত্র ঘন, ঘোলাটীয়া ও কর্দ্দমবৎ, পদদ্বয় শীতল। পাতলা চুল ও শিথিল মাংসযুক্ত বালকদের উদরাময়ে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

স্যাম্বিউকাস্‌—মল পাতলা, কর্দ্দমবৎ, পীতবর্ণ, জলীয়, বারংবার নিঃসরণশীল। মলত্যাগের সময় প্রচুর পরিমাণ বায়ু নির্গমন। অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা, পিপাসা কিন্তু পানীয় দ্রব্য ভাল লাগে না, উদর স্ফীত, পাকস্থালী ও নাভি প্রদেশে চাপ বোধ, মুখ ও চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রাকালে শরীর উত্তপ্ত, হস্ত-পদ শীতল, জাগরিত হইলে মুখে ঘর্ম্ম নিঃসরণ, তদনন্তর সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাবৃত হওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হেলিবোরাস—মল জলীয় ও পরিষ্কার, আমযুক্ত, মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, তদনন্তরশূলবেদনা, গর্ভাবস্থায় ও দন্তোদ্গম কালীয় উদরাময় অতিশয় পিপাসা, বমন, সবুজ ও কাল বস্তু বমন, বমন কালে শূল বেদনা, অল্প পরিমাণে আবিল মূত্রত্যাগ, মূত্রের নীচে কাল বস্তুর অধঃপতন, শরীরের এক পার্শ্বে আপনা হইতে স্পন্দন, বালকদের কঠিনতর উদরাময়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হেলোনিয়াস—প্রাতঃকালে পীতবর্ণের তরল মল নিঃসরণ, অপরাহ্নে কঠিন গুঠলিযুক্ত মলত্যাগ, উদরে জ্বালা, পাকাশয়ের উগ্রতা, উদরাধ্মান বিবমিষা, সার্ব্বাঙ্গিন দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

হিপার সলফর—পুরাতন উদরাময়, পারদ ও কুইনাইনের অপব্যবহারজনিত উদরাময়। মল-পীতাভ, জলীয়, অম্ল গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, বিনা কষ্টে নিঃসরণশীল। অতিশয় পিপাসা, প্রাতঃকালে বিবমিষা ও বমন।

পাকাশয় শূন্য বোধ, দিবাভাগে ও আহারের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মুখে অম্ল, ধাতব ও তিক্ত আস্বাদ, অতিশয় পিপাসা, বমনে উষ্ণ ও অম্লবস্তু নিঃসরণ, বারম্বার ক্ষণস্থায়ী বিবমিষা, আহারান্তে উদ্গার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পথ্য—উদরাময়গ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলেই পথ্যের সুব্যবস্থা করিবে, উপযুক্ত পথ্য না দিলে কোন ঔষধেই ফললাভ করা যায় না। অনেক সময় কেবল আহারের দোষেই উদরাময় হইয়া থাকে, অন্য কারণ বশতঃ রোগ হইলেও পথ্যের দোষে রোগ আরোগ্য হয় না, অনেক আরোগ্য-প্রায় রোগীও আহারের দোষে পুনরায় মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। রোগীকে সর্ব্বদাই লঘু পাক খাদ্য আহার করিতে দিবে। নিম্নে পথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল।

তরুণ উদরাময়ে বার্লি বা এরোরুট জলে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ ও লেবুর রস সংযুক্ত করিয়া তরল আকারে সেবন করিতে দিবে। পথ্য সেবনের পর জল পান না করাই ভাল তাহাতে সহজে আহার্য্য বস্তু জীর্ণ হইয়া থাকে। কি নূতন কি পুরাতন কোন অবস্থাতেই কঠিন ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য যথা—রুটি, পিষ্টক, বিস্‌কুট, মুড়ী, ভাজা-তণ্ডুল, ফল-মূল ইত্যাদি খাইতে দিবেনা, ইহার কোন একটী আহার করিলেই পীড়া চতুর্গুণ আকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তরুণ উদরাময়ে মিষ্ট ও অম্ল-দ্রব্য আহারনিষেধ, কদাচিৎ কোন কোন স্থলে কমলালেবু এবং বেদানার রস অল্প পরিমাণ সেবনে উপকার হইয়া থাকে। তরুণ উদরাময়ে স্নান করাও নিষেধ। উদরের গোলযোগ উত্তমরূপে দূরীভূত হইলে অন্নমণ্ড বা সরু চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন, মাগুর মৎস্য বা সিং মৎস্যের ঝোল দিয়া আহার করিতে দিবে। দুই তিন দিন অন্ন আহার করিয়া সহ্য হইলে দুগ্ধ খাইতে দিবে।

পুরাতন উদরাময়ে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় কেবল পথ্য-দোষেই রোগী ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, রোগ গুরুতর আকারের হইলে এ অবস্থাতেও বার্লি বা এরোরুট জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ সংযোগে আহার করিতে দিবে, রোগী শীর্ণ ও শয্যাগত হইলে মাংসের যুশ অতি উপযোগী পথ্য। পাকাশয়ে অম্লাধিক্য না থাকিলে পাতলা

দুগ্ধ অল্প পরিমাণে এরোরুট বা বার্লির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে রোগীর বল বৃদ্ধি হয়, অতি গুরুতর স্থল না হইলে অন্নমণ্ড পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। অন্নমণ্ড দুই প্রকারে প্রস্তুত করা যায়, এক সরু চাউলকে ধৌত করিয়া অধিক পরিমাণ জলে সিদ্ধ করতঃ নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিলে মণ্ড প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট সরু চাউলকে চূর্ণ করতঃ তাহা এরোরুট বা বার্লির মত প্রচুর পরিমান জলে সিদ্ধ করিলে মণ্ড প্রস্তুত হয়। উভয় প্রকার মণ্ডই লঘুপাক পথ্য, এতদ্ভিন্ন সুজি বা ময়দা মণ্ডাকারে প্রস্তুত করিয়াও রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক মত উহার সহিত মৎস্য বা মাংসের যুশ এবং স্থলভেদে আলু, পটোল, সিম, বেগুন ইত্যাদি তরকারির যুশ, বা পাতলা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতেপারে। পুরাতন উদরাময়ে ঘোল একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য, বিশেষতঃ মলের সহিত আম নিঃসৃত হইলে ঘোল তাহার প্রতিষেধক-রূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এতদ্দ্বারা ক্ষুধার উদ্রেকও হইয়া থাকে। ঘোল প্রয়োগে আপত্তি এই যে ইহাতে সময় সময় পাকাশয়ে অম্ল বৃদ্ধি করিয়া থাকে, অম্লাধিক্য থাকিলে ইহা দিবে না বা ঘোল সেবনে অম্লাধিক্য হইলে ইহা সেবন রহিত করিয়া দিবে। প্রথম বেলায় অন্নমণ্ড ও অপরাহ্ণে বার্লি বা সুজি সেবন ব্যবস্থা করিলেও বিলক্ষণ উপকার হয়। রোগ উপশম হইয়া আসিলে সরু চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন আহার করিতে দিবে, অন্ন আহার কালে বিশেষরূপে চর্ব্বন করিয়া লালার সহিত মিশ্রিত করতঃ আহার করিবে। পুরাতন উদরাময়ের রোগীকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গুরুপাক ও তৈলাক্তদ্রব্য আহার করিতে দিবে না।

ব্যায়াম—পুরাতন রোগীকে কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলাবস্থায় নৌকায় বা শকটে ভ্রমণ প্রশস্ত, ইহাতে প্যাসিব মোসন হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়। রোগী চলিতে সমর্থ হইলে অপরাহ্ণ ও প্রাতে কিছু কিছু ভ্রমণ করিতে দিবে। ঝপটা বাতাশে ও অনাবৃত গাত্রে ভ্রমণ করিবে না। গাত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া পরিষ্কার স্থানে ভ্রমণ করিবে।

স্নান—তরুণ উদরাময়ে স্নান নিষিদ্ধ, তাহা পুর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সহজ আকারের পীড়া হইলে স্নান করা যাইতে পারে, কিন্তু গুরুতর

আকারের পীড়ায় স্নান কখনও করিতে দিবে না। পুরাতন উদরাময়ের সহিত জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে স্নান করা উচিত নহে, রোগী নিতান্ত শয্যাশায়ী না হইলেও জ্বর লক্ষণ না থাকিলে ঈষদুষ্ণ জলে মধ্যে মধ্যে স্নান করিতে দিবে। স্নানের সময় গাত্রে তৈল মর্দ্দন করা যাইতে পারে।

পুরাতন উদরাময়ের রোগী জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী হইবে, নতুবা কখনই রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেনা, দীর্ঘকাল উদরাময় ভোগ করতঃ শোথ, উদরী, শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু আনীত হয়। উদরাময়ে সর্ব্বদাই পরিষ্কার জল পান করা কর্ত্তব্য, ভাল জল পান না করিলে রোগ দূর হয় না। আহারের অব্যবহিত পরেই জল পান না করিয়া এক ঘণ্টা পরে জল পান করা কর্ত্তব্য। এই রোগাক্রান্ত রোগীর পক্ষে জল পান যত কম করা যায় ততই ভাল, পিপাসা দূরীকরণ জন্য সামান্য পরিমাণে জলপান করিলেই চলে। কখন কখন জল বায়ুর দোষে রোগ কোন মতেই বিদূরীত হয়না, তথায় স্থান পরিবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্যস্থান এজন্য উৎকৃষ্ট বলা যায়, রোগীর শক্তি থাকিলে ঐ সকল স্থানে গিয়া কিছুদিন বাস করা উচিত।

উদরাময়ে ঔষধ মনোনয়ন।

উদরাময়ের প্রকৃতি।

বেদনাযুক্ত উদরাময়—এপোসাই, আর্সে, ব্রাইও, ক্যাক্টা, ক্যাপ্সি, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, কলসিন্থ, ক্রোটন, কলিনসো, কলচি, ডল্কা, এ ফ্লোরিক, গমিগটি, হিপার, জ্যালাপ, কেলিমিউ, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, মার্ক, এ নাইট্রিক, নক্সভ, পিট্রো, প্লম্বম্, পডো, পল্স, রিয়ম, রসট, সিকেলি, সল-ফর, ভিরাট্রমএ।

বেদনাশূন্য উদরাময়—এপিস, আর্জ্জেণ্টাই, আর্সে, বেলা, কাম্ফর, কার্ব্বএনি, ক্যামো, চেলি, চায়না, সিনা, ক্লিমে, কলচি, কলসিন্থ, ডলকা, ক্রোটন, ফিরম, জেলসি, হিপার, হাইও, ইপিকা, কেলিকার্ব্ব, লাইকো, মার্ক,

ন্যাট্রম্‌সল্‌ফ, নক্সম, নক্সভ, নিউফার, ওপিয়ম, পেট্রো, ফস্‌, এ-ফস, প্লাটি, পডো, রস্‌, সিলা, সিকেলি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো, সলফর, এ-সল্‌ফ, ভিরাট্রম এল, রিসিনাস।

তরুণ উদরাময়—একো, ইস্‌কিউ, ইথিউলা, এলোজ, এলু, এ-মিউ, এণ্টিক্রুড, এপিস, আর্ণি, আর্সে, ব্যাপ্‌টি, ব্রাইও, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, ক্যাম্ফা, কষ্টিকম, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, সিনা, কফিয়া, কলসিন্থ, ক্রোটন, জেলসি, গ্রাফা, গমিগটি, ইপিকা, আইরিসভার্স, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রম্‌মিউ, নক্সভ, ফস, এ ফস, প্লম্বম, পডো, সরিনম, পলস, সলফর, ভিরাট্রমএ।

পুরাতন উদরাময়—ইস্‌কিউ, ক্যামো, এমোনি মিউ, এণ্টিক্রুড, এপিস, আর্ণি, আর্সে, ব্রাইও, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, কষ্টিকম, চায়না, কলসিন্থ, গ্রাফা, গমিগটি, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, সিনা, কফিয়া, কলসিন্থ, ক্রোটন, গ্রাফা, ইপিকা, আইরিস, নক্সভ, ফস, এফস, পডো, সরিনম, পলসে, সলফর, ভিরাট্রমএ।

কুন্থনযুক্ত উদরাময়—এসকিউ, হিপারস, আর্সে, বোভিষ্টা, ক্যাপসি, ইয়ুপে, জেলসি, ইপিকা, ল্যাকে, মার্ক, নক্সভ, রিয়ম, রস, সলফর।

ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়—এণ্টিক্রুড, এণ্টিটার্ট, ব্রাইও, আইওডিন, কেলিবাই, ল্যাকে, নক্সভ, রস, রুটা।

শিরোবেদনার সহিত পর্য্যায়ভাবযুক্ত উদরাময়—পডো।

আধ্মানযুক্ত উদরাময়—একো, আর্সে, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ডলকা, ইপিকা, য্যাট্রফা, ম্যাগনিসিমিউ, ষ্টেফিসে; এসকিউ, ফস, এ ফস, রস, সিকেলি, ভিরাট্রমএ, এণ্টি, এপিস, কার্ব্বএনি, কার্ব্বভেজ, চায়না, ককু, কলচিকম, ইগ্নে, ল্যাকে।

আমাশয়িক উদরাময়—আর্সে, বেলা, ক্যাম্ফা, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, কলচি, হিপার, আইও, ইপিকা, ক্রিও, মার্ক, এনাইট্রিক, নক্সভ, প্লম্বম, রস, ষ্ট্যাফিসে, সলফর।

উদরে গব্‌গব্‌ শব্দের সহিত উদরাময়—আর্ণি, আর্সে, এণ্টিটার্ট,

ব্রাইও, ক্যামো, চায়না, কলচি, কলসিন্থ, হিপার, ইগ্নে, এনাইট্রিক, ফস, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, ভিরাট্রমএ।

স্তন্যপায়ী শিশুর উদরাময়—এণ্টিক্রুড্, এ বেন্জোইক, ক্যামো, ক্রোটন, ফিরম, হাইও, ইপিকা, জ্যালাপ, ম্যাগনিসি, মার্ক, নক্সম, পডো, রিয়ম, সলফর, এসল্ফ।

দন্তোদ্ভেদ কালে উদরাময়—আর্সে, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যামো, কফিয়া, ফিরম, ইপিকা, ম্যাগনিসি, মার্ক, নক্সম, সরিণম, সলফর, এসল্ফ।

মলের বর্ণ।

কাল—একো, এলু, এপিস, ক্যাপসি, আর্সে, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, চায়না, কুপ্রম, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমমিউ, পডো, সরিনম, সলফর, ভিরাট্রম, ষ্ট্র্যামো, সিকিউ, ফস্, পলসে, ট্যাবাকম্, এণ্টিটার্ট।

আলকাতরার ন্যায় কাল—লেপটেণ্ড্রা, ইপি, ল্যাকে, মার্ক, নক্স।

পাটকিলে বর্ণ—এস্কিউ, এলোজ, আর্জ্জণ্টনা, আর্ণিকা, আর্সে, ব্যাপটি, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, ক্যান্থা, কার্ব্বভেজ, চেলিডো, চায়না, কলসিন্থ, গ্রাফাই, গমিগটি, নক্সভ, এ ফস্, সরিণম, সলফর, ভিরাট্রমএ।

শুভ্রবর্ণ—বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, পডো, এস্কিউ, এণ্টিক্রুড, এবেন-জোইক, সিনা, ডিজি, ডল, হেলোনি, হিপার, ফস্, এফস্, ক্যান্থা, কষ্টিকম্, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, গ্রাফা, ককিউ, ইগ্নে, আইওডিন, পলসে, রিয়ম, রস, সলফর, সিনি, লোইকোপোডি, ইপিকা।

শুভ্রবর্ণ মল বায়ু স্পর্শে সবুজবর্ণ হইলে—রিয়ম।

চর্ব্বিবাতির ন্যায় শুভ্রবর্ণ—ম্যাগনিসিকার্ব্ব।

পনিরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ—আর্জ্জেণ্টনাইট্রি, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, জেলসি।

চাখড়ির ন্যায় শুভ্রবর্ণ—বেলা, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, পডো।

ধূসরবর্ণ—এলোজ, ক্যালকেকার্ব্ব, চেলিডো, ন্যাট্রমমিউ, ল্যাকে, সিপি, ডিজিটেলিস, স্পঞ্জিয়া।

সবুজবর্ণ—একো, এসকিউ, এথিউ, এলোজ, এলু, এপিস, আর্জ্জেণ্ট-নাই, আর্সে, বেলা, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব ক্যান্থা, ক্যামো, চায়না, সিনা, কলচিকম, কলসিন্থ, ক্রোটন, কিউপ্রম, জেলসি, গমিগটি, ইপিকা, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, এফস্, পডো, সরিণম, পলসে, সলফর, ভিরাট্রমএ।

ঈষৎ সবুজবর্ণ—এথিউ, ক্রোটন।

লোহিতবর্ণ—আর্জ্জেণ্টনাই, ক্যান্থারি, সিনা, কলচি, গ্রাফা, লাইকো, সলফর।

মাংস ধৌত জলের ন্যায় ঈষৎ লাল—ক্যান্থারিজ, ফস, আর্জ্জেণ্টনাই, রস।

পীতবর্ণ—এ মিউ, এলোজ, এমোনিমিউ, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে ব্যাপটি, বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যান্থা, ক্যামো, চায়না, কলচি, কলসিন্থ, ক্রোটন, জেলসি, গমিগটি, ইপিকা, আইরিস, লাইকো, ফস, এ ফস্, পডো, পলসে, সলফর, চেলিডো।

কটাবর্ণ—এস্‌কিউ, ব্রাইও, কলসিন্থ, লাইকোপো, আর্জ্জেণ্টনাই, গ্রাফা, নক্সভ, ফস, সরিণম।

লাল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ—লাইকোপোডিয়ম।

নীলবর্ণ—ব্রাইও, ক্যামো, গমিগটি, ইপিকা, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, ফস, পডো, পলসে, সলফর, ভিরাট্রম।

বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল—এমোনিমিউ, ক্যামো, কলচি, ডলকা, পডো, পলসে, সলফর।

বর্ণহীন—একো, এসাফি, বিসমথ, ক্যালকেফস, কলচি, কার্ব্বভেজ, কোনা, গ্রাটি, আইরিস, জ্যালাপ, য্যাট্রো, কেলিবাই, কেলিনাই, পডো, সিকে, পলসে, সলফর, ভিরাট্র, এপিস, এবেন্‌জো, চেলিডো, ফস, এফস্।

ঘোলের ন্যায়—আইওডিন।

ভস্মের ন্যায় বর্ণ—এথিউ।

লোহিতাভ পীতবর্ণ—লাইকো।

পীতাভ শুভ্রবর্ণ—ন্যাট্রম, সলফ, নক্সম, এথিউ, কলসিন্থ, আইরিস, লাইকো, র‍্যাফে, রস।

কর্দ্দম গোলার ন্যায়—কেলিবাই, ক্যালকেকার্ব্ব।

তৈলের ন্যায়—আইও, এ-পিক্রিক, থুজা।

সাবান গোলা জলের ন্যায়—এ-বেঞ্জোইক।

মলের আকার ও প্রকৃতি।

জলবৎ—একো, এলোজ, এণ্টিক্রুড, এপিস, ব্যাপটি, বেলা, ক্যাল্‌কেকার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কার্ব্বভেজ, কলচিকম, কলসিন্থ, কুপ্রম, গমিগটি, ইপিকা, আইরিস, ন্যাট্রমমিউ, ফস, পডো, পলসে, সলফর, ভিরাট্রম।

অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত—এ মিউ, এলোজ, এণ্টিক্রুড, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণিকা, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যামো, চায়না, কলসিন্থ, ক্রোটন, গ্রাফাই, গমিগটি, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, লাইকোপো, ফস্, এ ফস্, পডো, সলফর।

পিত্ত মিশ্রিত—একো, ব্রাইও, এথিউ, এগারি, এলো, আর্সে, ক্যাকটাস, কলচি, ক্যামো, চায়না, সিনা, কলসিন্থ, কিউবেব, ডায়াস্কো, ডলকা, ইপিকা, লেপটেণ্ড্রা, ইয়ূপে, লিলিয়মটি, মার্ক, ফস্, পলসে, সলফর, ভিরাট, জিঙ্ক।

রক্ত সংযুক্ত—একো, এসকিউ, এথিউ, এলোজ, এলু, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণি, আর্সে, ব্যাপটি, বেলা, ব্রাইও, ক্যান্থা, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, চায়না, সিনা, কলচিকম, কলসিন্থ, কুপ্রম, ইপিকা, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, মার্ককর, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস্, পডো, সরিণম, পলসে, সলফর, ভিরাট্রম।

পূঁয মিশ্রিত—আর্ণি, বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যান্থা, চায়না, ককিউ,

কোনা, আইও, ক্যাপসি, লাইকো, মার্ক, নক্সভ, পলসে, সিপি, সাইলি, সলফর।

য়্যালবিউমেন সংযুক্ত—ডায়াস্কো, ন্যাট্রমমিউ।

অল্প অল্প রক্ত সংযুক্ত—কলচিকম, সলফর।

গুটী গুটী—ফসফরাস।

মলের পরিমাণ অধিক—এথিউ, এণ্টিক্রুড, আর্ণিকা, আর্সে, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যাম্ফর, চায়না, কলচিকম, ক্রোটন, গমিগটি, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমমিউ, ফস, পডো, ভিরাট্রম।

মলের পরিমাণ অল্প—একো, আর্সে, বেলা, ক্যালাডি, ক্যাপ্, কলসিন্থ, মার্ক, নক্সভ।

মল পাতলা—এলুমিনা, আর্ণি, ব্যাপটি, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, চেলিডো, গামগটি, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো; নক্স, এথিউ, এলোজ, কষ্টি, কফিয়া।

মল চাপচাপ—এণ্টিক্রুড্, এপিস, গ্রাফা, ইপিকা, লাইকো।

„ ঝিল্লির ন্যায়—কলচিকম।

„ ফেনিল—ক্যালকেকার্ব্ব, কান্থারি, চায়না, কলসিন্থ, আইওডিন, ম্যাগনিসি, মার্ক, ওপিয়ম, পডো, রস, সলফর, এ-সল্ফ।

„ হলুদ গোলার ন্যায়—পডো।

মিশ্রিত মলের একদিকে মল অন্যদিকে জল—মার্ক।

আমসংযুক্ত মল—ক্যাপসিকম, কার্ব্বভেজ, চেলিডো, চায়না, সিনা, কলসিন্থ, গ্রাফা, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, ভিরাট্রম।

মল পিচকারি বেগে নির্গমন—ক্রোটন, গমিগটি।

মল গড়াইয়া পতন—পডো।

সর্ব্বদা নির্গমন শীল মল—এপিস, ফস।

অক্লেশে নির্গমনশীল মল—এপিস, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, ব্যাপটি,

ক্যাম্ফর, ক্যামো, চায়না, কলচি, কলসিন্থ, ক্রোটন, লাইকো, এফস, পডো সরিনম, সলফর, ভিরাট্রম।

জলধারা পতনের ন্যায়—এলোজ, লেপটেণ্ড্রা, পডো।

মলত্যাগ কালে উষ্ণবোধ—এলোজ, আর্সে, ক্যামো, ফস, সলফর।

বায়ু নিঃসরণ কালে মলত্যাগ—একো, এলোজ, এফস, পডো, ভিরাট।

মূত্রত্যাগ করিতে মলত্যাগ—এলোজ।

সঞ্চালনে মলত্যাগ—এপিস।

নিদ্রাকালে মলত্যাগ—আর্ণি, ব্রাইও, পলসে।

অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ—এণ্টিটার্ট, আর্ণি, আর্স, বেলা, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, চায়না, সিনা, কলচি, ডিজি, হাইও, ল্যাকে, এমোনিমিউ, ওপিয়ম, ফস, এফস, রস, সিকে, ষ্টেফেসি, সলফর, ভিরাট।

তরল মলে গুটলি বর্ত্তমান—এণ্টিক্রুড্, এপিস, কোনা, ডায়াস্কো, গ্রাফা, ইপিকা, কেলিবাই, লাইকো।

মলে অন্ত্রের পর্দ্দা স্খলিত—এনাইট্রিক, ভিরাট, কুপ্রম, কলসি, আর্জ্জেণ্টনাই, কার্ব্বভেজ, ল্যাকে।

সূত্রখণ্ডের ন্যায় বস্তু মিশ্রিত মল—ডলকা, সিকেলি, ভিরাট।

উচ্ছলনশীল মল—আর্ণি, ইপিকা, মেজি, রিয়ম, স্যাবেডি।

মলের গন্ধ।

গন্ধ তীব্র—একো, এলু, এণ্টিক্রুড্, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, ব্যাপটি, ক্যাস্থা, ক্যামো, চায়না কলচি, কলসিন্থ, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, পলসে, সলফর, ভিরাট।

„ „ দগ্ধ কাগজ সদৃশ—কলসিন্থ।

„ মৃতদেহের ন্যায়—কার্ব্বভেজ, চায়না।

গন্ধ দগ্ধ ছানার ন্যায়—আইরিস।

„ গলিত ডিম্বের ন্যায়—ক্যালকেরিয়া, ক্যামো, সরিনম।

„ দুরিত—আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণি, বেলা, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, ফস, সলফর।

„ অত্যন্ত দুরিত—এলোজ, এপিস, আর্সে, ব্যাপটি, কফিয়া, কলচি, গ্রাফা, গমিগটি, নক্সভ, এফস, প্লম্বম, সরিনম, পলসে, কার্ব্বভেজ, ল্যাকে।

„ দুরিত পনির সদৃশ—ব্রাইও।

„ অম্ল—আর্ণি, বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, কলচি, কলসিন্থ, রিয়ম, গ্রাফা, ফস, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, সলফর।

গন্ধহীন—এথিউজা, রস, এমিউ, এসারম।

ভিন্ন ভিন্ন কারণে উদরাময়ের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি।

বিরেচক ঔষধের অপব্যবহার হেতু—হিপার, কার্ব্বভেজ, চায়না, এ নাইট্রিক, নক্সভ।

অম্ল আহারে—এণ্টিক্রুড, কষ্টি, ল্যাকে, সলফর, এলোজ, এপিস, আর্সে, কলসিন্থ।

শীতল বস্তু পান আহার হেতু—এণ্টিক্রুড, আর্সে, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, চেলিডো, ককু, হিপার, লরোসিরে, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমকার্ব্ব, নক্স, পলসে, রস, ষ্টেফে, সলফর।

উষ্ণ বস্তু পান আহারে—ফস্‌ফরাস্।

উষ্ণ দুগ্ধ পান হেতু—এথিউ, আর্সে, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, কোনায়, কেলিকার্ব্ব, লাইকো, ন্যাট্রমকার্ব্ব, নক্স, সিপিয়া, সলফর।

মিষ্টদ্রব্য আহারে—আর্জ্জেণ্টাই নাই, ক্যাল্‌কেকার্ব্ব, কষ্টি, ক্রোটন, মার্ক।

শাক সবজি আহার হেতু—এলু, আর্সে, ব্রাইও, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমকার্ব্ব, সিপিয়া।

তেজস্কর ঔষধ সেবন হেতু—নক্সভমিকা।

কৃত্রিম খাদ্য আহার হেতু—এলু, ক্যালকেকার্ব্ব, সলফর।

তৈলাক্ত বস্তু আহার হেতু—এণ্টিক্রুড্, কার্ব্বভেজ, পলসে।

অসিদ্ধ ফল মূল আহার হেতু—একো, আর্সে, চায়না, কলসিন্থ, ক্রোটন, পলসেটিলা।

সিদ্ধ ফল মূল আহারের পর—ব্রাইওনিয়া।

কুলপি আহার হেতু—আর্সে, কার্ব্বভেজ, পলসে।

শিশুরা স্তন্য পান করিলে—এথিউ, কফিয়া।

মাংস আহারে—লেপটেণ্ড্রা, কষ্টি, নক্স।

অধিক পরিমাণ অহিফেণ খাওয়ার পর—নক্সভ।

অধিক পরিমাণ মদ্য পানের পর—আর্সে, নক্সভ।

অধিক পরিমাণ তাম্রকুট পান হেতু—ক্যাম্মো, পলসে।

কাফি সেবনে—কলসিন্থ, ফসফরাস।

আহারের পর—আর্জ্জেণ্টাই নাই, চেলিডো, কার্ব্বভেজ, এলোজ, এপিস, আর্সে।

ধূম পানে—কলসিন্থ।

উষ্ণ ব্যঞ্জন আহারে—একো।

উষ্ণ প্রলেপ দিলে—এলিউ, পডো।

লালা গলাধঃকরণ করিলে—কলচিকম।

দুগ্ধ ও তৎসঙ্গে অম্ল আহারের পর—পডো।

আদা খাওয়ার পর—নক্সভমিকা।

ব্যঞ্জনের গন্ধে—কলচিকম।

ডিম্বের গন্ধে—কলচিকম।

তৈলাক্ত মাংসের গন্ধে—কলচিকম।

মৎস্যের গন্ধে—কলচিকম।

খাদ্যের গন্ধে—কলচিকম।

তীব্রগন্ধে—কলচিকম, নক্সভমিকা।

বৃদ্ধি সময় ও অবস্থা ভেদে।

প্রাতে—এথিউ, এলু, এমোনিমিউ, এণ্টিক্রুড, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, ব্রাইও, আইরিস, লাইকো, নক্সভ, ফস্, এফস, পডো।

অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বে—এলোজ, চায়না, সরিনম, সলফর।

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিলে—এথিউ, সরিনম, সলফর।

প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বেড়াইলে—ব্রাইও, লেপ্টেণ্ড্রা।

প্রাতে আহারের পর—আর্জ্জেণ্টনাই।

দিবসে—এমোনিমিউ, ব্যাপটি, ক্যান্থারিজ, সিনা, গমিগটি, ষ্ট্রামনিউ, নক্সভ।

দিবসে ও রাত্রিতে—কেলিকার্ব্ব, মার্ককর, সাইলি।

স্নানেব পর—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

শীতল জলে স্নানের পর—এণ্টিক্রুড।

মধ্যাহ্নে আহারের পর—এলু, এমোনিমিউ।

বৈকালে আহারের পর—আইরিস, এনাইট্রিক, নক্সভ।

অপরাহ্নে—এলোজ, বেলা, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, লাইকো, ডিজি।

সন্ধ্যাকালে—এলোজ, ক্যান্থারিজ, কষ্টিকম, কলসিন্থ, জেলসি, ইপিকা, লেপটেণ্ড্রা।

রাত্রিতে—একো, এলো, এণ্টিক্রুড, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, ব্রাইও, ক্যান্থা, ক্যাপসি, কষ্টি, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কলচিকম, গ্রাফাই, ইপিকা, আইরিস, এফস, পডো, সরিনম, পলসে, ভিরাট।

দুই প্রহর রাত্রির পর—আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, আইরিস, লাইকো, সলফর।

রাত্রিজাগরণে—নক্স।

নিদ্রার পর—বেলা, ব্রাইও, ল্যাকে, জিঙ্কার এ-পিক্রিক।

নিদ্রাকালে—সলফর।

একদিন অন্তর— এলুমিনা, চায়না।

খোলাবাতাসে—এমোনিমিউ, কফিয়া, একো, নক্সভ, ক্যাপসি।

আহারের পর—এলো, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, ক্রোটন, লাইকো, ফস, এফস, পডো, সলফর।

জল পান করার পর—আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, য়্যাসাফি, ক্যাপসি, কলসিন্থ, ক্রোটন, ফিরম, নক্সম, পডো, সিকেলি, সলফর, ভিরাট, এলো, সিনামো, নক্সভ।

ক্রুদ্ধ হওয়ার পর—একো, ব্রাইও, ক্যামো, নক্সভ।

দগ্ধ হওয়ার পর— আর্সেনিক।

সূতিকাগৃহে—ক্যামো, ফস্, সরিনম।

শৈত্য স্পর্শে—একো, এলোজ, আর্সে, বেলা, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্যামো, চায়না, কফিয়া, গ্রাফা, ইপিকা, নক্সভ, সলফর।

কোষ্ঠ বদ্ধের পর—এলুমিনা।

শিশুদিগের দন্তোদ্ভেদের সময়—এথিউ, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, বোরাক্স, কেলিকার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়াফস, ক্যামো, চায়না, কলসিন্থ, ডলকামা, জেলস, ইগ্নে, ইপিকা, ক্রিয়ো, ম্যাগনিকার্ব্ব, মার্কভি, নক্সম, পডো, সরিনম, রিয়ম, সিপিয়া, সাইলি, সলফর, এফস।

কণ্ডু বসিয়া যাওয়ার পর—লাইকো, সলফর, ব্রাইও।

কণ্ডু থাকা কালে—আর্সে, চায়না।

টাইফয়েড জ্বরকালে—এলু, আর্ণি, আর্সে, ব্যাপটি, বেলা, ব্রাইও, এফস্, ভিরাট।

শোক পাওয়ার পর—কলসিন্থ, জেলসি, এফস্, ইগ্নে।

উত্তাপ ভোগের পর—কার্ব্বভেজ।

শিরঃপীড়ার পর—পডো।

আহ্লাদিত হইলে—আর্জ্জেণ্টাইনাই।

হিংসার পর—কলসিন্থ।

ক্রুদ্ধ হওয়ার পর—নক্সভমিকা।

আঘাত লাগার পর—আর্ণিকা।

রতিক্রিয়ার পর—এফস, ফস, নক্সভ।

শরীরস্থ জলীয় অংশ বিনষ্ট হইলে—কার্ব্বভেজ, চায়না, এফস।

রজস্বালা হওয়ার পূর্ব্বে—ভিরাট্রম্।

„ „ „ সময়—এমোনিমিউ, ভিরাট।

„ „ „ পরে—গ্রাফাইটিস।

গর্ভাবস্থায়—এণ্টিক্রুড্, লাইকো, ফস, সলফর।

মানসিক চিন্তার পর—নক্সভমিকা।

বিপদ সংবাদের পর—জেলসিমিয়ম।

ঘর্ম্মরোধ হেতু—একো।

বসন্ত রোগের সময়—আর্সে, চায়না, এণ্টিটার্ট।

উষ্ণ বা শীতল রাত্রিতে—একো, এস্‌ক্লিপিয়াস্।

জলে সিক্ত হওয়ার পর—একো, এগারি, ডল্‌কা, নক্সম্, রস।

ভ্রমণ কালে—এলোজ, এলুমিনা।

দিবসে গরম ও রাত্রিতে শীত—একো।

হামের পর—চায়না, পলসে।

কেশ কর্ত্তন করিলে—বেলা।

মলত্যাগের পূর্ব্বে শরীরের অবস্থা।

নিম্নোদরে বিদীর্ণকর যন্ত্রণা—আর্সে।

নিম্নোদরে বেদনা—এলো, এলু, এমোনিমিউ, আর্জ্জেণ্টনাই, ব্যাপটি, বেলা, ব্রাইও, ক্যাম্ফা, ক্যাপসি, ক্যামো, চায়না, কল্‌চিকম, কলসিন্থ, জেলস্, গ্রাফা, গমিগটি, ইপিকা, লেপটেণ্ড্রা, লাইকো, ফস, পডো, পলসে, ভিরাট।

নিম্নোদরে কর্ত্তনকরবেদনা—একো, এসকিউ, এণ্টিক্রুড, ব্রাইও, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, চেলিডো, কলসিন্থ, ক্রোটন, আইরিস, মার্ক, নক্স, পলসে, সলফর।

নিম্নোদরে জ্বলনশীল বেদনা—আর্সি, লাইকো।

„ চাপক বেদনা—বেলা, সরিণম।

„ উষ্ণতা বোধ—বেলা।

„ চিম্‌টিকাটার ন্যায় বেদনা—এথিউ, বেলা, ক্যাম্ফা, সিনা, গমিগটি, ভিরাট।

নিম্নোদরে বায়ুপূর্ণতা হেতু গব্‌গব্‌ শব্দ—এসকিউ, এপিস, চেলিডো, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, ন্যাট্রমমিউ, ফস, পলসে, সলফর, ভিরাট।

নিম্নোদরে মোচড়ান বেদনা—গমিগটি।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ব্যাপটি, নক্‌সভ, পলসে।

অন্ত্রে বেদনা—এলোজ।

নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—এলো, এমোনিমিউ, ক্যপসি, নক্‌সভ।

বস্তিদেশে হঠাৎ বিদ্ধকর বেদনা—এপিস।

গুহ্যের আক্ষেপিক অবরোধ—প্লম্বম্, বেলা।

শীতানুভব—ব্যাপটি, ফস।

মলবেগ ধারণে অসমর্থ—এলোজ, সলফর।

জননেন্দ্রিয়ের দিকে চাপবোধ—বেলা।

" উত্তাপ বোধ—ক্রোটন, ফস।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা—ব্যাপটি।

বিবমিষা—ইপিকা, একো, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব, চেলিডো।

বস্তিদেশ পূর্ণ ও ভারবোধ—এলোজ।

ঘর্ম্ম—একো, বেলা।

সরলান্ত্রে শীতানুভব—লাইকো।

সরলান্ত্রে জলপুর্ণ বোধ—এলোজ।

বেগ দেওয়া—মার্কিকর, এলো, এমোনি, আর্ণি, ক্যাম্থা, কলচি, কলসিন্থ গমিগটি, লেপটেণ্ড্রা, নক্‌সভ, ফস, প্লম্বম্ সলফর।

পিপাসা—আর্সে।

বৃথা বেগ—নক্‌স।

হঠাৎ বেগ—ফস, পডো, সলফর।

বমন—আর্সে, ইপিকা।

মলত্যাগ কালে শরীরের অবস্থা।

নিম্নোদরে ক্ষতবোধ—আর্সেনিক।

" শূলবেদনা—এলু, আর্জ্জেণ্টনাই, ব্যাপটি, ক্যাম্থা, ক্যাপসি, ক্যামো, কলসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকা, লাইকো, পডো।

নিম্নোদরে আক্ষেপিক বেদনা—আইরিস, সলফর।

„ কর্ত্তনবৎ বেদনা—একো, এলোজ, ক্যাপসি, চেলিডো, কলসিন্থ, গমিগটি, আইরিস, মার্ককর।

নিম্নোদরে টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—প্লম্বম, পডো।

„ চাপক বেদনা—এপিস।

„ চিমটিকাটার ন্যায় বেদনা—ক্যাস্থা, ভিরাট।

„ ক্ষতবোধ—সলফর।

„ ছিন্নকর বেদনা—এলোজ।

গুহ্যদেশে কামড়ানী লাইকো।

„ জ্বালা ও উত্তাপ—এলোজ, আর্সে, বেল, ব্রাইও, ক্যাস্থা, কার্ব্ব-ভেজ, গমিগটি, আইরিস, লাইকো।

গুহ্যদেশে চুলকানি—সলফর।

„ বেদনা—ক্যাস্থা, চায়না, প্লম্বম।

গুহ্যভ্রংশ—ব্রাইও, কলচি, পডো, সলফর।

গুহ্যদেশে ক্ষতবোধ—এপিস।

„ গোঁজ বিদ্ধবৎ—এসকিউ।

পৃষ্ঠে বেদনা—এস্‌কিউ, এমোনিমিউ, ক্যাপসি, নক্‌সভ, পল্‌সে।

মূত্রস্থলীতে বেগ—ক্যাস্থা, মার্ককর।

শীত ও কম্প—পলসে, ভিরাট, আর্সে, ব্রাইও, কলচি, ইপিকা, লাইকো, সলফর, ভিরাট।

পদদ্বয়ের আক্ষেপ—সলফর।

নিদ্রাতুরতা—ব্রাইও।

উদ্গার—ক্যামো।

হস্ত পদে বেদনা—এমোনিমিউ।

বায়ু নির্গমন—একো, এলোজ, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, গমিগটি, পডো।

দুর্গন্ধ বায়ু নির্গমন—এস্‌কিউ, ব্রাইও, কার্ব্বভেজ, আইরিস, এফস্‌।

সশব্দে বায়ু নির্গমন—আর্জ্জেণ্টনাই।

শিরোবেদনা—সলফর।

ললাটে শীতল ঘর্ম্ম—ভিরাট।

অন্ত্রে ক্ষতবৎ বেদনা—কলসিন্থ।

বিবমিষা—আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, বেলা, ক্যামা, চেলিডো, কলসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকা, সলফর, ভিরাট।

ঘর্ম্ম—একো, বেলা, ক্যামো, ক্রোটন।

শীতল ঘর্ম্ম—সলফর, ভিরাট।

উষ্ণ ঘর্ম্ম—সলফর, আর্সে।

সরলান্ত্রে জ্বালা—এলো, এলু, এমোনিমিউ, আর্সে, ক্যাপসি, গ্রাফা।

" বেদনা—এণ্টিক্রুড।

" আক্ষেপ—আর্জ্জেণ্টনাই।

সরলান্ত্রে চাপবোধ—লাইকো।

গুহ্যভ্রংশ—এণ্টিক্রুড, ক্যাম্ফা, ক্রোটন।

সেক্রেম অস্থিতে জ্বালা—ক্যাপসি।

পিপাসা—ব্রাইও, ক্যামো, চায়না।

মূত্রপথে জ্বালা—কলসিন্থ।

বেগদিয়া মূত্র ত্যাগকরা—এলোজ, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণিকা, ক্যাম্ফা, গমিগটি, মার্ককর।

মস্তক ঘূর্ণন—কষ্টি, ক্যামো।

বমন—আর্সে, ব্রাইও, ইপিকা, ভিরাট।

মলত্যাগের পর শরীরের অবস্থা।

নিম্ন উদরে বেদনা—এমোনিমিউ, পলসে।

" " কর্ত্তনকরবেদনা—আর্সে, কলসিন্থ, লেপটেণ্ড্রা, মার্ককর, পডো।

" " শূন্যতাবোধ—ভিরাট্রমএ।

" " গব্‌গব্ করা—চেলিডোনিয়ম।

গুহ্যদেশে কামড়ানি—ক্যান্থারিজ।

গুহ্যদেশে জ্বালা—ক্যাম্ফা, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, গমিগটি, আইরিস, নক্সভ, ফস্‌, সল্‌ফর।

,, চুলকানি—এলো, কার্ব্বভেজ।

,, বেদনা—কলচিকম্‌, কলসিন্থ।

,, খোঁচাবিদ্ধবৎ অনুভব—আইরিস।

,, সূচিকা বিদ্ধবৎ অনুভব—ক্যাম্ফা, গ্রাফা, গমিগটি, পলসে, সলফর।

,, ক্ষতবৎ অনুভব—এলু, এণ্টিক্রুড্‌, এপিস, ক্যামো, গ্রাফা, গমিগটি, পডো, সলফর।

গুহ্যদেশে হুল বিদ্ধবৎ অনুভব—ক্যাম্ফা।

,, ভারবোধ—এলোজ।

গুহ্যভ্রংশ—আর্সে, পডো, সলফর।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ক্যাপসিকম্‌।

শীতানুভব—ক্যাম্ফা।

নিদ্রালুতা—ইথিউ, ব্রাইও, কলচি।

অবসন্নতা—এলোজ, ক্রোটন, ফস্‌।

রক্তস্রাব—এলোজ, গ্রাফা।

উত্তাপ বোধ—ব্রাইও।

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ—লেপ্‌টেণ্ড্রা।

বিবমিষা—একো, কষ্টি, ক্রোটন।

নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—এলোজ, লেপ্‌টেণ্ড্রা, কলসিন্থ।

হৃৎকম্পন—আর্সেনিক।

ঘর্ম্ম—একো, আর্সে।

সরলান্ত্রে জ্বালা—এমোনিমিউ, আর্সে।

,, উত্তাপ বোধ—এপিস।

চাপবোধ—সলফর।

সরলান্ত্র নির্গমন—এণ্টিক্রুড্‌, ক্রোটন, আইরিস।

সরলান্ত্রে মোচড়ান বেদনা—ক্যামো।

বেগ দিলে সরলান্ত্রের বেদনা উপশম বোধ—একো, এসকিউ, এলো, এলু, আর্ণি, আর্সে, ক্যাস্থা, ক্যামো, কলচি, কলসিন্থ, গ্যম্বিগাট, নক্সভ।

পিপাসা—ক্যাপসিকম।

অবিরত বেগ—এথিউ, ক্রোটন, লাইকো, মার্ব্বকর, নক্সভ।

মস্তক ঘূর্ণন—কষ্টিকম্।

দুর্ব্বলতা—আর্সে, ক্যালকেকার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, ইপিকা, ন্যাট্রম মিউ, ভিরাট।

অন্যান্য লক্ষণ।

মানসিক অবস্থা।

ঔদাস্য—ক্যাম্ফর, ফ্যাট্রিফা, এফস।

ক্রুদ্ধতা—এলো, আর্সে।

কর্ণ ও চক্ষুগত লক্ষণ।

কর্ণে সম্ সম্ শব্দ—চায়না।

" টাটরাণ বেদনা—পলসেটিলা।

চক্ষু কাল দাগে বেষ্টিত—আর্সে, কুপ্রম, ইপিকা, লাইকো, ফস, সলফর।

" আরক্তিম—বেলা।

" কোটরগত—বেলা।

" নিমেষ শূন্য—ব্রাইও, ক্যাম্ফর, লাইকো।

" অর্দ্ধ মুদ্রিত—বেলা, পডো, সলফর।

" বেদনাযুক্ত—এপিস।

" তারার মত ছুটিয়া পড়ার ভাব—বেলা, আর্জ্জেণ্টনাই, ক্যালকেকার্ব্ব, চায়না, ইপিকা।

" ঊর্দ্ধ দৃষ্টি—সিকিউটা।

" এক দৃষ্টি—ব্রাইও, ক্যানেবিস।

" বসিয়া যাওয়া—ক্যাম্ফর, কুপ্রম, আইরিস, ফস, পলসে, ভিরাট।

" পীতবর্ণ—চেলিডো, নক্সভ।

নাসিকা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব—ইপিকা, হেমিমে।

" নীল দাগে বেষ্টিত—সিনা।

নাসারন্ধ্রের ধার ক্ষত যুক্ত—এণ্টিক্রুড্।

মুখমণ্ডল।

গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ—এমোনিমিউ, ক্যাপসি, ক্যামো।

গণ্ডের একদিক রক্তবর্ণ অপরদিক পাণ্ডুবর্ণ—ক্যামো।

চিন্তাযুক্ত দৃশ্য—এথিউ, ক্যাস্থা, কুপ্রম।

ভীতি ব্যঞ্জক দৃশ্য—একো।

মুখমণ্ডল নীলাক্ত—একো, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ভিরাট।

" ধূসরবর্ণ—আর্জ্জেণ্টনাই।

" শীতল—আর্সে, বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যাম্ফর, কুপ্রম, ভিরাট।

" বিবর্ণ—আর্সে, ক্যাম্ফর, কুপ্রম।

" মৃত্তিকাবর্ণ—আর্সে, চায়না, নক্সভ।

" চাকচক্যশীল—একো, এথিউ, এমোনিমিউ, ব্যাপটি, বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যাপসি, লাইকো, নক্সভ, ফস।

" গাঢ় রক্তবর্ণ—ব্যাপটি।

" সবুজাভ—কার্ব্বভেজ।

" পাণ্ডুবর্ণ—এণ্টিক্রুড্, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণিকা, আর্সে বেলা, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যাম্ফর, ক্যাস্থা, কার্ব্বভেজ, চায়না, সিনা, কলচি, কুপ্রম, ইপিকা, ন্যাট্রমমিউ, নক্সভ, ফস, এফস, প্লম্বম, সরিণম, পলসে, সলফর।

মুখমণ্ডল রুগ্ন—আর্জ্জেণ্টনাই, কষ্টি, লেপটেণ্ড্রা, প্লম্বম্, সলফর।

" বসিয়া যাওয়া—এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণিকা, ক্যালকেকার্ব্ব।

" শীতল ঘর্ম্মযুক্ত—আর্সে, ক্যাম্ফর, সলফর।

" স্ফীত—এপিস।

মুখমণ্ডল পীত বর্ণ—আর্সে, নক্সভ।
,, মোমের বর্ণ—এপিস, আর্সে।
ওষ্ঠ কাল—একো, আর্সে, ভিরাট্রম, কুপ্রম।
,, শীতল—আর্সে, কুপ্রম, ভিরাট।
,, বিদারিত—আর্সে, ব্রাইও, ক্যাপসি।
,, শুষ্ক—একো, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্সে, ব্রাইও, চায়না, ক্রোটন, ভিরাট।
,, লোহিত বর্ণ—এলোজ, সলফর।
,, স্ফীত—ব্রাইও, ক্যাপসি।
,, উপরেরটী স্ফীত—ক্যালকেকার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউ।

মুখাভ্যন্তর।

মুখাভ্যন্তরে ক্ষত—বোরাক্স, মার্ক, ইথিউ, আর্স, ব্যাপটি, ক্যালকেকার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউ, সলফর।
মাড়ি হইতে রক্তপাত—আর্জ্জেণ্টমনাই, ব্যাপটি, কার্ব্বভেজ, নক্স, এনাইট্রিক।
,, ক্ষত—আর্জ্জেণ্টনাই, মার্ক, এনাইট্রিক,।
,, কোমল—ন্যাট্রমমিউ, ক্যালকেকার্ব্ব।
,, স্ফীত—ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যামো, জেলসি, নক্স, এফস।
মুখে জ্বালা—আইরিস।
মুখ শুষ্ক—এসকিউ, বেল, ব্রাইও, ক্যালকেকার্ব্ব।
,, উত্তপ্ত—কলচিকম।
মুখভ্যন্তরে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি—ন্যাট্রমমিউ।
,, ফোস্কার ন্যায় ,, —ক্যান্থা।
মুখে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা—ন্যাট্রমমিউ, এফস, পলসে।
,, রক্তসংযুক্ত লালা—আর্স
,, জলবৎ লালা—এণ্টিক্রুড, বেল, ক্যালকেকার্ব্ব, কার্ব্বভেজ, চায়না, কলচি, ইপিকা, আইরিস, পলসে, সলফর, ভিরাট।

মুখে ধূনিত কার্পাসবৎ লালা—পলসে।
,, দুর্গন্ধ—লাইকো, নক্স, পডো, পলসে, মার্ক।

স্বাদ।

মুখের আস্বাদ মিষ্ট—কুপ্রম।
,, ,, তিক্ত—একো, এলো, এমোনিমিউ, আর্ণি, আর্স, ব্রাইও, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কলসিন্থ, গ্রাফা, গমিগটি, আইরিস, লাইকো, নক্স, ফস, পলসে, সলফর, ভিরাট।
,, ,, তিক্ত ডাল ব্যতীত সমস্ত দ্রব্যের—একো।
,, ,, ধাতব—চেলিডো, মার্ক, কুপ্রম।
,, ,, দুরিত—আর্ণি, ক্যাপসি, গ্রাফা, আইরিস, নক্স, পলসে, সলফর, ভিরাট।
,, ,, তীব্র—কার্ব্বেভেজ।
,, ,, লবণাক্ত—ফস।
মুখের আস্বাদ অম্লাক্ত—আর্ণি, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যাপসি, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, গ্রাফা, লাইকো, নক্স, ফস, সলফর, ভিরাট।
,, আস্বাদহীনতা—কুপ্রম, ন্যাট্রমমিউ, পলসে।

খাদ্যদ্রব্যের বিকৃত আস্বাদ।

খাদ্যের আস্বাদ অম্ল—ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যাপসি, লাইকো।
,, ,, ঘাসের ন্যায়—সলফর।
,, ,, মিষ্ট—কুপ্রম, ফস, সলফর।
,, ,, জলবৎ—ক্যাপসি।

জিহ্বা।

জিহ্বা জ্বালাযুক্ত—কলসিন্থ, গমিগটি।
,, বাহির করিলে চিটমিট করা—এপিস।

জিহ্বা পরিষ্কার—ইপিকা, কস্।
,, কাল—আর্স।
,, ধূসর বর্ণ—আর্স, ব্রাইও, সলফর।
,, দাগযুক্ত—বেল।

জিহ্বা শুভ্রবর্ণ—এণ্টিক্রুড্, ব্রাইও, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, কলসিন্থ, জেলস্, আইরিস, নক্স, ফস, পডো, পলসে, ভিরাট।
,, পীতবর্ণ ও ধূসরবর্ণ—ব্যাপটি।
শুষ্ক—এলো, এপিস, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইও, ক্যামো, ফস, পডো, সলফর, ভিরাট।
,, লোহিতবর্ণ—এলো, বেল, ব্রাইও, কলসিন্থ, ভিরাট।
,, চাকচক্যশীল—এপিস।
,, অগ্রভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণযুক্ত—এপিস।

গলনলী।

গলনলী শুষ্ক—এসকিউ, লাইকো।
,, মধ্যে চাপবোধ ও কোন বস্তু আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ—কষ্টি-কম।
,, আক্ষেপ যুক্ত—কুপ্রম।
,, জ্বালাযুক্ত—ক্যাম্ফর।
,, চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ ও তজ্জন্য গিলন কষ্ট—এলু, কলচি।

ক্ষুধা।

ক্ষুধা অত্যন্ত—ক্যালকেকার্ব্ব, কলসিন্থ, লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, সরিণম, সলফর, ভিরাট।
,, ,, প্রথম বেলায়—সলফর।
,, নিবারিত না হইলে শিরো বেদনা—লাইকো।
,, বোধহয় পরক্ষণে কিন্তু থাকে না—সিনা।

ক্ষুধা না থাকা—এমোনিমিউ, এপিস, আর্ণি, বেল, ক্যাম্বা, চেলিডো,
চায়না, কলচি, গমি, আইরিস, নক্স, পডো, সরিণম,
পলসে, সলফর, ভিরাট।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে রুচি।

খাইতে ইচ্ছা অম্ল দ্রব্য—এলু, এণ্টিক্রুড, আর্ণি, আর্সে, ব্রাইও, চায়না,
সিনা, পডো, সরিণম, ভিরাট।

খাইতে ইচ্ছা তিক্তদ্রব্য—ন্যাট্রম মিউ।

" " চা খড়ি—নক্স।

" " কয়লা—এলুমিনা।

" " দগ্ধ মৃত্তিকা—এলু।

" " মৃত্তিকা—এলু।

" " শীতল বস্তু ও শীতল জল—আর্সে, বেল, ব্রাইও, ফস, ভিরাট।

" " উষ্ণ জল—চেলিডো, কুপ্রম।

" " তৈলাক্ত বস্তু—নক্সভমিকা।

" " ফল—ভিরাট।

" " দুগ্ধ—চেলিডো।

" " মৎস্য—ন্যাট্রমমিউ।

" " পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড—এলু।

" " শুষ্ক তণ্ডুল—এলু।

" " লবণ—ন্যাট্রমমিউ।

" " লবণাক্ত দ্রব্য—ক্যালকেকার্ব্ব, ন্যাট্রমমিউ।

" " শর্ক্করা—আর্জ্জেণ্টনাই।

" " মিষ্ট খাদ্য—ক্যাল্‌কেকার্ব্ব, ইপিকা, লাইকো।

" " উষ্ণ দ্রব্য—কুপ্রম।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে অরুচি।

খাইতে অনিচ্ছা অম্ল দ্রব্য—বেলাডনা

" " রুটি—লাইকো, ন্যাট্রমমিউ, নক্স, পলসে।

খাইতে অনিচ্ছা—ব্যঞ্জন—আর্ণি।
" " জল—ক্যাম্বা।
" " মৎস্য—গ্রাফা।
" " সমস্তপ্রকারখাদ্যদ্রব্য—আর্ণি, বেল, ক্যাম্বা, ক্যামো, কলচি, ইপিকা।
" " তৈলাক্ত বস্তু—পলসে।
" " মাংস—এলো, এলু, আর্ণি, বেল, গ্রাফা, লাইকো, পলসে, সলফর।
" " দুগ্ধ—পলসে।
" " স্তন্য দুগ্ধ—এণ্টিক্রুড।
" " মিষ্ট দ্রব্য—কষ্টি, গ্রাফা।
ধুমপানে অনিচ্ছা—লাইকো।
তামাক খাইতে অনিচ্ছা—ক্যাম্বা, নক্স।

উদ্গার।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়। এণ্টিক্রুড, আর্সে, বেল, চায়না, কার্ব্বভেজ, ইপিকা, আইরিস, লাইকো।
উদ্গার তিক্ত—এমোনিমিউ।
" দুর্গন্ধযুক্ত—আর্ণি, কার্ব্বভেজ, গ্রাফা, সরিনম।
" উচ্চশব্দে—আর্জ্জেণ্টনাই, কার্ব্বভেজ।
" তীব্র—কার্ব্বভেজ, গ্রাফা।
" দূষিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত—আর্ণি, সরিণম।
" অম্লাক্ত—আর্ণি, সরিণম।
" হিক্কাযুক্ত—ইথিউ, কার্ব্বভেজ, নক্স।

পাকস্থলী।

পাকাশয়ে জ্বালা—আর্সে, ক্যাম্ফ, ক্যামো, কলচি, ক্রোটন।
শীতলতা—ক্যাপসি, কলচি।

পাকাশয়ে শীতল প্রস্তর অবস্থানবৎ—একো।
" বস্ত্রের বন্ধনে যাতনা—লাইকো, নক্স, ন্যাট্রমমিউ।
" শূন্যতা বোধ—ফস, সলফর।
" পূর্ণতা বোধ—আর্ণি, লাইকো।
" বেদনা—আর্সে কলসিন্থ, কুপ্রম, লাইকো।
" চাপ বোধ—ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্রোটন, ভিরাট্রম।
" দুর্ব্বলতা বোধ—ব্যাপটি, লাইকো, নক্স, সলফর।
" টনটনি বোধ—ক্যাম্ফর, লাইকো।

নিম্নোদর।

নিম্নোদরে জ্বালা—এপিস, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, ক্যান্থা, কার্ব্বভেজ, কলচি।
" শীতলতা বোধ—আর্ণি।
" বেদনা—এসকিউ, এলোজ, এলু, চায়না, আর্জ্জেণ্টনাই, ব্রাইও, ক্যাম্ফর, ক্যান্থা, কফিয়া, কলচি, কলসিন্থ, ক্রোটন, কুপ্রম, গমি, ইপিকা, আইরিস, নক্স, পডো, পলসে, সরিণম।
" কর্ত্তনবৎ বেদনা—একো, আর্ণি, বেল, ক্যামো, চায়না, সিনা, কলসিন্থ, নক্স, সলফর।
" চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা—এলো, কলসিন্থ, ইপিকা, নক্স।
" চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা—এমোনিমিউ, চায়না, সিনা, ইপিকা, সলফর।
" ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা—বেল, ক্যামো।
" খিল ধরা—কুপ্রম।
" স্ফীত—একো, এলোজ, এপিস, আর্ণি, আর্সে, বেল, ক্যালকার্ব্ব, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, কষ্টি, চায়না, কফিয়া, কলচি, কলসিন্থ, ক্রোটন, গ্রাফা, আইরিস, ন্যাট্রমমিউ, ফস, এ ফস, লাইকো
শূন্যতা বোধ—ফস, পডো।

নিদ্রোদরে ভুটভাট শব্দ—আর্ণি, চায়না, এ ফস, লাইকো।

„ পূর্ণতা বোধ—এলো, গ্রাফা, লাইকো।

„ গড় গড় শব্দ—এলোজ, গম্মিগাট।

„ শক্ত বোধ—গ্রাফা।

„ উত্তাপ বোধ—এলো, পডো।

„ চাপ বোধ—এলোজ, কুপ্রম।

„ শব্দ (ডাকা)—এসকিউ, এলো, আর্ণি, কলসিন্থ, গম্মি, আইরিস, লাইকো, এ ফস, পলসে।

„ টনটনি—একো, এলোজ, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, বেল, ক্যান্থা, কফিয়া, কলসিন্থ, ক্রোটন, কুপ্রম, গম্মিগাট্টি, মার্ক, নক্স, ভিরাট।

„ সংকোচনতা—আর্জ্জেণ্ট নাই।

বায়ু নিঃসরণ।

এই অধিকারে এমোনিমিউ, কার্ব্বভেজ, চায়না, নক্স, এ ফস, ইগ্নে, লাইকো, পলসে, সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

বায়ু নিঃসরণ দুর্গন্ধযুক্ত—আর্ণি, চায়না, সরিণম, সলফর।

„ „ দুরিত—কার্ব্বভেজ।

„ „ রসুনের গন্ধযুক্ত—এগারিকাস।

„ „ দুরিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত—আর্ণি, ক্যাম্ফ, সলফর, এণ্টিটার্ট, টিউক্রি।

„ „ অম্লগন্ধ যুক্ত—আর্ণি, ক্যালকে, ক্যামো, হিপার, মার্ক, ম্যাগনে-কার্ব্বভেজ, ন্যাট্রমমিউ, সিপি, সলফর।

„ „ কোন প্রকার গন্ধ না থাকা—য়ম্ব্রা, বেল, কার্ব্বভেজ, লাইকো।

„ „ অত্যন্ত শব্দ—কষ্টি, ল্যাকে, মার্ক, সিলা, টিউক্রি, জিঙ্ক।

„ „ উষ্ণ বোধ—একো, এলোজ, ক্যামো, ফস, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক, কার্ব্বভেজ, চায়না।

বায়ু নিঃসৃত না হইয়া উদর গড় গড় করা—লাইকো।

অধো দিক্ দিয়া বায়ু নিঃসৃত না হইয়া উদ্গার রূপে ঊর্দ্ধ দিক্ দিয়া উত্থান—র‍্যাফেনাস্।

গুহ্যদ্বার।

গুহ্যদেশ হইতে মুখ পর্য্যন্ত স্থানে জ্বালা—আইরিস।

„ „ মধ্যে জ্বালা—এলোজ।

„ ক্ষতযুক্ত বোধ—এসকিউ।

„ খোলা থাকার ন্যায় বোধ—ফস।

„ চুলকাণি—এসকিউ।

„ হইতে অজ্ঞাতসারে মল ক্ষরণ—এপিস, ফস্।

„ „ রক্তস্রাব—এসকিউ, এলোজ, গ্রাফা, ফস।

„ ভ্রংস—ক্রোটন, পডো।

শিশু-উদরাময়।

ডায়েরিয়া ইন্‌ফ্যাণ্টম্‌।

বালকদের উদরাময় অতি সাধারণ পীড়া, সামান্য কারণেই ইহাদের এই রোগ ঘটিয়া থাকে। উদরাময় হেতু শিশুগণ কখন কখন এতদূর ক্লিষ্ট হয় যে, মৃত্যুও সংঘটিত হইয়া থাকে। যদি বা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তথাপি দীর্ঘ-কাল ব্যাধি ভোগ হেতু শিশুগণ অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হয়। তাহা-দের সুগোল কমনীয় মূর্ত্তি থাকে না, চক্ষু ও গণ্ডস্থল খাদে পতিত, চর্ম্ম মলিন ও কুঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধের আকৃতি প্রাপ্ত, হস্ত-পদ শুষ্ক, মস্তক বৃহৎ, গ্রীবাদেশ শুষ্ক হওয়াতে মস্তকের ভার বহনে অসমর্থ, পঞ্জরাস্থি স্পষ্টরূপে অনুভূত, উদর কখন বৃহৎ কখন বা খাল দিয়া পতন, গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গমন, বহুবার গাত্র ধৌত করাইলেও দুর্গন্ধ দূরীভূত না হওয়া। শিশুর অমিয় বদনে স্বভাবজাত হাসি থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে অবিরত রোদন ও বিরক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে শিশু সর্ব্বদা মনের সুখে ক্রীড়া করিত, সে এক্ষণে কিছুতেই শান্ত হয় না। মাতৃক্রোড়ে বা শয্যায় কোথাও থাকিয়া সুখ নাই, কেবলই রোদন করিয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া থাকে। বয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের পীড়ার চিকিৎসা অতি কঠিন, কেননা তাহারা স্বয়ং রোগলক্ষণ কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল মলগত লক্ষণ ও বাহ্যিক প্রকৃতি দৃষ্টে চিকিৎসা করিতে হয়, এই হেতু উদরাময় অধ্যায়ে ইহাদের চিকিৎসা প্রণালী একবার সাধারণ ভাবে বিবৃত হইয়া থাকিলেও বিশেষভাবে "শিশু-উদরাময়" এই স্থানে পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত শিশু-উদরাময় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম তরুণ, দ্বিতীয় পুরাতন উদরাময়।

১ম। তরুণ উদরাময়—অকস্মাৎ স্রোতোবেগে প্রচুর পরিমাণে ভেদ, বারম্বার ভেদ, মলের বর্ণ পীত, হরিৎ ও শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট, অধিকাংশ সময় তাহাতে জমাট দুগ্ধের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ খণ্ড বর্ত্তমান, মলের গন্ধ অধিকাংশ সময়ই অম্লময়, কখন বা দুর্গন্ধ এবং দুষিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। মলত্যাগের

পূর্ব্বে প্রায়ই উদরে বেদনা বোধ হয়, এজন্য শিশুরা ক্রন্দন করিয়া থাকে। কখন কখন শুভ্র বা পীতবর্ণের মলস্রাব হইলেও তাহা বায়ু সংযোগে সবুজবর্ণের হইয়া থাকে। এই সময় বমন লক্ষণও প্রায়ই দেখা যায়, বমনে জমাট দুগ্ধ ও শ্লেষ্মা উদ্গীরিত হয়, কখন কখন দুগ্ধ পানমাত্রই নাকে মুখে বমন হয়, কখন বা ক্রমে ক্রমে পীত দুগ্ধ একেবারে বমন হইয়া নির্গত হয়। বমিত দুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে অম্লগন্ধ বর্ত্তমান থাকে। কখন বা অত্যধিক পরিমাণে লালা পতন হইতে দেখা যায়। অল্প বা অধিক পরিমাণে পিপাসা জন্মে, শিশুগণ জল পানের জন্য ব্যস্ত হয় এবং নিকটস্থ ঘটী বাটী ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাইয়া দেয়, জল দিলে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পান করে, স্তন্যপায়ী নবজাত শিশুগণ পিপাসার্ত্ত হইয়া ব্যস্ততার সহিত স্তন্য পান করিয়া থাকে। দন্ত উদ্ভেদ সময় শিশুগণ প্রায়ই উদরাময়ে ক্লিষ্ট হয়, এই সময় জ্বর, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং সর্ব্বাঙ্গে কনভল্‌সন্ হইয়া থাকে।

২য়। **পুরাতন উদরাময়**—তরুণ উদরাময় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে সচরাচর পুরাতন উদরাময়ের আকার ধারণ করে, গণ্ডমালিক ও ক্ষয় রোগগ্রস্ত বালকদের প্রথম হইতেই পুরাতন উদরাময়ের লক্ষণযুক্ত ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুরাতন উদরাময়ে সচরাচর দিন রাত্রিতে চারি পাঁচবার মল নিঃসরণ হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন মলদ্বারের সংকোচক পেশী শিথিল হইয়া যায় ও উন্মুক্ত মলদ্বার দিয়া অবিরত মলস্রাব হইতে থাকে। মলে অজীর্ণ দুগ্ধ বা বার্লি, আম ও রক্তমিশ্রিত থাকে, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ হয়, তরুণ উদরাময়ের মল সদৃশ এই মলে অম্লগন্ধ প্রায়ই থাকে না, কিন্তু দুর্গন্ধ প্রায় সর্ব্বদাই থাকে, দুরিত ডিম্ব বা গলিত মৃতদেহের গন্ধযুক্ত মল অনেক সময় নির্গত হয়, শিশুর লোমকূপ দিয়াও দুর্গন্ধ নির্গত হয়, এজন্য বালককে বারম্বার ধৌত করিলেও গাত্রের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয় না। শিশু যে গৃহে অবস্থান করে মলের গন্ধে ঐ গৃহের সমস্ত বায়ু দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। বালক ক্রমশঃ শুষ্ক ও হীনবল শরীরের বর্ণ মলিন, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, বদনের চর্ম্ম কুঞ্চিত, গ্রীবাদেশ ক্ষীণ এবং অচিরেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়।

কারণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে দন্তোদ্ভেদ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত উদরাময় হয় তাহা প্রায়ই ধাত্রী ও মাতার অসাবধানতা নিবন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে। সচরাচর বাসি দুগ্ধ বা অধিক পরিমাণ দুগ্ধপান হেতু এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্তন্যদায়িনীর স্তন প্রদাহিত ও স্ফীত হইলে সেই স্তনের দুগ্ধ পান করিয়া শিশু নিশ্চয়ই উদরাময়প্রাপ্ত হয়। পল্লিগ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবারেই কলহ বিবাদ লাগিয়া থাকে, শ্বশ্রূ ও ননদিনীরা বধূদিগকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, বধূদের শরীরে যে সুখ দুঃখ বোধ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না বলিলেই চলে। এ জন্য বধূরা অতি অযত্নে রক্ষিতা হন, তাঁহাদের স্নান আহারের নিয়মই নাই। গলিত ও বাসি অন্ন সচরাচর আহার করিতে হয়। দূষিত খাদ্যভোজী অবলার স্তন্যপান করিয়া শিশুগণ সহজেই উদরাময় প্রাপ্ত হয়। যদি বা কোন কোন পরিবারে আহারের কষ্ট অধিক হয় না, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যগুলি এমনই কর্কশ যে তাহা বধূর গাত্রে তীরবৎ বিদ্ধ হয়, অনেক পরিবারে শ্বাশুড়ী বধূতে বিবাদ দিন রাত্রি লাগিয়াই আছে, রমণীগণ ক্রোধপরায়ণা হইলে তাঁহাদের স্তন্য দুগ্ধও বিকৃত হয়, ঐ বিকৃত দুগ্ধ শিশুর উদরে গিয়া ভেদ-বমন উপস্থিত করে। অন্য কোন কারণ না থাকিলেও কেবল এই কারণ বশঃতই আমাদের দেশে অধিকাংশ বালকের উদরাময় হইয়া থাকে।

অনেক সময় দরিদ্র লোকেরা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অন্নমণ্ড বা এতাদৃশ অন্য কোন কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করে, এইরূপ গুরু বস্তু শিশুর উদরে সহ্য হয় না এবং উহা উদরাময়ের কারণ স্বরূপ হয়। পক্ষান্তরে ধনী লোকেরা দুগ্ধের সহিত প্রচুর পরিমাণ মিশ্রি বা চিনি মিশ্রিত করিয়া আহ্লাদ সহকারে শিশুকে অধিক পরিমাণে পান করাইয়া থাকেন, ইহাতে বিপরিত ফলই উৎপন্ন হয়, মাত্রাধিক মিষ্ট ও প্রচুর দুগ্ধ শিশুগণ জীর্ণ করিতে পারে না এবং শীঘ্রই উদরাময়ে পীড়িত হইয়া পড়ে। শিশুদের দন্তোদ্ভেদ সময় মাড়িতে একপ্রকার উত্তেজনা জন্মে; ঐ উত্তেজনা পাকাশয়ে নীত হইয়া উদরাময়ের উৎপত্তি হয়, এই হেতু অধিকাংশ শিশুর দন্ত উত্থান কালে উদরাময় হইতে দেখা যায়।

বালকেরা যখন হামাগুড়ী দিতে শিখে তখন তাহারা ইচ্ছামত অঙ্গনে বিচরণ করে এবং নিকটে যাহা পায় তুলিয়া মুখে দেয়, এইরূপে মৃত্তিকা,

কাক-বিষ্ঠা, প্রস্তর কণা, নানাজাতীয় কীট ও বহু প্রকারের শস্য ইত্যাদি উদরস্থ করিয়া থাকে। এই সমস্ত পদার্থ উদরে গিয়া পাকাশয়ে বিশেষ প্রকার উত্তেজনা জন্মায় ও তজ্জন্য ইরিটেটিব উদরাময় সংঘটিত হইয়া থাকে। বালকদিগকে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে দিলে যে কেবল উদরাময় ঘটে এমত নহে, আরও অনেক প্রকার বিপদ উৎপন্ন হইতে পারে। বিগত ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে আমি যখন বারাকপুর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট হস্পিটলের চার্জ্জে নিযুক্ত ছিলাম, তখন মণিরামপুরের একটী বালকের মৃতদেহ পরীক্ষার্থ আমাদের নিকট আনীত হইয়াছিল। বালকটী ইচ্ছামত অঙ্গনে বিচরণ করিতে করিতে একটী তেঁতুলের বীজ মুখে দিয়া গলাধঃকরণের চেষ্টা করে, কিন্তু বীজটী আহার নালী দিয়া না গিয়া শ্বাস পথে গমন করে এবং তাহাতে বায়ুপথ অবরুদ্ধ হইয়া শিশুটী প্রাণত্যাগ করে। আমরা তাহার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শ্বাস নালীতে ঐ বীজটী পাইয়াছিলাম। এইরূপে কত বালক যে কতস্থানে অনবধান বশতঃ মৃত্যু কবলিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। আমাদের দেশীয় পিতামাতাগণ যেমন পুত্রমুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হন, তেমনি সন্তানগণকে লালনপালন করার পদ্ধতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলী শিক্ষা করিতে ব্যস্ত হইলে আমরা সুখী হইতাম।

চিকিৎসা।

আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম—অতিরিক্ত মিষ্টদ্রব্য আহার হেতু রোগ ও দন্তোদ্ভেদ কালীয় উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। তরল ও সবুজবর্ণের মল, আম ও রক্ত মিশ্রিত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরের বেদনা হেতু ক্রন্দন করা, পিপাসা, মুখ মলিন, বমন, উদ্গার, বমনে স্বচ্ছ ও রজ্জুবৎ তার বান্ধা শ্লেষ্মা নির্গমন, উর্দ্ধ ও অধঃ পথে প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ, নিদ্রাকালে চমকে উঠা ও অস্থির নিদ্রা, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—ভয় পাওয়ার পর উদরাময়, দন্তোদ্ভেদ কালীয় রোগ এবং স্নায়ু প্রধান বালকদের নূতন ও পুরাতন উদরাময়, পীত ও শুভ্রবর্ণের মল, রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধময় আম নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ, অধিক পরিমাণে

হাইতোলা, ক্রন্দন করা, হিক্কা, উদগার, বিবমিষা, নিদ্রা হইতে কান্দিয়া উঠা, কন্‌ভল্‌শন্‌, বিশেষতঃ দন্তোদ্ভেদ কালে। মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও মগ্ন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল রেখা পতিত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইথিউজা—প্রচণ্ড উদরাময়, পিত্ত মিশ্রিত সবুজ ও পীত বর্ণের মল, রক্ত ও অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত গন্ধ শূন্য আম ও মল নিঃসরণ, প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বেও সময় উদরে বেদনা এবং বেগ, মলত্যাগান্তে অবসাদন ও নিদ্রাতুরতা; স্বভাব উগ্র, বদন পাণ্ডুর ও আরক্তিম, মুখে ঘ্যাপথা ক্ষত, পিপাসা, দুগ্ধপান মাত্রই বমন, পীত দুগ্ধ কঠিন দধির ন্যায় জমাট বাঁধিয়া ভেদ ও বমনে নির্গমন, এণ্টিমনিক্রুডম্‌ জ্ঞাপক উদরাময়ে শিশুরা স্তন্য পান করিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ স্তন্যপান করিয়া থাকে। কখন কখন আক্ষেপিক হিক্কার উদ্ভব হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইপিকা কুয়ানা—অবিরত বিবমিষা যুক্ত উদরাময় ও অতিসার, সবুজ বর্ণের ফেণিল, রাব গুড়ের ন্যায় ফেণিল মল ও আম নিঃসরণ, অপরাহ্ণ ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। শিশুর বদন পাণ্ডুর, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল দাগ, মুখ হইতে লালা পতন, ক্ষুধা ও পিপাসার অভাব, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা, নিদ্রাকালে শরীরের স্পন্দন। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

একোনাইট—জলীয় ভেদ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মলক্ষরণ, উদরে বেদনা, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, নাড়ী স্থূল ও দ্রুত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমনিক্রুডম্‌—প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, জলীয় মলে কঠিন গুটলীযুক্ত মল ও জমাট দুগ্ধের খণ্ড বর্ত্তমান, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ, প্রকৃতি অত্যন্ত খিট্‌খিটে, অন্যের দৃষ্টিপাত অসহ্য, নির্জ্জনে থাকিতে ইচ্ছা, নাসাপুট ও সৃক্কণিতে ক্ষত, লালাপতন, পিপাসা, জিহ্বা চূণমার্জ্জিতবৎ শুভ্রবর্ণ, দুগ্ধ পান মাত্রই বমন, দুগ্ধ পানে অনিচ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণিটার্ট—প্রচুর পরিমাণে জলীয় ভেদ, আম ও রক্ত মিশ্রিত ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা। শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বা শিশুকে স্পর্শ করিলে কান্দিয়া উঠে। অতিরিক্ত পিপাসা, কিন্তু অল্প

পরিমাণে জলপান করা, দুগ্ধপানে অনিচ্ছা, বিবমিষা, কষ্টকর বমন, অনেকক্ষণ বমন করার পর নিদ্রাভিভূত হওয়া, মূত্রত্যাগ কালে চিৎকার করা, অল্প পরিমাণ রক্তাক্ত মূত্র নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলুমিনা—দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম খাদ্য আহার জনিত উদরাময়, মলিন রক্তমিশ্রিত ফেনিল মল নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—বালকদেহে উপদংশ বিষ সংক্রমণ হেতু চর্ম্মের বিকৃতি অবস্থায় উদরাময়, একদিন অন্তর রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, সবুজ ভেদযুক্ত উদরাময় ও অতিসার। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড বেন্‌জোইক—শুভ্রবর্ণ জলীয় অথবা ফেনিল রক্তমিশ্রিত মল, মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মলিন মূত্রক্ষরণ, এইটী ইহা প্রয়োগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড মিউরিয়েটিক—দুর্ব্বল ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত বালকের পুরাতন উদরাময়, হরিত, পীত ও কালবর্ণের ভেদ, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, দিবাভাগে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, উদরে ডাক দিয়া বেগে মল নির্গমণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড সল্‌ফিউরিক—দন্তোদ্ভেদ কালীয় উদরাময়, হলুদগোলা জলের মত, আঁঠাল ও ফেনিল আমমিশ্রিত সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, দুর্গন্ধময় মল, লালাপতন, জিহ্বায় ও গালে য়্যাপথা ক্ষত, গাত্র দিয়া অম্লগন্ধ ক্ষরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওলিয়েণ্ডার—অম্লগন্ধযুক্ত জলীয় মলে অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে মলক্ষরণ, প্রাতঃকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কাল দাগ, প্রচুর ক্ষুধা ও অপর্য্যাপ্ত আহার করা, বিবমিষা ও বমন, বমনান্তে পুনরায় ক্ষুধা বোধ, উদরে ডাক ও বায়ু সঞ্চরণ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

য়্যাসাফিটিডা—গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদের দুর্গন্ধময় মলস্রাবযুক্ত উদরাময়, মলের সহিত প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন, শরীরের গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত, উষ্ণ ও বেদনাযুক্ত, শিশুগণ হতবুদ্ধি ও মৌন প্রকৃতির হইয়া থাকে। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলষ্ট্রাম—আম ও পিত্তমিশ্রিত মল, পীত বা সবুজ বর্ণের মল, মলে সর্ব্বদাই অম্লগন্ধ বর্ত্তমান, অত্যন্ত স্নানবীয় উত্তেজনা ও অস্থিরতা, জিহ্বা সাদা অথবা পীতবর্ণ আবরণে আবৃত, অম্লবস্তু ও পিত্ত বমন, গাত্র হইতে অত্যন্ত অম্লগন্ধ নিঃসরণ, জলীয় ভেদ হেতু শিশু শীঘ্রই কঙ্কালে পরিণত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলচিকম্—জলবৎ ভেদ, সবুজ, পীত ও রক্তের ছিটযুক্ত আম, পীতবর্ণের জলীয় ভেদ, জলীয় মলে শুভ্রবর্ণ চাপচাপ মল, বিনা কষ্টে ও অজ্ঞাতসারে মলনিঃসরণ। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে বৃদ্ধি, কখন কখন উদরে বেদনা, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে মোচড়ান বেদনা, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ, মলত্যাগান্তে নিদ্রিত হইয়া পড়া। অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু পথ্য আহারে অনিচ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলিনসোনিয়া—বালকদের পুরাতন উদরাময়, রক্তমিশ্রিত আম, কাল বস্তু মিশ্রিত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে নিম্নোদরে বেদনা, মলত্যাগ কালে কুন্থন, দিবাভাগে বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—অল্প পরিমাণ পিত্তমিশ্রিত মল বারম্বার নির্গমন, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও সময় উদরে অত্যন্ত শূলবেদনা, এজন্য শিশুরা ন্যুব্জ হইয়া বা উপুর হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। স্তন্য পানের অব্যবহিত পরেই মলত্যাগ, উদরে গুরুতর শূল বেদনাই ইহা প্রয়োগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—গণ্ডমালিক বালকদের উদরাময়, দন্তোদ্ভেদ কালীয় রোগ, ধূসর বা শুভ্রবর্ণ মল নিস্রবণ, ত্বরিত ও অম্লগন্ধযুক্ত মল, মলের সহিত জমাট দুগ্ধ নিঃসরণ, অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন। মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ, মস্তক বৃহৎ ও মস্তকাস্থির জোড় অসংলগ্ন, মস্তকের চামড়া পাতলা, মস্তক-চর্ম্মের ভেইন উত্থিত, কণীনিকা প্রসারিত, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ ও মাড়ি স্ফীত, বিলম্বে দন্তোদগম, অম্ল বমন, উদরে হুড়হুড় শব্দ, মস্তকে অতিশয় ঘর্ম্ম, গ্রীবা ক্ষীণ ও মস্তক বৃহৎ। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া ফস—রেকাইটিস, স্ক্রফিউলা, ও ক্ষয় রোগগ্রস্ত বালকদের উদরাময়, মল সবুজবর্ণ, কর্দ্দমবৎ, জমাট দুগ্ধমিশ্রিত, পুঁযময় ও দুর্গন্ধ-

যুক্ত। মলত্যাগ কালে অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। স্বভাব ক্রুদ্ধ ও চিড়চিড়ে, মস্তক বৃহৎ, মস্তকাস্থি কোমল ও জোড় অসংযুক্ত, গ্রীবা সরু, শিরো বেদনা, বিশেষতঃ মস্তকাস্থির সন্ধি স্থানে অধিক বেদনা, চক্ষু নীলবর্ণের বলয় চিহ্নে বেষ্টিত, পিপাসা, পুনঃপুনঃ দুগ্ধ বমন, অত্যন্ত ক্ষুধা ও অবিরত স্তন্য পান করা, লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা, উদরে বেদনা ও বায়ু সঞ্চরণ জনিত গবৃগুব ধ্বনি, মেসেণ্টরিক গ্রন্থি বৃহৎ এজন্য উদর অতিশয় বৃহৎ ও সটান, দিবাভাবে নিদ্রাতুরতা, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে আক্ষেপযুক্ত হইয়া চমকিয়া উঠা, শরীরের গ্রন্থি সমস্ত স্ফীত, মেরুদণ্ড কুব্জ, চর্ম্ম কুঞ্চিত ও বৃদ্ধের ন্যায় দৃশ্য, শীঘ্রই কঙ্কালে পরিণত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যামোমিলা—তরুণ উদরাময়, দন্তোদ্ভেদ কালীয় উদরাময়, সবুজ, ও পীতবর্ণের মল, আম মিশ্রিত মল, অণ্ডের কুসুমবৎ মল, বারম্বার নির্গমন, দূরিত অণ্ডের গন্ধযুক্ত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা। শিশুর স্বভাব অতিশয় কোপন, উদ্ধত ও ক্রন্দন শীল হইয়া থাকে। নানা প্রকার আবদার করে, বহুপ্রকার দ্রব্য যাচ্ঞা করে কিন্তু তাহা দিলে গ্রহণ করে না। অতিশয় ক্রন্দন করে, ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বেড়াইলে কিছু শান্ত হয়। স্তন্যপায়ী বালকেরা রাত্রিতে অতিশয় ক্রন্দন করিয়া থাকে। মাড়ি উষ্ণ ও স্ফীত, জিহ্বা শুষ্ক, শুভ্রবর্ণ, অতিশয় পিপাসা, খাদ্য বস্তু ও জমাট শ্লেষ্মা বমন, নিদ্রাবস্থায় কোঁকান, নিদ্রাকালে কপালে উষ্ণ ঘর্ম্মক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাষ্টোরিয়ম—সুশ্রী ও স্নায়ু প্রধান ধাতুর বালকদের পীড়া, গ্রীষ্মকালীয় উদরাময়, দন্তোদ্ভেদ কালীয় পীড়া, মল সবুজবর্ণের জলীয়, হাই, শীত বোধ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ, অতিশয় পিপাসা। এই অবস্থায় সাধারণ প্রয়োজ্য ঔষধ ব্যবহারে কৃতকার্য্য না হইলে এতদ্দ্বারা ফল লাভ করা যায়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্রোটন টিগ্ লিনম্—হলুদ গোলা জলের মত ভেদ, গাঢ় সবুজবর্ণের আম মিশ্রিত ভেদ, স্তন্য পানের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, মলত্যাগের সময় গুহ্যভ্রংশ, বমন, বমনে ফেনিল তরল বস্তু উদগীরণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—একদিন অন্তর পীড়ার বৃদ্ধি, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত ভেদ, উদরে বায়ু সঞ্চয়, মলের সহিত প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন, দীর্ঘকাল ব্যাধি ভোগ হেতু শরীর শীর্ণ, মস্তকে জলসঞ্চয়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জ্যালাপ—রাত্রিতে বর্দ্ধনশীল উদরাময়, অম্ল গন্ধযুক্ত জলীয় ভেদ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অতিশয় বেদনা, দিবাভাগে কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব, কিন্তু রাত্রিতে অতিশয় চিৎকার ও আবদার করা। বিবমিষা ও বমন, উদরে বেদনা, বদন মণ্ডল নীলবর্ণ, সার্ব্বাঙ্গনী ক্ষীণতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঙ্কম্—আম সংযুক্ত পাতলা মল নিঃসরণ, দন্তোদ্ভেদ কালীয় উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত লাল ও রক্তাক্ত ফেনিল মলস্রাব, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, বদন পাণ্ডুর, চক্ষে আলো অসহ্য, দন্ত ঘর্ষণ, অঙ্গুষ্ঠ নাসিকায় প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া অথবা নাসিকা ধরিয়া আকর্ষণ করা, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, লালা পতন, বিবমিষা, জল পানান্তে বমন, পায়ের নলা কম্পিত হওয়া, নিদ্রাকালে সমস্ত শরীরের কম্পন, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদর বায়ুতে স্ফীত, উদরে গব্‌গব শব্দ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডলকামারা—দিবাভাগে উষ্ণতা ও রাত্রিতে শীত, অকস্মাৎ গ্রীষ্মের পর শীত ও শীতের পর গ্রীষ্ম এইরূপ উষ্ণতার পরিবর্ত্তনশীল সময়ের উদরাময়, শৈত্য সংলগ্ন হেতু রোগ; মল পরিবর্ত্তন শীল, পীত হরিৎ ও শুভ্রবর্ণের জলীয় ভেদ, আম সংযুক্ত মল, অত্যন্ত অম্ল গন্ধযুক্ত মল, দন্তোদ্ভেদ কালীয় রোগ, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, মলত্যাগান্তে পিপাসা ও জলপান, মুখেক্ষত, মাড়ি স্ফীত, জিহ্বা শুষ্ক, আঁঠাল লালা পতন, বিবমিষা ও বমন, মূত্র পথে শ্লেষ্মাক্ষরণ দুগ্ধবৎ মূত্র নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডায়াস্কোরিয়া—শিশুদের প্রাতঃকালীয় উদরাময়, বর্ণহীন কর্দ্দমাক্ত ভেদ, মলে আম জড়িত, মলত্যাগ কালে বেগ ও কুন্থন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—স্তন্যদায়িনীর কদর্য্য আহার হেতু শিশুর উদরাময়, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু উপযুক্ত রূপ মল নির্গমন না হওয়া, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, যকৃৎ রোগ, বিশেষতঃ কামল রোগ ভোগ করা সময় উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

নক্সমস্কেটা—মল পাতলা, ডিম্বের কুসুমবৎ পীতবর্ণ, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, মল পাতলা হইলেও নিস্রবনে কষ্ট বোধ, সরলান্ত্রের শক্তি শূন্যতা, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, মলত্যাগান্তে নিদ্রাতুরতা, ক্ষুণ্ন না হইয়া হাস্য পরিহাসযুক্ত ও প্রফুল্ল, মুখ অতিশয় শুষ্ক, অথচ পিপাসার অভাব, ধূণিত কার্পাসবৎ লালা পতন, অক্ষুধা, দুগ্ধ পানের পর উদর ভার হইয়া উঠা, অতিশয় নিদ্রাতুরতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ন্যাট্রম মিউরিয়েটিকম্—পুরাতন উদরাময়, হরিত, পীত ও মলিন ভেদ, অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ, দিবাভাগে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, উদরে ডাক দিয়া মল নির্গমন। স্বভাব অতিশয় ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, উজ্জ্বল ও তৈল মর্দ্দিতবৎ, উপরোষ্ঠ স্ফীত, মুখের চতুর্দ্দিকে জল পূর্ণ গুটীকার উদ্ভব, সৃক্কণীতে ক্ষত, মুখাভ্যন্তরে য়্যাপথাক্ষত, মাড়ি স্ফীত, কৃষ্ণবর্ণ, স্বরযন্ত্রের অসম্পূর্ণ বর্দ্ধন হেতু বাক্য উচ্চারণে বিলম্ব, বিবমিষা ও বমন, বায়ুতে উদর স্ফীত, অতিশয় শীর্ণতা, গ্রীবা অত্যন্ত সরু এজন্য মস্তকের ভার ধারণে অক্ষম, লবণ ও লবণাক্ত খাদ্য আহারে অতিশয় স্পৃহা। অনিবার্য্য পিপাসা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ন্যাট্রম্ ফস্—অম্লাধিক্যহেতু উদরাময়, অম্লগন্ধ যুক্ত সবুজবর্ণের মল নির্গমন, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত, অন্নবস্তু ও জমাট শ্লেষ্মা বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

পডো ফাইলম—পীত ও সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, রাব গুড়ের ন্যায় আম মিশ্রিত মল, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত পরিবর্ত্তন শীল মল, অজ্ঞাতসারে নির্গমণ, প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি, মলত্যাগর পূর্ব্বে উদরে ঘল্ ঘল্ শব্দ ও শূল বেদনা, মলত্যাগের সময় গুহ্য ভ্রংশ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, শয়নাবস্থায় শিরঃ সঞ্চালন, অর্দ্ধ মুদিত নয়নে নিদ্রা, নিদ্রাকালে দন্ত ঘর্ষণ ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—পরিবর্ত্তন শীল এমন কি দুইবারের মল একরূপ হয় না, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, পিপাসার অভাব, লালা-পতন, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ডাক ও ছিন্ন কর বেদনা, মলত্যাগান্তে পুনরায় উদরের পূর্ণতা, জিহ্বা সাদা, মুখ শুষ্কও দুর্গন্ধযুক্ত। ২য়, ৬ষ্ঠ ত্রিংশ।

ফিরমফস—বারম্বার সবুজ বর্ণের জলীয় ভেদ, মধ্যরাত্রি হইতে প্রত্যুষ পর্য্যন্ত সময়ে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগকালে কুন্থন, শিশু অতিশয় দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পতন, উপাধানে মস্তক সঞ্চালন, অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে নিদ্রা, মূত্র অল্প, নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

বেরাইটা কার্ব্ব—স্ক্রফিউলাগ্রস্ত বালকদের উদরাময়, বালকের চিত্ত অতিশয় ভীত, এমন কি ভয় হেতু গৃহের কোণে গিয়া লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করে। অত্যন্ত ক্ষুধা কিন্তু অল্পাহারেই ক্ষুধার নিবৃত্তি। সমস্ত শরীর শুষ্ক কিন্তু উদরটী বৃহৎ, মেসেণ্টরিক গ্রন্থির স্ফীততা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

বোরাক্স—নূতন ও পুরাতন উদরাময়, মল পীত ও সবুজ বর্ণ, কর্দ্দমবৎ, ফেনিল, আম মিশ্রিত, বিগলিত মাংসবৎ দুর্গন্ধযুক্ত, মস্তক মুখাভ্যন্তর ও করতল উষ্ণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, মুখাভ্যন্তরে ও জিহ্বায় য়্যাপথ্যা ক্ষত, মুখে ক্ষত হেতু স্তন্য পানে অসমর্থ, অস্থির নিদ্রা, নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা, নিদ্রাকালে হস্তপদ বিক্ষেপন, অত্যন্ত শীর্ণতা।৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

বিসমথ—দন্তোভেদ কালীয় উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলত্যাগ, ত্বরিত বায়ু নির্গমন, একাকী থাকিতে অনিচ্ছা, মাতার হস্ত ধরিয়া সঙ্গিদের নিকট লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করা, বারম্বার চমকিয়া উঠা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—মলিন ভেদে অজীর্ণ দ্রব্য ও জমাট দুগ্ধখণ্ড বর্ত্তমান, অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন, প্রথমে কঠিন মল নির্গত হইয়া পরে তরল মল নির্গমন, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়, উদ্ভেদ বিলোপের পর উদরাময়, মলত্যাগকালে গুহ্যভ্রংশ, কোপন ও উদ্ধত স্বভাব, যে বস্তু নাই তাহার জন্য আবদার করা, মস্তক উষ্ণ, উপাধানে শিরঃ সঞ্চালন, অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে নিদ্রা, ওষ্ঠ শুষ্ক, পুরু ও বিদারণযুক্ত এবং শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত, মুখ মধ্য অতিশয় শুষ্ক এমন কি জলে সিক্ত না করিলে স্তন্য পানে অসমর্থ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

মার্কুরিয়াস—মল ফেনিল, রক্তাক্ত, সবুজ ও কাল, অতিশয় কুন্থন, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, মলত্যাগান্তে উপশম বোধ, জিহ্বা লাল ও ক্ষতযুক্ত, অত্যধিক লালা পতন, উদর বৃহৎ ও কঠিন, দুর্গন্ধযুক্ত নৈশঘর্ম্ম, উরু ও পদদ্বয় শীতল, পিপাসা। ৩য় বিচূর্ণ, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়াকার্ব্ব—শিশুর সর্ব্বাঙ্গে অম্লগন্ধ, ফেণিল সবুজবর্ণের মল নিঃসরণ, মলে জমাট দুগ্ধখণ্ড বর্ত্তমান। মলত্যাগের সময় কুন্থন, নৈশঘর্ম্ম, অম্লবস্তু বমন, উদরে শূল বেদনা, শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, মুখে ন্যাপথ্যা ক্ষত, উদরাধ্মান, উদরে ডাক। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রস্টক্স—পুরাতন উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, বেগ ও বিবমিষা, দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় মল জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নির্গমন। শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ, শয্যাশায়ী অবস্থা। মুখে দুর্গন্ধ, জিহ্বা শুষ্ক, ওষ্ঠ নীলবর্ণ, কখন কখন লালা পতন। রাত্রিতে অতিশয় পিপাসা, উদর ভুটভাট ও গুব্‌গাব্ করা, মোহযুক্ত নিদ্রা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি।

রিয়ম—মল অম্লগন্ধযুক্ত, আম মিশ্রিত, পাতলা, পিঙ্গল বর্ণ, শ্বেতাভ, দধির ন্যায়, পীত ও শুভ্রমল বায়ু স্পর্শে সবুজ বর্ণ হওয়া, ফেণিল, উচ্ছলনশীল মল, দন্তোভেদ কালীয় উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কামড়ানি ও শূল বেদনা, মলত্যাগকালে শীত ও কম্প, পাকাশয়ে অত্যধিক অম্লতা হেতু রোগ। উদ্ধত ও ক্রুদ্ধ স্বভাব, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য বস্তুর জন্য আবদার করা কিন্তু তাহা পাইলে অল্প মাত্র আহার করিয়াই পরিত্যাগ করা, বিবমিষা, লালা পতন, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রা হইতে চমকিয়া ও কান্দিয়া উঠা, সমস্ত শরীরে অম্লগন্ধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রিসিনাস—সবুজাভ পীত বর্ণের ভেদ, ঘাসের বর্ণ সদৃশ সবুজ বর্ণের তরল মল, ক্রমশঃ তরল ভেদ, রক্ত মিশ্রিত মল, মুখ শুষ্ক ও ন্যাপথাক্ষতযুক্ত, জ্বর বোধ, শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

র্যাফেনাস—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মুখ বা গুহ্য পথে বায়ু নিঃসৃত না হওয়া, মল পীত, পিঙ্গলবর্ণযুক্ত, ফেণিল, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, প্রচুর পরিমাণে, বেগে নিঃসরণশীল, অতিশয় পিপাসা, বিবমিষা, বমন, অতিশয় দুর্ব্বলতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম্—নূতন ও পুরাতন উদরাময়, কণ্ডু বিশেষতঃ খুঁজলি বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময়, অতিসারযুক্ত উদরাময়, অসম্পূর্ণ মল নিঃসরণ, তরল মলে কঠিন মল মিশ্রিত হইয়া নির্গমন, পথ্য সেবনের পর

রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, অতিশয় ক্ষুধা, অস্থিরতর নিদ্রা, নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা, মুখের বর্ণ মলিন, চক্ষের চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ, প্রাতে মুখ দিয়া দুর্গন্ধ গন্ধ নির্গমন, মুখের আস্বাদ কদর্য্য বলিয়া সকল বস্তুই খাইতে অনিচ্ছা, মিষ্ট দ্রব্য আহারে প্রবল ইচ্ছা, উদর বিশেষতঃ নিম্নউদর স্ফীত ও গব্‌গব্‌ শব্দযুক্ত, মূত্রত্যাগে যন্ত্রণা বোধ, ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইলে আরাম বোধ, কিন্তু বসিলেই ক্রন্দন করা, শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণতা ও কঙ্কালে পরিণত হওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাক্‌টিকএসিড্‌—সবুজবর্ণের তরল মলে জমাট দুগ্ধখণ্ড বর্ত্তমান। জলীয় মলে সবুজবর্ণের আমমিশ্রিত। বিবমিষা ও ওয়াক কিন্তু বমন হয় না। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস্‌—মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত, অকস্মাৎ মলবেগ টাইফয়েড উদরাময়, অজ্ঞাতসারে দুরিত মলক্ষরণ, নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যানম—সবুজবর্ণের মল অল্প পরিমাণে ও কষ্টে নির্গমন, অত্যন্ত শূল বেদনা, উদরের বেদনা নিবারণার্থ শিশুগণ মাতার কন্থুই উদরে ঠেকা দিয়া রাখে, মূত্রত্যাগে যন্ত্রণা, মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ থাকিলেও অল্প অল্প মূত্র নির্গমন, দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মূত্রত্যাগ। অধঃশাখার পক্ষাঘাত. পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ ঘর্ম্মাবৃত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—পীতাভ তরল মলে রক্তমিশ্রিত আম, অজ্ঞাতসারে ও বায়ুনির্গমন কালে মল নিঃসরণ, সামান্যমাত্র আহার গ্রহণেই রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনা, মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ, মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ ও নিষ্প্রভ, জিহ্বায় য্যাপথা ক্ষত, লালাপতন, দন্ত কাল ও ভঙ্গুর, মাড়ি স্ফীত, দুর্গন্ধ বায়ু নির্গমন, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা, রাত্রিতে অনিদ্রা, চর্ম্ম লাল দাগযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত নৈশঘর্ম্ম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—শিশুদের পুরাতন উদরাময় ও অতিসারে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে মহাগন্ধক নামক ঔষধ বাল-গ্রহণীতে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, উহা গন্ধকেরই একটী

প্রয়োগরূপ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণও সলফর অতি যত্নের সহিত উদরাময়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মল আদভাঙ্গা, ছাকড়া ছাকড়া, অম্লগন্ধযুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল, পূয়ময়, আম ও রক্তমিশ্রিত, বাতাজীর্ণ ও বাল-গ্রহণী। শেষ রাত্রি ও প্রত্যূষে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগান্তে গুহ্যভ্রংশ ও নিদ্রাতুরতা, স্বভাব অতিশয় কোপন ও উদ্ধত, কপালাস্থির জোড় অসংলগ্ন, বদন পাণ্ডুর, রুগ্ন ও শীতল ঘর্ম্মে আবৃত, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ ময়লায় আবৃত, কিন্তু পার্শ্বদ্বয় লাল, পিপাসা, ক্ষুধার অভাব, কখন কখন প্রবল ক্ষুধা ও প্রচুর পরিমাণে আহার করা, পীতদুগ্ধ অম্লাক্ত হইয়া বমন, উদর বৃহৎ ও কঠিন, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন, মূত্রকৃচ্ছ্র, হস্তপদ শীতল, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে নিদ্রা, চিৎকার দিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়া, চর্ম্ম রুক্ষ ও কুঞ্চিত, বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতি, গাত্র হইতে দুর্গন্ধক্ষরণ, বারম্বার ধৌত করাইলেও দুর্গন্ধ বিদূরিত হয় না। গ্রন্থির স্ফীততা, দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ, দেহ ক্রমশঃ কঙ্কালে পরিণত। ৬ষ্ঠ, ৩০শ, ২০০ শত শক্তি।

সরিণম—দুর্গন্ধযুক্ত মলিন পাতলামল, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণ, রাত্রিতে ও প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, রাত্রিতে ক্রন্দন করিয়া জাগরণ, দিবাভাগে নিদ্রাতুরতা, রোগের প্রচণ্ডাবস্থায় প্রবল ক্ষুধা ও বারম্বার আহার করা, কিন্তু রোগ আরোগ্য হওয়া কালে ক্ষুধার অভাব, চর্ম্ম অপরিষ্কার, গাত্র হইতে দুরিত মলের ন্যায় বা গলিত মাংসের ন্যায় দুর্গন্ধক্ষরণ, বারম্বার ধৌত করাইলেও গায়ের গন্ধ দুরীভূত হয় না। শিশুদের পুরাতন উদরাময়ে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সাইলিসিয়া—পুরাতন উদরাময়, গণ্ডমালিক ধাতুগ্রস্ত বালকদের উদরাময়, মল কর্দ্দমবৎ, ফেনিল, আমমিশ্রিত, অন্নমণ্ড সদৃশ, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, মস্তকাস্থির জোড় অসংলগ্ন, মস্তকে জল সঞ্চয় হেতু মস্তক বৃহৎ, মস্তক হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, বমন, উদর বৃহৎ ও কঠিন, উদরে বায়ুসঞ্চয়জনিত ডাক, অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন, শয্যামূত্র, মূত্রস্তম্ভ, পদের ক্ষত হইতে অধিক পরিমাণ পূঁয়ক্ষরণ,

ক্ষণভঙ্গুর নিদ্রা, গাত্র সামান্যরূপ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিলেও অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

সিনা—শিশুদের উদরাময়, দন্তোদ্ভেদ কালীয় উদরাময়, আমমিশ্রিত তরল মল নির্গমন, মূত্র শুভ্রবর্ণ ও অপরিষ্কার, প্রকৃতি অত্যন্ত উদ্ধত, ক্রন্দনশীল, বদন পাণ্ডুবর্ণ, নাসিকা ও গুহ্যদ্বারে চুলকাণি, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রাকালে অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উদরে ক্রিমিহেতু উদরাময় হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

সিপিয়া—নূতন ও পুরাতন উদরাময়, আমাশয়িক উদরাময়, সবুজবর্ণ, মাৎগুড়ের ন্যায়, দুর্গন্ধময়, আমসংযুক্ত ভেদ। গুহ্যপেশীর শক্তিহীনতা জন্য অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন, মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ। কপালাস্থির জোড় অসংলগ্ন, চক্ষু কোটরগত, মুখ হইতে দুর্গন্ধক্ষরণ, মুখে য্যপথাক্ষত, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, বিবমিষা ও বমন, শয্যা-মূত্র, অত্যন্ত দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

হিপার সলফর—সবুজবর্ণের কর্দ্দমবৎ মল, অম্লগন্ধযুক্ত মল, শিশুর গাত্র দিয়া অম্লগন্ধ নিঃসরণ, দন্তোদ্ভেদ কালীয় রোগ, পুরাতন উদরাময়। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

শিশু-উদরাময়ে ঔষধ নির্ব্বাচন।

ইতিপূর্ব্বে উদরাময় অধ্যায়ে যে রিপার্টরী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই অধ্যায়ের লক্ষণানুযায়ী অনেক ঔষধ বিবৃত আছে, এই স্থানে তদতিরিক্ত সূক্ষ্ম লক্ষণানুযায়ী কতিপয় ঔষধের নাম লিপিবদ্ধ করা হইল।

কারণ ভেদে উদরাময়।

অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য আহার হেতু—আর্জ্জেণ্টনাইট্রি, ক্যালকে, ক্রোটন।

কৃত্রিম খাদ্য আহার হেতু—এলিউমিনা।

স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোকের কদর্য্য বস্তু আহার হেতু শিশুর উদরাময়—নক্স-ভমিকা।

অকস্মাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন হেতু—ডলকামারা।

ভয় পাওয়ার পর রোগ—ইগ্নেসিয়া, জেলসি।

যকৃৎ বা কামল রোগ হেতু উদরাময়—নক্সভমিকা, মার্ক।

ক্রিমিহেতু—সিনা, নক্স, চায়না, ফিরম, সিকুটা।

দন্তোদ্ভেদ কালে—আর্জ্জেণ্টনাই, ইগ্নে, এসিড সলফ, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যামো, ক্যাষ্টোরিয়ম, জিঙ্কম, ডলকামারা, বিসমথ, সিনা, হিপার সলফ।

স্থূলকায় শিশুদের—ক্যালকেকার্ব্ব।

খুঁজলী পাঁচড়া বসিয়া যাওয়ার পর—লাইকোপো, সলফর।

কেশ কর্ত্তনের পর—বেলাডনা।

হামরোগ ভোগের পর—চায়না, পলসে।

উষ্ণ দুগ্ধ পানের পর—কলসিন্থ।

অধিক বাতাসে থাকা হেতু—পলসে।

গণ্ডমালিক শিশুদের—ম্যাসাফিটি, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যালকেফস, ফিরমফস, ব্যারাইটাকার্ব্ব, সাইলিসিয়া, সিপিয়া।

নিদ্রার পর—ল্যাকেসিস।

স্তন্যপানের পর—ইথিউ, কলসিন্থ, ক্রোটন, লাইকো পো, ব্রাইও, সলফর, এণ্টিক্রুড্।

মলগত লক্ষণ।

তরল মলে কঠিন গুঠলি—এণ্টিক্রুড্, লাইকোপোডিয়ম।

" " জমাট দুগ্ধখণ্ড বর্ত্তমান—এণ্টিক্রুড্, রিয়ম, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যালকেফস, ব্রাইও, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, ল্যাকটিক এসিড, ইথু।

" " আম মিশ্রিত—ইথিউ, একো, আর্স, এপিস, ইপিকা, ব্রাইও, পডো, ব্যাপটি, ক্যাস্থা, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, কলসিন্থ, মার্ক, নক্স, সরিণম, সলফর।

তরল মলে রক্তমিশ্রিত—মার্ককর, ইথিউ, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণি, আর্স, কার্ব্বভেজ,গমগট, ক্যামো,কলসিন্থ,পলসে সলফর।

প্রথমে কঠিন মল নির্গত হইয়া পরে কোমল মল নির্গমন—ব্রাইও।

ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়—এণ্টিক্রুড্, জিঙ্কম, নক্স, ব্রাইও।

অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন—ইথিউ, একো, ন্যাট্রমমিউ, পডো, ব্রাইও, ফস, ষ্ট্যাফিসি।

উদরে ডাক দিয়া মলত্যাগ—ইথিউ, পডো, পলসে, কলচিকম, ন্যাট্রমমিউ।

পীত বা শুভ্র বর্ণের মল বায়ুস্পর্শে সবুজ বর্ণ হওয়া—রিয়ম।

মলের বর্ণ এক এক সময় এক একপ্রকার—ক্যামো, ডল, কলচি, পডো, পলসে, সলফর।

অম্লগন্ধযুক্ত মলত্যাগ—ওলিয়েণ্ডার, কলষ্ট্রোম, ক্যালকেকার্ব্ব, জ্যালাপ, ডলকামারা, ন্যাট্রমফস্, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, রিয়ম, সলফর, হিপার।

গলিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত—ক্যামো।

গলিত দেহের গন্ধযুক্ত—সরিণম।

মলের সহিত অধিক পরিমাণে বায়ু নির্গমন—আর্জ্জেণ্টনাইট্রাস্, ওলিয়েণ্ডার, এসাফিটীডা, ক্যালকেরিয়াফস্, চায়না, পডো, বিসমথ, ষ্ট্যাফিসিগ্রি, সলফর, সাইলিসিয়া, সিপিয়া।

বহুদিন পর্য্যন্ত বায়ু নির্গত না হওয়া—র‍্যাফেনাস।

মলত্যাগ কালে গুহ্যভ্রংশ—ইগ্নে, এণ্টিক্রুড্, কলচি, ক্যালকেকার্ব্ব, ক্রোটন, পডো, ব্রাইও, সলফর, সিপিয়া।

ক্রন্দন করা।

ক্রন্দন করা সর্ব্বদাই—ইগ্নে, ক্যামো, ব্রাইও।

„ রাত্রিতে—ক্যামো।

„ শিশুর দিকে তাকাইলে—এণ্টিক্রুড্, ব্রাইও।

ক্রন্দন শিশুকে স্পর্শ করিলে—এণ্টিটার্ট।

„ মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে বেদনাহেতু—আর্জ্জেণ্টনাই, ইথিউ, এণ্টি-ক্রুড্, এণ্টিটার্ট, কলচিকম, কালিনসোনিয়া, কলসিন্থ, ক্যামো, ডলকামারা, জ্যালাপ, পডো, পলসে, মার্ক, রস।

ক্রন্দন করিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়া—ইগ্নে, রিয়ম, সলফর, সরিণম, সিনা।

„ মূত্রত্যাগকালে জ্বালা হেতু—এণ্টিটার্ট, লাইকো, ষ্ট্যানম, সলফর।

„ চিৎকার ও আবদার রাত্রিতে—ক্যামো, জ্যালাপ।

শিশুর প্রকৃতি।

শিশুর প্রকৃতি ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত—এণ্টিক্রুড্, ক্যামো, কলষ্ট্রম, ক্যালকেফস্, ন্যাট্রমমিউ, ব্রাইও, রিয়ম, সলফর, সিনা।

„ দিবসে নিদ্রাতুরতা, রাত্রিতে জাগরণশীলতা—ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া।

„ অত্যন্ত ভয়যুক্ত, ভীত হইয়া গৃহের এক কোণে গিয়া অবস্থান করা—ব্যারাইটাকার্ব্ব।

„ সাহসযুক্ত ও সঙ্গিদের নিকট থাকিতে ইচ্ছা—বিসমথ্।

„ হাস্যপরিহাসযুক্ত—নক্সমস্কেটা।

„ ক্রন্দনশীল—ক্যামো, ইগ্নে, এণ্টিক্রুড্, ব্রাইও।

নিদ্রা সম্বন্ধীয় লক্ষণ।

নিদ্রা কালে দন্তঘর্ষণ—পডো।

„ „ শরীর স্পন্দিত হওয়া—ইপিকা, ইগ্নে।

„ „ কনতলশন—ইগ্নে।

„ „ চম্‌কিয়া উঠা—আর্জ্জেণ্টনাই, ফিরমফস্, বোরাক্স, রিয়ম, লাইকো, সলফর।

নিদ্রাকালে চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত—ইপিকা।

নিদ্রিত হওয়া, মলত্যাগকালে—কলচিকম্।

„ মলত্যাগের পর—ইথিউ, ব্রাইও, কলচিকম্, এণ্টিটার্ট।

অস্থিরতর নিদ্রা—এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, ব্যাপটিসি, বেলা, ক্যামো, সিনা, ন্যাট্রমমিউ, পডো, সরিণম।

নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হওয়া—লাইকোপোডিয়ম্।

দিবসে নিদ্রাতুরতা—নক্স, ফস্, পডো, সরিণম, সলফর।

অনিদ্রা—একো, ব্যাপটি, ক্যাপসি, সিনা, কফিয়া, কলসিন্থ, ফস্, ন্যাট্রম-মিউ।

মূত্র।

মূত্র দুর্গন্ধবৎ—ডলকামারা, ষ্ট্যানম।

„ দুর্গন্ধযুক্ত ও মলিন—এসিড বেনজোইক, জিঙ্কম, ওলিয়েণ্ডার, কলচিকম্।

„ ত্যাগে যন্ত্রণা—এপিস, ক্যান্থা, ক্যাপসি, কলসিন্থ, মার্ককর, নক্স, সলফর।

„ নিঃসরণ বারম্বার—এণ্টিক্রুড্, এপিস, ক্যান্থা, ক্যাপসি, কলসিন্থ, মার্ক-কর, নক্স, সলফর।

„ „ অজ্ঞাতসারে—এলো, বেলা, কষ্টিকম্, ক্যামো, ন্যাট্রমমিউ।

„ „ অল্প পরিমাণে বারম্বার—একো, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্ণি, আর্স, কলচি, কুপ্রম, মার্ক।

„ অম্লগন্ধযুক্ত—গ্রাফাইটিস।

„ ক্ষার গন্ধযুক্ত—ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব।

বমন ও বিবমিষা।

বমন-জমাট দুগ্ধ—ইথিউ, এণ্টিক্রুড্, ক্যালকেকার্ব্ব, কলচিকম, ব্রাইও ইপিকা।

„ অম্ল গন্ধযুক্ত—ক্যালকেকার্ব্ব, সলফর, ম্যাগনিসিকার্ব্ব।

„ অবিরত—ইপিকা, এণ্টিক্রুড, একোনাইট, ওলিয়েণ্ডার, রেফেণাস্ সিপি।

" সবুজবর্ণ তরল বস্তু—ইথিউ, এণ্টিক্রুড, আর্জ্জেণ্টনাই।

" তারবান্ধা শ্লেষ্মা—আর্জ্জেণ্টনাই, ক্যামো, ন্যাট্রম, সলফর।

" বিবমিষা হইয়া—এণ্টিটার্ট, ইপিকা, রিয়ম, রেফেনাস, সিপিয়া।

মাত্র বিবমিষা বমন হয় না—ল্যাকটিক এসিড।

বমনের অন্যান্য লক্ষণ উদরাময় অধ্যায়ে দেখ।

শরীর গত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লক্ষণ।

মস্তকে জল সঞ্চয় হেতু মস্তক বৃহৎ—ক্যালকেকার্ব্ব, ক্যালকেফস, চায়না, সলফর, সাইলিসিয়া, সিপিয়া।

মস্তকাস্থির জোড় অসংলগ্ন—ঐ।

শরীরের চর্ম্ম কুঞ্চিত ও দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় অবস্থা—ক্যালকেফস, সলফর, সরিণম।

বিলম্বে দন্তোদ্গম—ক্যালকেকার্ব্ব।

গাত্র হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ ক্ষরণ—সলফর, সরিণম।

গাত্র দিয়া অম্লগন্ধ নিঃসরণ—এসিড্, সলফ, কলষ্ট্রম, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, হিপার সলফর।

চক্ষের চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ—ইপিকা, ওলিয়েণ্ডার, ক্যালকেফস, লাইকোপোডিয়ম।

নাসাপুট ও সৃক্কিণীতে ক্ষত—এণ্টিক্রুড, ন্যাট্রমমিউ।

স্তন্যপানে অনিচ্ছা—এণ্টিক্রুড, এণ্টিটার্ট।

সমস্ত শরীর শুষ্ক কিন্তু উদরটী বৃহৎ—ব্যারাইটাকার্ব্ব।

রোগের প্রচণ্ডাবস্থায় প্রবল ক্ষুধা কিন্তু রোগ আরোগ্য হওয়া কালে ক্ষুধার অভাব—সরিণম।

স্তন্য পানান্তে উদর ভার হইয়া উঠা—নক্সমস্কেটা।

মুখাভ্যন্তর।

মুখাভ্যন্তরে ঘ্যাপথাক্ষত—মার্ক, বোরাক্স, ম্যাগনিসিকার্ব্ব, এ সলফ, রিসিণাস্, ষ্ট্যাফিগ্রিয়া, সিপিয়া।

মুখাভ্যন্তর অতিশয় শুষ্ক, এমন কি জল দ্বারা মুখ আর্দ্র না করিলে স্তন্য পানে অসমর্থ—ব্রাইও।

মুখ হইতে লালা পতন—এন্টিক্রুড, বেলা, ইপি, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, চায়না, কলচিকম, আইরিস ভার্স, পলস, সলফর, ভিরাট্রম, মার্ক, রস, রিয়ম, এ সলফ, জিঙ্ক।

„ ধুণিত কার্পাসবৎ লালা পতন—পলসে, নক্সমস্কেটা।

„ দুর্গন্ধ নিঃসরণ—লাইকোপোডিয়ম, নক্সভ, পডো, পলসে।

ডিসেণ্ট্রী।

বৃহৎ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হইয়া এই পীড়ার উৎপত্তি হয়। পীড়ার লক্ষণাদি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, স্নায়বীয় অবসাদন, মনোবৃত্তির নিস্তেজকতা, দৈহিক ক্লান্তি, জ্বর বোধ ইত্যাদি সর্ব্ব-শরীরব্যাপী লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে, এজন্য কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাধি মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্সেরী ও হস্পিটল হইতে রোগের যে হিসাব দেওয়া হয় তাহাতে ও ইহাকে সার্ব্বাঙ্গিক ব্যাধি মধ্যেই গণ্য করা হইয়াছে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ সমস্ত অন্ত্র পথে প্রকাশিত হয়, এজন্য আমরা ইহাকে অন্ত্র রোগমধ্যেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

রোগের প্রথম অবস্থায় উদরে কুন্থন ও মোচড়ান বেদনা জন্মে, অচিরেই রোগের সুপরিচিত ও প্রধান লক্ষণ আম ও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। পীড়া দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অন্ত্রের মিউকস মেম্ব্রেন ধ্বংস হইয়া মলের সহিত নির্গত হয়। ম্যালেরিয়া স্থানে ডিসেণ্ট্রী অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এই হেতু বঙ্গ-দেশে ইহার প্রকোপ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশে ইহা বার মাসই জন্মিয়া থাকে, কখন স্পোরেডিক আকারে দুই একটীর, কখন বা এপিডেমিক রূপে বহু লোকের হইয়া থাকে। এইটী অতি সাধারণ পীড়া হইলেও কখন কখন দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। বালক, বৃদ্ধ ও পুরাতন রোগে শীর্ণ ব্যক্তিদের ডিসেণ্ট্রী হইলে অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে। এই দেশবাসী সকল শ্রেণীর মনুষ্যই জীবনের মধ্যে কোন না কোন সময় এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, সুতরাং এইটী আমাদের নিকট অতি সুপরিচিত ব্যাধি, অতএব ইহার লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

কারণ। অনেকে এই পীড়াকে এক প্রকার বিষঘটিত পীড়া বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা বলেন, বসন্ত, হাম, ম্যালেরিয়া জ্বর ও ওলাউঠার ন্যায় এক প্রকার বিশেষ বিষ শরীরে প্রবেশ করে এবং তাহার ক্রিয়া বৃহৎ অন্ত্রে প্রকাশ করতঃ শরীর হইতে নির্গত হয়। ঐ বিষ বঙ্গ দেশবাসী প্রত্যেক

নর নারীর দেহেই দিবা রাত্রি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সকলের এই পীড়া হয় না, অন্য কোন কারণে দেহ রোগের উপযুক্ত হইলে সেই রুগ্ন দেহে বিষ প্রবেশ মাত্র প্রকৃত রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই হেতু ইহার কারণ সমস্তকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। দ্বিতীয় উদ্দীপক কারণ।

১ম। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—দীর্ঘকাল জলা ভূমি ও ম্যালেরিয়া স্থানে বাস, বারম্বার ম্যালেরিয়া জ্বর ভোগ, যকৃত, প্লীহা ও পাকাশয় আদি যন্ত্রের পীড়া, অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প, বিগলিত দেহ, ত্বরিত কর্দ্দম ও গলিত উদ্ভিদ হইতে নির্গত বাষ্প গ্রহণ, মাত্রাধিক মদিরা পান, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবন, রাত্রি জাগরণ, অসার ও মন্দ দ্রব্য আহার করিয়া জীবন ধারণ, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, অল্পাহার বা অনশনে জীবন অতিবাহিত করা, ইত্যাদি বহুবিধ কারণকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়।

২য়। উদ্দীপক কারণ—পঙ্কিল, কদর্য্য ও আবিল জলপান, অপরিমিত আহার, অধিক লঙ্কা ও মসলাযুক্ত ব্যঞ্জন আহার, ভাজা তণ্ডুল, ছোলা, ও অসিদ্ধ ফল মূল ভোজন, লোনা ও শুষ্ক মৎস্য মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি। জাতি ভেদ উচ্ছেদকারী বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহামতি শাক্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে অনিচ্ছা সত্বেও একজন ভক্তের অনুরোধক্রমে শুষ্ক শূকরমাংস আহার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ডিসেণ্ট্রী রোগের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই রোগেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তদ্ভিন্ন অতি বিরেচক ঔষধ সেবন, অধিক পরিমাণে ভেদ-বমন, দীর্ঘকাল কোষ্টবদ্ধ, অতিরিক্ত শৈত্যস্পর্শ, হঠাৎ উষ্ণতার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণ গুলি উদ্দীপক কারণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

ডিসেণ্ট্রীর উৎপত্তি।—এই পীড়া সাধারণতঃ তিন প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১ম। উদরাময় হইয়া পাতলা মল নিসঃরণ হওয়ার পর উদরে বেদনা ও কুন্থন জন্মাইয়া রোগ প্রকাশ। ২য়। প্রথমেই কুন্থন ও বেগের সহিত আম-রক্ত নিঃসরণ হইয়া অতিসারের উৎপত্তি। ৩য়। কিছুদিন কোষ্ঠ বদ্ধ ও অসম্পূর্ণ মল নির্গমন হইয়া পরে কঠিন গুঠলিযুক্ত মল, আম ও রক্ত নির্গমন।

নিদান। বৃহৎ অন্ত্র অর্থাৎ সিকম, কোলন, ও রেক্‌টম এই তিন

স্থানই রোগ প্রকাশের উপযুক্ত স্থান। প্রথমতঃ বৃহৎ অন্ত্রের সলিটরি ও টিবিউলার গ্রন্থিদ্বয় প্রদাহিত হয়, তৎপর মিউকস মিম্ব্রেনে প্রদাহ বিস্তৃত হয়, এই সময় কেবল শুভ্রবর্ণ আম ও আরক্ত আম নির্গত হয়, ক্রমে প্রদাহ ক্ষতে পরিণত হয়, তখন মলের সহিত পুঁয রক্তকণা ও অন্ত্রের ধ্বংসপ্রাপ্ত মিম্ব্রেন নির্গত হইয়া থাকে। ক্ষত গভীর ও ভয়ানক আকারের হইলে, অতি দুর্গন্ধ, বিগলিত মাংস গন্ধবৎ দুরিত রক্ত ও রস ক্ষরিত হইয়া থাকে। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং ভয়ানক আকার ধারণ করিলে ক্রমে ক্ষুদ্র অন্ত্র পাকাশয় ও যকৃত এবং সমস্ত দেহ ইহার প্রকোপে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। মেসেণ্টরিক গ্রন্থির প্রদাহ, যকৃতের প্রদাহ ও স্ফোটক ইত্যাদি উপসর্গ অনেক সময় ঘটিয়া থাকে। অতি গলিত ডিসেণ্ট্রীতে বৃহদন্ত্রে ভয়ানক ক্ষত হয়, ঐ ক্ষত হইতে মলিন পৰ্দ্দা, দুরিত রক্ত ও পুঁয ক্ষরিত হয়, কালে অন্ত্র বিদারণ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

লক্ষণ।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার এই রোগের বহুপ্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, আমরা দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ইহার লক্ষণাদি বর্ণন করিব।

১ম। **সিম্পল বা সামান্য অতিসার**—অকস্মাৎ উষ্ণতার পরিবর্ত্তন, অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলে অবগাহন বা শরীরে শৈত্য লাগান ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে এই শ্রেণীর অতিসার ঘটিয়া থাকে। ইহাতে প্রথমে ঈষৎ শীত বোধ হইয়া জ্বর প্রকাশ পায়, চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, নাড়ী দ্রুত, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, উদরে চর্ব্বণকর বেদনা, মল বেগ কিন্তু পরিষ্কার হইয়া নিঃসরণ না হওয়া, প্রথমে মলের সহিত জড়িত হইয়া আমক্ষরণ, পরে বিশুদ্ধ, শুভ্রবর্ণ আম নির্গমন, জিহ্বা শুষ্ক ও শ্বেত বর্ণ, দিন রাত্রিতে পাঁচ সাত বার করিয়া মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এইরূপ পীড়া বড় গুরুতর আকারের হয় না, সামান্যরূপ ঔষধ সেবন এবং পথ্যাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলেই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

২য়। **একিউট বা প্রবল অতিসার**—এইটী অপেক্ষাকৃত কঠিন আকারের পীড়া। রোগ-লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে সামান্য বা অধিক পরিমাণে জ্বর বোধ হয়, তৎপর স্নায়বীয় অবসাদন ঘটাইয়া সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা,

স্ফূর্ত্তিরাহিত্য, শরীর ভার ও অবসন্ন ইত্যাদি ব্যাপক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাওয়ার পর প্রকৃত অতিসার দেখা দেয়। প্রথমে মলের সহিত অল্প অল্প আম জড়িত থাকে, কিন্তু দুই চারিবার মলত্যাগের পরই রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন অত্যন্ত কুন্থন ও শূল, উদরে কর্ত্তনকর বেদনা, মল ত্যাগের প্রবল ইচ্ছা, রোগী বোধ করে যেন বস্ত্রেই মলত্যাগ হইল, এ জন্য তাড়াতাড়ি মল পরিত্যাগ করিতে গমন করে, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ মল ক্ষরণ হয় না, রোগী অতিশয় কুন্থন প্রয়োগ করে, অতি বলের সহিত দুই হস্ত ভূমিতে আশ্রয় করিয়া বেগ দিয়া থাকে, অনেকক্ষণ বেগ দেওয়ার পর অল্প পরিমাণে আমরক্ত নির্গত হয়। ইহাতে ক্ষণকালের জন্য রোগী কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় মল বেগ উপস্থিত হয়, তখন রোগী ছুটিয়া মলত্যাগ করিতে গমন করে, কিন্তু গেলে কি হইবে,আবার সেই ভাব, বহুক্ষণ কুন্থনের পর অল্প পরিমাণ শুভ্রবর্ণ বা রক্তজড়িত আম নির্গত হইয়া থাকে। এতৎসঙ্গে উদরে বিষম বেদনা, গুহ্যদ্বারে টাট্‌রাণি ও সরলান্ত্রে ক্ষতবৎ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। প্রদাহ কেবল অন্ত্রেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে না, মূত্রস্থলীতে গমনপূর্ব্বক বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ বা মূত্রস্তম্ভ জন্মায়। পাকাশয়ে প্রদাহ জন্মাইয়া বিবমিষা ও বমন উপস্থিত করে। মল নির্গমনের জন্য অনবরত বেগ প্রদান করাতে গুহ্য ভ্রংশ হইয়া থাকে, কাহার কাহার সরলান্ত্র নির্গমণ হইয়া যায়।

তরুণ অতিসারে মলগত লক্ষণ নিম্নলিখিত প্রকার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কঠিন মলে আমজড়িত থাকে, কিন্তু পরিণামে কেবল আম, রক্ত ও রক্তাক্ত জলীয় পদার্থ মাত্র নিঃসরণ হয়। ইষ্টকখণ্ড সদৃশ মল নির্গমণ হওয়া এই রোগের এক বিশেষ প্রকৃতি, মেষের বিষ্ঠাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কঠিন মল নির্গমণ, উহা পরিত্যাগ করিতে রোগীকে অতিশয় আয়াস পাইতে হয়, অনেক চেষ্টা ও বেগ দেওয়ার পর বহুসংখ্যক গুঠলি মল ক্ষরিত হয়, ঐ সমস্ত কঠিন মলের আঘাতে সরলান্ত্র বিশেষরূপে আহত হয়, এজন্য মল ত্যাগান্তে অত্যধিক আমরক্ত ও পূঁযবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে গলিত মৃতদেহবৎ দুর্গন্ধযুক্ত আমরক্ত, দুরিত রক্ত, ব্রাব গুড় বা শেওলার ন্যায় দুরিত ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে, তখন মলের গন্ধ এমন

কদর্য্য হয় যে উহার গন্ধে রোগীর গাত্র, পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যাস্তরণ প্রভৃতি সমস্ত দুর্গন্ধময় হইয়া যায়, এমন কি উহার গন্ধে গৃহে অন্য লোক প্রবেশ করিতেও কষ্ট মনে করে। স্থানিক লক্ষণের মধ্যে গুহ্য দ্বারে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা একটী প্রধান ও কষ্টকর লক্ষণ, বারম্বার মলবেগ দেওয়াতে গুহ্য দ্বার স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, এই বেদনা হেতু রোগী এমন অধীর হয় যে, মলবেগ আসিলেই যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতে থাকে, কিন্তু কান্দিলে কি হইবে, পীড়ার প্রকৃতি অনুসারে পুনরায় বাধ্য হইয়াই মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়। তরুণ রোগে নিম্নোদরে এবং নাভির চতুর্দ্দিকে বিষম কর্ত্তনকর বেদনা হইয়া থাকে, বেদনার প্রভাবে রোগী চিৎকার ও ক্রন্দন করে। সময় সময় ঐ স্থান অতিশয় স্পর্শদ্বেষযুক্ত হইয়া উঠে, তখন ঐ স্থানে চাপন বা স্পর্শ করিলেও যন্ত্রণা বোধ হয়। উদরাধ্মান, উদরে গব্‌গব্‌ শব্দ, নিতম্বে কোঁ কোঁ ধ্বনি হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণের মধ্যে দুর্ব্বলতা, রক্তশূন্যতা, জ্বরবোধ, মুখমণ্ডল উদ্বেগ যুক্ত, নাড়ী দ্রুতগামী ও সূক্ষ্ম, জিহ্বা ক্লেদযুক্ত ও নীরস, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, অক্ষুধা, অরুচি, বিবমিষা ও বমন, কখন তৃষ্ণা, কখন তৃষ্ণার অভাব, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যেই ঘৃণাবোধ, অনিচ্ছাসত্বে আহার করিলেও তাহা জীর্ণ হয়না, উদরে গিয়া ডিস্‌পেপসিয়া ও উদরের গোলযোগ বৃদ্ধি করে। গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ হয়, ক্রমে টাইফয়েড অবস্থা আনীত হইয়া হিক্কা, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা সমুদ্ভূত হয় এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যু কবলিত হয়।

৩য়। ক্রণিক বা পুরাতন অতিসার—তরুণ অতিসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ পুরাতন অতিসারে পরিণত হয়, কখন কখন বৃদ্ধলোকদের এবং যকৃত প্লীহা, পাকাশয় ও বৃক্ককের রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রথম হইতেই পুরাতন অতিসারের লক্ষণযুক্ত ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইটী অতি সঙ্কটাপন্ন রোগ, ইহাতে রোগী অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত, পুঁয ও আম মিশ্রিত তরল ভেদ হইতে থাকে। মলের বর্ণ লাল, সবুজ, রাবগুড়ের মত, জেলির সদৃশ ইত্যাকার বহু আকারের দেখা যায়। ক্রমে মলের সহিত অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ধ্বংশ হইয়া নির্গত হয়। তখন মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং উদর চাপনে বিষম বেদনা অনুভূত হয়।

গুহ্য সংকোচক পেশীর শক্তি লোপ হইয়া যায় এজন্য মলদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে ও উহা দিয়া রোগীর অজ্ঞাতসারে মল স্খলিত হয়। বৃহৎ অন্ত্রের স্থানে স্থানে ক্ষত হয় এজন্য নিম্নোদরে সর্ব্বদাই বেদনা বর্ত্তমান থাকে, চাপনে ঐ বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি বোধ হয়। সময় সময় ঐ সমস্ত ক্ষত স্থান দিয়া বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া রোগীকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, তখন নাড়ী ক্ষীণ, শরীর শীতল ও মোহভাব আনীত হয়।

আহার্য্য বস্তু প্রায়ই জীর্ণ হয় না, উহা মলের সহিত অনেক সময় অবিকৃত অবস্থায়ই পতিত হয়, ভয়ানক অজীর্ণতা জন্মে, পথ্য সেবন মাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়, আমরা অনেক সময় এলোপ্যাথি ঔষধ পর্য্যন্ত মলের সহিত নির্গত হইতে দেখিয়াছি, রোগীর শরীর কঙ্কালে পরিণত হয়, পায়ের নলা শুষ্ক হইয়া যায়, পেশী সমস্ত অতিশয় শীর্ণ হয় এজন্য রোগী কেবল অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া অবস্থান করে, সাধারণতঃ তরুণ বয়সের সুগোল দেহও অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের দেহবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অপরাহ্নে জ্বরবোধ, নৈশ-ঘর্ম্ম, আহারে অরুচি, ক্ষুধার লোপ, পাককৃচ্ছ্র, ইত্যাকার বহুবিধ আনুষঙ্গিক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। এই সময় শোথ হওয়াতে কোন কোন রোগী সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রথমতঃ পদদ্বয়ে অল্প অল্প শোথ দেখা দেয় ক্রমশঃ মুখমণ্ডল অণ্ডকোষ, উদর ও সর্ব্বাঙ্গে জল সঞ্চিত হইয়া রোগী অতি ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, এইরূপ হইলে রোগীকে অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, শীঘ্রই মৃত্যু আসিয়া সমস্ত যাতনা অপহরণ করে।

৪র্থ। ম্যালেরিয়েল বা জ্বরজনিত অতিসার—বহুদিন ম্যালেরিয়া স্থানে বাস হেতু, পর্য্যায় জ্বর, যকৃত, প্লীহা ও পাকাশয়ের রোগ ভোগ করিয়া রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন অন্ত্রের শক্তি হ্রাস হেতু এই শ্রেণীস্থ অতিসার সংঘটিত হয়। ইহা হইলে মলের সহিত অজীর্ণ দ্রব্য, আম ও রক্ত নির্গত হয়, উদরে অল্প অল্প মোচড়ান, বেদনা ও কুন্থন বর্ত্তমান থাকে।

৫ম। ম্যালিগ্‌নেণ্ট বা সাংঘাতিক অতিসার—ইহা অতি মারাত্মক পীড়া। প্রথম হইতে অতি প্রচণ্ড জ্বর, মোহ, জ্ঞানের জড়তা, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুত, প্রবল পিপাসা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জিহ্বা শুষ্ক ও খর স্পর্শ, রক্ত মিশ্রিত আম ও জলীয় মল নিঃসরণ, উদরে প্রবল বেদনা, বারম্বার দুর্গন্ধযুক্ত

মলত্যাগ, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, অন্ত্রের ত্বরিত শ্লৈষ্মিক [ঝিল্লি নির্গমণ, মূত্র অল্প ও দুর্গন্ধযুক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রস্তম্ভ, অকস্মাৎ অন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব, ক্রমে শরীর ঘর্ম্মাক্ত, নাড়ীর পতন, অজ্ঞানতা ও ঘোরতর অবসাদন আসিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করে।

৬ষ্ঠ। স্কর্ব্বিউটিক অতিসার—স্কর্ব্বি পীড়ার লক্ষণের সহিত এইরূপ আমাশয় প্রকাশ পায়। মাড়ি স্ফীত ও স্পঞ্জবৎ কোমল, সামান্য চাপনেই মাড়ি হইতে রক্তস্রাব, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, হস্তপদাদি অঙ্গ সমূহে রক্ত বর্ণের চিহ্ন, শরীর ক্ষত প্রবণ ও ক্ষত হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি শারীরিক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদের অতিসার হইলে তাহাই স্কর্ব্বি-উটিক নামে অভিহিত হয়।

মৃতদেহ পরীক্ষা।

এই রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে বৃহৎ অন্ত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। আমাশয়ের প্রথমাবস্থায় অন্য কোন রোগ না ঘটিলে রোগীর মৃত্যু হয় না, এই সময় স্থূলান্ত্রে প্রদাহ মাত্র হয়, তখন ঐ স্থান আরক্ত মাত্র হইতে পারে। স্লফিং ডিসেণ্ট্রী হইয়াই অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়। এইরূপ লোকের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে স্থূলান্ত্রে ক্ষত চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, ক্ষত স্থান লাল বেগুনী বা কাল বর্ণ ধারণ করে, ঐ স্থান ভেকের পৃষ্ঠ সদৃশ খাদ্‌রা খাদ্‌রা হয়, কখন কখন ক্ষত গভীর ও অন্ত্রবিদারণযুক্ত দেখায়। গভীর আকারের ক্ষত হইলে তাহার মধ্যস্থান কৃষ্ণবর্ণ ও পার্শ্বভাগ লোহিত বর্ণ দেখায়।

ভৌতিক পরীক্ষা।

স্লফিং ডিসেণ্ট্রীতে নিঃসৃত মলে অন্ত্রের বিধান ধ্বংস হইয়া নির্গত হয় এজন্য মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ ত্বরিত মল একখানি পাত্রে লইয়া বারম্বার জল দ্বারা আলোড়ন ও কিছুকাল স্থিতাইয়া উপরের জল ঢালিয়া ফেলিলে নিম্নভাগে যে ঘন পদার্থ অবস্থান করে উহাই অন্ত্রের ধ্বংশ-বস্তু, উহার আকার তুলার মত আঁস আঁস, কখন বা মাকড়সার জালের মত দেখায়

অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে নিঃসৃত মলে রক্ত ও পূঁযকণা অতি পরিষ্কার রূপে নয়নগোচর হইয়া থাকে। ভৌতিক পরীক্ষায় মলে অন্ত্রের ধ্বংশ বস্তু উপলব্ধি করিলে রোগ অতি ভয়ানক বলিয়া মনে করিবে। সচরাচর রোগের শেষ অবস্থায় এই লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এই অধিকারে নিম্নলিখিত ঔষধ সমস্ত ব্যবহৃত হয়। আইডি, আর্জ্জেণ্ট, আর্ণি, আর্স, ইপিকা, ইরিজা, একো, এলষ্টো, এলিউ, এলোজ্, এপিস, এস্ক্লি, এসারম্, এ কার্ব্ব, এমিউ, এ নাইট্রি, এ ফস্, ওপান, কর্ণাস্, কলচি, কলসিন্থ, কার্ব্বভেজ, কোনায়, ক্রোটেলাস, কিউবেব, কুপ্রম, ক্যাল্কে, ক্যানিবিস, ক্যান্থা, ক্যাপসি, ক্যামো, কেলিবাই, কেলিমিউ, ক্রিয়ো, গম্‌গট্, চায়না, জিঙ্কম্, জেলস্, ট্রম্বিডি, ডায়াস্কো, ডলকাম্, নকস্, পডো, পলস, পেট্রো, প্লম্বম্, ফস, ফিরম মেটা, ফিরম ফস, বেল, ব্যাপটি, ব্যারাইটা, ব্রাইও মার্ককর, মার্কসল, মার্কডল, মার্কভি, ম্যাগনিকার্ব্ব, রস, বেল, রডো, লিলিয়ম্, লেপটেণ্ড্রা, ল্যাকে, ষ্টাফিসি, সলফর, সিস্টাম, হাইড্রোফো, হাইড্রাস, হেমিমেলিস, হোলিবোরাস।

আইওডম্—শুভ্রবর্ণ আম, শুভ্র আমে রক্ত জড়িত, পূঁযময় দুর্গন্ধ যুক্ত আমক্ষরণ। প্রাতঃকালে ও দুগ্ধপান করার পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগান্তে গুহ্য পথে জ্বালা, অতিশয় অস্থিরতা, অনবরত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করা, ইহাতে আর্সেনিক জ্ঞাপক জ্বালা নাই, অতিশয় ক্ষুধা ও পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণ পান আহার করা। খাদ্য বস্তু উত্তম রূপ পরিপাক পায় কিন্তু তাহাতেও রোগীর ক্ষীণতা বিদূরিত হয় না। কোন কোন সময় আহারান্তে বমন, উদরের বাম ভাগে বেদনা, মেসেণ্টরিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, উদর বৃহৎ, নিদ্রার অভাব, নাড়ী ক্ষীণ, শরীর কৃশ ও অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া যাওয়া। পুরাতন অতিসার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্জ্জেণ্টম্ নাইট্রিকম—সবুজ, পীত, শুভ্রবর্ণ, মলিন, রক্ত মিশ্রিত জলীয় আম, পিণ্ডাকার থান। থনা আম, দুর্গন্ধযুক্ত তরল আম, দুর্গন্ধযুক্ত মলিন

মলে অন্ত্রের ধ্বংশ বিধান মিশ্রিত হইয়া নির্গমণ। পুরাতন ও শ্লফিং ডিসেণ্ট্রীর মল। বারম্বার অল্প পরিমাণে নির্গমণ, ওষ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, পিপাসার অভাব বা অল্প অল্প পিপাসা, বাম উদরে জ্বালা, সংকোচন ও ক্ষতবোধ, উদরে গোলযোগ, উদরে শূল বেদনা, মূত্র অল্প ও জ্বালাজনক, মূত্রাবরোধ, মলদ্বারের আক্ষেপ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

আর্ণিকা—কর্দ্দমবৎ আম মিশ্রিত মল, রক্ত, পূঁয ও কাল রক্ত জড়িত আম, ফেনিল আম, দুর্গন্ধযুক্ত মল, অজ্ঞাতসারে নির্গমণ, অল্প পরিমাণে বারম্বার, পাঁচ ছয় ঘণ্টান্তর অধিক পরিমাণে নিঃসরণ। মলত্যাগ কালে অতিশয় কুন্থন, উদর-বেদনা, উদরাধ্মান, উদরে গব্‌গব ধ্বনি, গলিত অণ্ডের গন্ধ সদৃশ উদ্গার উথান। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, পাকাশয়ে পূর্ণতাবোধ, উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব স্ফীত ও কঠিন, কপালে শৈত্য বোধ, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, পিপাসা অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু পানীয় জলে ঘৃণা, বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা। বিবমিষার সহিত পাকাশয়ের পূর্ণতা অনুভব। উদর স্ফীত, উর্দ্ধ ও অধঃপথে বায়ু নিঃসরণ হইয়া ক্ষণিক উপশম বোধ। টাইফয়েড, অতিসার, আবল্য, মোহ ও দুর্ব্বলতা, সমস্ত শরীরে থেথলান যন্ত্রণা, স্পর্শ করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

আর্সেনিকম্ এল্‌বম্—পুরাতন অতিসাব, গাঢ় মলিন, সবুজবর্ণ আম, রক্ত মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত আম, থানা থানা আম, পূঁয মিশ্রিত জলীয় আম, গলিত ক্ষতের পূঁয সদৃশ দুরিত বস্তু নিঃসরণ, অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন, আর্দ্র ভূমি ও ম্যালেরিয়া স্থানে বাস জনিত অতিসার, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও মৃত ব্যক্তির মুখের বর্ণযুক্ত। শীতল ঘর্ম্ম, শরীর নিস্তেজ এবং শীর্ণ, দাহকর পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক, কাল, পিঙ্গলবর্ণ ও বিদারণযুক্ত। ক্ষুধা মান্দ্য, পান আহারে অনিচ্ছা, উদরে জ্বালা ও বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ, অতিশয় শীর্ণতা। শরীরে জ্বালা, অল্প পরিমাণে দুর্গন্ধময় মূত্র নিঃসরণ। এই ঔষধের সহিত আইওডমের অনেক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু আইওডম জ্ঞাপক রোগীর সমস্ত শরীর শুষ্ক হইয়া গেলে ও উদরটী বৃহৎ থাকে। ইহাতে উদর চিটা লাগিয়া পড়ে। অপিচ আর্সেনিক জ্ঞাপক গাত্র জ্বালা আইওডমে নাই। ৬ষ্ঠ ৩০শ, ২০০শত শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরা অতিসারে এই ঔষধ

প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, এমন কি ইপিকাক ছাড়া তাঁহাদের ঔষধ হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, হোমিওপ্যাথি মতে ইহার ব্যবহারের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে, সেই সমস্ত লক্ষণের অভাবে ইহা প্রয়োগ করিলে কোন ফল উপলব্ধি করা যায় না। সবুজ বা ঘাসের বর্ণযুক্ত আম, ফেনিল স্রাব গুড়ের ন্যায় আম, দুর্গন্ধযুক্ত আম, বারম্বার নিঃসরণ, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে উদরে কঠিন শূল বেদনা, কুন্থন ও বেগ, জিহ্বা আর্দ্র, পীতাভ, শুভ্রবর্ণ, বিবমিষা ও বমন, পাকাশয় হইতে জল উদ্গারণ, মুখে লালা সঞ্চয়, ক্ষুধা মান্দ্য, পিপাসা হীনতা, পাকাশয়ে খাদ্য বস্তু থাকিলে তাহা বমনে নির্গমণ, কিন্তু পাকস্থলী শূন্য থাকিলে মাত্র ওয়াক ও অল্প পরিমাণ জলীয় পদার্থ নিঃসরণ হইয়া থাকে। পাকাশয় প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা, আধ্মানিক শূল বেদনা। নাভির চতুর্দ্দিকে ছিন্নকর ও বিদ্ধকর বেদনা, হস্ত দ্বারা চাপিলে বেদনার উপশম, শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিদ্রাকালে পেশীর স্পন্দন। ৩য়, ৬ষ্ঠ ৩০শ শক্তি।

ইরিজারণ—এলিমেণ্টরি ক্যানালের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে জ্বালাকর যন্ত্রণা, অত্যন্ত কুন্থন, বারম্বার অল্প পরিমাণে রক্তাক্ত ও আম মিশ্রিত মলত্যাগ, মূত্রযন্ত্রে অত্যন্ত উত্তেজনা, বেদনা পূর্ণ মূত্রত্যাগ, সম্পূর্ণ মূত্ররোধ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

একোনাইট—কুন্থনের সহিত অল্প পরিমাণে মল নিঃসরণ, শেষভাগে রক্তক্ষরণ, কর্দ্দমবৎ থানা থানা আমে রক্ত জড়িত। অত্যন্ত রৌদ্র ভোগ বা জলে সিক্ত হওয়ার পর রোগ প্রকাশ। উদরে কর্ত্তনকর ও মোচড়ান বেদনা, জ্বর বোধ, নাড়ীস্থূল ও দ্রুত, পিপাসা, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, মস্তকে, গ্রীবার রেখায়, বিশেষতঃ জঙ্ঘায় বাতের বেদনা, পাকস্থলীতে প্রস্তর চাপবৎ অনুভব, অল্প পরিমাণে আরক্ত মূত্র নির্গমণ। তরুণ রোগেই ইহা উপযোগী। ১ম, ৩য় শক্তি।

এলষ্টোনিয়া—ম্যালেরিয়া বিষ হেতু পীড়া, কদর্য্য জল, বিগলিত কোষ্ঠা ও অন্যান্য প্রকার হরিত ঔদ্ভিজ্জ সংশ্লিষ্ট জলপান হেতু রোগ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলিউমিনা—সরলান্ত্রের শক্তিশূন্যতা, অত্যন্ত কুন্থনের পর মল নির্গমন, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গুঠলি মলে আম রক্ত জড়িত, ত্বরিত মল নিঃসরণ যুক্ত অতিসার, সরলান্ত্রে বিষম বেদনা, মলত্যাগ কালে শ্বাস রোধের উপক্রম, মূত্রের নীচে গাদ সঞ্চিত, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, ঘর্ম্মশূন্যতা, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের ব্যাধি। চক, পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড ও অঙ্গার ইত্যাদি অখাদ্য দ্রব্য ভোজনের ইচ্ছা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—জেলির ন্যায় থানা থানা আম, পীতবর্ণ ফেনিল, রক্ত মিশ্রিত, রাব গুড়ের ন্যায় আম, সবুজবর্ণ আম, প্রাতঃকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, অকস্মাৎ অত্যন্ত মল বেগ, দ্রুতপদে মলত্যাগ করিতে যাইতে যাইতেই বস্ত্রে মল পতন। অকস্মাৎ মল বেগ হইয়া আবার তিরোধান, বারম্বার মলত্যাগ, মলদ্বারের উষ্ণতা বোধ, মলাশয়ে ঢিপ্‌লা লাগা বোধ, মলের সহিত প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন। মূত্র ত্যাগকালে মলবিন্দু ক্ষরণ। শিরঃ পীড়া পিপাসা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও লোহিতবর্ণ, মুখের আস্বাদ তিক্ত, যকৃত প্রদেশে ভার ও বেদনা, উদর স্ফীত, বোতল হইতে জল ধারা পতনের ন্যায় উদরে গব্‌গব্‌ শব্দ। মলত্যাগ কালে বায়ু মাত্র নিঃসরণ, কখন বা বায়ু ত্যাগকালে মল ক্ষরণ হইয়া থাকে। নাভি প্রদেশে বিদ্ধকর বেদনা, নিম্নান্ত্র স্ফীত, উহাতে চাপন অসহ্য, উদরের বাম পার্শ্বে অধিক পরিমাণে বায়ু সঞ্চরণ। পুরাতন অতিসার। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এপিস—মলদ্বার দিয়া রক্তপতন, মলদ্বারে জ্বালা, বারম্বার মলবেগ, গুহ্যভ্রংশ, পুরাতন অতিসার, চট্‌চটে আম ক্ষরণ, উদরে ক্ষত বোধ, কোলন ও রেক্‌টমে টাট্‌রাণি, সরলান্ত্রের পূর্ণতাবোধ, মলদ্বারের শুষ্কতা, জিহ্বা শুষ্ক, উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ, বারম্বার মূত্র ত্যাগ, প্রচুর পরিমাণ মূত্র নিঃসরণ, কখন বা মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, অল্প পিপাসা, অসম্পূর্ণ নিদ্রা, নিদ্রাকালে প্রলাপ, শিশুদের অতিসার। ৩য়, ১২শ, ৩০শ শক্তি।

এস্‌ক্লিপিয়াস্‌—পুরাতন অতিসার, আধ্মানিক অতিসার, পীত, হরিৎ ও চর্ব্বি ভাসমানযুক্ত মল, মলে অন্ত্রের স্খলিত খণ্ড বর্ত্তমান, অত্যন্ত ত্বরিত ও বিগলিত অণ্ডের গন্ধযুক্ত আমরক্ত। মল নির্গমণ কালে অগ্নিস্রোত নিঃসরণবৎ উষ্ণতা বোধ, উদরে আধ্মানযুক্ত শূল বেদনা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা,

অঙ্গ সঞ্চালনে আলস্যবোধ, অস্বাভাবিক নিদ্রা, ভয়ানক স্বপ্নদর্শন, মোহ-ভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ কার্ব্বলিক—রক্ত ও আম নিঃসরণ, অন্ত্রের মিউকসমিম্ব্রেনের বিগলিত খণ্ড নির্গমণ, অপর্য্যাপ্ত কুন্থন, অন্ত্রের ব্যাধিগ্রস্ত স্থানে স্পর্শ করিলে যন্ত্রণা বোধ, জিহ্বা পীত বর্ণের স্থূল আবরণে আবৃত, অত্যন্ত পিপাসা, প্রচণ্ড জ্বর, ৬ষ্ঠ শক্তি। অত্যন্ত পচনশীল অতিসারে কার্ব্বলিক এসিডের ধাবন বিশেষ উপযোগী।

এসিড নাইট্রিক—ডিপথেরিক অতিসার, সরলান্ত্রে জ্বালা, বার বার মল বেগ, কিন্তু অল্প পরিমাণে মল ক্ষরণ, অতি কুন্থনের পর সামান্যরূপ মলস্রাব, রক্তমিশ্রিত আম ও বিশুদ্ধ লোহিত বর্ণ তরল রক্তস্রাব। মলত্যাগের পর ও মল বেগ রহিয়া যায়, গলাভ্যন্তরের শুষ্কতা, প্রচণ্ড পিপাসা, অত্যন্ত ক্ষীণতা, মলদ্বারে ক্ষত, মলদ্বারে জ্বালা, সরলান্ত্রে অত্যন্ত বেদনা, মুখাভ্যন্তরে ও ওষ্ঠে ক্ষত, দন্তমূল শিথিল, প্রচুর পরিমাণে লালাপতন, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, উদরে বায়ু সঞ্চয় ও উদরনাদ, মূত্র আবিলও দুর্গন্ধযুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ মিউরিয়েটিক—টাইফয়েড অতিসার, রক্তমিশ্রিত কর্দ্দমাক্ত মল, প্রাতে ও অপরাহ্নে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, কুক্ষিদেশে বেদনা, অবসাদন ও নিদ্রাতুরতা, সমস্ত দিন শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা, রোগী মৌন হইয়া অবস্থান করে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই ক্রোধ প্রকাশ করে, জিহ্বা ভার, বাক্যের জড়তা, জিহ্বা শুষ্ক, মুখ মধ্যে য্যাপ্থা ক্ষত, লালাগ্রন্থি স্ফীত,ও বেদনা-যুক্ত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ ফসফরিক—শ্বেত ও সবুজ বর্ণ আমে রক্তজড়িত, অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন, রক্তাতিসারে মার্কুরিয়াস্ করোসাইবাস্ সচরাচর ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাহাতে রক্ত চিহ্ন বিদূরিত না হইলে এতদ্দারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। বায়ু নির্গমণ কালে মল নির্গমণ, টাইফয়েড, অতিসার, অচৈতন্য ও নিদ্রাতুরতা অতিশয় পিপাসা, মুখ শুষ্ক, ফেনাবৃত, উদর স্ফীত ও হুড়হুড় শব্দযুক্ত, পীত বর্ণের মূত্র ক্ষরণ, নিঃসৃত মূত্র ক্ষণকাল পরে শুভ্র বর্ণ হওয়া, দন্তমাড়ি স্ফীত ও রক্তক্ষরণযুক্ত, রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ওপান্সিয়া—মলিন আম, জলীয় ক্ষয়কারী মলস্রাব, নিম্নোদরে ছেল্না উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ, বিবমিষা, পাকাশয়ে বেদনা, নিম্নোদরে ছিন্নকর বেদনা, অন্ত্র সমস্ত নিম্নদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ, অত্যন্ত অবসাদন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

য়্যাসারম্—আঁঠাল আম, বন্ধুর পিণ্ডাকার আম, সুত্রবৎ আম, মলের সহিত সূত্রাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমিপতন, কোন প্রকার আঘাত ও আঁচড় জনিত শব্দ অসহ্য, অধিক পরিমাণ শূন্য উদগার, উদরে গল্‌গল্ শব্দ, অল্প অল্প সবুজ বর্ণের জল বমন, প্রচুর পরিমাণে লালা পতন, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ ও জ্বালাযুক্ত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, উদরে উগ্র শূল বেদনা ও বমন। ৩য়, ৬ষ্ঠশক্তি।

কর্ণাস্ সার্সিনেটা—যকৃতের অসুস্থতানিবন্ধন অতিসার, মল কাল, পিত্তমিশ্রিত, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, সরলান্ত্র ও উদরে বেদনা, বেদনা হেতু মলত্যাগের ইচ্ছা, সরলান্ত্রে ক্ষত, নাভির চতুর্দ্দিকে মোচড়ান বেদনা, উদরে হুড়্‌হুড় শব্দ করিয়া বায়ু সঞ্চালন, অধিক পরিমাণ বায়ু নির্গমন, গুহ্য কণ্ডুয়ন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কল্চিকম্—পীত ও রক্তাক্ত আম মিশ্রিত মল, পরিমাণে অল্প, কর্দ্দমবৎ শুভ্র বর্ণ আম, দুর্গন্ধযুক্ত ও লোমশ মল, অপরাহ্ণে দুরিত বায়ু ক্ষরণ, অত্যন্ত বেগ, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, বৃথা মলবেগ, মলত্যাগের প্রচণ্ড বেগ বশতঃ গুহ্যভ্রংশ, মলদ্বারের সংকোচক পেশীর আক্ষেপ বশতঃ অতিশয় মল কৃচ্ছ্র, স্নায়ু শক্তির বৃদ্ধি হেতু শব্দ জ্ঞান ও স্পর্শ জ্ঞানের প্রাবল্য, মুখাভ্যন্তর উষ্ণ, পিপাসা, গাত্র জ্বালা, লালা পতন, আহারে অত্যন্ত অরুচি, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে ওয়াকার, সহজ কারণেই বমন, বমনান্তে উদ্গার, পাকাশয় প্রদেশে জ্বালা, শূল বেদনা, সমস্ত উদর বিশেষতঃ নিম্নোদরের অতিশয় স্ফীততা, জঙ্ঘায় শোথ, উদরী, মূত্র মলিন, ধূসর বর্ণ এবং পরিমাণে অল্প, জেলির ন্যায় মূত্র নির্গমণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১২শ শক্তি।

কলসিন্থ—অতিসারে ইহা একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ, সচরাচর এইটী এবং মার্কুরিয়াস্ করসাইবস দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে, শুভ্র বর্ণ আম, রক্তমিশ্রিত আম, সামান্য পান আহারেই মল বেগ ও বেদনার উদ্ভব, অত্যন্ত

কুন্থন, উদরে কামড়ানি ও বেদনা, বেদনার তাড়নায় রোগী চিৎকার করে ও বলপূর্ব্বক উদর চাপিয়া রাখে, ন্যুব্জ হইয়া থাকিলে উপশম বোধ, আতিসারিক উদরাময়ে ও ইহা বিশেষ উপযোগী। পান আহারে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হওয়া ইহা প্রয়োগের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা, অত্যন্ত কুন্থন ও বেগ, মলদ্বারে জ্বালা, মলত্যাগান্তে ক্ষণস্থায়ী উপশম বোধ, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসাদন, মলত্যাগ কালে মূত্র পথে জ্বালা, বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু অল্প পরিমাণ নিঃসরণ, মনঃকষ্ট ও বিলাপের পর রোগ প্রকাশ, এই ঔষধের লক্ষণের সহিত মার্কুরিয়াস্ করসাইবসের অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তথায় মলত্যাগের পরও যন্ত্রণার অবসান হয় না। এই লক্ষণ দেখিয়া উভয় ঔষধের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা যায়। উহাতে জিহ্বা শুভ্র বর্ণ, মুখে তিক্ত আস্বাদ, পিপাসা, বিবমিষা, নিস্ফল বমন, উদরাধ্মান ইত্যাদি লক্ষণ থাকে। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস—পুরাতন অতিসারে অন্ত্রের মিউকস মিম্ব্রেন বিগলিত হইয়া নির্গমণ, অত্যন্ত দুরিত ও শবগন্ধযুক্ত রক্তময় আম, জলীয় কর্দ্দমাকার মল, মলের শেষ অংশে রক্তজড়িত, অজ্ঞাতসারে মলক্ষরণ, অল্প অল্প মলত্যাগ, কোমল মল ও নির্গমণে কষ্ট, উদরে জ্বালাকর বেদনা, উদরাধ্মান কিঞ্চিৎমাত্র আহার গ্রহণেও উদর স্ফীত হইয়া উঠে, দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার ও বায়ু নির্গমণ, বায়ু নিঃসরণ কালে জ্বালা বোধ, অন্ত্রে বায়ুর স্তূপীকরণ হেতু মল নির্গমণের ব্যাঘাত, অত্যন্ত শীর্ণতা ও অবসাদন, সমস্ত শরীর চটচটে ঘর্ম্মে আবৃত। ৬ষ্ঠ- ৩০শ শক্তি।

কিউবেব—মলিন, পীতাভ, পিত্তমিশ্রিত, হরিদ্বর্ণ আম, উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলকণা সদৃশ বস্তু মিশ্রিত ও রক্তজড়িত আম, বারম্বার প্রচুর পরিমাণে নির্গমন, অজ্ঞাতসারে মলক্ষরণ, রাত্রিতে বৃদ্ধি প্রাতে হ্রাস, মল ত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, মলত্যাগ কালে উচ্চ শব্দে বায়ু নির্গমণ, মুখে চট্চটে লালা, তথাপি পিপাসা ও মুখ শুষ্ক বোধ, বিবমিষা, উদর বৃহৎ ও স্পর্শদ্বেষযুক্ত, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ ও বিদারণযুক্ত, গলমধ্যে শুষ্কতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কুপ্রম—মলিন, রক্তাক্ত জলীয় মল, বারম্বার অল্প পরিমাণে নির্গমণ,

দেশব্যাপী ওলাউঠার সময় অতিসার, উদরে আক্ষেপিক শূল বেদনা, ঊর্দ্ধ ও অধঃশাখার আক্ষেপ, বাহু ও পদের পক্ষাঘাতিক অনমনীয়তা, মুখের আস্বাদ ধাতব, কষায় ও মিষ্ট, তারযুক্ত লালা নিঃসরণ, উদর কঠিন ও স্পর্শদ্বেষযুক্ত, হিক্কা, বমন, বমনান্তে মোহযুক্ত নিদ্রা, মূত্র অল্প অথবা অবরুদ্ধ, অত্যন্ত পিপাসা ও শীতল জল পান, পানীয় জল গলাধঃকরণ কালে গল্‌গল্ শব্দে অধোগত হওয়া। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

কোনায়ম্—পুরাতন অতিসার, বৃদ্ধদের রোগ, কর্দ্দমাক্ত মলে সবুজাভ বস্তু মিশ্রিত, রক্ত জড়িত মল, অল্প পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, কুন্থন, মলত্যাগকালে বায়ু নির্গমণ, মলত্যাগান্তে ক্ষীণতা, ক্ষুধার হ্রাস, লবণাক্ত খাদ্যে স্পৃহা। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিবাইক্রোমিকম্—সাময়িক অতিসার, বৎসরান্তে অতিসার, বাত রোগ ভোগ করার পর অতিসার, মল পিঙ্গলবর্ণ ও আঠাল, বারম্বার রক্ত মিশ্রিত মল নির্গমণ, জলীয়, রক্তাক্ত থানা থানা আম, নাভির চতুর্দ্দিকে চর্ব্বণকর বেদনা, শূল, প্রত্যূষে অত্যন্ত মলবেগ, মলত্যাগের সময় ও পরে অতিশয় কুন্থন, মলত্যাগান্তে অবসাদন ও শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্ক, লোহিতবর্ণ, পরিষ্কার ও বিদারণ যুক্ত। তিক্ত ও অম্লাক্ত পদার্থ বমন। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পীড়ার প্রকাশ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিমিউরিয়েট—উদরে বারম্বার কর্ত্তনকর বেদনা, উদর ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া বোধ, অল্পক্ষণ পর পরই মলত্যাগ, অতিশয় কুন্থন, মলে অল্প বা অধিক পরিমাণে রক্ত জড়িত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—পুরাতন অতিসার, বহুদিনের উদরাময় অতিসারে পরিণত। রক্ত ও রক্ত মিশ্রিত আম, মৃত্তিকাবৎ বর্ণযুক্ত, কর্দ্দমবৎ, দুষিত ডিম্বের গন্ধযুক্ত মল, প্রথমে গুঠলি যুক্ত মল নিঃসৃত হইয়া পরে দলে দলে মল ও অবশেষে জলীয় মল নির্গমণ। অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল বারম্বার নিঃসরণ, সরলান্ত্রে চাপ, শূল, অবিরত মলত্যাগের ইচ্ছা, রেক্টমে জ্বালা, গণ্ডমালিক শিশু ও কৃত্রিম আহারে পালিত বালকদের অতিসারে ইহা বিশেষ

পেট হুড়হুড় করা, অম্ল দ্রব্য ও দুগ্ধ আহারে উহার বৃদ্ধি, উদর স্ফীত, প্রবল ক্ষুধা, বারম্বার আহার করা। ৩০শ শক্তি।

ক্যালিবিস—নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা, রক্ত জড়িত ও রাব গুড়ের মত মল সহজে নির্গমণ, প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে পীড়ার উদ্ভব, প্রাতঃকালে অত্যন্ত মল বেগ, এমন কি রোগীকে এজন্য শীঘ্র শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। মলত্যাগান্তে উদরে জ্বালা, বিবমিষা ও বমন, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, অতিরিক্ত আঠাল লালা পতন, লালার আস্বাদ লবণাক্ত, জিহ্বা পুরু আবরণে আবৃত, পিপাসা, শরীর উষ্ণ, মস্তক ঘূর্ণন, ক্যান্থাবিসের পর ইহা প্রয়োগ করিলে রোগ লক্ষণ সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যান্থারিস্—নূতন ও পুরাতন অতিসার, শ্বেত ও শ্বেতাভ আমে-রক্ত জড়িত, আঠাবৎ আম, দুর্গন্ধযুক্ত ফেণিল মলে শুভ্র ও আরক্ত আম মিশ্রিত, মাংস ধৌত জলেব মত আরক্ত জলীয় মলে আমখণ্ড ভাসমান, বারম্বার অল্প পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, অপবাহ্ণ ও রাত্রিতে বর্দ্ধনশীল অতিসার, মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রচণ্ড শূল বেদনা, মলত্যাগকালেও উহা বর্ত্তমান, মলদ্বারে জ্বালা, অভ্যন্তবে তাপ বাহিবে শীত, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক, মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ীর উদ্ভব, পিপাসা অথবা পিপাসাহীনতা, উদরে প্রচণ্ড বেদনা, সঞ্চাপনে বেদনার বৃদ্ধি, বারম্বার সবেদন বৃথা মূত্র ত্যাগেচ্ছা, মূত্র ত্যাগের পর জ্বালা, রক্ত প্রস্রাব, বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ, সম্পূর্ণ মূত্রাবরোধ, পুবাতন অতিসারে গলিত অন্ত্রনিঃসরণ হইলে ইহা নিতান্ত উপযোগী ঔষধ। অন্ত্রের অবস্থা পরি-বর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত বারম্বার সেবন করাইবে। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাপসিকম্—এই ঔষধ অধিক পরিমাণে কলসিন্থ এবং অল্প পরিমাণে মার্কুরির সহিত সাদৃশ্য রাখে। মলত্যাগান্তে পিপাসা, জল পান করিলে কম্প উপস্থিত, এই লক্ষণটী অন্য কোন ঔষধে দেখা যায় না। আম, রক্তমিশ্রিত আম, মলিন আম, অতিশয় কুন্থন, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর শূল বেদনা, আধ্মানিক শূল বেদনা, মলত্যাগের পরও শূল বেদনা বর্ত্তমান থাকে। সরলান্ত্রের নিম্নভাগে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা, ওষ্ঠ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, জিহ্বায় য্যাপথা ক্ষত, উদর বৃহৎ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপথে ও মূত্রস্থলীতে জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যামোমিলা—একোনাইট ব্যবহারের পর ইহা বিশেষ উপযোগী। মানসিক লক্ষণ দেখিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। রোগীর প্রকৃতি ক্রুদ্ধ, উদ্ধত ও অবিনীত, বালকেরা অতিশয় ক্রন্দনশীল, দুর্দ্দমনীয় ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। সবুজ বর্ণের কর্দ্দমবৎ আম, সবুজাভ শুভ্র বর্ণের আম, সাদা ও পীত বর্ণের মিশ্রিত আম, দুরিত অণ্ডের গন্ধযুক্ত, বারম্বার নির্গমনশীল মল। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—দুরিত আম সংযুক্ত মল, দুর্গন্ধময় মূত্র ক্ষরণ, বমন, উদরে জ্বালাযুক্ত বেদনা, হৃৎকম্পন, নাড়ী সূক্ষ্ম, জিহ্বা শুষ্ক, কর্ণে গুন্ গুন্ শব্দ, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বালকদের অতিসার, দিবাভাগে বর্দ্ধনশীল পীড়া, লালা পতন, ধ্বংশশীল দন্ত, অত্যন্ত পিপাসা, জলপানে বমন, জিহ্বা শুভ্র আবরণে আবৃত। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোটেলাস—বিগলন কারণ হইতে অতিসার, কদর্য্য জল পান ও অখাদ্য বস্তু আহার হেতু রোগ, অধিক পরিমাণ মলিন তরল রক্তস্রাব, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মলস্রাব, অজ্ঞাতসারে মল নির্গমন, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

গমিগটি—রক্তমিশ্রিত আম, সবুজ বর্ণ জলীয় মলে আম মিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত মল বারম্বার নির্গমন, অনেকক্ষণ কুন্থনের পর অল্প পরিমাণে জলীয় আম ক্ষরণ, পৃষ্ঠদেশে শৈত্য ও বেদনা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, জিহ্বায় জ্বালা ও ক্ষত বোধ, জ্বালাকর কুন্থন ও তদ্ধেতু গুহ্যভ্রংশ, ক্ষুধা মান্দ্য, অল্প আহারেই প্রচুর বোধ, জল বা আহার্য্য বস্তু উদরস্থ হইলেই বিবমিষার উৎপত্তি, উদরে ঘল্ ঘল্ শব্দ, পলাণ্ডুর গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ, প্রস্রাবের গন্ধে গৃহের বায়ু অতিশয় দুর্গন্ধময় হইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—বর্ষাকালের অতিসার, ম্যালেরিয়া-দেশবাসী লোকদের পীড়া, বহুব্যাপক আমাশয়, জ্বর বা অন্য কোন দুর্ব্বলকর রোগের পরিণামে ব্যাধির উৎপত্তি, রক্তমিশ্রিত ও পীত বর্ণের আম, ফেনিল মল, অজীর্ণ দ্রব্যমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত মল, গলিত শবের দুর্গন্ধযুক্ত আমরক্ত নির্গমন, উদরাধ্মান, ক্ষুধামান্দ্য, পর্য্যায়ক্রমে পীড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি, যকৃত ও প্লীহা বিবর্দ্ধন, বমনেচ্ছা, পিপাসা, অম্ল

পরিমাণ জল পানেই পিপাসার নিবৃত্তি, নাভিপ্রদেশে ছিন্নকর বেদনা, উদ্গার উঠিয়া আধ্মানের নিবৃত্তি, উদরে ভুট-ভাট্ শব্দ, প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসৃত হওয়া। অতিশয় শীর্ণতা, ক্ষুধা লোপ, শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া পড়া, রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

জিঙ্কম্—পুরাতন অতিসার, বারম্বার মলত্যাগ, পাতলা মলে রক্ত মিশ্রিত, অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ, অতিশয় শীর্ণতা, অত্যন্ত ক্ষুধাও প্রচুর পরিমাণে আহারের ইচ্ছা, আহার করিতে বসিলে অধিক পরিমাণে খাইতে পারে না, নিদ্রাকালে পেশীর স্পন্দন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

জেলসিমিয়ম্—একোনাইটের ন্যায় জ্বরযুক্ত তরুণ অতিসারে ইহার অধিকার, বিভিন্নতা এই যে, ইহাতে একোনাইট সদৃশ পিপাসা ও গাত্র বেদনা নাই। রোগী নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, উদরে মোচড়ান বেদনা, পৃষ্ঠে শৈত্যানুভব, নিদ্রাতুরতা, বালকেরা সময় সময় চম্‌কিয়া উঠে ও চীৎকার করে, তাহাদের মাড়ী স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ, প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধ যুক্ত, বিবাদ, ভয় ও বিরক্তির পর রোগ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্রম্বিডিয়ম্—আহারের সময় উদরে বেদনা, মলত্যাগ করিলেও তাহার উপশম হয় না, বায়ু নিঃসরণ হয়, কিন্তু তাহাতে উদরের গোলযোগ বিদূরিত হয়না। মল তরল, রক্ত ও আম মিশ্রিত, পূঁয় নিঃসরণ, রক্ত নির্গমন হইলে প্রচণ্ড শূল বেদনা হইয়া থাকে। গুহ্যভ্রংশ, চর্ম্ম শুষ্ক, জিহ্বা ময়লাবৃত, পিপাসা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডলকামারা—শীত ও আর্দ্র ঋতুর ব্যাধি, অধিক পরিমাণে লালা নিঃসরণ, সরলান্ত্রে জ্বালা যুক্ত চুলকানি, চর্ম্ম উষ্ণ, পিপাসা, মূত্রাবরোধ, মূত্র কৃচ্ছ্র, মলত্যাগ কালে অত্যন্ত কুন্থন ও প্রচণ্ড কর্ত্তনকর বেদনা, থানা থানা মল সংযুক্ত শুভ্রবর্ণ আম নির্গমন, সবুজ ও পীতবর্ণের আম, রক্তাক্ত আম, অম্ল গন্ধযুক্ত মলক্ষরণ, মুখে ক্ষত, জিহ্বা শুষ্ক, আঠাল লালা পতন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডায়েস্কোরিয়া—এই ঔষধ কলসিন্থের অনুরূপ, আমাশয়িক বেগ

নিবারণার্থ উক্ত ঔষধের পরই ইহা ব্যবহৃত হয়। মলত্যাগের সময় ও তাহার পূর্ব্বে নিতম্বে ও উদরে গুরুতর বেদনা, বেদনা ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে চালিত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত শরীর ও হস্তপদে সঞ্চারিত হয়, কখন কখন বেদনা হেতু অঙ্গুলি সমস্ত আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উদরে আক্ষেপিক বেদনা, অস্বাভাবিক কুন্থন, অণ্ডলালবৎ মলক্ষরণ, সরলান্ত্রে বেগ ও জ্বালা, মলদ্বার উষ্ণ বোধ, মলত্যাগ কালে মূর্চ্ছভাব, বিবমিষা, বমন ও প্রচণ্ড শূল বেদনা, অকস্মাৎ শূল বেদনার তিরোভাব হইয়া হস্ত বা পদাঙ্গুলি প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে বেদনার উদ্ভব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

নক্সভমিকা—মল দুর্গন্ধযুক্ত, আম ও রক্তজড়িত, বারম্বার মল বেগ, অল্প পরিমাণে মল নির্গমন, মলিন, পিঙ্গলবর্ণ বা সবুজ আম, রক্তময় আম, উগ্র মদিরা, বিরেচক ঔষধ সেবন বা অতি মাত্রায় এলোপ্যাথি ঔষধ সেবন হেতু রোগ, যকৃতের পীড়া হেতু অতিসার, উদরাধ্মান, বিশেষতঃ পাকাশয়ের আধ্মান, মূত্র ত্যাগের বৃথা চেষ্টা, উদরে প্রচণ্ড বেদনা, থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, বেদনা সহ বমনোদ্রেক, রোগীর স্বভাব উগ্র, প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পডোফাইলম—জলীয় মলযুক্ত আম, মলিন পীতবর্ণ বা রাব গুড়ের মত থানা থানা আম, শুভ্রবর্ণ বা রক্ত মিশ্রিত আম, দুর্গন্ধযুক্ত মল, উদরে গব্-গব্ শব্দ করিয়া মলবেগ, মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন, গুহ্য-ভ্রংশ, গুহ্য দেশে ক্ষত বোধ, উদরে বেদনা, বেদনা পৃষ্ঠ দেশ পর্য্যন্ত চালিত হওয়া, মলত্যাগ কালে গুরুতর কুন্থন, জিহ্বা শুষ্ক ও শুভ্রবর্ণ, মুখে দুর্গন্ধ, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, পিপাসা থাকে কিন্তু ক্ষুধা মাত্রই থাকে না, কামল, শোথ রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের অতিসার। শিশুরা উপাধানে শিরোলুণ্ঠন করিয়া থাকে ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

পলসেটিলা—আম ও রক্ত জড়িত মল, পরিবর্ত্তন শীল অর্থাৎ এক এক সময় একএক প্রকার আম নিঃসরণ, কয়েকদিন রোগ ভোগের পর কেবল শুভ্রবর্ণ আম ক্ষরণ, দুর্গন্ধযুক্ত আম নির্গমন, হাম রোগের পরে ও দেশ-ব্যাপী ওলাউঠার সময় অতিসার, মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা বোধ, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ, ময়লায় আবৃত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, মুখাভ্যন্তর আঠাল শ্লেষ্মায় জড়িত, মুখ

শুষ্ক কিন্তু পিপাসা বোধ মাত্রই হয় না। অপরাহ্নে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, অতিসার আরোগ্য হইয়া গেলে ও কিছু দিন পর্য্যন্ত মলের সহিত আম ক্ষরণ। ৩য় ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

পিট্রোলিয়ম—আতিসারিক উদরাময়, রক্ত ও আম মিশ্রিত জলীয় মল, অত্যন্ত মলবেগ, রোগী বোধকরে যেন অপর্য্যাপ্ত মল নির্গত হইবে কিন্তু মলত্যাগ কালে অল্পই নিঃস্থত হইয়া থাকে। মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা বোধ, প্রাতঃকালে মলবেগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

প্লম্বম—দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত মিশ্রিত আম নিঃসরণ, কখন কখন বিন্দুমাত্র ও মল নির্গত হয় না, মাত্র প্রচণ্ড বেগ ও শূল হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল কোষ্টবদ্ধ থাকার পর উগ্র বিরেচক ঔষধ সেবন জনিত অতিসার। বারম্বার মলবেগ কিন্তু গুহ্য পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন হেতু মল নির্গমনের ব্যাঘাত। মল ত্যাগ কালে গুহ্যদ্বার বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ, বিবমিষা ও বমন উদরে অতিশয় ছিন্নকর বেদনা, বেদনার তাড়নায় রোগী চিৎকার করে, নাভি প্রদেশে মোচড়ান বেদনা, সময় সময় ঐ বেদনা মস্তিষ্কে চালিত হইয়া মোহ এবং ফুসফুসে চালিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধতার উৎপত্তি করে। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

ফসফরাস—পুরাতন অতিসার, বেদনা শূন্য রক্ত ও আম নিঃসরণ যুক্ত অতিসার, গুহ্য সঙ্কোচক পেশীর শক্তি লোপ হেতু মলদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে এবং শিথিল মলদ্বার দিয়া সর্ব্বদাই মল ক্ষরণ হয়। এই লক্ষণটী প্লম্বমের সহিত ঠিক বিপরীত ভাবযুক্ত। মলত্যাগ করিয়া আসিলেই পুনরায় মল প্রবৃত্তি, সামান্য কিছু পান আহার করা মাত্রই মলত্যাগের ইচ্ছা, জলীয় মলে শুভ্র বর্ণ আম খণ্ড ভাসমান, মলে চর্ব্বিখণ্ডবৎ বস্তু ভাসমান, রক্ত ও পুঁয়মিশ্রিত আম, মাংস ধৌত জলের মত আরক্ত জলীয় মল প্রচুর পরিমাণে নির্গমন, মুখ পাণ্ডু বর্ণ, চক্ষু কোটরগত, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ, শুষ্ক, পরিষ্কার ও বিদারণযুক্ত, জিহ্বার আস্বাদ মিষ্ট, লবণাক্ত ও অম্লযুক্ত, পাকস্থলীতে জ্বালা, উদর স্ফীত, সকল প্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আধিক্য। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ফিরম মেটালিকম—জলীয়, কর্দ্দমময় আম অনিচ্ছায় নির্গমন, কুই-নাইনের অপব্যবহার হেতু রোগ, গুহ্য ভ্রংশ, মুখ মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ, মস্তকে

বেগের সহিত রক্ত সঞ্চলন, ক্রমান্বয়ে ক্ষুধা ও অক্ষুধা, উদর আধ্মানযুক্ত বয় অথচ আয়তনে বৃহৎ দেখায়, অত্যন্ত শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ফিরম্ ফস্ ফরিকম্—পরিষ্কাররক্ত, রক্তমিশ্রিত আম, পীতাভ, শুভ্রাভ ও পিঙ্গল বর্ণের মল রক্ত মিশ্রিত হইয়া নির্গমন, সবুজবর্ণ জলীয় মলের সহিত আম নিঃসরণ, বেদনা শূন্যতা, গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্ম অবরুদ্ধ হইয়া অতিসারের উদ্ভব, জ্বরের সহিত অতিসার, উদরে অত্যন্ত বেদনা, চাপানে বেদনার উপশম। ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেলাডনা—পাতলা সবুজাভ, রক্তমিশ্রিত আম, খণ্ড খণ্ড আম, পীতবর্ণের কর্দ্দমবৎ আম, শুভ্রবর্ণের আম, অজ্ঞাতসারে নিঃসরণশীল মল, দিনে দুই প্রহরের পর ও নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে অতিশয় শূলবেদনা, প্রচণ্ড কূন্থন ও তদ্ধেতু কম্প উপস্থিত, মলদ্বারে জ্বালা, উদরে ক্ষণস্থায়ী বেদনা, বারম্বার বেদনার আবির্ভাব ও তিরোধান, শ্বাস-প্রশ্বাস অবরুদ্ধ করিলে বেদনার উপশম, উদর চাপনে বেদনা বোধ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ লাল, পিপাসা অথবা পিপাসার অভাব, জলের আস্বাদ কদর্য্য, মূত্র প্রচুর বা অবরোধক, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, কখন বা ঘর্ম্মাবৃত, নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠা, মোহ, মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের দিকে কোন বস্তু চাপিয়া বাহির হইতেছে বলিয়া বোধ, ক্যারোটিড ধমনী দিয়া প্রবল বেগে রক্তসঞ্চলন। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। বালকদের জ্বরসহ তরুণ অতিসারে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচণ্ড কূন্থনের পর অল্পমাত্র রক্ত বা রক্তময় আম নিঃসরণ, অতিশয় ক্রন্দন করা, উপাধানে অনবরত শিরোলুণ্ঠন, সময় সময় চমকিয়া উঠা, ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করিবে। ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যাপটিসিয়া—টাইফয়েড অতিসারের প্রথম অবস্থায় ও দুর্ব্বলকর অতিসারে ইহা বিশেষ উপযোগী। বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্তমিশ্রিত আম, কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত জলীয় আম বিনা কষ্টে নির্গমন, বারম্বার অল্প পরিমাণে মল ক্ষরণ, মলত্যাগের অত্যন্ত বেগ, উদরে ডাক ও উগ্র বেদনা, সমস্ত শরীরে বেদনা, শীত বোধ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম ও মূত্র ক্ষরণ, অতিশয় অবসন্নতা, জিহ্বা পিঙ্গলবর্ণ, অবসন্নকর জ্বর, জ্বরের সময় মোহাচ্ছন্নতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—জেলি সদৃশ থলথলে আম, রক্তমিশ্রিত আম, বিনা কষ্টে নিঃসরণ, দশ পনর মিনিট অন্তর মলত্যাগ, মলের সহিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্রিমি নির্গমন, কণ্ডু বসিয়া যাওয়ার পর অতিসার, বর্ণের পাণ্ডুরতা ও দেহের শীর্ণতা, মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে জ্বালা ও ক্ষত বোধ, মানসিক দুর্ব্বলতা, বালকেরা নীরবে থাকিতে ভাল বাসে, ক্যামোমিলায় ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ৬ষ্ট শক্তি।

ব্রাইওনিয়া—একোনাইটের পরই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালের পীড়া, অত্যন্ত তাপিত হওয়ার পর অকস্মাৎ শীতল জল পান, হঠাৎ উত্তাপের পর শীত ভোগ হেতু রোগ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী, অত্যন্ত উদর বেদনা সহ মল নির্গমন, পিঙ্গল বর্ণের চটচটে মলে আম মিশ্রিত, কাল মলে রক্ত জড়িত, সামান্য সঞ্চালনে, বাহু উত্তোলনে, ও পদন্যুব্জ করিলেই মল-বেগ, বিবমিষা ও বমন, নিরবে ও একভাবে অবস্থান করিলে আরাম বোধ। অনেকক্ষণ অন্তর অধিক পরিমাণ জল পান, জিহ্বা শুভ্রবর্ণ. ওষ্ঠ বিদারণ যুক্ত। ৩য়, ৬ষ্ট শক্তি।

মার্কুরি করসাইবস—রক্তাতিসারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, রক্ত মিশ্রিত কর্দ্দমবৎ মল, বিশুদ্ধ রক্ত ক্ষরণ, রক্ত ও আম জড়িত হইয়া পতন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমের খণ্ডযুক্ত দুর্গন্ধময় মল বারম্বার নিঃসরণ, মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে উদরে বারম্বার শূল, উদরে অত্যন্ত মোচড়ান বেদনা, অতিবেগে কুন্থনের পর অল্প পরিমাণে মল নির্গমন, নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা. মুখ ও হস্ত পদ শীতল, নাড়ী দুর্ব্বল ও সূক্ষ্ম, মুখে ধাতব কষায় আস্বাদ জিহ্বা লাল ও ক্ষতযুক্ত, লালা পতন, উদর স্ফীত ও কঠিন, সঞ্চালনে যাতনা বোধ, মূত্র দ্বারে জ্বালা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উষ্ণ ও রক্তাক্ত মূত্র, বিন্দু বিন্দু নিঃসরণ, সম্পূর্ণ মূত্রাবরোধ। একোনাইট ব্যবহারে রোগের উগ্রতা আংশিক হ্রাস হওয়ার পর এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ৩য় বিচূর্ণ ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কুরিসলিউবিলিস—বিশুদ্ধ রক্ত, আরক্ত আম, সবুজবর্ণ আম নিঃসরণ, কর্দ্দমবৎ, চটচটে ও পূঁয়যুক্ত মল। মলত্যাগের পূর্ব্বে বারম্বার প্রবল বেগ, বিদ্ধকর ও ছিন্নকর বেদনা, বমন, বিবমিষা ও কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম

ক্ষরণ। মলত্যাগের পরও শূল বর্ত্তমান। গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও সঙ্কোচন বোধ, রাত্রিতে নিম্ন উদরে কর্ত্তনকর বেদনা,উদর স্পর্শে শীতল, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টি ঝাপসা, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ক্ষরণ, অত্যন্ত কুন্থন, রাত্রিতে বর্দ্ধন শীল রোগ। গুহ্যভ্রংশ, রাত্রিতে অতিশয় ঘর্ম্মাবৃত হওয়া, যকৃতের রোগ ভোগ সময় অতিসার। ৩য় বিচূর্ণ. ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ম্যাগনিসিয়াকার্ব্ব—রক্তাক্ত আম, সবুজ আম, কর্দ্দমময় আম, অম্ল গন্ধযুক্ত মল, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে ছিন্নকর বেদনা, উদরে ডাক, বায়ু নিঃসরণ, মলত্যাগের পর মল দ্বারে জ্বালা, মুখের আস্বাদ তিক্ত ও অম্লাক্ত, জিহ্বা শুভ্র বর্ণ ও য়্যাপথ্যা ক্ষত যুক্ত, পিপাসা, দুগ্ধে অরুচি, দুগ্ধ খাইলে পাকাশয়ে বেদনার উৎপত্তি, উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত, শরীরে অম্ল গন্ধ,বালকদের রোগ, তাহাদের ডায়েরিক ডিসেণ্ট্রীতে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

রসটক্স—পুরাতন অতিসার, পাতলা দুর্গন্ধময় মলে রক্তমিশ্রিত, অন্ত্রে টাইফয়েড প্রকৃতির প্রদাহ, উদরে বেদনা, উদর স্পর্শে যন্ত্রণাবোধ, দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র নিঃসরণ, জ্ঞানের জড়তা, অজ্ঞানাবস্থায় শয্যায় পড়িয়া থাকা, মোহাবস্থায় মল ক্ষরণ, নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুত, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, জিহ্বা আরক্ত, শুষ্ক, ও পিঙ্গল বর্ণ। পিপাসা, রাত্রিতে পিপাসার বৃদ্ধি, ওষ্ঠ শুষ্ক ও কাল, মুখ দিয়া দুর্গন্ধ ক্ষরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি।

রডোডেণ্ড্রন—গ্রীষ্মকালীয়রোগ, বজ্রপাতেরসময়, অতিসার, আমযুক্ত ও দুর্গন্ধময় মল নির্গমন, মলত্যাগের প্রবল বেগ। ৩য়, ৬ষ্ট শক্তি।

লিলিয়ম্ টিগ্রিনম্—অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর রক্তাক্তআম ক্ষরণ, পৃষ্ঠে চিন্‌চিনি বেদনা, মলত্যাগান্তে রোগী বোধ করে যেন আরও প্রচুর পরিমাণে মল রহিয়া গিয়াছে। সামান্য সঞ্চালনেই মল বেগ, পিপাসা, বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, বাম ওভেরিদেশে হস্তার্পণ করিলে যন্ত্রণা বোধ, জরায়ুভ্রংশ। ১ম ও ৩য় শক্তি।

লেপ্‌টেণ্ড্রা—তরল ভেদযুক্ত অতিসার, আলকাতরার বর্ণযুক্ত উজ্জ্বল কাল মলস্রাব,তরল আম ও মল বেগে নির্গমন,রক্ত, পিত্ত ও আমমিশ্রিতমল জল ধারার বেগে পতন, বিশুদ্ধ রক্ত ক্ষরণ, মলে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ বর্ত্তমান, মলত্যাগের

পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত মল বেগ, ঘল্ ঘল্ শব্দে উদরধ্বনি, মলত্যাগের পরও শূল বর্ত্তমান, বিবমিষা, মোহ, নাভিপ্রদেশ ও উদরে ভয়ানক যন্ত্রণা, যকৃত প্রদেশে জ্বালা, যকৃতের রোগ, কামল, শীতল জল পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লাইকোপোডিয়ম্—পুরাতন অতিসার, সূত্র গুচ্ছবৎ আমযুক্ত মল নির্গমন, আরক্ত দুর্গন্ধযুক্ত আম, হরিত ও দুর্গন্ধযুক্ত মল ক্ষরণ, হরিত মল সংশোধন জন্য এইটী কার্ব্বভেজ ও ল্যাকেসিসের সমতুল্য ঔষধ। বারম্বার সরলান্ত্রে কষ্টকর চাপ, উদরে অতিশয় মোচড়ান বেদনা, অসম্পূর্ণ মলত্যাগ, অপরাহ্ণ চারিটা হইতে আটটার মধ্যে ও প্রাতঃকালে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি। মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে শীতানুভব, মলত্যাগের পরে উদরে বায়ু চাপ বান্ধিয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ। চক্ষের চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ দাগ, মুখের আস্বাদ কদর্য্য, এজন্য রোগী সর্ব্বপ্রকার আহার্য্যেই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে, অল্প অল্প পিপাসা, প্রবল ক্ষুধা, উদরাধ্মান, নিম্নোদরে বাতাধ্মান, উদরে গব্ গব্ শব্দ। ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

ল্যাকেসিস—অপেক্ষাকৃত পুরাতন অতিসারে ইহা ব্যবহৃত হয়। নূতন রোগেও লক্ষণ দৃষ্টে প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়। মল পূঁয়ময়, রক্ত মিশ্রিত, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত। মলত্যাগ কালে মলদ্বারে অতিশয় জ্বালা বোধ মলত্যাগ জন্য রোগী অতিশয় বেগ দেয় কিন্তু কিছুই নিঃসৃত হয় না। উদরে অতিশয় শূল বেদনা, পিপাসা, জিহ্বা লাল ও অগ্রভাগ বিদারণ যুক্ত, কাল ও রক্তাক্ত জিহ্বা। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ষ্ট্যাফিসিগ্রিয়া—চিত্তবিকার ও মানসিক বিরক্তি হেতু রোগ, পুরাতন রক্ত আমাশয়, রক্তাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কর্দ্দমবৎ আম নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে গুহ্য দ্বারে জ্বালা ও চাঁচিয়া যাওয়া অনুভব, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, বায়ু ত্যাগ কালে মল ক্ষরণ। দিবাভাগে নিদ্রা অথচ রাত্রিতে নিদ্রাব অভাব, দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে কুন্থন, ইহা বালকদের অতিসারে বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সলফর—পুরাতন অতিসার, যকৃত বিবর্দ্ধন ও পাণ্ডু রোগ ভোগ কালে অতিসার, ফিতার ন্যায় আম ও রক্ত ক্ষরণ, সবুজ বর্ণের আম, সাদা আম রক্ত-

পীড়িত, এক একবার এক এক রূপ মল নিঃসরণ, মলত্যাগ কালে কর্ত্তনকর বেদনা, নিম্ন শাখা শীতল, প্রাতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই মলত্যাগের জন্ত দৌড়িয়া যাওয়া, রাত্রিতে গুহ্যভ্রংশ, ক্ষুধার হ্রাস, শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ। ৬ষ্ঠ,৩০শ শক্তি।

সিস্‌টাস্‌—পুরাতন অতিসার, অম্ল খাদ্য ও ফল খাইতে ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে পাকাশয়ে শৈত্য ও বেদনা জন্মায় এবং রোগ বৃদ্ধি করে। ৩য় ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রো ফোবিন্‌ (লিসিন)—আমরক্ত ও রক্তমিশ্রিত আতিসারিক মল, রোগীর প্রকৃতি দুর্ব্বল ও খিট্‌খিটে, উদরে শূল ও কুন্থন, গুহ্য দ্বারে ও কটিতে অত্যন্ত বেদনা, বিশ্রামে বেদনার বৃদ্ধি, দৌড়াইলে উপশমবোধ, জলের শব্দ শ্রবণ ও জল দেখিয়া ভয়, জলপান করিতে গিলনপেশীর অস্বাভাবিক আকুঞ্চন, এ জন্য রোগী জলপানে সম্পূর্ণ অসমর্থ। মুখাভ্যন্তর তার বান্ধা আঁঠাল লালায় পরিপূর্ণ, বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ, জলের শব্দ ও জল দেখিলে পীড়ার বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রাস্‌টিস্‌—পুরাতন অতিসার, মল আঁঠাল কর্দ্দমাকার আম জড়িত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন মলে পীত বর্ণের আম, মল দ্বারে জ্বালা, দাহকর যন্ত্রণা, মলত্যাগের পরও কিছু কাল জ্বালা যন্ত্রণা থাকিয়া যায়। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হেমিমেলিস—তরুণ রক্তস্রাব, মলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট রক্ত, প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব, আমের সহিত রক্ত জড়িত হইয়া নির্গমন। ১ম, ৩য় শক্তি।

হেলিবোরাস—শুভ্রবর্ণ ও গঁদের আঠার মত আম নিঃসরণ, অল্প পরিমাণ, কঠিন-পিণ্ডাকার মল, অতিকষ্টে নির্গমন, মলত্যাগান্তে গুহ্য দ্বারে প্রচণ্ড দাহ ও জ্বালা, মলত্যাগের পূর্ব্বে বিবমিষা ও শূল বেদনা, গলনলীতে তিক্ততা বোধ, মুখ শুষ্ক ও আঠাযুক্ত, প্রচণ্ড পিপাসা, বিবমিষা, অতি কষ্টে সবুজ বর্ণ পিত্ত বমন, পাকাশয় হইতে গলনলী পর্য্যন্ত স্থান উত্তপ্ত লৌহ শলাকায় আবর্ত্তিতবৎ যন্ত্রণা অনুভব। শিরোঘূর্ণন, মস্তক উষ্ণ, স্বকণীতে ক্ষত, মূত্র অল্প ও লোহিতাভ, শরীরের এক পার্শ্বের স্পন্দন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

অতিসারের প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালী বিবৃত করা হইল, সচরাচর ঐ সমস্ত ঔষধ দ্বারাই পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে, ইহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন রোগের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে লক্ষণানুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিবে। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশীয় বহু সংখ্যক মুষ্টিযোগ ঔষধ বিশেষ আদরের সহিত এই পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমরাও তাহার ক্রিয়া অনেক সময় অতিশয় উপকারজনক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ সমস্ত মুষ্টিযোগ দেশীয় গাছড়া এবং কম্পাউণ্ড ঔষধ হইলেও তাহাতে যখন পীড়া আরোগ্য হইতে দেখা যায়, তখন আমরা উহাকে অনাদর করিতে পারি না, বরং অতি আদরের সহিত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। দেশীয় ঔষধ দ্বারা যত অধিক পরিমাণে চিকিৎসা হইতে পারে, ততই মঙ্গলের কারণ। আমরা নিম্নে কয়েকটী পরীক্ষিত মুষ্টিযোগের বিবরণ বিবৃত করিলাম ভরসা করি হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী চিকিৎসকগণ ইহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন না।

অতিসারে দেশীয় মুষ্টিযোগ।

১। থানকুণি, মানকুণি বা থুইদে মানকন, একপ্রকার ক্ষুদ্র চারা গাছ উক্ত তিন নামেই অভিহিত হয়। গাছের পাতাগুলি গোলাকার, টাকার মত। একটী লম্বা ডাঁটা দ্বারা মূলের সহিত যুক্ত থাকে। এই পাতা ও ডাঁটা পরিষ্কাররূপে ধৌত করতঃ ছেঁচিয়া তাহার রস দুই তোলা পরিমাণ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে, দিনে তিনবার। তরুণ অতিসারের প্রথম অবস্থায় ইহা বিলক্ষণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শিশুদের রোগে এইটী বিশেষ উপযোগী।

২। সাতটী পেয়ারার কুসি, সাতটী কুলের কুসি, সাত চাক আদা, কিঞ্চিৎ লবণ ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করতঃ রসভাগ গলাধঃকরণ করিবে, ছিবড়ে থানি পরিত্যাগ করিবে। এতদ্দ্বারা তরুণ অতিসার অনেক সময় নিবারিত হইয়া থাকে।

৩। মদনি কলা ও লবণ। তরুণ অতিসারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। আমি স্বয়ং ইহা একবার সেবন করিয়া রোগের অতি গুরুতর আক্রমণ হইতে

মুক্ত হইয়াছিলাম। অত্যন্ত মলবেগ, কুন্থন, উদরে মোচড়ান বেদনা, আম ও রক্ত ব্যতীত মল মাত্রই নিঃসৃত হয় না, রোগী মল বেগে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়, বস্ত্রে মল-নির্গমন হইল বিবেচনায় দৌড়িয়া মল ত্যাগ করিতে যায়, কিন্তু বসিয়া বেগ দিলে কিছুই নিঃসরণ হয় না। অনেকক্ষণ বেগ দেওয়ার পর সামান্য কিছু আম ও রক্ত ক্ষরিত হয়। রোগী মনে করে যেন তাহার মলদ্বারে ঢিপলা দিয়া বন্ধ করা রহিয়াছে। মলত্যাগ করিয়া আসিলেই পুনরায় ভয়ানক মল বেগ, দিন রাত্রিতে বহুবার মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়। এইরূপ লক্ষণ যুক্ত তরুণ অতিসারে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া আমার জানা আছে। একটী পাকা মদনি কলা ত্বকশূন্য করিয়া এক তোলা লবণ সহ যোগে একটী পাত্রে উত্তমরূপে চট্‌কাইবে, কলা ও লবণ ভালরূপ মিশ্রিত হইলে কলার বীজগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিবে। তৎপরে ঐ থল্‌থলে দ্রব্য খানি মুখে লইয়া গলাধঃকরণ করিবে। প্রাতে একবার মাত্র খাইবে। ঔষধ সেবনের তিন চারি ঘণ্টা পর অতি উত্তমরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। প্রথমে বহুসংখ্যক গুঠলি মল নিঃসৃত হইয়া পরে প্রচুর পরিমাণে কাদা-কাদা মল নিঃসরণ হওতঃ উদর পরিষ্কার হয়। ইহাতে রোগী প্রথম দিনই বিশেষ উপশম বোধ করে, সচরাচর দুই তিন দিনের অধিক ঔষধ সেবন করিতে হয় না, কদাচিৎ কোন কোন স্থলে অন্য ঔষধ সেবন করাইতে হয়। আমি অনেক স্থলে এই ঔষধের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৪। তেঁতুলের পাতা কতকটী পরিষ্কার রূপে ধৌত করতঃ অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ জলে চট্‌কাইবে, পাতার রস কতক পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ছাকিয়া পাতা গুলি ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ ছাকা জলে কিঞ্চিৎ লবণ ও চিনি সংযোগ করিয়া পান করিবে। প্রাতে ও অপরাহ্ণে। ইহাতে অনেক সময় ফল লাভ হইতে দেখা যায়।

এইরূপে সেওড়ার পাতা ও বউরা বাঁসের পাতা জলে চটকিয়া চিনির সহিত পান করিলে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

৫। বট-ক্ষীর। পুরাতন অতিসারে ইহা অতি অমোঘ ঔষধ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক স্বর্গীয় কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে এই ঔষধটী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে আমরা ইহা শত শত রোগীতে প্রয়োগ

করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছি। বটের সর্ব্বাগ্র কুশিটী ভাঙ্গিলে দুগ্ধবৎ রস বাহির হয়, উহাই বট-ক্ষীর নামে কথিত হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে এই রস দশ বিন্দু ও কাশীর পরিষ্কার চিনি এক আনি একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করিতে দিবে। প্রয়োগ স্থল—রক্ত ও পূঁয ক্ষরণ, দুর্গন্ধ আম ও ত্বরিত মল নির্গমনযুক্ত অতিসার। রোগীর শরীর অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল, পচনশীল অতিসার। শরীর হইতে দুর্গন্ধ ক্ষরণ।

৬। বেলাদি রস। বেল শুণ্ঠি এক ছটাক, কুর্চ্চির ছাল এক ছটাক, (কুর্চ্চিকে কোন স্থানে কুটিশ্বর ও বলিয়া থাকে।) আদা অর্দ্ধ তোলা একত্র করিয়া তিন পওয়া জলে সিদ্ধ করতঃ এক পওয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে এক ছটাক মাত্রায় দিনে তিনবার পান করিবে। পুরাতন অতিসার, ডায়েরিক ডিসেণ্ট্রী, রক্ত ও পূঁয ক্ষরণ ইত্যাদিতে ইহা বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

৭। বেল তরুণ অতিসারে অতি উৎকৃষ্ট পথ্য ও ঔষধ, এতদ্দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, আমাশয়ের বেগ ও শূল প্রশমিত হয়। বহুকাল হইতে এই উদ্দেশ্যে বেল আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, অধুনা বেল মোরব্বা ও বেলের জেলি সকলেই অতি আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। পথ্য বিবরণে ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

পথ্য এবং পানীয়।

পথ্য এবং পানীয়ের অসদ্ব্যবহার হেতুই অনেক স্থলে অতিসার ঘটিয়া থাকে, অতএব চিকিৎসা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পথ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে বহু চেষ্টায় দীর্ঘকাল স্থায়ী অতিসার কথঞ্চিৎ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু হঠাৎ একদিন অসতর্কতা হেতু অর্দ্ধ সিদ্ধ অন্ন বা ভাজা তণ্ডুল খাইয়া রোগী পুনর্ব্বার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়বার রোগাক্রান্ত হইলে তাহার ফল অতি ভয়াবহ হইয়া উঠে, এমন কি প্রায়ই রোগী রক্ষা পায় না, এজন্য রোগী আরোগ্য হইলেও দীর্ঘকাল কঠিন এবং দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার করিতে দিবে না।

রোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষতঃ জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে বার্লি বা

এরোরুট জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লেবুর রস ও লবণ সংযোগ করতঃ আহার করিতে দিবে। জ্বর না থাকিলে সরু চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন বা অন্ন মণ্ড আহার করিতে দিবে। ইহার সহিত সদ্য মৎস্য বা মুগ এবং মশুরীর যুস দেওয়া যাইতে পারে। অতিসারে ঘোল-ভাত অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। রোগী যখন কিছুই আহার করিতে পারে না, আহার করিলে ও ভাল রূপ জীর্ণ হয় না, তখন ঘোলের সহিত সরু চাউলের ভাত চটকাইয়া আহার করিলে রোগী বিশেষ তৃপ্তি বোধ করে। ইহাতে উদরের যাতনা দূরীভূত হয়, ক্ষুধা উদ্দীপ্ত এবং মুখে রুচি হইয়া থাকে। পাকাশয়ে এসিডিটি থাকিলে ঘোল সহ্য হয় না, তাহাতে ডিস্‌পেপসিয়া ও অম্ল জন্মে। পাকাশয়ে অম্লত্ব থাকিলে ঘোল না দিয়া মাখন তোলা দুগ্ধ কিঞ্চিৎ সোডা সংযোগ করিয়া দেওয়া ভাল। পুরাতন অতিসারে পাচক শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া যায়, এজন্য এই সময় বিশেষ লঘুপাক পথ্য আহাব করিতে দিবে। পুরাতনরোগে অনেক সময় বার্লি ও এরোরুট ইত্যাদি জলীয় খাদ্য সহ্য হয় না, তাহাতে উদরাময় বৃদ্ধি করে, তখন অন্ন মণ্ড বেশ সহ্য হয়, সদ্য মৎস্যের সহিত গন্ধ ভাদালিয়া সংযোগ করতঃ পাক করিয়া তাহার যুসের সহিত অন্ন মণ্ড মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হইবে ও পথ্য সহজে জীর্ণ হইবে। যেখানে মৎস্য ব্যবস্থা করা যায় না, তথায় পটোল, বেগুন ও আলু ইত্যাদি তরকারির সহিত গন্ধ ভাদালিয়া যোগ করিয়া তরকারি রন্ধন করতঃ তাহার যুস দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন অতিসারের রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও বহুদিন লঘুপাক পথ্য আহার করিবে।

পানীয়—আমাদের দেশীয় বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের অধিকাংশ পুষ্করণী ও ডোবার জল ম্যালেরিয়া বিষে জড়িত, তাহাতে বিগলিত উদ্ভিজ্জ রস মিশ্রিত হইয়া আরও দূষিত হইয়া উঠে, বিশুদ্ধ জল পল্লিগ্রামে পাওয়া যায়না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সময় জল উষ্ণ করতঃ ফিলটারে বিশুদ্ধ করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় কেবল জলের দোষেই পীড়া আরোগ্য হয় না। নিতান্ত কৃচ্ছ্রকর পুরাতন পীড়ায় যখন শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও বল শূন্য হইয়া যায়, তখন স্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চল বা দার্জ্জিলিং ও নৈনিতাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে গিয়া কিছু দিন বাস করা কর্ত্তব্য।

বেল—অতিসারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট পথ্য ও ঔষধ। সকল অবস্থায়ই প্রয়োগ হইতে পারে। আমাদের দেশে বেল বৎসরের সকল সময়ই পাকা বা কাঁচা কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়। পরিপক্ক বেলই অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিতে হইবে, বেলের শাস বাহির করিয়া তাহা পরিষ্কার জলের সহিত আবর্ত্তন করতঃ কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে মণ্ডের ন্যায় প্রস্তুত করিবে, উহা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পাকাশয়ে এসিডিটি না থাকিলে জলের পরিবর্ত্তে ঘোল দিয়া বেলমণ্ড প্রস্তুত করিলে আরও ভাল হয়। পাকা বেল না পাওয়া গেলে কাঁচা বেল পোড়াইয়া বা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার শাস বাহির করতঃ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সেবন করান যাইতে পারে। অতিসারে বেলের আরোগ্যকর ও প্রতিষেধক শক্তি সকল শ্রেণীর চিকিৎসকই একবাক্যে স্বীকার করেন। বেল দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য-বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে দুইপ্রকার খাদ্য বস্তুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

বেল মোরব্বা—কচি বেল ত্বকশূন্য করিয়া চাক্তির মত খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিবে, তদনন্তর উহার বীজ গুলী দূরীভূত করিয়া ক্ষণকাল জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইয়া এমন হইবে যেন বেল গুলি গলিয়া না যায় এবং শক্তও না থাকে। এদিকে এক সের আন্দাজ পরিষ্কার চিনি কিঞ্চিৎ জলে মিশ্রিত করিয়া মৃদু তাপে পাক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে। চিনির পাক যখন এক তার বান্ধিবে, তখন ঐ সিদ্ধ করা বেলের চাক্তিগুলী তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কিছুকাল জ্বাল দিয়া চিনির পাক আরও কিছু গাঢ় হইলে নামাইয়া শীতল হওয়ার জন্য রাখিয়া দিবে। ইহা উপযুক্ত পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। বাজারে যে মোরব্বা খরিদ করিতে পাওয়া যায়, তাহা অনাবৃত পাত্রে থাকা হেতু পথের ধূলী, মক্ষিকা ও বোলতা ইত্যাদি পতিত হওয়াতে নিতান্ত দূষিত হয়, অনেক সময় উহা আহার করিয়া প্রকৃত রোগের বৃদ্ধি এবং বসন্ত ও ওলাউঠা ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গৃহ প্রস্তুত মোরব্বা অতি পরিষ্কার ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য, আবশ্যক মত ইহার দুই, তিন চাক্তি করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। রোগী ইহা খাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করে,

রোগেরও বিশেষ লাঘব হইয়া আইসে, এতদ্দারা অতিথি সৎকার, নিজেদের রসনার তৃপ্তি সাধন এবং রোগীর চিকিৎসা সকল কার্য্যই সাধিত হইতে পারে।

বেলের জেলি—পক্ক বা অপক্ক বেলের শাস বাহির করিয়া বীজ ও আঠা শূন্য করিবে, সহজে আঠা না উঠিলে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লইবে। পরে ঐ পরিষ্কৃত বেল প্রচুর পরিমাণ জলে উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া কাদা কাদা করিবে। তদনন্তর উহা নামাইয়া শীতল হইলে জল হইতে পৃথক করিয়া একটী পরিষ্কার বাসনে লইয়া উত্তম রূপে চটকাইবে এবং বস্ত্রে ছাকিয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিবে। অপর দিকে পরিষ্কার চিনি জ্বালে চড়াইয়া পাক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে, চিনির পাক অর্দ্ধেক হইয়া আসিলে তাহাতে বেলখণ্ড ঢালিয়া দিবে। ক্ষণকাল উভয় দ্রব্য আবর্ত্তন করিয়া ও জ্বাল দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহা অতি সুখাদ্য বস্তু, অতিসারের রোগীকে আবশ্যক মত ইহা আহার করিতে দেওয়া যায়, বেল সকল ঋতুতে সমান ভাবে পাওয়া যায় না এজন্য সময় মত বেল মোরব্বা বা জেলি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে সকল ঋতুতেই আহার্য্য এবং ঔষধ দুই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমাদের দেশীয় বধূ এবং কন্যাগণ নিতান্ত নিষ্কর্ম্ম ভাবে সময় অতিবাহিত করেন, বিবাদ, কলহ, পর নিন্দা, শয়ন, নিদ্রা ইত্যাদি কার্য্যেই তাঁহারা প্রায় দিন যাপন করেন, তাঁহাদিগকে এই সমস্ত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করার উপায় শিক্ষা দিলে তাঁহাদের সময়ের অতি সদ্ব্যবহার হইতে পারে। তদ্ভিন্ন গৃহবাসী ও অভ্যাগত কুটুম্বগণ অতি অল্প ব্যয়ে জলযোগ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন। আমাদের দেশে সকল প্রকার সুস্বাদু ফলই অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, উহা হইতে মোরব্বা ও জেলি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে অত্যল্প ব্যয়ে রসনার তৃপ্তি-সাধন করা যাইতে পারে।

অতিসারে ঔষধ নির্ব্বাচন।

মলগত লক্ষণ।

আম নিঃসরণ—একো, এসা, চায়না, সিনা, কলসি, সাইক্লে, ইপি, গ্রাফা, আইরি, ন্যাট্রম মিউ, এ অকজ্যালিক, রিয়ম, সাইলি, এণ্টিটার্ট, ব্রাইও, বোরাক্স, মার্ক, কলচি, নক্স, ফস, পলসে, সলফর, কার্ব্বভেজ, চেলি, ভিরাট।

„ রক্ত মিশ্রিত—একো, ইথিউ, এলোজ, এপিস, আর্জ্জেণ্ট, আর্ণি, আর্সে, ব্যাপটি, বেল, ক্যান্থ, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, কলসিন্থ, গমিগটি, আইরিস, লেপটেণ্ড্রা, মার্ক, নক্স, প্লম্বম, পডো, সরিণম, পলসে, সলফর।

„ ধূসর বর্ণ—আর্সে, ব্যাপটি, কার্ব্বভেজ, নক্স, ক্যাম্ফর, ক্যান্থা, কার্ব্বভেজ,

„ কাল বর্ণ—আর্জ্জেণ্ট নাই, এপিস, আর্সে, ক্যাম্ফর, চায়না, কুপ্রম, ন্যাট্রম্মিউ, সরিণম, ভিরাট।

„ সবুজ বর্ণ—একো, ইস্কিউ, ইথিউ, এমোনিমিউ, এপিস, আর্জ্জেণ্ট, আর্সে, বেল, ব্রাইও, ক্যান্থা, ক্যামো, সিনা, কলসিন্থ, গমিগটি, ইপিকা, নক্স, ফস, এ ফস, পডো, সরিণম, পলসে, সলফর।

„ ফেঁকাসে—কার্ব্বভেজ।

„ লোহিত বর্ণ—আর্জ্জেণ্ট নাই, ক্যান্থা, সিনা, কলচিকম, গ্রাফা, লাইকো, সলফর।

„ স্বচ্ছ—এলো, কলচিকম।

„ শুভ্রবর্ণ—আর্সে, বেল, ক্যান্থা, কষ্টি, ক্যামো, সিনা, গ্রাফা, ইপিকা, ফস, এ ফস, পডো, পলস, সলফর।

„ পীতবর্ণ—এপিস, বেল, ক্যামো, চায়না, পডো, পলস, সলফর।

„ ফেনিল গুড় সদৃশ—ইপিকা।

„ তরল ও সবুজ বর্ণ—লরোসিরেসাস।

„ আঠার ন্যায়—এলোজ, কলচিকম, পডো।

আম চাপ চাপ—আর্জ্জেণ্ট, ক্যাপসি, লাইকো।

„ পিচ্ছিল—একো, এলোজ, এমোনিমিউ, আর্ণি, এপিস, আর্স, বেল, ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, ক্যামো, সিনা, পডো, কলচি, কলসিন্থ, গম্মি, মার্ককর, নক্স, সলফর।

„ তরল—আর্জ্জেণ্ট, লেপটেণ্ড্রা।

„ রজ্জুবৎ—এসারম, এ সলফ্।

„ চর্ব্বির ন্যায়—সিনা।

„ গাঢ় পুঁযের ন্যায়—এপিস, আর্ণি, আর্স, লাইকো, পলসে, সলফর।

„ মধ্যে মধ্যে রক্তের ডোরা—কলচি, সলফর।

মলত্যাগের পূর্ব্বে।

নিম্নোদরে বেদনা—একো, এলোজ, আর্জ্জেণ্ট, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফা, ক্যাপসি, ক্যামো, চায়না, কলচি, কলসিন্থ, গম্মি, ইপিকা, লাইকো, ফস, পডো, পলস, ভিরাট, মার্ক, নক্স।

„ জ্বালাকর বেদনা—আর্ণি, পডো।

„ চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা—ইথিউ, বেল, ক্যাম্ফা, সিনা, গম্মি, ভিরাট।

গুহ্যদেশ টাসিয়া ধরা—প্লম্বম।

„ স্ফীত—পডো।

পৃষ্ঠদেশে বেদনা—ব্যাপটি, নক্স, পলসে।

বায়ু নিঃসরণে মলত্যাগ—এলোজ, আর্জ্জেণ্ট, জেলস।

অন্ত্রে বেদনা—এলোজ।

উদরে তরল পদার্থ সঞ্চলনবৎ গড় গড় করা—পডো।

বমনোদ্রেক—একো, ব্রাইও, ক্যালকে কার্ব্ব, চেলি, ইপিকা।

নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—এলো, এমোনিমিউ, ক্যাপসি, নক্স।

নিম্নোদরের পূর্ণতা বোধ—এলোজ।

বেগ দেওয়া—এলোজ, এমোনিমিউ, আর্ণি, ক্যাম্ফা, কলচি, কলসিন্থ, গম্মি, লেপটেণ্ড্রা, মার্ককর, নক্স, ফস, প্লম্বম, সলফর।

বৃথা বেগ—নক্সভমিকা।

অকস্মাৎ বেগ—ফস্, পডো, সলফর।

বমন—আর্সে, ইপিকা।

মলত্যাগকালে।

উদরে শূল—এলু, আর্জ্জেণ্ট, ব্যপটি, ক্যাম্থা, ক্যাপসি, ক্যামো, কলসিন্থ, ক্রোটন, ইপিকা, লাইকো, পডো।

নিম্নোদরে খিলধরা—আইরিস।

„ কর্ত্তনকর বেদনা—একো, এলোজ, ক্যাপসি, চেলি, কলসিন্থ, গমি আইরিস, মার্ককর।

নিম্নোদরে চিমটিকাটা বেদনা—ক্যাম্থা, ভিরাট।

গুহ্য দেশে কামড়ানি—লাইকো।

„ জ্বালা ও উত্তাপ—এলোজ, আর্সে, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্থা, কার্ব্বভেজ, গমি, আইরিস, লাইকো।

গুহ্যদেশে বেদনা—ক্যাম্থা, চায়না, প্লম্বম।

গুহ্যভ্রংশ—ব্রাইও, কলচি, পডো, সলফর।

মূত্রাশয়ে বেগ—ক্যাম্থা, মার্ককর।

রক্তস্রাব—ফস্ফরাস।

সরলান্ত্রে জ্বালা—এলোজ, এলু, এমোনিমিউ, আর্সে, ক্যাপসি, গ্রাফা।

„ বেদনা—এণ্টিমনিক্রুড্।

„ খিলধরা—আর্জ্জেণ্টনাই।

সরলান্ত্র নির্গমন—এণ্টিমনিক্রুড, ক্যাম্থা, ক্রোটন।

অত্যন্ত বেগ—একো, ইসকিউ, ইথিউ, এলোজ, এলু, এমোনিমিউ, এপিস, আর্জ্জেণ্টনাই, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ক্যাপসি, কলচি, কলসিন্থ, আইরিস, মার্ককর, নক্সভ, প্লম্বম, পডো, সলফর।

মূত্রনলীতে জ্বালা—কলসিন্থ।

মলত্যাগের পর।

নিম্নোদরে বেদনা—এমোনিমিউ, পলসে।

কর্ত্তনকর বেদনা—আর্স, কলসিন্থ, লেপটেণ্ড্রা, মার্ককর, পডো।

গুহ্যদেশে জ্বালা—ক্যান্থা, ক্যাপসি, কার্ব্বভেজ, কলসিন্থ, গমি, আইরিস, নক্স; ফস, সলফর।

„ চুলকানি—এলোজ, কার্ব্বভেজ।

„ বেদনা—কলচি, কলসিন্থ।

„ খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা—আইরিস।

গুহ্যভ্রংশ—আর্স, পডো, সলফর।

গুহ্যদ্বারে ছুঁচবিদ্ধবৎ যাতনা—ক্যান্থা, গ্রাফা, গমি, পলসে, সলফর।

ক্ষতবৎ যাতনা—এলু, এণ্টিক্রুড, এপিস, ক্যামো, গ্রাফা, গমি, পডো, সলফর।

গুহ্য পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ—এমোনিমিউ।

„ হুলবিদ্ধবৎ যাতনা—ক্যান্থা।

„ ভার বোধ—এলোজ।

নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা—এলোজ, লেপটেণ্ড্রা।

নাভিতে চাপ দেওয়া—ক্রোটন।

সরলান্ত্রে জ্বালা—এমোনিমিউ, আর্স।

সরলান্ত্র নির্গমন—এণ্টিমনিক্রুড, আইরিস।

বেগ দিলে আরাম বোধ—একো, ইসকিউ, এলোজ, এলু, আর্ণি, আর্স, ক্যান্থা, ক্যামো, কলচি, কলসিন্থ, গমি, নক্স।

অনবরত বেগ—ইথিউ, ক্রোটন, লাইকো, মার্ক্কর, নক্স।

অতিসারের অন্যান্য লক্ষণগত ঔষধ উদরাময়ের রিপার্টরি দেখিয়া মনোনীত করিবে।

মেলিনা।

অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব।

মেলিনা শব্দের প্রকৃত অর্থ কৃষ্ণবর্ণ স্রাব, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে উহা সচরাচর কৃষ্ণবর্ণের হইয়া থাকে, বোধ হয় সেই মূল হইতে এই ব্যাধির নাম মেলিনা হইয়াছে। সচরাচর গুহ্য পথেই রক্ত নিঃসরণ হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা অনেক সময় কেবল বমন বা ভেদ, কখন বা উভয় রূপেই রক্তস্রাব

হইতে দেখিয়া থাকি। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো. নিবাসী অধ্যাপক লিলিয়াস্থাল এই ব্যাধির নাম ব্ল্যাকভমিট বা কৃষ্ণবর্ণ-পদার্থ-বমন আখ্যা দিয়াছেন, অতএব দেখা যাইতেছে মুখ বা গুহ্য যে কোন পথে কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব হইলেই তাহাকে মেলিনা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। হেমরেজিক ওলাউঠাতেও রক্তভেদ হইয়া থাকে কিন্তু তাহাকে মেলিনা বলা যায় না। উক্ত উভয় ব্যাধির লক্ষণ গত পার্থক্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থের ১৬শ পৃষ্ঠায় একটী হেমরেজিক ওলাউঠা রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। এই স্থানে মেলিনা রোগ গ্রস্ত একটী রোগীর বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে তাহাতে এই রোগের লক্ষণ সমস্ত সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

১৮৯৫ সনের ১৬ই এপ্রিল টাঙ্গাইল সবডিবিশনে মটরা নিবাসী নবদ্বীপ সাহা নামক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একটী লোকের মেলিনা রোগ ঘটিয়াছিল। আমি তাহার চিকিৎসার্থ গিয়া দেখি, ভেদ ও বমনে প্রচুর পরিমাণ কাল রক্তস্রাব হইতেছে। বারম্বার ভেদের সহিত কৃষ্ণবর্ণের তরল ও জমাট রক্ত নিঃসরণ, মধ্যে মধ্যে বমন হইয়াও ঐরূপ রক্ত নির্গমন হইতেছে। কিন্তু হেমরেজিক ওলাউঠার ন্যায় আক্ষেপ বা পতনাবস্থা কিছু হয় নাই। রোগী কয়েক বৎসর হইতে পুরাতন গ্যাষ্ট্রাইটিস্ রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছিল, বোধ হয় সেই কারণ হইতে এই রোগ ঘটিয়া থাকিবে। এক্ষণে রোগীর অবস্থা নিম্নলিখিত রূপ ছিল। নাড়ী সূক্ষ্ম, শরীর নিতান্ত নিস্তেজ, চর্ম্মের বর্ণ পাণ্ডুর, উদর চিটা লাগিয়া পড়িয়াছে। পুনরায় ভেদ ও বমন হইবে এই আশঙ্কায় রোগী অস্থির আছে। অল্প অল্প গাত্র জ্বালা, মৃদু পিপাসা এবং নিতান্ত শয্যাশায়ী অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। ইহাকে কয়েক মাত্রা চায়না প্রথম শক্তি সেবন করাইয়া হেমিমেলিস ও সিকেলি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাণে রক্তস্রাব রোধ হইয়া পীড়ার অবস্থা ভিন্ন রূপ ধারণ করে। দুই একদিন পর আলকাতরার মত কাল চটচটে মল নির্গত হইতে থাকে। লেপটেণ্ড্রা কয়েক মাত্রা সেবন করাইলে পর ঐ অবস্থা দূরীভূত হইয়া স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। হেমরেজিক ওলাউঠায় আক্ষেপ ও পতনাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় এবং রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। এই রোগে আক্ষেপ

হইতে কখনই দেখা যায় না, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে পতনাবস্থার ন্যায় একটী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। মেলিনায় নিঃসৃত কাল রক্ত জলে ধৌত করিলে লোহিতবর্ণ ধারণ করে, হেমরেজিক ওলাউঠায় প্রথম হইতেই লোহিতবর্ণের রক্তস্রাব হয়।

নিদান ও কারণ—ভিষক-দর্পণ চতুর্থখণ্ড সপ্তম সংখ্যায় রক্তস্রাব সম্বন্ধে এক অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরিক রক্ত স্রাব বাহ্যিক রক্ত স্রাবের ন্যায় রক্ত বহা নাড়ী বিদীর্ণ হইয়া হয় না। রক্ত বহা নাড়ী সমস্ত চুয়াইয়া রক্ত নিঃসরণ হয়। জরায়ু, অন্ত্র ও ফুস্‌ফুস প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইয়া রোগীর মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রক্তস্রাবের মূল যন্ত্রে কোন প্রকার বিদারণ বা শিরাচ্ছেদের লক্ষণ দেখা যায় না, শিরাসমস্তের শিথিল অবস্থা উপলব্ধি হইয়া থাকে, চর্ম্ম হইতে যেরূপ ঘর্ম্মক্ষরিত হয়, সেইরূপ ঐ শিথিলীকৃত শিরাস্থান হইতে রক্ত নিঃসরিত হইয়া থাকে, ক্রমে উহা বহুপরিমাণে সংগৃহীত হইয়া রোগীর ভীতি বিধান পূর্ব্বক একবারে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। মেলিনাতে ও ঐ রূপে রক্তস্রাব হয়। পাকাশয় বা অন্ত্রের ক্ষরিত রক্ত প্রথমতঃ লালবর্ণের থাকে, পরে উহা গ্যাষ্ট্রিকযুস্ ও আন্ত্রিক রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু রক্ত কাল হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে লাল রক্তও নির্গত হইতে দেখা যায়, তথায় সরলান্ত্রেও গুহ্যের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে রক্ত ক্ষরিত হয় এবং ঐ রক্ত অম্ল রসের অপ্রাপণ হেতু লোহিত বর্ণেই ক্ষরিত হইয়া থাকে।

অন্ত্র ও পাকাশয়ের ধমনী এবং শিরা সমস্ত বহু কারণে শিথিল হইয়া রক্তস্রাবের উপযোগী হইতে পারে। পোর্টেল শিরার অবরোধ এবং যকৃতের সিরোসিস্ বা সঙ্কীর্ণাবস্থা হেতু অনেক সময় এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। বহুপ্রকার বাহ্যিক আঘাত, স্ত্রীলোকদের মাসিক রজঃস্রাবের অবরোধ, অতিবিরেচক ঔষধ এবং ক্যান্থারিজ ও আর্সেনিক ইত্যাদি উগ্র বিষাক্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন, অন্ত্র ও পাকাশয় প্রদাহ, ঐ সমস্ত স্থানের বহুপ্রকার ক্ষত, অতিসার, টাইফয়েড অতিসার, অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশ, টাইফয়েড্ ও রেমিটেণ্ট প্রভৃতি প্রাদাহিক জ্বর, গুহ্য ও সরলান্ত্র বিদারণ, অর্শ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের

পীড়া হেতু আন্ত্রিক প্রদাহ, বহুপ্রকার টিউমারের চাপন হেতু অন্ত্র প্রাচীর বিদারণ, অন্ত্রমধ্যে রক্তার্ব্বুদ বিদীর্ণ যাওয়া, পাকাশয়ের নূতন ও পুরাতন প্রদাহ, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে ক্ষত ইত্যাদি কারণ হেতু এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

লক্ষণ—এই রোগে সচরাচর ভেদ ও বমন উভয় রূপেই প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হইয়া থাকে এইরূপ স্থানে পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হওয়াই অনুমিত হয়। কখন কখন কেবল ভেদ বা কেবল বমন রূপে রক্তপাত হইতে পারে, রক্ত কখন তরল কখন বা জমাট তাল বান্ধা দেখা যায়, বমনের রক্ত কখন কখন পাকাশয়স্থ জলীয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া লোহিতাভ বা মাংস ধৌত জলের ন্যায় বর্ণযুক্ত হইয়া নির্গত হয়, পাকাশয়, ডিওডিনম ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে উহা মলিনাভ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বা আল্‌কাতরার বর্ণযুক্ত হইয়া নিঃসৃত হয়। এই নিঃসৃত কাল পদার্থের অল্প অংশ লইয়া জলে তরল করিলে উহা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। মলত্যাগ কালে রোগীর বিশেষ কোন যন্ত্রণা বোধ হয় না, সামান্য রূপ মল বেগ হইয়া থাকে মাত্র। পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্ষত বশতঃ রক্তস্রাব না হইলে রোগীর উদরে অন্য কোনরূপ অসুখই বোধ হয় না বলা যাইতে পারে। বৃহৎ অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহা উজ্জ্বল রক্ত বর্ণের হইয়া থাকে।

উৎকট রেমিটেণ্ট জ্বর ও টাইফয়েড জ্বরভোগকালে কখন কখন তরল রক্ত ভেদ হইতে দেখা যায়, তথায় রোগ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং চিকিৎসার বিশেষ সুবন্দোবস্ত না হইলে প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যে কোন কারণে রক্তস্রাব হউক না কেন, কয়েকবার ভেদ ও বমনের পরেই রোগী অতি শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পতিত হয়। মুখের বর্ণ পাণ্ডুর, নাড়ী সূক্ষ্ম বা অননুভবনীয়, মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম ক্ষরণ, বারম্বার অল্প অল্প পিপাসা, গাত্রজ্বালা, হতাশা, অস্থিরতা, কর্ণে তালা লাগা, দৃষ্টির ঘোরতা, আবল্য, তন্দ্রা ইত্যাদি দুরূহ লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কোন কোন রোগীকে মৃত্যু কবলিত হইতেও দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়। এই ব্যাধি হেমরেজিক কলেরা ও অর্শ হইতে রক্ত স্রাব, এই দুইটী ব্যাধির সহিত ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক চিন্তা করিলে ইহার পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

আর্সেনিক—কাল রক্ত ভেদ ও বমন, হিক্কা, বিবমিষা, মূর্চ্ছা, অতিশয় পিপাসা বা পিপাসার অভাব, পাকাশয়ে জ্বালা, জ্বালা নিবারণার্থ বারম্বার অল্প পরিমাণে জল পান, যকৃত বিশেষতঃ প্লীহা স্থানে বেদনা, প্রস্রাব পরিমাণে অল্প, মূত্রত্যাগে যন্ত্রণা, গাত্র জ্বালা ও অস্থিরতা, উষ্ণ ঘর্ম্ম ক্ষরণ, অত্যন্ত পতনাবস্থা। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ইপিকাকুয়ানা—রক্ত বমন, ভেদ অপেক্ষা বমন অধিক, ভেদব্যতীত কেবল বমন, বিবমিষা, বারম্বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ, লালা পতন, আহারে ঘৃণা, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইরিজারণ—রক্ত বমন ও ভেদ, অনেক ক্ষণ পরে একবার অধিক পরিমাণে রক্ত ক্ষরণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও উঠ্-বইস্ করাতে রক্তস্রাবের বৃদ্ধি। শান্তভাবে থাকিলে রক্তস্রাব স্থগিত থাকে, কিন্তু রোগী স্থির থাকিতে সমর্থ হয় না। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিডম্ নাইট্রিকম্—রক্তমিশ্রিত মল, কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব, টাইফয়েড জ্বর ভোগ কালে রক্তভেদ, পুরাতন অর্শগুটিকা হইতে রক্তস্রাব সরলান্ত্র ও মলদ্বারে জ্বালাবোধ, মলদ্বার কণ্ডূয়ন, যকৃতে বিদ্ধকর বেদনা। বিবমিষা, আঠাল রক্ত ও শ্লেষ্মা বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাড্মিয়ম্ সল্ফ—কাল রক্ত বমন, বিবমিষা, এই অধিকারে ব্যবহৃত সকলপ্রকার ঔষধ বিফল হইলেও এতদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। মুখের আস্বাদ কদর্য্য, কউদ্গার উত্থান, উদরে বেদনা, অম্লাক্ত রক্ত বমন, শিরোঘূর্ণন, সম্মুখস্থ বস্তু ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া বোধ, দুর্গন্ধযুক্ত ও কালবর্ণের জমাট রক্তভেদ, আঠাল মলত্যাগ। অতিশয় পতনাবস্থা। ৬ষ্ঠ, ও ৩০শ শক্তি।

কার্ব্বভেজ—অতিশয় বুক জ্বালা, পাকাশয়ে জ্বালা, রক্তভেদ, রক্ত বমন, দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব, উদরাধ্মান, শরীর অত্যন্ত শীতল, গাত্রজ্বালা, অতিশয় পতনাবস্থা। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যান্থারিস—রক্ত বমন ও রক্ত ভেদ, মূত্র কৃচ্ছ্র, বৃথা মূত্র বেগ, পাকাশয়ে জ্বালা, নাড়ী মৃদু, অচৈতন্য, হস্ত পদে শীতল ঘর্ম্ম। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—রক্তস্রাব হেতু অতিশয় নিরক্তাবস্থা, শরীরের বর্ণ পিংসে, নাড়ী সূক্ষ্ম, কর্ণে তালালাগা, মৃদু ঘর্ম্মক্ষরণ, মুখ মধ্যে শুষ্কতা, পিপাসা, গাত্র জ্বালা। ১ম, ৩য় শক্তি।

নক্সভমিকা—অতিরিক্ত বিবেচক ঔষধ সেবন হেতু রক্তস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাবরোধ, অসম্পূর্ণভেদ, সরলান্ত্রের আকুঞ্চনতা, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব, প্রাতে কৃষ্ণবর্ণের রক্তভেদ, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ভিরাট্রম্ এল্‌বম্—প্রচুর পরিমাণে জলীয় রক্ত ভেদ, রক্ত বমন, বমন কালে কপালে ঘর্ম্ম, শিরো বেদনা, বুদ্ধির জড়তা, শক্তি শূন্য ও নিস্তেজ হইয়া পতন। সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আবৃত। ৬ষ্ঠ শক্তি।

রসটক্স—মেলিনাতে টাইফয়েড অবস্থা, টাইফয়েড জ্বরে রক্ত ভেদ ও বমন, অজ্ঞাতসারে জলবৎ রক্তক্ষরণ, মৃদুপ্রলাপ, জ্ঞানের জড়তা, ক্ষণে মোহ ক্ষণে চেতনা, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ, মুখের আস্বাদ কদর্য্য। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

লেপ্‌টেণ্ড্রা—রোগের শেষাবস্থা, মল কাল, মলিন ও আলকাতরার বর্ণযুক্ত, উজ্জ্বল, চট্‌চটে, যকৃতের পুরাতন পীড়া হেতু মেলিনার উৎপত্তি, মলত্যাগান্তে উদরে বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাকেসিস—দুর্গন্ধযুক্ত মলিন রক্তস্রাব, টাইফয়েড অবস্থা, মোহাচ্ছন্ন ভাব, রাত্রিতে প্রলাপ, নিদ্রান্তে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, জিহ্বা শুষ্ক, আরক্ত ও অগ্রভাগ বিদারণ যুক্ত, হৃৎক্রিয়া মৃদু, উদরে গোলযোগ, দুর্গন্ধযুক্ত অপান নিঃসরণ, ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিকেলি—কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, সঞ্চলনে ও বারম্বার উত্থানে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, গাত্র জ্বালা সহ শরীরের শীতলতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

হেমিমেলিস—মলিন রক্তস্রাব, প্রচুর পরিমাণে রক্ত ভেদ ও বমন, মস্তকের সংখ্য দেশে হাতুড়ি পিটনবৎ বেদনা বোধ, অর্শ বা অতিসার হেতু রক্তস্রাবেও ইহা বিলক্ষণ উপকারী হইয়া থাকে। একবার আমার চিকিৎসা

ধীনের একটী পুরাতন অতিসার গ্রস্ত রোগীর হঠাৎ রক্তস্রাব হইতে থাকে। প্রচুর পরিমাণে মলিন রক্ত, শম্‌শম্‌ শব্দে নির্গত হইত, প্রথম বার ভেদ হওয়ার এক ঘণ্টা অন্তর পুনরায় ঐ রূপ রক্তস্রাব হয়, শেষবারে তাল বান্ধা জমাট রক্ত ও পতিত হইয়াছিল। দুই বারের ভেদে রোগী অতিশয় ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে হেমিমেলিস ১ম দশমিক শক্তি এক মাত্রা সেবন করাতেই রক্তস্রাব রোধ হইয়া যায়। রক্তস্রাবে এইটী প্রথমঔষধ। আমরা সর্ব্বদা ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতেছি। টীংচার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শক্তি ব্যবহৃত হয়।

পানীয় এবং পথ্য—পানার্থ শীতল জল ও বরফ-জল ব্যবস্থা করিবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের খণ্ড গলাধঃকরণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে রক্তস্রাব ও রোধ হইয়াথাকে। পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব হইলে এতদ্দ্বারা শীঘ্র রক্তস্রাব রোধ হইতে পারে। রোগীকে সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল অবস্থায় রাখিবে। কোন প্রকার অঙ্গ চালনা করিলে পুনরায় রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা হয়। পথ্য জন্য বার্লি বা এরোরুট জলে সিদ্ধ করিয়া পাতলা আকারে অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে, উদর পূর্ণ করিয়া পথ্য খাইতে দিবে না বা কঠিন গুরুতর দ্রব্যও আহার করিতে দিবে না, তাহাতে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগী অতিশয় শীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলে মাংসের যুশ সেবন করিতে দিবে। মাংসের যুশ দিতে বাধা থাকিলে অল্প পরিমাণে পাতলা দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। আজ কাল বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মশুরির যুশকে মাংসের যুশ তুল্য বলকারী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন কিন্তু আমাদের দেশে কুসংস্কার বশতঃ মশুরি ডাইলকে মাংসবৎ অখাদ্য বলিয়া নিরামিষ ভোজিরা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইটী তাঁহাদের বৃহৎ ভ্রম।

কনষ্টিপেশন্‌।

কোষ্ঠবদ্ধ।

এ পর্য্যন্ত যত প্রকার রোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহার সকলটীতেই কোন না কোন প্রকার তরল মল নিস্রব হইয়া থাকে, কিন্তু এই

রোগ সম্পূর্ণরূপে উহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাতে অধিকাংশ সময় মল অবরুদ্ধই থাকে, যদি বা কখন মলস্রাব হয় তাহা পরিমাণে অতি অল্প এবং কঠিন আকারের হইয়া থাকে।

কনষ্টিপেশনের প্রকৃত অর্থ পুঞ্জীকরণ, অন্ত্র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মল সঞ্চিত হইলে তাহাকে এই আখ্যা দেওয়া যায়। এই ব্যাধির নাম বাঙ্গালা ভাষায় কোষ্ঠবদ্ধ ও উর্দ্দুতে কব্‌জিয়ত বলে। এই ব্যাধিতে অন্ত্র মধ্যে মল সঞ্চিত হইলেও নিঃসৃত হয় না। আহার্য্য ভেদে মলের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাংস-রুটী ভোজি ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা হিন্দুস্থানবাসী ডাইল-রুটী সেবী লোকদের অপেক্ষাকৃত অধিক মল ক্ষরিত হয়। উহাদের অপেক্ষা অন্ন ও মৎস্য আহারকারী বাঙ্গালীদের মল অধিক, আবার বঙ্গদেশবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নিরামিষ ডাইল-তরকারী ভোজী বৈরাগীদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মলস্রাব হইয়া থাকে। মোটের উপর এই বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালীরাই অধিক পরিমাণে মলত্যাগ করিয়া থাকে। ইহারা গড়ে প্রত্যহ একসের মলত্যাগ করে, মাসে ত্রিশ সের, বৎসরে ৯ মণ ও সমস্ত জীবনে দুই শত মণ মলত্যাগ করিয়া থাকে। সমস্ত বাঙ্গালী সারাজীবনে যে মলত্যাগ করে, তাহার পরিমাণ বার শত কোটী মণ হইবে। উহা একত্র করিলে পর্ব্বত পরিমাণ স্থান অধিকার করিতে পারে। সুস্থকায় ব্যক্তি সচরাচর দিনে দুই তিনবার মলত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে ইহার বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। কেহ দিনে একবার, কেহ দুই তিন দিন অন্তর একবার, কেহ বা সাত দিন অন্তর একবার মলত্যাগ করিয়া থাকে। ঢাকা জেলায় মানরা গ্রামে মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক একটী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, অল্প দিন হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ইহাঁর শরীর বেশ সুস্থ ছিল, ইনি আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি মাসে একবার কি দুইবার অতি অল্প পরিমাণে মলত্যাগ করিয়া থাকেন। অথচ ইহাতে তাঁহার রীতিমত পান-আহারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই বা কখন স্বাস্থ্যভঙ্গও ঘটে নাই। পক্ষান্তরে অলস স্বভাব স্থূলকায় ব্যক্তিগণ দিন রাত্রিতে ৪।৫ বার মলত্যাগ করিয়া থাকেন, অথচ ইহাতে তাঁহাদের শারীরিক কোন অসুখ লক্ষিত হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না, রোগী রীতিমত কাজকর্ম্ম করিতে পারে। অন্ত্রে মল সঞ্চিত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পরম্পরা সম্বন্ধে বহুপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। অন্ত্রে সঞ্চিত মলের রস আচুশিত হইয়া রক্তকে দূষিত করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বহুপ্রকার যকৃত-রোগ, পাকাশয়, প্যাংক্রিয়স ও অন্ত্রের ব্যাধি জন্মাইতে পারে। অন্য রোগের আনুষঙ্গিকরূপে কোষ্ঠবদ্ধ ঘটিলে মল পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত মূল রোগ নিবারিত হয় না। দীর্ঘকাল কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়া, চিত্তোদ্বেগ, উদ্যম রাহিত্য, শূলবেদনা, কামল ইত্যাদি বহুপ্রকার রোগ উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ। এই রোগে সচরাচর মলবেগ আদৌ হয় না, রোগী ইচ্ছামত পান আহার করে বটে, কিন্তু মল ত্যাগেচ্ছা থাকে না। ক্রমে ক্রমে ভুক্ত দ্রব্য মলরূপে সঞ্চিত হইয়া উদরে পুঞ্জিকৃত হইয়া থাকে, উহা কালে গুটলি আকার ধারণ করিয়া অন্ত্র পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে। তখন উদরে কণ্টক বিদ্ধ ও চাপক বেদনা অনুভূত হয়। ক্ষুধা থাকে না, উদর ভার ও অসুখযুক্ত এবং সার্ব্বাঙ্গিন দুর্ব্বলতা বোধ হইয়া থাকে। এই সময় মল নিঃসরণের সম্পূর্ণ অভাব উৎপন্ন হয়। কোন কোন রোগীর অল্প অল্প মল ক্ষরণ হয়বটে, কিন্তু তাহাতে রোগী আরাম বোধ করে না, আরও যেন কত শত মল উদরে রহিয়া গেল বলিয়া বোধ করে। স্থানিক লক্ষণের মধ্যে উদরে চাপ বোধ, উদর ভার ও বেদনাযুক্ত, মলদ্বারের নিকট স্ফীততা ও টাটরাণি অনুভূত হইয়া থাকে। এই সময় ক্ষুধার অভাব, মানসিক দৌর্ব্বল্য, শিরোবেদনা, দুর্ব্বলতা বোধ, জিহ্বা ক্লেদাক্ত ও বিদারিত, মলত্যাগ করা কালে অধিক পরিমাণ বেগ দেওয়াতে মস্তকে রক্ত সঞ্চয়, হেমরইডেল ভেইনে অধিক পরিমাণে চাপ পতিত হয়, এজন্য অর্শবলির উদ্ভব, অতিরিক্ত কুন্থন হেতু অন্ত্রবৃদ্ধির উৎপত্তি, কঠিন ও পিণ্ডাকার মল নিঃসরণ কালে গুহ্যদ্বার বিদারিত হইয়া রক্তপাত ও ফিসর অব দি এনাস নামক ব্যাধির উদ্ভব হইতে পারে। দীর্ঘকাল কোষ্ঠবদ্ধ বা গুটলিযুক্ত মলত্যাগ হইলে পরিণামে প্রায়ই অতিসার ও রক্তামাশয় হইতে দেখা যায়।

কারণ। অনেক প্রকার রোগের ফলস্বরূপ কোষ্ঠবদ্ধ হইতে দেখা

যায়। তদ্ভিন্ন আহারের অনিয়ম, কষায় দ্রব্য আহার, অহিফেণ সেবন, সীস ধাতু শরীরে প্রবেশ, সার্ব্বাঙ্গিন দুর্ব্বলতা বশতঃ অন্ত্রের ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হওয়া, এই হেতুতে অধিকাংশ দুর্ব্বলজনক পীড়াতেই কোষ্ঠবদ্ধ ঘটিতে দেখা যায়। অতিরিক্ত মূত্রক্ষরণ হইলেও কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে, এজন্য বহুমূত্রগ্রস্ত ব্যক্তির সচরাচর মল কঠিন হইয়া থাকে। স্থূলান্ত্রের স্তব্ধতা বা ক্রিয়া লোপ হেতু কোষ্ঠবদ্ধ সংঘটিত হয় এবং অধিকাংশ সময় কেবল এই হেতুই রোগোৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যকৃত ও প্যাংক্রিয়সের পীড়া, পাচক রস নিঃসরণের অভাব ইত্যাদি হেতু অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধ ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে সকল দেশেই বিরেচক ঔষধ সেবন করার রীতি আছে, এজন্য মল কঠিন হইলেই নানা প্রকার বিরেচক ও অতি বিরেচক ঔষধ সমস্ত সেবন করান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহাতে মল পরিষ্কার হইয়া থাকে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহার ফলস্বরূপ উদরাময়, অতিসার, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ইত্যাদি রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক রোগ নিবারণ করিতে গিয়া অন্য রোগের উৎপাদন করা শিক্ষিত চিকিৎসক, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের অত্যন্ত মতবিরুদ্ধ। তাঁহারা এইরূপ চিকিৎসা প্রণালীকে অতি গর্হিত উপায় বলিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি মতে ইহার অতি বিস্তৃত চিকিৎসা প্রাণালী লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই স্থানে সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা বিবৃত করিলাম।

আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধে শীতল জল পান করা একটী উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। প্রত্যহ প্রাতে এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে অনেক সময় সহজে মল ক্ষরণ হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশে পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধগ্রস্ত রোগীকে নাসাপান করিতে দেখিয়া থাকি, ইহাতে অনেকে উপকারও অনুভব করিয়া থাকেন। নাসা পানের অর্থ প্রাতে পূর্ব্ব দিনের উঠান জল নাসিকা পথে উদরস্থ করা। নাসিকা পথে জল উদরস্থ করায় বিশেষ কিছু গুণের পরিবর্ত্তন হয় না, মুখ বা নাসিকা যে পথেই জল উদরগত হউক না কেন, এক পাকাশয়ে গিয়াই ক্রিয়া

প্রকাশ করিবে। অতএব ঐরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়া ন করিয়া প্রাতে শীতল জল পান করিলেই বিলক্ষণ ফললাভ করা যাইতে পারে।

পিচকারি দ্বারা গ্লিশরিণ, সাবানের জল বা ক্যাষ্টর অয়েল সরলান্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিলেও শীঘ্র মল নিঃসরণ হয়, কয়েক দিন এইরূপে মলত্যাগ করাইলে বহু দিনের আভ্যাসিক কোষ্ঠ বদ্ধ বিদূরিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রাতে, আহারের পর বা রাত্রিতে শয়নকালে সলফর, হাইড্রাসটিস, নক্সভমিকা, ওপিয়ম ও পডোফাইলম ইত্যাদির কোন একটী ঔষধ সেবন করিলে কয়েক দিনে আভ্যাসিক কোষ্ঠ বদ্ধ বিদূরিত হইতে পারে।

অরম্ মেটালিকম্—কয়েক দিন কোষ্ঠ বদ্ধের পর কঠিন গুঠলিযুক্ত বা বৃহৎ পিণ্ডাকার মল-গোলা নিঃসরণ, রজস্বালাবস্থায় অধিকতর কোষ্ঠ কাঠিন্য, গুহ্য পথে অর্শ বলির উদ্ভব, উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বালাকর উত্তাপ ও বেদনা বোধ। মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ। ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্নিকা—মলত্যাগের বেগ আদৌ থাকে না, সরলান্ত্র নিশ্চল, অল্প পরিমাণ কঠিন মল নিঃসরণ, বেগ দিলে শিরঃপীড়ার উদ্ভব, মস্তক উষ্ণ, শরীর নিস্তেজ, উদ্গার, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা উদরযন্ত্রে ও পৃষ্ঠে আঘাত জনিত রোগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৩০শ শক্তি।

আইওডিয়ম—সম্পূর্ণ কোষ্ঠ বদ্ধ, কিন্তু সময় সময় নিষ্ফল মল বেগ জন্মিয়া থাকে। দুগ্ধ পানের পর কোষ্ঠ বদ্ধ, বাত ও গাউট রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল কাঠিন্য, মল কঠিন, গ্রন্থিল, মলিন, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়। ৬ষ্ঠ ১২শ শক্তি।

আর্সেনিকম্—বহু দিনের পুরাতন রোগগ্রস্ত ও শীর্ণকায় ব্যক্তির কোষ্ঠ বদ্ধ, গাত্রজ্বালা, শীতল জল পানের অত্যন্ত ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে উপশম বোধ হয় না। উদরে বেদনা ও জ্বালা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নেসিয়া—তরুণ ও পুরাতন কোষ্ঠ বদ্ধ, শকটারোহী ও অশ্বে ভ্রমণ কারীদের রোগ, মলত্যাগের প্রবল ইচ্ছা কিন্তু অসম্পূর্ণ মলত্যাগ, মলত্যাগ কালে গুহ্য ভ্রংশ, কঠিন বা তরল মল কিন্তু নিঃসরণে অতিশয় যাতনা। মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার হইতে সরলান্ত্র পর্য্যন্ত স্থানে তীব্র বেদনা।

মলত্যাগের পর ও সময় গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত ক্ষরণ। নিষ্ফল মলবেগ, গুহ্য সংকোচক পেশীর অস্বাভাবিক সংকোচন হেতু কোষ্ঠ বদ্ধ। অর্শরোগ গ্রস্ত এবং হিষ্টিরিয়া রোগে পীড়িত ব্যক্তির মল কাঠিন্যে ইহা বিশেষ উপযোগী। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ইগ্নিয়ম্—কোষ্ঠ বদ্ধতার সহিত উদরে অতিশয় মোচড়ান বেদনা। বেদনার তাড়নায় রোগী হস্ত দ্বারা উদর চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়। মুখমণ্ডল আরক্ত, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ। মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালাকর কুন্থন ও বেদনা। ৩য় শক্তি।

ইয়ুফরবিয়া—অন্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা হেতু মল রোধ, উদরে যন্ত্রণা থাকিলেও মল বেগ হয় না। মল কঠিন, মলত্যাগ কালে যন্ত্রণা বোধ, মলদ্বারে চুলকানি, মল নিঃসরণ হইয়া গেলেও ক্ষণকাল চুলকানি বর্ত্তমান। মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে জ্বালাযুক্ত বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ ৩০শ শক্তি।

এগারিকাস—কৃচ্ছ্রকর কোষ্ঠ বদ্ধ, মদ্যপায়ীদের রোগ, স্নায়বীয় লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির মল রোধ, ক্ষুধার অভাব, যকৃতের সিরোসিস, মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে কুন্থনকর বেদনা। মলত্যাগের সময় শূল ও বায়ু নিঃসরণ, ক্লেদস্রাবী অর্শ বলি, মলত্যাগের পর শিরোবেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এথিউজা—উগ্রতর রোগ, সমস্ত অন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হইয়াছে বলিয়া বোধ। উদরে উগ্রতর বেদনা, ছেকদিলে বেদনার উপশম বোধ। পিপাসা সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে অরুচি, মস্তকে গোলযোগ, রোগী বোধ করে যেন তাহার মস্তিষ্ক চাপিয়া রাখা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির কর্কশতা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এনাকার্ডিয়ম্—অত্যন্ত মলবেগ, কিন্তু মলত্যাগ করিতে বসিলে কিছুই নিসৃত হয় না। সরলান্ত্রের সম্পূর্ণ শক্তি শূন্যতা এবং তজ্জন্যই মলত্যাগের অপারগতা, মলদ্বারে কোন প্রকার ছিপলা লাগান রহিয়াছে বলিয়া বোধ। সরলান্ত্রের শক্তি শূন্যতা হেতু কোমল মল নির্গমনেও কষ্ট। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এণ্টিমণিক্রুডম্—ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়, বৃদ্ধ ও বালকদের রোগ, কঠিন পিণ্ডাকার মল কষ্টে নির্গমন, মল অবরুদ্ধ কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু

নির্গমন হইয়া থাকে। শুভ্র বর্ণের শুষ্ক মলত্যাগ, প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ হইবে বলিয়া প্রবল বেগ কিন্তু কেবল বায়ুমাত্র নিঃসরণ হয়, মলস্রাব হয় না। মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে বেদনা, সরলান্ত্রে ক্ষতবোধ। মল ও বায়ু উভয়ই অবরুদ্ধ যুক্ত ব্যাধি। প্রসবকালীয় রোগ, আত্মহত্যার ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির মল রোধ, সর্ব্বদা বিরক্ত চিত্ত। জিহ্বা শুভ্রবর্ণ, আহারে সম্পূর্ণ বীতরাগ। বিবমিষা ও বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এপিসমেলিকিকা—অতিশয় বৃহৎ আয়তনের কঠিন মল কষ্টে নির্গমন, নিম্নোদরে হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, উদর বন্ধনিতে কর্ষিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ। সরলান্ত্রে উত্তাপ ও কনকনি বোধ, সপ্তাহে দুই একবার কঠিন মলত্যাগ। ৩য় ৩০শ শক্তি।

এমোনিয়া কার্ব্ব—মল কাঠিন্য হেতু নির্গমনের ব্যাঘাত, প্রথমে কঠিন মল নির্গত হইয়া পরে কোমল মল নির্গমন। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে রক্তস্রাব, শিরোবেদনা, অমনোযোগী ও নিদ্রাতুর স্বভাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিয়া মিউরিয়েটিকা—কঠিন পিণ্ডাকার মল কষ্টে নির্গমন, কঠিন মল একবারে নির্গমন হইতে অসমর্থ হেতু খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গমন। প্রথমে কঠিন মল নির্গত হইয়া পরে কোমল মল নির্গমন; এইটী এমোনিয়া প্রয়োগের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ, পেরিনিয়মে বিদীর্ণকর বেদনা, মলত্যাগের সময় এবং মলত্যাগের পরও কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত গুহ্যদেশে জ্বালা। মলত্যাগ কালে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নির্গমন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলুমিনা—সরলান্ত্রের ক্রিয়া রাহিত্য, কোমল মল নিঃসরণ করিতেও বিশেষ বেগ দিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে মল সংগৃহীত না হইলে নিস্সৃত হয় না, মল কঠিন, শুষ্ক ও গুঠলি যুক্ত, মেষের বিষ্টার ন্যায় মল। মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনকর বেদনা, মলত্যাগান্তে রক্তস্রাব। বৃদ্ধ দুর্ব্বল ও শিশুদের কোষ্ঠ বদ্ধে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। সীস ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইয়া মল কাঠিন্য জন্মিলে ইহাই একমাত্র অবলম্বন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলুমেন—কঠিন এবং গুঠলি মল কষ্টে নির্গমন। সপ্তাহে একবার

কি দুই বার অতি কষ্টে মলক্ষরণ, পাকাশয় প্রদেশে আক্ষেপ, বমন, উদ্গার, প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে দীর্ঘকাল স্থায়ী বেদনা, ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

এলোজ—বারম্বার মল ত্যাগেচ্ছা, কোন সময় অল্প মল নিঃসরণ, কোন সময় আদৌ মল ত্যাগ হয় না। মলত্যাগ কালে গুহ্য দ্বারে জ্বালা, মল ত্যাগের অতি বেগ কিন্তু কয়েক বিন্দু রক্ত মাত্র পতন, মল নিঃসরণের সম্পূর্ণ অভাব। বৃদ্ধ লোকদের কোষ্ঠ কাঠিন্য, স্থূলকায় ও সর্ব্বদা অধ্যয়নশীল লোকদের রোগ, সরলান্ত্রে জ্বালা ও ভার বোধ, গুহ্য দ্বারে ঢিপলা লাগা অনুভব, উদরাময়বৎ উদরে গোলযোগ কিন্তু মলত্যাগ কালে কেবল বায়ু মাত্র নিঃসরণ। ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

এসিড্ অক্জ্যালিক—বারম্বার বৃথা মল বেগ, নাভি হইতে নিম্নোদরে যন্ত্রণা বোধ, মলদ্বারে চাপ ও শূল। ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসিড্ নাইট্রিক—উদরে মল পুঞ্জিকৃত হইলেও মল বেগ হয় না। উদ্বেগ শূন্য কোষ্ঠ বদ্ধ, নিষ্ফল মল বেগ, মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে কর্ত্তনকর বেদনা হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া, মল শুষ্ক ও কষ্টে নিঃসরণশীল, অর্শ, সরলান্ত্র বিদারণ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওপিয়ম—স্থূলকায় ব্যক্তি ও বালকদের কোষ্ঠ বদ্ধ, অন্ত্রের ক্রিয়া লোপ বশতঃ মল নিঃসরণে অসমর্থ, অন্ত্রের আক্ষেপিক অবরোধ বশতঃ মল বদ্ধ, কঠিন ও বর্ত্তুলাকার মলত্যাগ, ক্রমান্বয়ে কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরাময়, মুখে উত্তাপ বোধ, মস্তকে বেদনা, নিম্নোদরে গুরুত্ব অনুভব, বিবিধ প্রকার অবরোধক কোষ্ঠ বদ্ধ, যথা,—গর্ভবস্থায় ভ্রূণের চাপন, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের অর্ব্বুদ চাপিত হইয়া মল ত্যাগের ব্যাঘাৎ ইত্যাদি। বাধাযুক্ত কোষ্ঠ বদ্ধে ইহা বিশেষ উপযোগী, পুরাতন কোষ্ঠ বদ্ধ, দেহের মৃতবৎ অবস্থা, জীবনী শক্তির হ্রাস, জড়বৎ ভাব, মূত্রাবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী কোষ্ঠ রোধ, মলত্যাগাবস্থার সম্পূর্ণ অভাব। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

য়্যাসা ফিটিডা—দুরারোগ্য কোষ্ঠ বদ্ধ, উদর পেশী ও গুহ্যের আক্ষেপিক সংকোচন হেতু মল বদ্ধ, বারম্বার বৃথা মল বেগ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, অল্প পরিমাণে কর্দ্দমবৎ মল ত্যাগ, হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির কোষ্ঠ রোধ। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কক্কিউলাস—মল বেগ থাকে না কিন্তু তিন চারি দিন পরে অতি কষ্টে মল নির্গমন হইয়া থাকে। সরলান্ত্রে আকুঞ্চক বেদনা, আবদ্ধ আধ্মান, অন্ত্রের অবরুদ্ধতা, এক দিন অন্তর কঠিন মলত্যাগ, মলত্যাগ করিতে অতিশয় যাতনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কষ্টিকম্—বারম্বার বৃথা মল বেগ, সরলান্ত্রে অত্যন্ত চাপবোধ, বারম্বার বিদ্ধকর বেদনা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, কঠিন মলের অগ্রভাগ চূড়ার ন্যায় সূক্ষ্ম, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল নিঃসরণ, প্রথমে কঠিন মল নির্গত হইয়া পরে কোমল মল ক্ষরণ, সরলান্ত্রের শুষ্কতা, গুহ্য পেশীর অস্বাভাবিক সংকোচন হেতু মলত্যাগের ব্যাঘাত, মলত্যাগান্তে গুহ্য দ্বারে জ্বালা, বায়ু ত্যাগ কালে মলত্যাগ, ভ্রমণ কালে গুহ্য ও সরলান্ত্রে বেদনা, বিবমিষা ও জলীয় বস্তু বমন। ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলিনসোনিয়া—পিণ্ডাকার মল, অনেকক্ষণ বেগ দেওয়ার পর নির্গমন, নিম্নোদরে প্রদাহ, গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধ, জরায়ুর পীড়া ভোগ কালে মলরোধ, সরলান্ত্রে ভার ও চাপ বোধ, মল দ্বার কণ্ডুয়ন, অর্শরোগীর কষ্টকর কোষ্ঠ রোধ, উদরাধ্মান, সরলান্ত্রে বালুকা কণার অবস্থানবৎ অনুভব, গুহ্য ভ্রংশ, অপরাহ্নে মলত্যাগ। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কলসিন্থ—বারম্বার মল বেগ কিন্তু মল ত্যাগ করিতে বসিলে কিছুই নিঃসৃত হয় না। এক ঘণ্টা কাল বেগ দেওয়ার পর কঠিন গুটলি দুই একটী নির্গমন, সমস্ত অন্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা, এক দিন অন্তর ক্রিয়া প্রকাশ তখন সহজে মল নির্গমন হইয়া থাকে। পনির আহার হেতু কোষ্ঠ বদ্ধ, উদরে উগ্রতর শূল বেদনা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কার্ব্বএনিমেলিস—মলত্যাগের ইচ্ছা আদৌ থাকে না, মলত্যাগ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সরলান্ত্রে প্রচণ্ড জ্বালা, মল কঠিন, পিণ্ডাকার, পরিমাণে অল্প, মাত্র বায়ু নিঃসরণ হওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ক্ষরণ, পৃষ্ঠ দেশে বেদনা, ঐ বেদনা উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, তাহাতে বোধ হয় যেন মলত্যাগের ক্ষমতা মাত্রই নাই। মল দ্বার হইতে বারম্বার গন্ধ শূন্য জলীয় পদার্থ স্খলন। তৈলাক্ত খাদ্যে অস্পৃহা, খাদ্য বস্তু উদরস্থ হইলে যন্ত্রণা বোধ, আহারে ক্লান্তি বোধ, বিষাদ। ৬ষ্ঠ, ১২শ শক্তি।

কার্ব্বভেজিটেবলিস—নিষ্ফল মল বেগ, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, সরলান্ত্রে বেদনা পূর্ণ চাপ, বায়ু নির্গমন হইলে উপশম বোধ, আম জড়িত মল ক্ষরণ, কষ্টে নিঃসরণ শীল মল, কোমল মল ও বহির্গমন হইতে যন্ত্রণা বোধ, মল ত্যাগ না করার সময় ও সরলান্ত্রে চর্ব্বন কর বেদনা, উষ্ণ বায়ু নির্গমন। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

কেলিকার্ব্ব—বারম্বার মলবেগ কিন্তু মল নিঃসরণের অভাব। অপ্রচুর মলত্যাগ, অন্ত্রের ক্রিয়া রাহিত্য, মল অবরুদ্ধ, কয়েক দিন পর কঠিন, বৃহৎ আয়তনের পিণ্ডাকার মল স্খলন, মল ত্যাগের দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই যন্ত্রণা উপস্থিত, সরলান্ত্রের শক্তি হীনতা বশতঃ রোগী মল ত্যাগে অসমর্থ হইয়া হস্তাঙ্গুলি দ্বারা মল টানিয়া নিক্ষেপ করে। মল ত্যাগ কালে অর্শবলি নির্গমন, মস্তকের শঙ্খ দেশে বেদনা, অপরাহ্ণে নিদ্রাগত হইয়া প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলিবাইক্রোমিকম্—আভ্যাসিক কোষ্ঠ বদ্ধ, সাময়িক কোষ্ঠ কাঠিন্য, মলের পরিমাণ অল্প, গ্রন্থিল মল-স্খলন, মল ত্যাগান্তে গুহ্য দ্বারে জ্বালা, মল দ্বারে টিপলা লাগা বোধ, এজন্য চলিতে যন্ত্রণা অনুভব, জিহ্বা মলাবৃত, শিরো বেদনা, হস্ত পদ শীতল। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

কোক্কা—সরলান্ত্রের ক্রিয়া শূন্যতা হেতু কোষ্ঠ বদ্ধ, আবদ্ধ আধ্মান, এজন্য হৃৎকম্পন, কখন কখন হৃৎকম্পন এতদূর প্রবল হয় যে ইছাফেগছ বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ হয়। অত্যন্ত উদর কামড়ানি, গন্ধ শূন্য বায়ু নিঃসরণ, দুর্গন্ধ বায়ু ক্ষরণে কার্ব্বভেজ উপযোগী। ক্ষুধা প্রচুর কিন্তু অল্প মাত্র আহার গ্রহণেই তৃপ্তি বোধ। ৩য় শক্তি।

কোনায়ম—বারম্বার মল ত্যাগের চেষ্টা কিন্তু মল নিঃসরণের অভাব, প্রসবের পরবর্ত্তী কোষ্ঠ কাঠিন্য, বৃদ্ধদের আভ্যাসিক মল বদ্ধ, দুগ্ধ পানের পর রোগ, চর্ম্মপীত বর্ণ, বুক জ্বালা, মল ত্যাগের পর মূর্চ্ছা, শয়নে ও মস্তক সঞ্চালনে ভ্রমি দেওয়া। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকার্ব্ব—পিণ্ডাকার কঠিন মল নির্গমন, মলে অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত, চকের খণ্ডবৎ শুভ্রবর্ণ মল খণ্ড নির্গমন। বালকদের দন্তোদ্ভেদ কালীয়

রোগ, মল দ্বার হইতে রক্ত ক্ষরণ, মলবেগ দেওয়াতে অর্শের বলি নির্গমন, ভ্রমণ কালে অর্শ বলি স্খলন। মল ত্যাগের এক ঘণ্টা পরে মলদ্বারে চুলকানি ও তীব্র বেদনা। ৩০শ শক্তি।

ক্যালকেরিয়াকস—মল কঠিন, মানসিক অবসাদন, বৃদ্ধদের শিরো বেদনা ও শিরো ঘূর্ণন, রক্ত মিশ্রিত হইয়া কঠিন মল নির্গমন। মল ত্যাগের পর কর্ণে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ; পুরুষদের জনন যন্ত্রের দুর্ব্বলতা বোধ। ৬ষ্ঠ, ৩০শ শক্তি।

ক্যাস্‌কেরিলা—কোষ্ঠ বদ্ধ, দুই তিন দিন পরে কঠিন মল নিঃসরণ, আম জড়িত হইয়া মল নির্গমন, গ্রাফাইটিসেও এইরূপ লক্ষণ আছে। বারম্বার মল বেগ, সরলান্ত্রের ঊর্দ্ধ ভাগে বেদনা, মলের সহিত বা মল ব্যতীত উজ্জল লাল রক্ত স্রাব। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রিয়োজোট—বেদনাযুক্ত ও নিস্ফল মলবেগ, কঠিন মল অনেক কুন্থনের পর নির্গমন। মলদ্বারে অর্ব্বুদ, ঋতুমতী স্ত্রীলোকদের কোষ্ঠ বদ্ধ, সরলান্ত্রে বেদনা, বাম দিকে বেদনার বিস্তৃতি। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোকাস্—কৃচ্ছ্রকর কোষ্ঠবদ্ধ, কঠিন মল কাল রক্তে জড়িত, গুহ্য দ্বারে বেদনা, গুহ্য দ্বারে বিড়বিড় করা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্রাফাইটিস—কোষ্ঠ বদ্ধে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মল কঠিন, বৃহৎ আয়তন যুক্ত, রজ্জুবৎ, গিটগিট, বৃহৎ গুটলিযুক্ত মল, আম দ্বারা জড়িত, গুটলি মল তারযুক্ত আম দ্বারা সংযুক্ত, গুহ্য বিদারণ যুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ বা কঠিন মল নির্গমন কালে গুহ্য বিদারিত হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী। পুরাতন ডিস্‌পেপসিয়ার সহিত কোষ্ঠ বদ্ধতা, সরলান্ত্রের মিউকস মিম্ব্রেনের শুষ্কতা, মল বেগ অধিক থাকে না, মলত্যাগের অনিচ্ছা, নিয়মিত মলের অবরুদ্ধতা, মল ত্যাগান্তে আরও মল উদরে রহিয়া গেল বলিয়া বোধ, গুহ্য ভ্রংশ, সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত বৎ অবস্থা, মলত্যাগের সময় ও পরে এক ঘণ্টা কাল সরলান্ত্রে বেদনা, অর্শ বলিতে কন্‌কনি বেদনা, মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, আবদ্ধ আধ্মান, উদ্গার উঠিলে উপশম বোধ, চর্ম্মের শুষ্কতা, চর্ম্মরোগ বর্ত্তমান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

চায়না—অন্ত্র মধ্যে বহু পরিমাণ মলের পুঞ্জিকরণ, কষ্টে মল নিঃসরণ, কোমল মল নির্গমন করিতেও যন্ত্রণা বোধ, মল বেগের অভাব, শিরোঘূর্ণনের

সহিত কোষ্ঠ বদ্ধতা, মস্তক উষ্ণ, কর্ণনাদ, সরলান্ত্রের শক্তি শূন্যতা হেতু মল নির্গমন করিতে অসমর্থ। প্রচুর পরিমাণে রক্ত রসাদির স্রাব হেতু কোষ্ঠ বদ্ধ। মলত্যাগান্তে মল দ্বারে জ্বালা, মলদ্বারে চুলকানি ও স্পন্দন অনুভব, ফল মূল আহার হেতু রোগ, উদর পূর্ণ ও স্ফীত, অম্ল বমন। ৩য়, ৩০শ শক্তি।

চেলিডোনিয়ম—ক্রমান্বয়ে উদরাময় ও কোষ্ঠ বদ্ধতা, মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গুটী গুটী মল নিঃসরণ। বারম্বার বায়ু নির্গমন। মলত্যাগ কালে গুহ্য দ্বারের সংকোচন, সরলান্ত্র ও মল দ্বারে জ্বালাকর বেদনা, গুহ্য দ্বারে চুলকানি, যকৃত প্রদেশে বেদনা, উদরে গল্‌গল্‌ শব্দ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা তেল তেলা, মূত্র আরক্তিম, দক্ষিণ স্কন্ধ ফলকাস্থির নিম্ন ও অভ্যন্তর কোনে বেদনা। আহারের পর শিরোঘূর্ণন। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

জিঙ্কম্—শুষ্ক, উজ্জ্বল ও অঙ্কুর যুক্ত অসম মল, বহু কষ্টে ও গৌণে মল নির্গমন, কোন কোন সময় অজ্ঞাতসারে মল ক্ষরণ, ঊর্দ্ধ ও অধোপথে বায়ু নির্গমন, মদ্যপানের ফলস্বরূপ ব্যাধি। ৬ষ্ঠ শক্তি।

ট্যাবাকম্—মেষের বিষ্ঠার ন্যায় গুটী গুটী মলত্যাগ, কষ্টে নিঃসৃত মল, শরীর শীতল, উদরটী উষ্ণ, মলত্যাগের চেষ্টা, কিন্তু কিছুই নিঃসৃত হয় না। বারম্বার বৃথা মলবেগ, দীর্ঘ সময় পরে কঠিন মল নিঃসরণ, আভ্যাসিক কোষ্ঠ কাঠিন্য, উদর আধ্মানযুক্ত, বিবমিষা, মৃত্যুপ্রায় মূর্চ্ছা। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

টেরেণ্টুলা—মলের বর্ণ অতিশয় মলিন, দুর্গন্ধ ও দূষিত মল, আম মিশ্রিত মল, কষ্টে নিঃসৃত মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও দাহ, কুন্থনের অভাব। ৬ষ্ঠ শক্তি।

টিটানিয়ম—কৃচ্ছ্র কর কোষ্ঠবদ্ধ, পিচকারি ব্যতীত মল নিঃসৃত হয় না, উদর স্ফীত ও কঠিন, পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, দুর্গন্ধময় উদ্‌গার ও বায়ু নিঃসরণ, মলের মধ্যে কাল কাল খণ্ড বর্ত্তমান। ৩য়, ৬ষ্ঠ শক্তি।

থুজা—মল কঠিন, বর্ত্তুলাকার, কৃচ্ছ্র কর কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রের ক্রিয়া রাহিত্য, অন্ত্রে অন্ত্র প্রবেশহেতু মল নির্গমনে অসমর্থ। গুহ্যদ্বারে বেদনা, মলত্যাগের পর বারম্বার বৃথা মল বেগ, গুহ্যদেশ ও পেরিনিয়মে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম-ক্ষরণ, বারম্বার লবণ খাইবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠ ১২শ শক্তি।